বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৬ সংখ্যা-০৫ মে - ২০২৩

These elderly workers are busy unloading coal from a ship onto a truck, not in frame, in Dhaka's Gabtoli area on Sunday. The nation is observing May Day today to recognise and appreciate the invaluable contributions of these working-class people. — FE photo by KAZ Sumon

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-২০ (চতুর্থ তলা), রোড-১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

টেলিফোন: ৮৮-০২-৪১০২০২৮০, ৪১০২০২৮১,৪১০২০২৮২,৪১০২০২৮৩ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৮১৫২৮১০

ই-মেইল: bils@citech.net, **www.bilsbd.org**

<u>সূচী :</u>	<u>পৃষ্ঠাঃ</u>
শোভন কাজ	০৩ - ৫৫
শ্রম বাজার	৫৬ - ৮৭
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৮৮ - ১১৯
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	১২০ - ১২৯
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১৩০ - ১৩৯
সংবাদপত্রে বিল্স	১৪০ - ১৪২
ফাইল ডকুমেন্ট	১৪৩-১৪৪

প্রথম আলো • সোমবার, ১ মে ২০২৩,

ট্যানারির পরিবেশদূষণের শিকার হচ্ছেন শ্রমিকেরা

মহান মে দিবস আজ

পার্থ শঙ্কর সাহা, *ঢাকা*

চামড়াশিল্প কারখানাগুলো একসময় ছিল রাজধানীর হাজারীবাগে, বুড়িগঙ্গা নদীর পারে। ছয় বছর আগে এটি চলে যায় রাজধানীর অদূরে সাভারের হেমায়েতপুরে, ধলেশ্বরী নদীর তীরে। মূলত বুড়িগঙ্গাসহ স্থানীয় পরিবেশদূষণ রোধ এবং শ্রমিকদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ তৈরি করতেই এ স্থানান্তর হয়।

এ চামড়াশিল্পের শ্রমিক হিসেবে প্রায় ৪০ বছর ধরে কাজ করছেন টি এম লিয়াকত হোসেন। গতকাল রোববার লিয়াকত হোসেন বলছিলেন, 'ট্যানারির শুধু স্থানান্তর হইছে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। ধলেশ্বরী নদী বুড়িগঙ্গার মতো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়ে গ্যাছে। পরিবেশের উন্নতি হয় নাই। মালিকদের কিছু ভবন হইছে। শ্রমিকের অবস্থার পরিবর্তন দেখি না।'

সাভারের হেমায়েতপুরের ধলেশ্বরী নদীপারে হরিণধরা গ্রামে চামড়াশিল্প স্থানান্তর হয়েছে ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে। এখন এটি বিসিক চামড়াশিল্প নগরী হিসেবে পরিচিত।

শ্রমিক অধিকার নিয়ে কাজ করা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংগঠন সলিডারিটি সেন্টারের এক সাম্প্রতিক গবেষণায় বলা হয়েছে, চামড়াশিল্প নগরের পারে প্রবহমান ধলেশ্বরী নদী ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। আর শ্রমিকেরা বলছেন, পরিবেশদূষণের প্রভাব পড়ছে তাঁদের স্বাস্থ্য, জীবনযাপন, আয় ও কর্মপরিবেশের ওপর। শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাও এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হয়নি। এ পরিস্থিতিতে আজ ১ মে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে মহান মে দিবস।

ধলেশ্বরী নদীর পাশে প্রায় ১৯৯ একর জমিতে আছে চামড়া বা ট্যানারি শিল্পকারখানাগুলো। সেখানকার পরিবেশের বিষয়টি নিয়ে শুরু থেকেই আলোচনা ছিল। বিশেষ করে নদী ও সেখানকার বায়ুর দূষণ নিয়ে।

সলিডারিটি সেন্টারের 'এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্টস অন অ্যান্ড লেবার রাইটস কন্ডিশন অব ট্যানারি ওয়ার্কার্স' শিরোনামের এ গবেষণা শেষ হয় গত বছরের ডিসেম্বর মাসে। এর নেতৃত্ব দেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোস্তাফিজ আহমেদ। তিনি বলেন, ট্যানারি এলাকার পরিবেশ নিয়ে শ্রমিকদের ভাবনা ও শ্রমিকদের ওপর এর প্রভাব দেখাই ছিল গবেষণার উদ্দেশ্য।

গবেষণার জন্য ১৮৮ জন শ্রমিকের ওপর সরাসরি জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় কৃষক, শ্রমিক, দোকানি, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে দলভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে।

শুধু শ্রমিকের স্বার্থে নয়, বরং এ শিল্পের স্বার্থেই চামড়াশিল্পের পরিবেশদূষণ রোধ করা দরকার বলে মনে করেন সলিডারিটি সেন্টারের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এ কে এম নাসিম। তিনি গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পরিবেশের কারণে শ্রমিকেরাই বেশি ভুক্তভোগী হচ্ছেন। এর প্রতিকার দরকার। তবে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অগ্রাধিকারের মধ্যে নেই বলেই মনে হয়।'

ট্যানারির পরিবেশ, যা বলেন শ্রমিকেরা

শ্রমিকদের মধ্যে ৭৪ শতাংশ মনে করেন, ট্যানারির কারণে ধলেশ্বরীর পানির দূষণ হয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে প্রতি ১০ জনের ৪ জন মনে করেন, নদীর পানির রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। ৪৭ শতাংশের বেশি শ্রমিক মনে করেন, নদীর পানি গৃহস্থালি কাজে ব্যবহারের অনুপযোগী। শ্রমিকদের অনেকেই কারখানা এলাকায় এখন থাকছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৫৫ শতাংশের মত, মাটির উর্বরতা কমে গেছে।

নদীর পাশাপাশি বায়ুদূষণও শ্রমিকদের উদ্বেগের বিষয়। জরিপে অংশ নেওয়া ৭৮ শতাংশ শ্রমিক বলেছেন, বাতাসে এখন দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।

শ্রমিকদের মধ্যে ৫০ ভাগের বেশি বলেন, পরিবেশগত সমস্যা তাঁদের কাজের ওপর নানাভাবে প্রভাব ফেলে। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশের কথা, অসুস্থতার কারণে তাঁরা কাজে অনুপস্থিত থাকেন বা থাকতে বাধ্য হন বা দেরিতে আসেন। এ কারণে প্রায় ২৬ শতাংশ শ্রমিকের মজুরি কাটা হয়। শ্রমিকদের মধ্যে ৬০ শতাংশের বেশি জানান, পরিবেশগত দূষণের ফলে তাঁদের ব্যয় বেড়েছে। এর কারণ তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়ার ফলে খরচ বেড়ে যায়।

পরিবেশগত দূষণের জন্য ৭০ ভাগের বেশি শ্রমিক নানা সমস্যায় ভোগেন। এর মধ্যে আছে দুর্বলতা বোধ, শ্বাসকষ্টের সমস্যা। পাশাপাশি অ্যালার্জি, মাথাব্যথা ও জ্বরের মতো সমস্যা আছে। পরিবেশগত দূষণ তাঁদের খাদ্য গ্রহণের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে শ্রমিকদের ৬৩ শতাংশের বেশি জানান, এতে তাঁদের ও পরিবারের সদস্যদের সমস্যা হয়। ক্ষুধামান্দ্য বা রুচি না থাকার সমস্যায় ভোগে অনেকেই।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে শ্রমিকদের ভাবনা

চামড়াশিল্পের তরল বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা সব সময় একটা বড় ভাবনার বিষয়। হাজারীবাগে যখন ট্যানারি ছিল, তখন পুরো বর্জ্য বুড়িগঙ্গায় গিয়ে পড়ত। বুড়িগঙ্গার দূষণের সবচেয়ে বড় উৎস ছিল হাজারীবাগ ট্যানারি। হাজারীবাগ থেকে হেমায়েতপুরে গেলেও ট্যানারির শিল্পবর্জ্য পাশের ধলেশ্বরী নদীতে ফেলা হতো। ২০২১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর *প্রথম আলোর* প্রতিবেদক রাতে গিয়ে দেখেন, সাভারের চামড়াশিল্প নগর থেকে রাতের আঁধারে ট্যানারির তরল বর্জ্য শিল্পনগরের কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) থেকে পাইপ বসিয়ে ধলেশ্বরী নদীতে ফেলা হচ্ছে। এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয় ১৫ সেপ্টেম্বর।

গত বছরের অক্টোবর মাসে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি পরিবেশগত ছাড়পত্র না থাকায় এবং দূষণের দায়ে ঢাকার সাভারের চামড়াশিল্প নগরীর ১৯টি ট্যানারি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর আগে ২০২১ সালের আগস্টে চামড়াশিল্প নগরী আপাতত বন্ধ রাখার সুপারিশ করে সংসদীয় কমিটি। যদিও সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি।

সলিডারিটি সেন্টারের গবেষণায় দেখা যায়, ৬৫ শতাংশের বেশি শ্রমিক জানান, ট্যানারির তরল বর্জ্য সিইটিপিতে যায়। তবে ২৭ শতাংশের দাবি, এসব পানি আসলে মেশে ধলেশ্বরী নদীতে। আর কঠিন বর্জ্যের ক্ষেত্রে ৬৭ শতাংশ শ্রমিক জানান, সেগুলো খোলা জায়গায় ফেলা হয়।

মালিক ও সরকারের কথা

ট্যানারিমালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. শাহীন আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পরিবেশের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা আগে ছিল, এখনো আছে। যেমন সিইটিপিকে আরও কার্যকর করতে হবে। এ নিয়ে আমরাও বলছি।'

তবে তরল বর্জ্য ধলেশ্বরীতে পড়ছে—এমন দাবি ঠিক নয় বলে মন্তব্য করেন শাহীন আহমেদ।

সলিডারিটির গবেষণায় পরিবেশদূষণে শ্রমিকদের ওপর প্রভাবের বিষয়টি উঠে এলেও তা মানতে রাজি নন হেমায়েতপুরের বিসিক শিল্পনগরীর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মাহফুজুর রহমান। তিনি বলেন, 'পরিবেশের পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। কিছু সমস্যা থাকলেও সবাই মিলে এর উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে।'

তবে ট্যানারি শ্রমিকদের কথা ভিন্ন। ট্যানারি শিল্পের শ্রমিক সংগঠন ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেক বলছিলেন, 'পরিবেশের দূষণের প্রভাব শুধু শ্রমিক নয়, এলাকাবাসীর ওপরও পড়েছে। এ শিল্প পুরোপুরি পরিবেশসম্মত এখনো হয়নি। এর ভুক্তভোগী হচ্ছেন শ্রমিকেরা।'

চামড়াশিল্পের পরিবেশ এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব নিয়ে বুয়েটের সাবেক অধ্যাপক, পানিবিশেষজ্ঞ ফিরোজ আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, এ শিল্পে নানা ধরনের রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসতে হয় শ্রমিকদের। সেগুলোর ব্যবস্থাপনা যদি ঠিক না হয়, তবে তার প্রভাব শ্রমিক স্বাস্থ্যের ওপর পড়াটা স্বাভাবিক। চামড়াশিল্প নগরীতে কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে হয় না। সিইটিপিতেও সমস্যা আছে। এর প্রভাব নদীর ওপর পড়ছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ১ মে ২০২৩,

সমান হতে হবে নারী ও পুরুষের পারিশ্রমিক

আলোচনা সভা

ঋণখেলাপিদের কাছ থেকে অর্থ উদ্ধার করে বেকার ভাতার ব্যবস্থা এবং নারী ও পুরুষের পারিশ্রমিক সমান করার দাবি তোলেন বক্তারা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশের শ্রম কর্মসংস্কৃতির বড় দুর্বলতা বেকার ভাতা ব্যবস্থা না থাকা এবং নারী শ্রমিকের মজুরিবৈষম্য। তাই ঋণখেলাপিদের কাছ থেকে অর্থ উদ্ধার করে বেকার ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। নারী ও পুরুষের পারিশ্রমিক সমান হতে হবে। মে দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ গণসংগীত সমন্বয় পরিষদ আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তাদের কথায় উঠে আসে এসব দাবি।

গতকাল রোববার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বোপার্জিত স্বাধীনতা মঞ্চে মে দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় দেশের কর্মসংস্কৃতির বিভিন্ন দুর্বলতা তুলে ধরেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, নাট্যজন মামুনুর রশীদ। সচিবালয় থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে গাফিলতির উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, আলস্য বড় ক্ষতি করছে। দেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরে মামুনুর রশীদ বলেন, 'প্রয়োজনে আবার মাথা তুলে দাঁড়ানোর ইতিহাসও আমাদের আছে।' তিনি আক্ষেপ করে বলেন, দেশের শ্রমিক মজুরি পান না, কিন্তু মালিকেরা বিভিন্ন দেশে বেগমপাড়া বানান।

সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছের বক্তব্যে উঠে আসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে মে দিবসের চেতনার অভিন্ন হওয়ার কথা। সংস্কৃতিকর্মীদের দাবি নিয়ে কোনো রাজনৈতিক দল কথা বলে না অভিযোগ করে তিনি বলেন, ঋণখেলাপিদের কাছ থেকে অর্থ উদ্ধার করতে হবে। জনগণের চাহিদা পূরণ এবং বেকার ভাতার জন্য সেই অর্থ ব্যবহার করতে হবে।

নারী শ্রমিকের মজুরি বৈষম্যের কথা উঠে আসে সংগঠনের সভাপতি কাজী মিজানুর রহমানের বক্তব্যে। মালিক-শ্রমিক বৈষম্যের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী বলেন, প্রথা পাল্টেছে কিন্তু শ্রমিকের পরিস্থিতি বদলায়নি। এখনো কৃষক রাগে, ক্ষোভে নিজের ফলানো ফসল মাঠে ফেলে চলে আসেন বা রাস্তায় ফেলে প্রতিবাদ করেন। কারণ, তিনি তাঁর ন্যায্য মজুরি পান না।

আলোচনা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গণসংগীতশিল্পী ফকির সিরাজ। আলোচনার পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে ঋষিজ, উদীচীসহ কয়েকটি শিল্পীগোষ্ঠী। ছিল একক পরিবেশনাও। '১৮৮৬ সালের শিকাগোর হে মার্কেট', 'আজ নয় কাল নয় পরশু, বিভাবরী সূর্য উঠবে একদিন' অথবা 'বুক বেঁধে লড়তে হবে'র মতো গণসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা।

বণিক বার্তা সোমবার, মে ১, ২০২৩

২০২২ সালে বাংলাদেশে প্রকৃত মজুরি কমেছে

বদরুল আলম ■

মোট মজুরি থেকে মূল্যস্ফীতির হার সমন্বয় করে হিসাব করা হয় প্রকৃত মজুরি। ২০২১ সাল পর্যন্ত টানা চার বছর দেশে প্রকৃত মজুরি বাড়লেও ২০২২ সালে তা কমেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তথ্য অনুযায়ী, গত বছর বাংলাদেশে প্রকৃত মজুরি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ঋণাত্মক শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ।

আইএলওর ফ্ল্যাগশিপ প্রতিবেদন 'গ্লোবাল ওয়েজ রিপোর্ট ২০২২-২৩: ইমপ্যাক্ট অব ইনফ্লেশন অ্যান্ড কভিড-১৯ অন ওয়েজেস অ্যান্ড পারচেজিং পাওয়ার'-এ বলা হয়, একাধিক বৈশ্বিক সংকটের মুখে বিশ্বব্যাপী প্রকৃত মজুরির নেতিবাচক পরিস্থিতি দেখা গেছে। এ বৈশ্বিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করা হয় ওই প্রতিবেদনে।

আইএলও বলছে, প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি হলো বছরে বছরে সব কর্মচারীর মাসিক গড় মজুরির পরিবর্তন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালের প্রথমার্ধে বিশ্বব্যাপী মাসিক মজুরি শূন্য দশমিক ৯ শতাংশে নেমে আসে। চলতি শতাব্দীতে এ বছরেই প্রথমবারের মতো প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি নেতিবাচক হয়। উন্নত জি২০ দেশগুলোর মধ্যে গত বছরের প্রথমার্ধে প্রকৃত মজুরি ২ দশমিক ২ শতাংশ কমে বলে ধারণা করা হয়। উদীয়মান জি২০ দেশগুলোতে প্রকৃত মজুরি শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কভিড-১৯ মহামারীর আগের বছর ২০১৯ সালের তুলনায় ২ দশমিক ৬ শতাংশ কম।

আইএলওর প্রতিবেদনে আঞ্চলিক প্রকৃত মজুরি পরিস্থিতির পাশাপাশি সংস্থাটির বিশ্লেষণে ব্যবহৃত তথ্যে ছিল বাংলাদেশসহ ১৩০টিরও বেশি দেশের মাসিক গড় নমিনাল মজুরি ও প্রকৃত মজুরি প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যান। এতে দেখা যায়, গত চার বছরে বাংলাদেশে মাসিক গড় নমিনাল মজুরি প্রতি বছরই বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে (বিবিএস) তথ্যসূত্র উল্লেখ করে আইএলও বলেছে, ২০১৮ সালে বাংলাদেশে মাসিক গড় নমিনাল মজুরি ছিল ১১ হাজার ২৮১ টাকা, ২০১৯ সালে ১২ হাজার ৪ টাকা এবং ২০২০ সালে হয় ১২ হাজার ৭৩২ টাকা। ২০২১ সালে মাসিক গড় নমিনাল মজুরি বেড়ে হয়েছে ১৩ হাজার ৫০৪ টাকা।

প্রকৃত মজুরির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ২০২২ সাল পূর্ববর্তী চার বছরে বাংলাদেশে প্রকৃত মজুরি প্রবৃদ্ধি তুলনামূলক কম-বেশি বেড়েছে। তবে ২০২২ সালের চিত্র ছিল ভিন্ন, এ বছর প্রকৃত মজুরি কমেছে। আইএলওর তথ্য বলছে, ২০১৮ সালে প্রকৃত মজুরি প্রবৃদ্ধি ছিল শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ। ২০১৯ সালে প্রবৃদ্ধি হয় শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ। ২০২০ সালে প্রবৃদ্ধি কমে যায়, যার হার শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ। এরপর ২০২১ সালে প্রবৃদ্ধির হার আবারো বেড়ে দাঁড়ায় শূন্য দশমিক ৫ শতাংশে। ২০২২ সালে প্রকৃত মজুরি প্রবৃদ্ধি কমেছে বলে আইএলওর তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। যার হার ঋণাত্মক শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ।

দেশে প্রকৃত মজুরি প্রবৃদ্ধি

২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
০.৯%	০.৮%	০.৫%	-০.৪%

সূত্র: আইএলও

২০১৮ সালে প্রকৃত মজুরি প্রবৃদ্ধি ছিল শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ। ২০১৯ সালে প্রবৃদ্ধি হয় শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ। ২০২০ সালে প্রবৃদ্ধি কমে যায়, যার হার শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ। এরপর ২০২১ সালে প্রবৃদ্ধির হার আবারো বেড়ে দাঁড়ায় শূন্য দশমিক ৫ শতাংশে। ২০২২ সালে প্রকৃত মজুরি প্রবৃদ্ধি কমেছে

বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তাব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মূল্যস্ফীতি ও কভিড-১৯-এর প্রভাবে দেশে প্রকৃত মজুরি প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমে যেতে পারে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে জরিপ প্রতিবেদনের সঙ্গে এ তথ্য পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ না। কারণ বিবিএসের প্রতিবেদন বলছে, ২০১৬-২২ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে মোট দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য কমেছে। তবে গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন, সরকারি সমীক্ষার আয়বৈষম্য চিত্র থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ক্রয়ক্ষমতার নিরিখে প্রকৃত মজুরি কমেছে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমাদের খানা জরিপ ২০২২-এর যে ফলাফল তাতে দেখা যায় ২০১৬-২২-এর মধ্যে বাংলাদেশে অতিদারিদ্র্য ও মোট দারিদ্র্য কমেছে। শহর ও গ্রাম দুই ক্ষেত্রেই যা প্রযোজ্য। প্রকৃত মজুরি কমলে দারিদ্র্য কমার প্রশ্ন আসত না। যারা ওয়ার্কিং পুওর তাদের ভোগের মূল ক্ষেত্রই হলো মজুরি বাবদ আয়। বলা যায় প্রকৃত মজুরি যে হারে বেড়েছে তার চেয়ে বেশি হারে বেড়েছে ধনীদের আয় বা যারা দরিদ্র না তাদের আয়। ফলে বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে কিছুটা বৈষম্য কমলেও শহরাঞ্চলে বৈষম্য তীব্রভাবে বেড়েছে এ সময়ে। কভিডকালীন প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় আমাদের ভি-শেপ রিকভারি হয়েছে। এ সময় মোট দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য দুটোই কমেছে।'

এদিকে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'আমাদের গবেষণাগুলোয় দেখা গেছে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অবনমন হয়েছে। বিবিএসের খানা জরিপের তথ্যেও দেখা যাচ্ছে, দেশে আয়বৈষম্য বেড়েছে। বিবিএসের হিসাবে অতিদারিদ্র্য কমেছে, সাধারণ দারিদ্র্যও কমেছে। যদিও কমার হার আগের চেয়ে কম। আগে ২ শতাংশ হারে কমলেও সর্বশেষ হিসাবে কমেছে ১ শতাংশ করে। আমাদের দারিদ্র্য নিরসনের স্থিতিস্থাপকতা জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাপেক্ষে শ্লথ। আরেকটা বিষয় হলো মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত যেসব পণ্য ক্রয় করে সেসব পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি। বার্ষিক মজুরি ৫ শতাংশ করে বৃদ্ধির যে হার সেটার সঙ্গে তুলনা করলে অবশ্যই ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। মূল্যস্ফীতিও ৫ শতাংশ থেকে বেশি ছিল। সেটা থেকেও বোঝা যায় ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। সরকার সামাজিক সুরক্ষা দিয়ে ভোগ বৈষম্য যেন না বাড়ে সেটার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এর আওতায় অনেকেই আসেনি। যেমন শহুরে শ্রমিকরা আসেনি। তেমনি গ্রামেও সবাই এ সামাজিক সুরক্ষায় আওতায় আসেনি। সেটারও একটা প্রভাব ক্রয়ক্ষমতার ওপর পড়েছে। সার্বিকভাবে ক্রয়ক্ষমতার নিরিখে প্রকৃত মজুরি কমেছে।'

বিবিএসের খানা জরিপে উঠে এসেছে কভিড মহামারী ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ-পরবর্তী বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও দেশে দারিদ্র্যের হার কমেছে। জরিপ অনুযায়ী, ২০১৬ সালে দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ। সেখান থেকে ৫ দশমিক ৬ শতাংশীয় পয়েন্ট কমে ২০২২ সালে তা নেমে আসে ১৮ দশমিক ৭ শতাংশে। একই সময়ে অতিদারিদ্র্য ১২ দশমিক ৯ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৬ শতাংশে।

খানার আয়-ব্যয় জরিপে পাওয়া তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশে এখন খানাপ্রতি গড় মাসিক আয় ৩২ হাজার ৪২২ টাকা। ২০১৬ সালে তা ছিল ১৫ হাজার ৯৮৮ টাকা। একই সময় আয়ের মতো ব্যয়ও বেড়ে দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। এ সময় গড় মাসিক ব্যয় ১৫ হাজার ৭১৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩১ হাজার ৫০০ টাকা।

শ্রম খাতসংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, নতুন যে মজুরি কাঠামোগুলোর ঘোষণা হচ্ছে সেগুলো মূল্যস্ফীতি, ক্রয়ক্ষমতার মতো বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়েই ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বৈশ্বিক সংকটে কিছুটা প্রভাব শ্রম খাতের প্রকৃত মজুরিতে পড়লেও তা কতটুকু, সে বিষয়ে বিশদ বিশ্লেষণ করেই বলা সম্ভব বলে মনে করছেন তারা।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহছানে এলাহী বণিক বার্তাকে বলেন, 'বৈশ্বিক পরিক্রমায় বাংলাদেশের প্রকৃত মজুরি প্রবৃদ্ধি কমেছে কিনা সেটা বিশ্লেষণ না করে বলা সম্ভব না। আমরা যে খাতগুলোর মজুরি ঘোষণা দিই, সেই খাতগুলো মজুরি নিম্নতম কাঠামো মেনেই মজুরি পরিশোধ করছে। গত এক বছরে নতুন যে মজুরি কাঠামোগুলোর ঘোষণা হয়েছে সেগুলো মূল্যস্ফীতি, ক্রয়ক্ষমতার মতো বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়েই ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যুগোপযোগী করেই নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণা করা হয়।'

বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ৭১ শতাংশ। এ সময় খাদ্যপণ্যের মূল্যসূচক ৭ দশমিক ৯১ শতাংশ এবং খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যসূচক ছিল ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১৮ বৈশাখ ১৪৩০ ■ ১ মে ২০২৩

মহান মে দিবস আজ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রম ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নয়, শ্রমের মর্যাদা ছাড়া গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তা ছাড়া উৎপাদনশীল মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। শ্রম ও মেধা দিয়ে যে উৎপাদন, তা থেকেই সমাজ বিকশিত হয়, পুঁজি বিকশিত হয়। কিন্তু মানুষ যখন কৃষি থেকে বিচ্যুত হয়ে শিল্পে এসেছে, তখন থেকে পুঁজিপতিরা ক্ষুদ্র থেকে দ্রুতই বড় হতে শুরু করে এবং যে মানুষ কৃষক থেকে শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে, তারা সত্যিকার অর্থে সর্বহারা শ্রেণি হিসেবে আরো কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে মে দিবস।

আজ মহান মে দিবস। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন। ১৮৮৬ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকেরা আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ঐ দিন তাদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আন্দোলনে শ্রমিকদের অধিকারের স্বীকৃতি মিললেও আজও শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির দাবিতে আন্দোলন করতে হয়। দেশে দেশে শ্রমিকেরা আজও বঞ্চিত, নিগৃহীত। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য শ্রমিকদের আত্মত্যাগের এই দিনকে তখন থেকেই সারা বিশ্বে 'মে দিবস' হিসেবে পালন করা হচ্ছে। এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য 'শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি'।

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে এবং আইএলওর ছয়টি কোর কনভেনশনসহ ২৯টি কনভেনশন অনুসমর্থন করে। এটি একটি বিরল ঘটনা এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের অধিকার রক্ষায় এক অনন্য স্বীকৃতি।

দিবসটি সরকারি ছুটি। মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলাদা বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, বিশ্বের সব শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষের জন্য সংগ্রামী চেতনায় উদ্ভাসিত একটি দিন এই মহান মে দিবস। আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প ও শ্রমবান্ধব বর্তমান সরকার শ্রমিকের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উন্নত কর্মপরিবেশ, শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক, শ্রমিকের পেশাগত নিরাপত্তা ও সুস্থতাসহ সার্বিক অধিকার নিশ্চিতকরণের কোনো বিকল্প নেই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্বের শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার গৌরবোজ্জ্বল ত্যাগের ঐতিহাসিক দিন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, মহান মে দিবসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিক ও মালিক পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় রেখে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিবেদিত হবেন। আমরা শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলব।

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে শ্রমিক সমাবেশ, শোভাযাত্রা, আলোচনাসভা, সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মহান মে দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় পত্রিকাসমূহ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো দিনটি উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবে।

মে দিবসে জেপির বিবৃতি

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় পার্টি-জেপির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি এবং দলের মহাসচিব শেখ শহীদুল ইসলাম বাংলাদেশের মেহনতি মানুষদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। একই সঙ্গে বিশ্বের মেহনতি সব মানুষকেও আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। এক বিবৃতিতে জেপির নেতৃদ্বয় বলেন, মেহেনতি মানুষের শ্রম ও ঘামে আমাদের এই সভ্যতা গড়ে উঠেছে। মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, প্রতিষ্ঠা সংগ্রামের এক অনন্য দিন। আমরা এই দিনে বাংলাদেশের তথা বিশ্বের সব শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য সংগ্রামের প্রতি ও তাদের শ্রমের ন্যায্য মূল্যের দাবির প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ঘোষণা করছি। একই সঙ্গে সব শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য কামনা করছি। আমরা মনে করি, শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার ও দাবির স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে আগামী দিনে বিশ্বে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত এবং সভ্যতা নতুন ধাপে উন্নীত হতে পারে। আমরা এই দিনে সব মেহনতি মানুষের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করছি এবং মহান মে দিবসে যারা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, সেই আমেরিকান শিকাগো শহরের শ্রমিকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। মেহনতি মানুষের ন্যায্য সংগ্রামের জয় হোক!

যুগান্তর | সোমবার ১ মে ২০২৩
১৮ বৈশাখ ১৪৩০

নারীর শ্রম চুরি হয় তাড়া করে হিংস্রতা

শিপন হাবীব

সহিংসতা-হিংস্রতা শ্রমজীবী নারীদের আরও বেশি তাড়া করে। পুরুষতান্ত্রিক প্রতাপ আজও গিলে চলে নারী শ্রমিকদের। শ্রম চুরি হয়। পারিশ্রমিকদের শর্ত অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বল। পুরুষের ন্যায় কর্মঘণ্টা, সমপরিমাণ কাজেও সমান মজুরি নেই। গার্মেন্টস, কৃষি, গৃহ, দিনমজুরে ব্যাপক নারী শ্রমিক থাকলেও সর্বক্ষেত্রে নেই নিরাপত্তা, সম্মানও। ঘরে-বাইরে, কর্মক্ষেত্রে লাঞ্ছনা সহ্য করাই যেন নিত্যদিনের সঙ্গী। আজ আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস যা সচরাচর মে দিবস নামে অভিহিত। প্রতি বছরই ক্যালেন্ডার ধরে দিনটি আসে, চলেও যায়। ন্যায্য মজুরি-নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না।

কৃষি এবং পারিবারিক গৃহশ্রমে নারী শ্রমিকের সংখ্যা এক কোটি ৩০ লাখের উপরে। এ সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু স্বীকৃতি মিলছে না। মজুরি বৈষম্য পদে পদেই। এ দুই খাতে সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত হয় নারী শ্রমিকরা। এক স্বীকৃতি নেই—দ্বিতীয় কাজের নিশ্চয়তা নেই। কখনো তাদের বিনা পারিশ্রমিকেই কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। কখনো চলে মধ্যযুগীয় বর্বরতাও। ধর্ষণ নির্যাতন থেকে শুরু করে হত্যার শিকারও হচ্ছেন অসহায় নারীরা।

এ ছাড়া গার্মেন্টস শিল্পে ২৮ লাখের উপরে নারী শ্রমিক রয়েছেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের মজুরি দাঁড়াতে পাচ্ছে না। সারা দেশে ১৭৭টি চা বাগান আছে। এর শ্রমিকের মধ্যে ৬০ শতাংশ নারী। তাদের বাসস্থান থেকে শুরু করে খাদ্য-মজুরিতে বৈষম্য আরও বেশি। অধিকাংশ নারী শ্রমিকের সঙ্গে ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। দিনে ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করানো হয়।

শ্রমজীবী নারী নেত্রীদের ভাষ্য, কিছু নারী নিজ নিজ যোগ্যতায় এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বেশির ভাগের অধিকার ন্যায্যতা তলানিতে। নির্যাতন সহিংস্তার থাবা তো আছেই। মানুষকে অধিকার দেয় রাষ্ট্র। কিন্তু মহিলাদের অধিকারের ছাড়পত্র আদায় করতে হয় পরিবার ও সমাজের কাছে। পরিবারে চাকরির প্রশ্নে ছেলেরা এগিয়ে। সামাজিক ধারণা অনুযায়ী, মেয়েরা বেকার হয় না, অবিবাহিত হয়। পরিবারে পরিশ্রমে সঞ্চিত অর্থ তাদের বিয়েতে ব্যয় করা হয়। কিন্তু তা দিয়ে তাদের পছন্দ মতো ব্যবসায় নিয়োগ করার উদ্যোগ নেই কিংবা ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। বিয়ের পর পরিবারে যাবতীয় কাজের দায় এক গৃহবধূর মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়। তার পরিশ্রমের সময়ের কোনো হিসাব থাকে না, মূল্য থাকে না।

শ্রমজীবী একাধিক নারী জানান, তারা ঘরের বাইরে কাজ করার জন্য 'অনুমোদন' পেলে, সেখানেও জরুরি শর্ত থাকে। কর্মক্ষেত্র থেকে সোজা বাড়িতে। বাড়িতে ফিরে রাতের রান্না এবং বাচ্চাদের দেখভাল করতে হবে। পরের দিন বাচ্চা-সংসার সামলে কাজে যেতে হবে। বেতনভাতা কিংবা মজুরি, তাও খরচের স্বাধীনতা থাকে না। স্বামী কিংবা পরিবার সদস্যদের ইঞ্চি ইঞ্চি হিসাব দিতে হয়। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বাড়ি বাড়ি কাজ করেন রহিমা

প্রথম আলো • সোমবার, ১ মে ২০২৩,

ঘামের দামে কষ্টে চলে তাঁদের জীবনসংসার

মে দিবস

ইটভাটার কাজে হাড়ভাঙা পরিশ্রম। সে অনুযায়ী পারিশ্রমিক মেলে না শ্রমিকদের। খুব কষ্টে চলে তাঁদের সংসারের চাকা।

> বাজারে জিনিসপত্রের যে দাম, এই উপার্জনের ট্যাকায় টাইন্যা-টুইন্যা কোনো রহমে সংসার চলে। অন্য কাজ পাই না, বাধ্য হয়ে এই কাম করছি।
>
> আবদুর রহিম, ইটভাটার শ্রমিক

আব্দুল মোমিন, *মানিকগঞ্জ*

কাঠফাটা রোদে তপ্ত দুপুর। ইটভাটার খোলা (যেখানে ইট পোড়ানো হয়) থেকে ইটের উচ্ছিষ্ট পোড়ামাটি ঝাঁকায় ভরে মাথায় করে নিয়ে পাশের একটি স্থানে স্তূপ করে রাখছেন শ্রমিকেরা। মাঝেমধ্যে শরীর থেকে বের হওয়া ঘাম হাত দিয়ে মুছছেন। প্রচণ্ড গরমে তাঁদের নাস্তানাবুদ অবস্থায়। গতকাল রোববার দুপুর ১২টার দিকে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার ভাটবাউর এলাকায় একটি ভাটায় গিয়ে এই দৃশ্য দেখা যায়। জীবনসংসারের চাকা সচল রাখতে ওই সব শ্রমিকের প্রতিদিনই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। তাঁরা জানেন না মে দিবসের তাৎপর্য কী।

রহমান ব্রিকস নামের ইটভাটাতে প্রায় ১৮ বছর ধরে কাজ করেন আবদুর রহিম (৫০)। তাঁর বাড়ি সদর উপজেলার দীঘি ইউনিয়নের মুলজান গ্রামে। স্ত্রী, এক মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে তাঁর পরিবার। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। সংসারে তাঁর স্ত্রী ও কলেজপড়ুয়া ছেলে। এই ভাটায় কাজ করেই চলছে তিন সদস্যের সংসার। রহিমের স্ত্রী সাজ্জান বেগম গৃহবধূ। ছেলে টুটুল হোসেন এবার এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করেছেন। স্নাতকে ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ইটভাটাটির শ্রমিকদের পারিশ্রমিক নির্ভর করে তাঁদের কাজের সময়সীমার ওপর। ভোর পাঁচটা থেকে বিকেলে পাঁচটা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা কাজ করলে ৮০০ টাকা পাওয়া যায়। তবে হাড়ভাঙা পরিশ্রমে দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারেন না আবদুর রহিম। প্রতিদিন সাত থেকে আট ঘণ্টা কাজের বিনিময়ে ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরতে হয় তাঁকে। তিনি বলেন, 'বাজারে জিনিসপত্রের যে দাম, এই উপার্জনের ট্যাকায় টাইন্যা-টুইন্যা কোনো রহমে সংসার চলে। অন্য কাজ পাই না, বাধ্য হয়ে এই কাম করছি।'

আবদুর রহিমের সঙ্গে মাথায় করে ইটের উচ্ছিষ্ট পোড়ামাটি ভাটায় অন্য স্থানে নিয়ে রাখছিলেন সদর উপজেলার পাথরাইল গ্রামের মঙ্গল মিয়া (৪০)। কাজের ফাঁকে কথা হয়, তাঁর সঙ্গেও। মঙ্গল মিয়া বলেন, পরিবারে স্ত্রী ও দুই ছেলে-মেয়ে। তাঁদের নিয়েই তাঁর জীবনসংগ্রাম। দিনে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা মজুরি পান। এই স্বল্প উপার্জনে খুব কষ্টে চলছে তাঁর সংসারের চাকা।

রহিম ও মঙ্গলের মতো ভাটার প্রায় সব শ্রমিকের জীবনসংগ্রামের গল্প প্রায় একই। পাশের জামাল ব্রিকস নামের অপর একটি একটি ইটভাটায় কাজ করছিলেন শ্রমিক মোকতাজুর রহমান (৪০)। তিনি এক যুগের বেশি সময় ধরে ভাটায় ইট পরিবহনের কাজ করছেন। গতকাল দুপুরে মোকতাজুর ওই ভাটাতেই সারিবদ্ধভাবে ইট সাজিয়ে রাখছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি সাতক্ষীরা সদর উপজেলার সাতানী ভাদ্রা গ্রামে। সেখানেই স্ত্রী, দুই ছেলে-মেয়ে ও মা-বাবা থাকেন।

মোকতাজুর বলেন, 'ইটভাটার কাজটাই হাড়ভাঙা পরিশ্রমের। ভাটার তাপের পাশাপাশি রোদের মধ্যে কাজ করতে হয়। কিন্তু পরিশ্রম অনুযায়ী মজুরি কমই। ১২ ঘণ্টা কাজ করে ৮০০ ট্যাকা পাই। এই ট্যাকায় বাড়িতে পরিবারের খরচ দিতে হয়। এখানে নিজেরও তো খরচ আছে।'

এসব ভাটায় শুধু পুরুষ শ্রমিকেরাই কাজ করেন না, নারী শ্রমিকেরা সমানতালে কাজ করছেন। তবে পুরুষের থেকে নারী শ্রমিকদের মজুরি কিছুটা কম বলে জানালেন ভাটায় কাজ করা কয়েকজন নারী শ্রমিক। ইটভাটায় প্রায় এক যুগ ধরে কাজ করছেন সদর উপজেলার ছুটিভাটবাউর গ্রামের বিধবা রুবিয়া বেগম (৫০)। তিনি ভাটায় ইট পোড়াতে ব্যবহৃত কয়লা ভাঙার কাজ করেন।

রুবিয়া বলেন, নিজের থাকার জায়গা নেই। অন্যের জায়গা কোনোরকমে ঘর তুলে থাকছেন। অসুখে ভুগে স্বামী জালাল উদ্দিন প্রায় এক বছর আগে মারা যান। দুই ছেলের মধ্যে ছোট ছেলে বিয়ে করার পর আলাদা সংসার পেতেছেন। বড় ছেলে রাজমিস্ত্রির সহযোগী হিসেবে কাজ করেন।

সকাল আটটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করে ৩২০ টাকা মজুরি পান বলে জানান রুবিয়া। তিনি বলেন, 'মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের জন্য একটুকরো জমি দরকার। বড় ছেলে কাজ করলেও ওরও মজুরি কম। দুই মা-ছেলে যা কামাই (উপার্জন), তা দিয়ে কষ্ট করে সংসার চালাই। আর সামান্য কিছু করে ট্যাহা জমাই, যদি একটু থাহার (থাকার) জায়গা কিনতে পারি।'

সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) জেলা কমিটির সহসভাপতি ইকবাল হোসেন বলেন, দেশের ইটভাটার শ্রমিকদের সুরক্ষা নেই। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় তাঁদের। এসব শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা জরুরি, যা দিয়ে তাঁরা পরিবার নিয়ে কিছুটা হলেও সচ্ছলভাবে চলতে পারেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১৮
১ মে ২০২৩

শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নতি হয়নি

দক্ষতা বৃদ্ধিতে জোর বিশেষজ্ঞদের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের শ্রমিকদের জীবন থেকে দারিদ্র্য দূর করা যায়নি। দূর করা যায়নি বঞ্চনা ও হতাশা। উন্নতি হয়নি জীবনমানের। অনিশ্চিত জীবনে বসবাস যেন তাদের নিয়তি! শ্রম আইন, মে দিবসের দাবি এসব কিছুর মূল লক্ষ্যই শ্রমিকদের জীবনে সচ্ছলতা আনা, তাদের জীবনে মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা। কিন্তু, তা আজও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

আট কর্মঘণ্টা অনেক শ্রমিকের জন্য নিশ্চিত হলেও এই সময়ে তাদের যা আয় হয়, এতে পরিবারের ভরণপোষণ চলে না। এমনকি এক জন শ্রমিক দৈনিক ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করেও প্রয়োজনীয় আয় করতে পারছেন না। এমনকি দেশের বেশির ভাগ শিল্প-কলকারখানাতে শ্রম আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে। আইনের নির্দেশনাগুলো সব মানুষের মধ্যে নিশ্চিত করা যায়নি।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক বিনায়ক সেন বলেন, গত তিন দশকে বাংলাদেশের জিডিপি ব্যাপক বাড়লেও শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি ও অধিকার এখনো নিশ্চিত হয়নি। আমাদের জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) ১৯৯০ থেকে শুরু করে গত তিন দশকে ব্যাপকভাবে বেড়েছে। আর যদি মজুরি আয়ের কথা বলি, তাহলে তা অনেক কম। দুটির মধ্যে বিশাল ব্যবধান। কৃষক বা অন্য শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি যে বাড়েনি, তা নয়। তবে সেই বাড়ার হার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির তুলনায় অনেক দূরে। বঞ্চনার সেটিই হচ্ছে মৌলিক স্ট্যাটিস্টিকস। জিডিপি যে হারে বাড়ছে, যে হারে আমাদের শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ছে, সে হারে প্রকৃত মজুরি বাড়ছে না।

শ্রম বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে মালিকপক্ষ খুব শক্তিশালী হয়। তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। তাই তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। শ্রমিকদের সমস্যার কথা শ্রমিকদের বলতে দিতে হবে। তাদের কথা অন্যরা বললে চলবে না। সে কারণে প্রতিটি শিল্পকারখানায় ট্রেড ইউনিয়নকে শক্তিশালী করতে হবে। সেই সঙ্গে নোটিশ না দিয়ে কারখানা বন্ধ না করা, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও জীবন ঝুঁকিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, শিশুশ্রম বন্ধ, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত, নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও দাবি জানান।

এদিকে, শ্রমিকরা যে কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ নয়, ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ—বিলসের তথ্য সে কথাই বলছে। এ বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চের মাঝামাঝির তথ্য দিয়ে তারা জানাচ্ছে, এ সময়ে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ১১ জন শ্রমিক নিহত, আহত হয়েছেন ৩৮ জন। কর্মক্ষেত্রে সহিংসতায় মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জনের। খুন হয়েছে ৩০ জন। রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের, আহত ৩৪ জন।

এর পাশাপাশি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে শ্রমিকের অদক্ষতা। দেশে প্রতি ১০০ শ্রমিকের মধ্যে ৩০ জনই অদক্ষ। দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের নিয়েও দক্ষ শ্রমিকের হার ৪ শতাংশের কম। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান—বিআইডিএস এ তথ্য জানিয়ে বলছে, অদক্ষ শ্রমিক দিয়ে অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন হবে না। বাংলাদেশে কৃষিশিল্প সেবা খাত মিলিয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত এখন প্রতি ১০০ জনের ৮৫ জন মানুষ। যারা প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করছেন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কারণে পড়াশোনা আর কর্মের কোনো মিল না থাকায় বেশির ভাগই অদক্ষ অবস্থায় কাজে যোগ দিচ্ছেন, দক্ষতা বাড়ানোর খুব একটা সুযোগ মিলছে না।

দেশের ১০টি খাতের ১ হাজার ১৩৮টি প্রতিষ্ঠানের ৭ হাজারেরও শ্রমিকের ওপর জরিপ চালিয়ে বিআইডিএস বলছে, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে না পারলে মধ্য আয়ের ফাঁদে পড়বে বাংলাদেশ। গবেষণা বলছে, শ্রমবাজারে যে পরিমাণ দক্ষ শ্রমিক দরকার, তা পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে ম্যানেজার ও প্রফেশনালদের মধ্যে ঘাটতি সবচেয়ে বেশি। কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, তৈরি পোশাকশিল্প এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে উচ্চ পর্যায়ে দক্ষ লোকের ব্যাপক ঘাটতি আছে। আবার কোথায় অষ্টম শ্রেণি পাশ কর্মীর দরকার হলে দরখাস্ত আসছে মাস্টার্স পাশের। আবার কোথায় বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী দরকার হলে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আন্ডার কোয়ালিটি গ্যাপ আছে ৭১ শতাংশ। আবার চাকরি প্রার্থীদের অযোগ্যতা আছে ৮৩ শতাংশ। তবে নিম্ন পর্যায়ের শ্রমিকদের মধ্যে দক্ষতার ঘাটতি কম। যত ওপরের দিকে উঠা যায় ততই দক্ষতার ঘাটতি বেশি হচ্ছে। আর শ্রমিকদের মধ্যে কর্মক্ষমতা কম।

বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন জানান, শ্রমবাজারে সঠিক মজুরি প্রশিক্ষণের আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে দেয়। শ্রমবাজারে মজুরির সঙ্গে প্রশিক্ষণ মেলাতে হবে। আগামী ১০ বছরে শ্রমিকের যে চাহিদা হবে সে অনুযায়ী এখন থেকে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এছাড়া বিদেশে শ্রমিকদের আরো দক্ষ করে পাঠাতে হবে।

বণিক বার্তা সোমবার, মে ১, ২০২৩

মে দিবস ও কৃষি শ্রমিকদের জীবনসংগ্রাম

প্রতি বছরই মে দিবস আসে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতি আর সংগ্রামী ঐতিহ্য উদযাপনের দিন হিসেবে। মে দিবস সারা বিশ্বের মেহনতি মানুষের সংগ্রামের অনুপ্রেরণা এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও সংহতির প্রতীক। আজ থেকে ১৩৭ বছর আগে ১৮৮৬ সালের ১ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো নগরীর শ্রমিকরা দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণ ও মজুরির দাবিতে সর্বাত্মক ধর্মঘটে যোগ দেয়। সেই ধর্মঘটের পেছনে ছিল শ্রমিক শ্রেণীর মানবেতর জীবনের দুর্ভাগ্যজনক পটভূমি। আমেরিকা ও ইউরোপের সর্বত্র তখন হতভাগ্য শ্রমিকেদের দৈনিক ১৪-১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করাটা ছিল বাধ্যতামূলক। মালিক পক্ষ শ্রমিকদের যত বেশি সম্ভব কাজ করিয়ে নিত। কিন্তু মজুরি দেয়ার বেলায় কোনো ন্যায়নীতির অনুসরণ করত না। এ ধরনের জুলুম ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ান শ্রমিকরা। শ্রমিক শ্রেণীর প্রবল আন্দোলনের মুখে ১৮৬৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণ করে আইন পাস হয়। কিন্তু সে আইন কার্যকর না হওয়ায় শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা ১৮৮৬ সালের ১ মে থেকে শুরু করে এক ঐতিহাসিক ধর্মঘট। আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে ৩ ও ৪ মে। সেই আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী শ্রমিকদের বুকের তাজা রক্তে শ্রমিক অধিকারের পাসকৃত আইনটি কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেই থেকে দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রমঘণ্টার নিয়ম বিশ্বের সর্বত্রই স্বীকৃতি পায়।

এটা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে শ্রমিকরাই হলো বিশ্ব সভ্যতার মূল কারিগর। কিন্তু প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতো আলোকোজ্জ্বল মানবসভ্যতায় এই শ্রমিক শ্রেণী নানা রকম শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে। ঐতিহাসিক মে দিবসের শ্রমিক আন্দোলনের শতাধিক বছর পার হয়েছে। বিশ্বে দেশে দেশে এরই মধ্যে শ্রমিকদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় প্রণীত হয়েছে বহু আইন। বাংলাদেশেও শ্রমিকের স্বার্থের অনুকূলে অনেক আইন বলবৎ রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা হলো সেই আইনের বাস্তবিক প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।

প্রতি বছর মে দিবস এলেই শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে নানা রকম সভা-সমাবেশ, বক্তৃতা-বিবৃতি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। সংবাদপত্রে বের করা হয় বিশেষ ক্রোড়পত্র। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সম্প্রচার করা হয় আলোচনা অনুষ্ঠান, প্রামাণ্য অনুষ্ঠান ও টক শো। মে দিবস আসে আবার চলেও যায়। কিন্তু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক শ্রেণী তথা কৃষি শ্রমিকদের কথা থাকে উপেক্ষিত। অথচ কৃষিভিত্তিক আমাদের এ দেশ বাংলাদেশ। মোট জনশক্তির প্রায় ৫০ ভাগ এখনো প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কৃষিকাজে নিয়োজিত। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর সর্বাধিক এ খাত নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা দেখা যায় না। উপরন্তু কৃষি শ্রমিকদের নেই কোনো সংগঠন, সমিতি বা কারখানার শ্রমিকদের মতো ট্রেড ইউনিয়ন। আর তাই তাদের মৌলিক মানবিক ও সামাজিক অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং নানাবিধ সমস্যা থেকে যায় অতল অন্ধকারে।

বলা হয়ে থাকে কৃষিই কৃষ্টির মূল আর সেই কৃষ্টি বিনির্মাণের মূল কারিগর হলো কৃষক। প্রত্যেক কৃষকই এক একজন কৃষি শ্রমিক। সে অর্থে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক শ্রেণী হলো কৃষি শ্রমিক। এই কৃষি শ্রমিকদের অর্ধেকই হলো আবার নারী কৃষি শ্রমিক। কৃষির সঙ্গে যাদের নাড়ির সম্পর্ক। যেখানে কৃষি শ্রমিকদের শ্রমিক শ্রেণীর অংশই মনে করা হয় না, সেখানে নারী কৃষি শ্রমিক যারা ফসল রোপণ-বপন, পরিচর্যা এবং ফসল সংগ্রহোত্তর কার্যক্রমের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত তাদের অবস্থান কোথায় তা সহজেই বোধগম্য। বিগত জাতীয় কৃষি শুমারিগুলোর প্রতিবেদনে দেখা যায়, দেশে কৃষি খামারের সংখ্যা ও আয়তন উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। বেড়েছে ভূমিহীন ও বর্গাচাষীর সংখ্যা। গ্রামে বর্গাচাষীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া ও কৃষি খামারের আয়তন কমে যাওয়া কৃষি অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক কিছু নয়। দ্রুত নগরায়ণ ও গ্রামে ভূমিহীনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় শহরেও ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। উচ্চ মূল্যের কৃষি উপকরণ, কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, কৃষিতে মধ্যস্বত্বভোগী ও মহাজনের দৌরাত্ম্য, কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে কৃষকরা খাপ খাওয়াতে না পারা প্রভৃতি কারণে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে ক্রমান্বয়ে প্রান্তিক কৃষকরা ভূমিহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে।

বর্তমানে এদের অবস্থা হয় বর্গাচাষী বা কৃষি দিনমজুর কিংবা নগর শ্রমিক। খুলনা বিভাগে জমিতে লবণাক্ততা ও রাজশাহী বিভাগে খরা ও পানিস্বল্পতার কারণে অনেক জমি কৃষিকাজের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। ফলে বেকার হয়ে পড়ছেন কৃষি শ্রমিক। এছাড়া দেশে কৃষি শ্রমিকদের সারা বছর নিরবচ্ছিন্ন কাজ থাকে না। তাই তারা অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। এজন্য আমরা লক্ষ করি ধান কাটার মৌসুমে পর্যাপ্ত কৃষি শ্রমিক পাওয়া যায় না।

কৃষিতে শ্রম দিয়ে যারা জীবিকা অর্জন করেন তাদের কৃষি শ্রমিক বলা হয়। নানাবিধ কারণে কৃষিতে শ্রমশক্তি ক্রমহ্রাসমান। ২০০০ সালে দেশের মোট শ্রমশক্তির ৬০ শতাংশ ছিল কৃষি শ্রমিক। সেটি কমে বর্তমানে ৪০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০৫০ সাল নাগাদ তা ২০ শতাংশে ঠেকতে পারে। মূলত কৃষি শ্রম খাতে অবহেলার কারণে দেশে কৃষি শ্রমিকের হার দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। কৃষি খাতে ভর্তুকি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রণোদনা, কৃষি ঋণ, বিনামূল্যে এবং ভর্তুকি মূল্যে উচ্চফলনশীল বীজ সরবরাহ, সারসহ কৃষি উপকরণে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান ইত্যাদির প্রচলন থাকলেও কৃষক যখন মাঠে কাজ করবেন তখন তার স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা তথা মানসিক প্রশান্তির জন্য কোনো অবকাঠামোগত সুবিধা নেই। প্রখর রোদে তারা কাজ করলেও বিশ্রাম নেয়ার কোনো জায়গা নেই। কৃষককে মাঠে-ঘাটের নোংরা কাদামাটির ওপর বসেই খাবার খেতে হয়। কাছাকাছি কোনো নিরাপদ পানির উৎস না থাকায় অনিরাপদ পানি খেতে হয়। কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা না থাকায় উন্মুক্ত স্থানে প্রাকৃতিক কাজ সম্পন্ন করতে হয়, ফলে পরিবেশ দূষিত হয়। এতে কৃষি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানিসহ কর্মক্ষমতা কমে যায়, যা আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। সাম্প্রতিক সময়ে বর্ষাকালে প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাতে কৃষি শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। মাঠে বালাইনাশক স্প্রে করার পর তাদের পরিষ্কার পানি দিয়ে হাত-মুখ ধোয়ার সুযোগও অনেক সময় থাকে না। এসব কারণে কৃষি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। কৃষি শ্রমিকদের এ দুরবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। কৃষি শ্রমিকদের জীবন, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষায় বিশ্রামাগার নির্মাণ করা প্রয়োজন।

কৃষি শ্রমিক ও কৃষকদের স্বাস্থ্য নিয়ে দেশে তেমন কোনো চিন্তাভাবনা হয়নি। কখনো কখনো মন্ত্রীরা কৃষকদের জন্য হাসপাতাল করার ঘোষণা দিলেও বাস্তবে এসব পরিকল্পনা অধরাই থেকে যায়। এখনো শতকরা ৯৫ ভাগ কৃষি শ্রমিক নিজের রক্তের গ্রুপই জানেন না। কৃষিকাজ করতে গিয়ে পচা শামুক বা অন্য কিছুতে হাত-পা কাটলে কোনো সুরক্ষা নেন না। সেই কাটা হাত-পা নিয়েই তারা কাজ করেন। ফলে প্রায়ই সেই কাটা অংশে ইনফেকশন দেখা দেয়। পরবর্তী সময়ে অনেক সময় তাদের হাত-পা কেটে ফেলতে হয়। অথচ বহু অনুন্নত দেশের কৃষক ও কৃষি শ্রমিক গামবুট, গ্লাভস, হ্যাট, মাস্ক ব্যবহার করেন। সেখানে প্রত্যেক কৃষি শ্রমিকের ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ রয়েছে। অথচ আমাদের দেশের কৃষিতে এর কোনো বালাই নেই। এ নিয়ে সরকারের কৃষি বিভাগ তেমন ভাবে না। চিন্তা নেই কৃষি উপকরণ বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর। আবার কৃষি শ্রমিকরা রোদে কিংবা বৃষ্টিতে কাজ করার কারণে তাদের নানাবিধ রোগব্যাধি লেগেই থাকে। বালাইনাশকের সংস্পর্শে থাকায় কৃষি শ্রমিকদের অনেকেই চর্মরোগসহ দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন।

কারোরই দ্বিমত নেই বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো কৃষি। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, দেশে প্রায় আড়াই কোটি কৃষি শ্রমিক রয়েছেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের যথাযথ স্বীকৃতি নেই। শ্রম আইনে শ্রমিকের সংজ্ঞায় কৃষি শ্রম অন্তর্ভুক্ত হলেও ব্যবস্থা নেই কৃষি খাতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের। ফলে এ খাতে নিয়োজিত শ্রমিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হন। তেমনই তারা বঞ্চিত প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা থেকেও। যারা চিরকালই বঞ্চিত হয়ে আসছেন। এদের নিয়ে ভাবা প্রয়োজন, কৃষি ও দেশের স্বার্থে। দেশের ভবিষ্যৎ খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি-কৃষক-কৃষি শ্রমিক সবার কথা ভাবতে হবে।

প্রত্যেক কৃষকই এক একজন কৃষি শ্রমিক। নানাবিধ কারণে দেশের এই কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। দেশের খাদ্যনিরাপত্তার প্রশ্নে যা বেশ উদ্বেগজনক। এই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকদের নানাবিধ অধিকারের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবার সচেতন হওয়া জরুরি। যেমন মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিতকরণে কৃষকদের অগ্রাধিকার প্রদান করা। কৃষি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষায় বিশ্রামাগার নির্মাণ করা। কৃষকের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে বিনামূল্যে ইউনিয়নভিত্তিক স্যাটেলাইট ক্লিনিক গড়ে তোলা। প্রতিটি গ্রামে কৃষক ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে সেখানে তাদের বিনোদনের ব্যবস্থা করা। ন্যায্যমূল্যে কৃষকদের কাছে মানসম্মত বীজ, সার, কীটনাশক ও সেচের ব্যবস্থা করা। ফসল মৌসুমে স্বল্প সুদে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা। সুদখোর মহাজনের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করা। ফড়িয়া, দালালদের হাত থেকে কৃষকদের সুরক্ষা প্রদান করা। কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা। অমৌসুমে কৃষকদের জন্য বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করা। খাসজমি ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বণ্টন করে তাদের পুনরায় কৃষিকাজে ফিরিয়ে নেয়া। কৃষকদের ক্ষমতায়নের জন্য কৃষক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা। জলবায়ু পরিবর্তনসহ যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকদের সুরক্ষা প্রদান করা। কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের এসব সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার নিয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। তা না হলে দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়তে পারে।

দুনিয়াজুড়ে শিল্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মন্দ হাওয়া বইছে কৃষিভূমিতে। নগরের আলো ঢেকে দিচ্ছে গ্রামীণ কৃষি জীবনের প্রাণবন্ত প্রবাহ। জগতের কৃষি উন্নতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রতিনিয়ত পিছিয়ে পড়ছি আমরা। যোগাযোগ, শিক্ষা এবং নগর ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকার মতো লোকবল কমে আসছে, বাড়ছে নগরমুখিতা, আলস্য আর বিদেশযাত্রার বিপুল প্রবণতা। একই সঙ্গে বাড়ছে কৃষির সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পৃক্তির অনাগ্রহ। মানুষের জীবন যেখানে অনেকাংশে এবং অনিবার্যভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল, সেই কৃষক ও কৃষিকে উপেক্ষা করে, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অসম্মান করে জাতীয় অগ্রগতি আশা করাটা বোকামি। ১ লাখ ৪৭ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের ক্ষুদ্র একটি দেশ আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। প্রতিদিন প্রায় ১৭ কোটি মানুষের খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করছে এ দেশের কৃষক সমাজ। কিন্তু তাদের নেই কোনো নির্ধারিত কর্মঘণ্টা বা নেই কোনো ন্যূনতম মজুরি। তার পরও ফসল মৌসুমে উদয়-অস্ত পরিশ্রম করে এরাই সচল রাখছে দেশের অর্থনীতির চাকা। তাই কৃষকদের অধিকার নিয়ে ভাবতে হবে আমাদের সবাইকে।

বণিকবার্তা সোমবার, মে ১, ২০২৩

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস

শ্রমিকের অধিকার ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত হোক

সভ্যতার রূপায়ণ ঘটেছে শ্রমের বিনিময়। শ্রম করলেই শ্রমিক—এটা যেমন ঠিক, আবার শ্রমিক বলতে প্রথমে শিল্প শ্রমিকের ধারণা এলেও শ্রমজীবী মানুষের বিস্তৃতি আরো অনেক বেশি। কারণ, পৃথিবীর সব মানুষই কোনো না কোনো কাজ করে আর যেকোনো কাজ করতে গেলেই প্রয়োজন হয় শ্রমের। এই হিসাবে পৃথিবীর সব মানুষকেই শ্রমিক হিসেবে অভিহিত করা যায়। কায়িক শ্রম এবং মেধাশ্রম প্রদানকারী উভয়েই শ্রমিক। উভয় শ্রমের বিনিময়ে জীবনধারণ যারা করে তারাই শ্রমজীবী। এক্ষেত্রে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত যেকোনো ব্যক্তি, সে কৃষি বা শিল্প যে ক্ষেত্রই হোক না কেন, তিনিই শ্রমিক। মানুষের শ্রম ও চেতনা এই দুই হলো সব সামাজিক সম্পদের উৎস। তাদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমানে শ্রমজীবী সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব প্রকৃত শ্রমজীবী মানুষের হাতে নেই। ফলে কত অসহায় শ্রমিক শোষক সমাজের নিষ্ঠুর পীড়নে নিঃশেষিত হচ্ছে। আরো চিন্তার বিষয় হলো বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার বড় অংশ শ্রমজীবী মানুষ, যাদের বেশির ভাগই আজও অধিকারবঞ্চিত। শ্রমিকেরাই হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে খাদ্য-বস্ত্র উৎপাদন করেন, বাসস্থান নির্মাণ করেন। এই শ্রেণীর লোকদের কঠোর শারীরিক শ্রম ছাড়া নিজেদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করাই মুশকিল হয়ে পড়ে। পৃথিবীর অনেক দেশেই শ্রমিকদের অধিকার-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদ আজও পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। যেসব দেশে কার্যকর হয়েছে, সেসব দেশে প্রায়ই তা লঙ্ঘিত হতে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশেও শ্রমিকের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে উপেক্ষিত। দেশের প্রচলিত আইনে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হলেও অনেক শিশুকে কাজ করতে দেখা যায়। এখনো শ্রমিক শ্রেণী সামাজিকভাবে মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি। অথচ কাজ কাজই, তা যে প্রকৃতিরই হোক না কেন। মর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্নে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ ও দৈহিক কাজের মধ্যে পার্থক্য করা সভ্যতার পরিপন্থী। দরকার শ্রম ও শ্রমিকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। দেশে শ্রমিকদের জন্য যেসব আইন প্রণীত আছে, তা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় যথেষ্ট নয়। এসব আইনকে আরো যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। প্রতি বছর ১৮ লাখ শ্রমিক যুক্ত হচ্ছে শ্রমশক্তিতে। সে অনুযায়ী চাকরির সংস্থান না হওয়ায় অধিকাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। আনুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা কিছু সুযোগ-সুবিধা পেলেও অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা বঞ্চিত। সরকার শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষিত করতে সফল হয়নি এখনো।

খোলা চোখেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, বর্তমান বাংলায় শ্রমিকের অবস্থানটা কোথায়। প্রথমত, সংগঠিত শ্রমিকেরা আজ কোথায়? শ্রমিকদরদিরা কোম্পানির সঙ্গে আর্থিক এবং সামগ্রী লেনদেনকারী ইউনিয়নের নেতাদের নৈতিক চরিত্র আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। তাদের অকৃপণ দয়ায় আজ বহু কারখানা বন্ধ। বহু জুট মিলের দরজা আজও খোলেনি। আদৌ খুলবে কিনা, তার আশ্বাস কেউ দিতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, শ্রমিক সংগঠনগুলো এখন কী করছে? নামকাওয়াস্তে শ্রমিক সংগঠনগুলো আজ রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শ্রমিক-স্বার্থ জলাঞ্জলি দিচ্ছে।

দারিদ্র্যপীড়িত বাবা-মা অর্থনৈতিক সংকট কাটাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করছেন। উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে শিশুদের ব্যবহার করছেন তারা। মাঝপথে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের বড় অংশ বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে। যাদের ঠাঁই হচ্ছে শিশুশ্রমিক রূপে, নির্মাণকাজসহ বিভিন্ন অসংগঠিত শিল্পে। এর জন্য সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণই দায়ী। বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে শিশুরা। ভিক্ষাবৃত্তির কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে এদের। রেলস্টেশনসহ বিভিন্ন স্থানে পথশিশুদের দেখা যাচ্ছে। শ্রম আইনে বলা রয়েছে, শিশুদের কয়েকটি নির্দিষ্ট পেশায় এবং কাজে নিয়োগ করা যাবে না। আইন লঙ্ঘন করে কোনো ব্যক্তি কোনো শিশুকে নিয়োগ করলে জেল ও জরিমানার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? আইনে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের বিনামূল্যে এবং আবশ্যিকভাবে স্কুলে পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। জাতীয় শিশুশ্রম নীতি অনুসারে শিশুশ্রমিকদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিপজ্জনক পেশায় নিযুক্ত শিশুদের পুনর্বাসনে নজর দিয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্ত করা এবং তাদের বিশেষ স্কুলে পুনর্বাসন করার পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। কিন্তু শুধু আইন প্রয়োগ করে সমাধান সম্ভব নয়। শিশুদের বিশেষ বিদ্যালয়ে পুনর্বাসন এবং তাদের পরিবারগুলোর আর্থিক অবস্থার উন্নতিও দরকার।

আন্তর্জাতিক মে দিবসের মূল যে দাবি—৮ ঘণ্টা কাজ করে বাঁচার মতো মজুরি, তা থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতের শ্রমিক মেহনতি মানুষ অনেক দূরে। বেশির ভাগ শিল্প-কারখানায় ন্যূনতম বাঁচার মতো মজুরি, ৮ ঘণ্টা শ্রমদিবস, নিয়োগপত্র, সাপ্তাহিক ছুটি, কাজ ও কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা—এর সব বা অধিকাংশই অনুপস্থিত। শ্রমিক শ্রেণীর বর্তমান গঠনের কারণে সব খাতের শ্রমিকদের মধ্যে অস্থায়ী, দিনভিত্তিক, খণ্ডকালীন, অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকের সংখ্যাই এখন বেশি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি অনেকটাই বদলেছে। ১৩০ বছর পেরিয়ে যাওয়া অতীতের সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা হয়তো আজ আর নেই। সারা বিশ্বে দৈনিক ৮ ঘণ্টার কাজ নির্ধারিত হয়েছে বহু দিন। জীবনযাত্রার ধরন পাল্টে যাওয়ায় একজন আমেরিকান শ্রমিককে স্ট্যাটাস বজায় রাখতে একই দিনে তিনটি কর্মস্থলে কাজ করতে হয়। সেখানে আর ঘণ্টার হিসাব থাকে না। ধর্মঘট আজ মূল্য হারিয়েছে। প্রতিবাদ জানাতে হলে তা কর্মরত অবস্থায় ব্যাচ ধারণ করে জানাতে হয়। ক্ষতিকর কর্মবিরতি কে চায়?

শ্রমিকের শ্রমে উৎপাদিত হয় ব্যবহার উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী কিন্তু তা ভোগ করার অধিকার শ্রমিকের কতটুকু? অর্থনীতির প্রতিটি সূচকের উন্নতি ঘটানোর পেছনেই থাকে শ্রমিকের ঘাম। কিন্তু সবচেয়ে কম পুষ্টি, কম শিক্ষা, কম স্বাস্থ্য সুবিধা, কম বিশ্রাম, কম নিরাপত্তা যেন শ্রমিকদের জন্যই বরাদ্দ। অথচ সারা বিশ্বেই খাদ্য উৎপাদনসহ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়ছে। বাংলাদেশেও জিডিপি বৃদ্ধির হার, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পরিমাণ, রফতানি আয় বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন যতই বাড়ছে, তার সঙ্গে এ কথাটাও যুক্ত হয়ে থাকছে যে বাংলাদেশ সস্তা শ্রমিকের দেশ। শ্রমিকের মজুরি কম তার কারণ নাকি বাংলাদেশের শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম! কিন্তু উৎপাদনশীলতা শুধু শ্রমিকের শ্রমশক্তির ওপর নির্ভর করে না। মেশিন, ম্যানেজমেন্ট এবং ম্যানপাওয়ার এই তিনটিই আছে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে। সবচেয়ে যা জরুরি তা হলো শ্রমের মর্যাদা নিশ্চিত করা। শ্রমিক শ্রেণী সামাজিকভাবে মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি এখনো।

শ্রমিকদের কাজের ক্ষেত্রগুলো নিরাপদ নয়, মৃত্যুর ঝুঁকি মাথায় নিয়ে শুধু পেটের দায়ে শ্রমিকদের কাজ করতে হয়। বাংলাদেশ লেবার ফোর্স সার্ভে অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমিক সংখ্যা ৫ কোটির কাছাকাছি। বাংলাদেশের এই বিশালসংখ্যক শ্রমিকের ভাগ্যোন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতি বছরই আমাদের দেশে মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালিত হলেও এ দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে যারা সবচেয়ে বড় অংশীদার তাদের অধিকারের কথাগুলো সরকার থেকে শুরু করে সবাই ভুলে যায়। ফলে মে দিবস আসে মে দিবস চলে যায় কিন্তু শ্রমিকদের ভাগ্যের উন্নয়ন হয় না। একজন মানুষের জীবন ধারণের জন্য যা যা প্রয়োজন, অর্থাৎ মনসম্পন্ন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এসবই একজন শ্রমিকের প্রাপ্য।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রশাসন ও মালিক শ্রেণীকে অনেক বেশি আন্তরিক হতে হবে। মে দিবস পৃথিবীতে বঞ্চনা ও শোষণ থেকে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছে, তা তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন শ্রমিক শ্রেণী তাদের মৌলিক অধিকার ফিরে পাবে। মালিকদের উপলব্ধি করতে হবে শ্রমিকদের ঠকিয়ে শিল্পের বিকাশ বা মুনাফা অর্জন করা যাবে না। শ্রমিকরা দেশের সম্পদ, তাদের কারণে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রয়েছে। এ কারণে তাদের অবহেলার চোখে দেখার কোনো সুযোগ নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের কাজের অধিকার সুরক্ষা ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

যুগান্তর । সোমবার ১ মে ২০২৩

ড. নাজনীন বেগম

আন্তর্জাতিক শ্রম দিবসের বহুমাত্রিক তাৎপর্য

১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে শিল্প-কারখানার শ্রমজীবী মানুষ তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সড়কে নেমে আসে। শ্রম সময় ৮ ঘণ্টার ন্যায্য দাবিসহ মানবিক ও নাগরিক অধিকার আদায়কে সর্বাধিক বিবেচনায় নেওয়া হয় এ আন্দোলন-সংগ্রামে। হে মার্কেটে আহূত ধর্মঘটী শ্রমিক সমাবেশে পুলিশ গুলি চালিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। গুলিতে মারা যান ৬ শ্রমিক। এর প্রতিবাদে ৪ মে হাজার হাজার শ্রমিক ফেটে পড়েছিলেন বিক্ষোভে। সেদিনও পুলিশের গুলিতে ৫ শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন।

এ তো গেল আন্তর্জাতিক শ্রম দিবসের প্রারম্ভিক বিবর্ণ অধ্যায়; যা মে দিবস হিসাবেও দুনিয়াজুড়ে স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান উক্তি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালানোর আগে সারাদিনের সলতে পাকানো। আর এই সলতে পাকানোর বিরাট কার্যক্রম উল্লেখ করতে গিয়ে ১৭৬০ সালের ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব এখানে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মানবসভ্যতার ইতিহাসে সমাজ বিনির্মাণের কয়েকটি স্তর চিহ্নিত করেছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, বিশ্লেষক ও বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে, আদিম সমাজ থেকে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মানবজাতি পাঁচটি সামাজিক স্তর পার করেছে বা করছে। যেখানে আবার আমাদের পাক-ভারতীয় সমাজ কাঠামোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সমাজ বিকাশের পাঁচটি স্তরে প্রাথমিক বা আদিম সমাজের স্থায়িত্ব নাকি অনেক দীর্ঘ ছিল এবং সেটা ছিল বৈষম্যহীন এক সাম্যবাদী সমাজ কাঠামো। আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী লুইস হেনরি মর্গান উনবিংশ শতাব্দীতে তার এক গবেষণালব্ধ তথ্যে প্রমাণ করেন, প্রাথমিকভাবে সমাজ তিনটি স্তর অতিক্রম করে। ক. বন্য দশা; খ. বর্বর দশা এবং গ. সর্বশেষ সভ্যতা। আর একক পরিবারের ভিত্তিই এ সভ্যতাকে তার নিজস্ব গতিপথ তৈরি করে দেয়।

আদিম সমাজের পর যে সমাজ মানবজাতিকে নতুন পথ দেখায়, তা দাস উৎপাদন পদ্ধতি। ক্রমান্বয়ে সেখান থেকে সামন্তপ্রথা, পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদী সমাজ বিকাশ, সর্বশেষ সমাজতন্ত্র শেষ পর্যায়ে সাম্যবাদে উপনীত হয়। বিশ্বের প্রতিটি সমাজের বেলায় এমন প্রায়োগিক তত্ত্ব মেলানো যায়নি। বিশেষ করে অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রে তো নয়ই। এমনকি এশিয়া মহাদেশও ভিন্নভাবে তার সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রকে অন্য আঙ্গিকে উন্মোচন করেছে। সেখানে দাস সমাজ থেকে শুরু করে পুঁজিবাদী সমাজেও শ্রম বিনিয়োগকারী শ্রেণির শোষণ-বঞ্চনা সেই পুরাকালের ইতিবৃত্ত। আধুনিক শিল্পবিপ্লবের ফলস্বরূপ যে নতুন সমাজ কাঠামো তৈরি হতে থাকে, সেখানে বিজ্ঞানের অবিস্মরণীয় অবদানে ধনবাদী সমাজ যে মাত্রায় লভ্যাংশ অর্জন করে, সেখানে সিংহভাগ অর্থবিত্ত চলে যায় ধনকুবেরদের জিম্মায়। আর শ্রমিকরা নাকি তার মূল্যবান শ্রম ছাড়া সবকিছু হারাতে বসে। অর্থনীতিবিদ আর সমাজবিজ্ঞানীরা প্রশ্ন তোলেন—যে টাকা পুঁজিপতি তার ব্যবসায় বিনিয়োগ করে, সেখানে লভ্যাংশ এত বেশি কী করে আসে? এর উত্তরও সমাজ বিশ্লেষকরা দিতে দ্বিধা করেননি। সেখানেও নাকি মূল নিয়ামক শক্তি হলো সর্বস্ব হারানো শ্রমজীবীরা। শ্রমিক কারখানায় যে শ্রম দেয়, সেটা নাকি তার অফুরান শ্রমশক্তি, যাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা—১. আবশ্যিক শ্রম; ২. উদ্বৃত্ত শ্রম। আবশ্যিক শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক শুধু মজুরি পায়। আর উদ্বৃত্ত শ্রমের বদৌলতে সে কারখানার মালিকের জন্য বাড়তি মূল্য তৈরি করে। বলা হচ্ছে, পুঁজিবাদী সমাজ পণ্য বিকাশের এমন একটি স্তর, যেখানে শ্রমিকের শ্রমশক্তি নিজেই পণ্যে পরিণত হয়। আর সেই মূল্যবান শ্রমশক্তি নাকি নিজের মূল্যের চেয়েও অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম।

সংগত কারণে ১৭৬০ সালে শিল্পবিপ্লবের ফলে যে নতুন ধনবাদী সভ্যতা পণ্য বিকাশের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চমক তৈরি করে, সেখানে আরও বেশি নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হতে থাকে শ্রমিকরা। সেটা বুঝতেও তাদের এক শতক পার করে দিতে হয়েছে। ইতিহাসবিদরা অভিমত দেন—১৭৫৭ সালে ক্লাইভের হাতে বাংলার পতন না হলে ১৭৬০ সালে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব হতো কিনা সন্দেহ। জেমস ওয়াট কর্তৃক স্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ধনবাদী সভ্যতায় বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার যে দৃষ্টান্ত মেলে, সেখানে সহায়ক শক্তির ভূমিকায় ছিল অবিভক্ত বাংলা থেকে পাচার করা সিংহভাগ সম্পদ। ইংরেজ ইতিহাসবিদরাও স্বীকার করেছেন, জেমস ওয়াটের আগেও বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সলিল সমাধি ঘটেছিল শুধু অর্থ সংযোগের অভাবে।

সেই শিল্পবিপ্লবের শতবর্ষ পরে শ্রমিক শ্রেণির বোধগম্য হতে থাকে তাদের সহায়-সম্বলহীন জীবনের দৈন্যতা। বুঝতে সময় লাগলেও একসময় নির্দ্বিধায় দাবি তুলে বসে তাদের মজুরি বৃদ্ধি ছাড়াও শ্রমঘণ্টা কমানো অত্যন্ত জরুরি। ১৮৮৬ সালে এর শুভযাত্রা হলেও তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে সময় লেগেছে। আবার ১৭৮৯ সালে তাবৎ বিশ্ব অনুধাবন করল ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও একতার বার্তাটি। সেটাও ধনবাদী সভ্যতার আরেক কূটকৌশল বলে অভিহিত করেন বহু সংশ্লিষ্ট পণ্ডিত। ১৮৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হলো ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান। পরবর্তী সময়ে ঘটনাক্রমে ১৮৯৪ সালে মে দিবসের দাঙ্গার পরিস্থিতি ঘটে। ১৯০৪ সালে

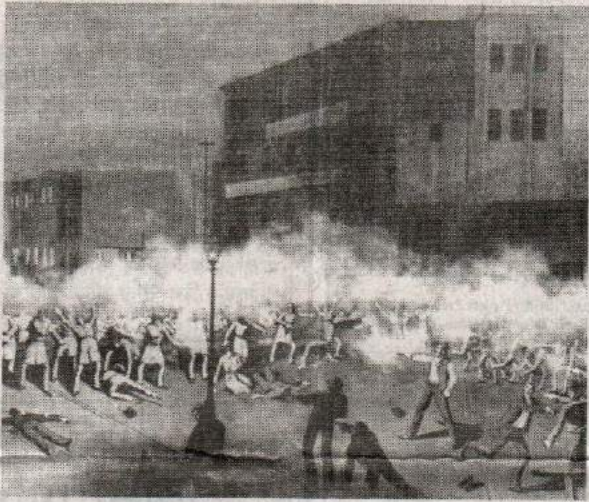

আন্তর্জাতিক শ্রম দিবসে নিরাপদ বিশ্বের সুরক্ষিত বলয় সৃষ্টির বিষয়টিও সমধিক গুরুত্ব পাওয়া উচিত। শান্ত, স্নিগ্ধ প্রকৃতি যদি তার সন্তানদের বাসযোগ্য বলয় থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যায়, সেটাও মানুষ এবং শিল্পোন্নত সমাজের কাঙ্ক্ষিত যাত্রাপথ নয়। সবার আগে গোটা পৃথিবীকে নিরাপত্তার বেষ্টনীতে ঢেকে দিতে হবে। উষ্ণ অবস্থা থেকে পৃথিবীকে সহনীয় মাত্রায় ফেরাতে গেলে শিল্পের মাত্রাতিরিক্ত দূষণকে নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরি; যা আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের হাতের বাইরে এখনো চলে যায়নি।

সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক এক সম্মেলনে মে দিবসের তাৎপর্যে বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপিত হতে থাকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপনা ছিল মে দিবসকে বিশ্বব্যাপী নজরকাড়া করে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। শুধু তাই নয়, ওই একই দিনে সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ মিছিল, সমাবেশ, শোভাযাত্রা ও শান্তির বার্তায় একতাবদ্ধ হয়ে তাদের ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠা করতে দ্বিধাহীন থাকাটাই জরুরি হয়ে পড়ে। এ ছাড়া প্রতিবছর ১ মে বাধ্যতামূলক কাজ না করার অঙ্গীকারও সংশ্লিষ্টদের অনমনীয় চেতনায় ভর করে। আমাদের বাংলাদেশ মে দিবসের মহান তাৎপর্যে দিনটিকে সরকারি ছুটি হিসাবে অনুমোদন দেয়। বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক কতিপয় দেশে মে দিবসের

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

মাহাত্ম্যকে আরও কার্যকর পদক্ষেপে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আমলে নেওয়াও এক ধরনের সচেতন দায়বদ্ধতা।

তবে এখানে উল্লেখ্য, মে দিবসের মহান ব্রতে শুধু শ্রমঘণ্টা কমানো নিয়ে সংশ্লিষ্টরা দমে থাকেনি। সেখানে আরও অনেক মানবিক কর্মযোগ সংশ্লিষ্ট করার ফলে শ্রমিক শ্রেণির সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টিও ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব পেতে থাকে। বৈষম্যহীন কর্মযোগ ছাড়াও সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ তৈরি করাও পরিস্থিতির ন্যায্য দাবি হয়ে যায়। সামনে চলে আসে শারীরিকভাবে দুর্বল ও অপেক্ষাকৃত পেছনে পড়া সমসংখ্যক নারীর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিষয়ক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা, নিরাপত্তার বলয় তৈরি করে তাদের জীবনমান সমুন্নত রাখার বিষয়টিও সমধিক প্রাধান্য পায়। এছাড়া শ্রমিকের বৈধ নাগরিক ও আইনগত অধিকারও যাতে শোষণ-বঞ্চনার শিকার না হয়, সেটাও নজরদারিতে রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার গুরুত্বকেও আমলে আনা হয়। সুতরাং, আন্তর্জাতিক মে দিবসের তাৎপর্য যেমন বহুবিধ, তেমনি সংশ্লিষ্টদের উন্নত জীবনমান সুরক্ষার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

১৭৬০ সালে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব আধুনিক সমাজব্যবস্থায় যে নতুন প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিল, তার যাত্রা কত সুদূরপ্রসারী, তা সত্যিই ভাবার বিষয়। সেই অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে নতুন যে সমাজ বিনির্মাণের স্তর আজও বিরতিহীনভাবে সমানতালে এগিয়ে চলেছে, সেখানে সিংহভাগ মানুষই শোষণ-বঞ্চনার শিকার। উপরের স্তরের মুষ্টিমেয় ধনকুবের যে লাগামহীন অর্থ উপার্জন করেন, তা-ও আধুনিক সভ্য সমাজের জন্য নানামাত্রিক বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে। বাংলা ১১৭৬ আর খ্রিষ্টীয় ১৭৭০ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোকক্ষয়ের নিদারুণ ঘটনা আজও শিহরিত হওয়ার মতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অবিভক্ত বাংলায় এসেছিল বাণিজ্য করতে। বাণিজ্যিক পুঁজি সংগ্রহেও তাদের চেষ্টা ও উদ্যম ছিল নিরন্তর; যা শুধু ইউরোপের শিল্পবিপ্লবই নয়, সিংহভাগ শ্রমজীবী মানুষের জীবনকেও করে তোলে দুর্বিষহ। শুধু কি তাই? শিল্পবিপ্লবের আরেক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় সারা পৃথিবী যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কোপানলে আবর্তিত, সেটাকেও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় এনে ভূপৃষ্ঠের যথাযথ উষ্ণতা ফিরিয়ে দেওয়াও যেন হয় আন্তর্জাতিক মে দিবসের দৃঢ় অঙ্গীকার। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রাক-শিল্প যুগের তুলনায় যেন দেড় থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে না ওঠে। এ মুহূর্তে বিশ্বজুড়ে দেখা দিচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত উষ্ণ আবহাওয়ার ফলে সৃষ্ট দাবানল; যা শিল্প থেকে অত্যধিক মাত্রায় কার্বন নিঃসরণের একটি প্রতিক্রিয়া। এ মুহূর্তে প্রকৃতি সহায়ক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ছাড়া এ পরিস্থিতি সামলানো কঠিন হবে, যেখানে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিও সুরক্ষিত থাকতে হিমশিম খাবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সমাজসভ্যতার চিরস্থায়ী সম্পদ। কিন্তু সেখানে যদি দুষ্টচক্র সামগ্রিক অর্জনকে নয়ছয় করে দেয়, সেটাও বিবেচনায় আনতে সবাইকে সচেতন দায়বদ্ধতায় এগিয়ে আসতে হবে। ভূপৃষ্ঠের চরম উষ্ণতা হিসাবে বারবার দায়ী করা হচ্ছে অত্যধিক কার্বন নিঃসরণকে, যা কয়লা-বিদ্যুৎ উৎপাদনেরও একটি প্রতিক্রিয়া। আন্তর্জাতিক শ্রম দিবসে নিরাপদ বিশ্বের সুরক্ষিত বলয় সৃষ্টির বিষয়টিও সমধিক গুরুত্ব পাওয়া উচিত। শান্ত, স্নিগ্ধ প্রকৃতি যদি তার সন্তানদের বাসযোগ্য বলয় থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যায়, সেটাও মানুষ এবং শিল্পোন্নত সমাজের কাঙ্ক্ষিত যাত্রাপথ নয়। সবার আগে গোটা পৃথিবীকে নিরাপত্তার বেষ্টনীতে ঢেকে দিতে হবে। উষ্ণ অবস্থা থেকে পৃথিবীকে সহনীয় মাত্রায় ফেরাতে গেলে শিল্পের মাত্রাতিরিক্ত দূষণকে নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরি; যা আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের হাতের বাইরে এখনো চলে যায়নি। ধরিত্রী রক্ষার উচ্চকণ্ঠ আওয়াজে সবার আগে শিল্প দূষণের লাগাম টেনে ধরার বিষয়ে বিশ্ব আজ সোচ্চার। তাই শ্রম দিবসের চিরায়িত অঙ্গীকারে প্রকৃতিকে সুরক্ষা দেওয়ার প্রত্যয়ও উঠে আসুক অভিন্ন বার্তায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি নিরাপদ, সুস্থির থাকতে না পারে, তাহলে পৃথিবীটাই বসবাসের অযোগ্য হতে সময় নেবে না।

ড. নাজনীন বেগম : *সিনিয়র সাংবাদিক ও গবেষক*

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১৮ বৈশাখ ১৪৩
Dhaka : Monday 1 May, 2023

গবেষণা ফলাফল

২০২২ সালে শ্রমজীবী মানুষের মাসিক আয় হওয়া উচিত ছিল প্রায় ৫২ হাজার টাকা

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

মহামারীর পর মূল্যস্ফীতির কারণে পারিবারিক ব্যয় অনেক বেড়েছে, কিন্তু শ্রমিকদের আয় বাড়েনি। তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরিবারের দুজন সদস্য কাজ করেও ব্যয় নির্বাহ করা যাচ্ছে না। ২০২১ সালে চালানো এক জরিপে দেখা গেছে, সে সময় শ্রমিকদের পরিবারের মাসিক গড় ব্যয় ছিল ২৪ হাজার ৩৭৩ টাকা। অথচ সামগ্রিকভাবে দুজনে কাজ করেও আয় হয় ২১ হাজার ৬৪২ টাকা। অর্থাৎ প্রতি মাসেই তাদের ধার করে চলতে হচ্ছে। দেশের বিদ্যমান মজুরি কাঠামো তৈরি পোশাকশ্রমিকদের ঋণের চক্রে ঠেলে দিচ্ছে।

এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স (এফডব্লিউএ) গত শনিবার এক অনলাইন আলোচনায় এসব তথ্য দিয়েছে। ২০২১ সালের শেষ প্রান্তিকে ৬৩টি কারখানার ৩০০ শ্রমিকের ওপর পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে এ তথ্য দিয়েছে এফডব্লিউএ।

প্রতিষ্ঠানটি মনে করে, পরিবারের ভরণপোষণ করতে ২০২২ সালে দেশের একজন শ্রমজীবী মানুষের মাসিক আয় হওয়া উচিত ছিল ৫১ হাজার ৯৯৪ দশমিক ৫১ টাকা।

২০২১ সালে চালানো এক জরিপে দেখা গেছে, সে সময় শ্রমিকদের পরিবারের মাসিক গড় ব্যয় ছিল ২৪ হাজার ৩৭৩ টাকা। অথচ সামগ্রিকভাবে দুজনে কাজ করেও আয় হয় ২১ হাজার ৬৪২ টাকা। অর্থাৎ প্রতি মাসেই তাদের ধার করে চলতে হচ্ছে।

একজন মানুষের দৈনিক ৩ হাজার ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করতে হবে, সেই মানদণ্ডে মাসিক আয় এমন হওয়া উচিত বলে জানিয়েছে এফডব্লিউএ। তারা মনে করে, সুস্থ জীবনযাপনের জন্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ৩ হাজার ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ বা দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ও দুজন শিশু আছে, এমন পরিবারের জন্য মাসে প্রায় ৫২ হাজার টাকা প্রয়োজন বলে জানিয়েছে এফডব্লিউএ। খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত উভয় ব্যয় মিলিয়েই এই অর্থ প্রয়োজন। পরিবারের একজন সদস্য কাজ করবে, সেই বিবেচনায় তারা এই হিসাব দিয়েছে।

এফডব্লিউএ মনে করে, বর্তমানে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ায় শ্রমিক পরিবারের শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার বাড়বে। বাধ্য হয়ে অনেক শ্রমিক শিশুদের কাজে পাঠাবেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বর্তমানে ২৪ হাজার ৩৭৩ টাকার পারিবারিক ব্যয়ের মধ্যে খাদ্য বাবদ ব্যয় হয় এর ৪৪ শতাংশ বা ১০ হাজার ৭৫৪ টাকা। খাদ্যবহির্ভূত, অর্থাৎ বাড়িভাড়া, চিকিৎসা, শিক্ষা, পোশাক- এসব বাবদ ব্যয় হয় ৫৬ শতাংশ বা ১৩ হাজার ৬১৯ টাকা।

এফডব্লিউএর বাংলাদেশ সমন্বয়ক আরিফুর রহমান অনুষ্ঠানে জরিপের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকেরা দৈনিক মাত্র ১২০ টাকার বিনিময়ে ১ হাজার ৯৫০ ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করছেন। অথচ ২০১৬ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী, দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠতে গেলে একজন মানুষকে দিনে ২ হাজার ১২২ ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণের ক্ষেত্রে এ ঘাটতি গুরুতর উদ্বেগের কারণ বলে তিনি আখ্যা দেন।

এফডব্লিউএর তথ্যানুসারে, ২০২২ সালে ভারতের একজন শ্রমজীবী মানুষের আয় হওয়া উচিত ছিল ৩৩ হাজার ২১১ রুপি। পাকিস্তানে ৬৫ হাজার ৭৯৬ রুপি ও শ্রীলঙ্কায় ৯২ হাজার ৪২৭ রুপি।

এদিকে মূল্যস্ফীতির চাপে বাংলাদেশের ৭৪ শতাংশ নিম্ন আয়ের পরিবার ধার করে চলছে বলে সম্প্রতি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং-সানেমের এক জরিপে উঠে এসেছে। মার্চে প্রকাশ করা ওই জরিপে বলা হয়েছে, গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছয় মাসে এসব পরিবারের ব্যয় বেড়েছে ১৩ শতাংশ, কিন্তু তাদের আয় বাড়েনি।

দেশের গ্রাম ও শহরের নিম্ন আয়ের পরিবারের ওপর করা এই জরিপে যেসব পরিবার অংশ নিয়েছে, তাদের ৯০ শতাংশ পরিবার জানিয়েছে, অর্থনৈতিক চাপে তাদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতির জন্য বিশ্ববাজারে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, দেশে মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও বাজার অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেছে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি।

যুগান্তর | সোমবার ১ মে ২০২৩ | ১৮ বৈশাখ ১৪৩০

আয়ে সংসার চলছে না

ভালো নেই শ্রমিকরা বাড়ছে বেকারত্ব

মনির হোসেন

ভালো নেই দেশের শ্রমিকরা। যে টাকা আয় করছেন, তা দিয়ে সংসার একেবারেই চলছে না। এছাড়াও কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থানের অভাব এবং দেশের অর্থনৈতিক নানা সংকটে প্রতিনিয়ত কাজ হারাচ্ছেন। ফলে বাড়ছে বেকারত্ব। জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকাই বড় চ্যালেঞ্জ। ন্যূনতম মজুরি নেই ৫০টির বেশি খাতে। কর্মস্থলে কাজের নিরাপত্তা নেই। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য আরও মারাত্মক আকার ধারণ করছে। অন্যদিকে করোনার পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। এতে দুর্দিন যাচ্ছেন প্রবাসী শ্রমিকদেরও।

আন্তর্জাতিক সংস্থাও চলতি ২০২৩ সালে দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস দিয়েছে। অর্থাৎ আগামীতে ভালো দিন আসছে, এ ধরনের কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের মতো শ্রমঘন শিল্প প্রধান দেশে বেকারত্ব বাড়ছে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার হিসাবে দেশে সাড়ে ৪ কোটি মানুষ বেকার। কিন্তু সরকার বলছে বেকার মাত্র ২৬ লাখ। পর্যায়ক্রমে আরও কমছে।

জানা গেছে—দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশিই শ্রমিক। প্রতিবছর ২০ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে আসছেন। শ্রমিকের ওপর ভর করেই শক্তিশালী হচ্ছে অর্থনীতি। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, দেশের অর্থনীতির আকার বড় হলেও আয়ে বৈষম্য ব্যাপক। এই বৈষম্য কমাতে উদ্যোগ নিতে হবে। না হলে জনশক্তি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, অর্থনীতির যে হিসাব ছিল, করোনা সবকিছুই পালটে দিয়েছে। শ্রমিকদের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। তার মতে, দেশের অর্থনীতির মূল শক্তি হলো বেশিরভাগ মানুষ কর্মক্ষম। এদের মজুরিও প্রতিযোগী দেশের তুলনায় কম। তবে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে শ্রমিকদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। জনশক্তি এখনো সম্পদে পরিণত হয়নি। ফলে শ্রমিকদের যে সম্ভাবনা রয়েছে, তা কাজে লাগানো যায়নি। তিনি বলেন, দেশে শিক্ষার হার বাড়ছে। কিন্তু শিক্ষার মান বাড়ছে না। এ কারণে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই বেশি। এ অবস্থার উত্তরণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। পাশাপাশি বিশাল বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে না পারলে এই জনশক্তি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। বিষয়টি বিবেচনা করে সরকারকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

জানা গেছে—শ্রম আইন ২০০৬ সালের ২(৬৫) ধারায় বলা হয়েছে, শ্রমিক হলো ওই ব্যক্তি, যিনি তার চাকরির শর্ত পালন করে কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরি কাজে নিযুক্ত। এছাড়া ঠিকাদারের মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরি, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরানিগিরির কাজে নিয়োজিতদেরও শ্রমিক বলা যাবে।

মূলত শ্রমিকদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো—অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) যেমন দোকানপাট, ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কৃষিকাজ ইত্যাদিকে বিবিএস চিহ্নিত করেছে। আর আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) ক্ষেত্র হলো—সরকারি অফিস-আদালত, বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। আবার মোট শ্রমিকের মধ্যে ৮৭ শতাংশ আনুষ্ঠানিক খাতে। বাকি ১৩ শতাংশ শ্রমিক কাজ করেন আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে। পেশার দিক থেকে কৃষক, মৎস্যজীবীর সংখ্যাই বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ শ্রমশক্তির জরিপ অনুসারে বর্তমানে দেশে মোট শ্রমশক্তি ৭ কোটি ৩৪ লাখ ১০ হাজার। এরমধ্যে পুরুষ ৪ কোটি ৭৪ লাখ ৮ হাজার এবং নারী ২ কোটি ৫৯ লাখ ৩ হাজার। গত ৫ বছরে দেশে বেকারের সংখ্যা কমে ২৬ লাখ ৩০ হাজারে নেমেছে। ২০১৬ সালে যা ছিল ২৭ লাখ। এসব ব্যক্তি সপ্তাহে এক ঘণ্টাও কাজ পাননি। তবে ১৫ বা তদূর্ধ্ব বয়সি শ্রমশক্তির বাইরে রয়েছে এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪ কোটি ৬৯ লাখ। দেশের বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার মতে এ মানুষগুলো বেকার। কিন্তু এদের বেকার বলতে রাজি নয় বিবিএস। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মানদণ্ড অনুযায়ী, সপ্তাহে ১ ঘণ্টা কাজ না করলে ওই ব্যক্তিকে বেকার হিসাবে ধরা হয়। বেসরকারি গবেষনা প্রতিষ্ঠান সিপিডির হিসাবে প্রতিবছর ২০ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে আসছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক মিলিয়ে ৬ লাখ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ নতুন শ্রমিকদের বড় অংশই বেকার থেকে যাচ্ছে।

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আকার ৪৪ লাখ ৪৯ হাজার কোটি টাকা। এরমধ্যে সেবা খাতের অবদান ৫৬ শতাংশ, শিল্পের ৩৩ এবং কৃষি খাতের ১৩ শতাংশ। আবার জিডিপির সঙ্গে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স যোগ করলে হয় জাতীয় আয়। বর্তমানে দেশে মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৮২৪ মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে যা নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের পর্যায়ে পড়ে। অর্থনীতির এ অর্জনের পেছনে শ্রমিকদের অবদান সবচেয়ে বেশি। দেশের শ্রমশক্তিতে যোগ হচ্ছে নতুন কর্মশক্তি। বাংলাদেশের অর্থনীতির তিনটি মৌলিক শক্তির মধ্যে রয়েছে কৃষি, রেমিট্যান্স এবং গার্মেন্টস। তিনটি শক্তির সঙ্গে শ্রমিকদের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি। তৈরি পোশাক, কৃষি, শিল্পসহ বিভিন্ন খাতে প্রতিদিনই নতুন শ্রমশক্তি আসছে। এরাই তাদের মেধা ও কঠোর পরিশ্রম দিয়ে অর্থনীতি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তারা সেভাবে মজুরি পাচ্ছেন না।

এখনো দেশে ৫০টির বেশি খাতে ন্যূনতম মজুরি নেই। ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের গেজেট পর্যালোচনা করে দেখা গেছে—একটি খাত থেকে আরেকটি খাতের মজুরির বিশাল পার্থক্য। কোনো খাতের মজুরি ২ হাজার টাকা, আবার কোনো খাতে ১৬ হাজার টাকার বেশি। তৈরি পোশাক খাতে সর্বনিম্ন মজুরি ৮ হাজার টাকা। এছাড়া বাংলাদেশ অটোমোবাইল ৫ হাজার ৯৩০ টাকা, জুট প্রেস অ্যান্ড বেলিং ৪ হাজার ৮৫০, হোমিওপ্যাথ কারখানা ৫ হাজার ২০১ টাকা, ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকল ৩ হাজার, সিকিউরিটি সার্ভিস ৮ হাজার ৭২০, দর্জি কারখানা ৪ হাজার ৮৫০, অয়েল মিল অ্যান্ড ভেজিটেবল প্রডাক্ট ৭ হাজার ৪২০, কোল্ড স্টোরেজ ৬ হাজার ৫০, ওষুধ শিল্প ৮ হাজার ৫০, রাবার শিল্প ৪ হাজার ৯৫০, সিনেমা হল ২ হাজার ৬১০, আয়ুর্বেদিক কারখানা ৪ হাজার ৩৫০, বেকারি বিস্কুট অ্যান্ড কনফেকশনারি ৫ হাজার ৯৪০, জাহাজ ভাঙা ১৬ হাজার, প্লাস্টিক শিল্প ৮ হাজার, মৎস্য শিকারি ও ট্রলার শিল্প ৫ হাজার ২শ, কটন টেক্সটাইল ৫ হাজার ৭১০, আয়রন ফাউন্ড্রি ৪ হাজার ২৪০, হোটেল অ্যান্ড রেস্তোরাঁ ৩ হাজার ৭১০, সাবান ও কসমেটিকস ৫ হাজার ৬৪০, রাইস মিল ৭ হাজার ৮১০, চামড়াজাত পণ্য ও জুতা কারখানা ৮ হাজার ৭শ, নির্মাণ ও কাঠশিল্প ১৬ হাজার ২৪০, স মিল ১৭ হাজার ৯শ, সড়ক পরিবহণ ১০ হাজার ১শ, রিরোলিং মিলস ১০ হাজার ৬৫০, প্রিন্টিং প্রেস ৮ হাজার ১৫০, চা শ্রমিক ৪ হাজার ৫শ টাকা, অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্ড এনামেল ৮ হাজার ৭শ, হোসিয়ারি ৪ হাজার ৬৫০ এবং চিংড়ি শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৬ হাজার ৭শ টাকা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই মজুরি দিয়ে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন।

পোশাক খাতে সবচেয়ে কম মজুরি বাংলাদেশে : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) গবেষণা অনুসারে পোশাক খাতে সবচেয়ে কম মজুরি বাংলাদেশে। বর্তমানে এখানে ৩২ লাখ শ্রমিক কাজ করেন। প্রতিটি শ্রমিকের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৮ হাজার টাকা বা ৭৫ মার্কিন ডলার। প্রতিযোগী দেশগুলোতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৫-৩০ হাজার টাকা। গবেষণায় বলা হয়, তুরস্কে গার্মেন্টস খাতে মোট শ্রমিক ৪০ লাখ। তাদের মাসিক মজুরি ৩০৭ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৩০ হাজার টাকা। ভিয়েতনামে গার্মেন্টস শ্রমিক ২৫ লাখ। ন্যূনতম মজুরি ১৬৮ ডলার। ফিলিপাইনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৪৪ ডলার। মালয়েশিয়ায় ২৭০ ডলার, কলম্বিয়ায় ১৯৪ ডলার, ইন্দোনেশিয়ায় ১৩৭ ডলার, ভারতে গার্মেন্টস শিল্পে কাজ করে সাড়ে ৪ কোটি শ্রমিক। তাদের ন্যূনতম মজুরি ১২৮ ডলার। চীনে গার্মেন্টস শ্রমিক ১ কোটি ৬০ লাখ। তাদের মজুরি ২৬২ ডলার। এ কারণে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাসিক ন্যূনতম মজুরি ২০২ ডলার বা ২২ হাজার টাকা করার সুপারিশ করেছে সংস্থাটি। গবেষণায় ন্যূনতম মজুরি কাঠামোর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—ঢাকায় চারজনের একটি শ্রমিক পরিবারে মাসিক খাবার বাবদ খরচ হয় ১৪ হাজার ৩৩০ টাকা, ঘর ভাড়া বাবদ খরচ ১০ হাজার টাকা, খাদ্য ও ভাড়াবহির্ভূত ব্যয় ৭ হাজার ৪৪৯ টাকা, চিকিৎসা ব্যয় ১ হাজার ২৮৭ টাকা, শিক্ষা ব্যয় ১ হাজার ২৫৬ টাকা, পোশাকসহ অন্যান্য ব্যয় ৪ হাজার ৯০৬ টাকা এবং মাসিক সঞ্চয় ১ হাজার ৫৮৯ টাকা। সব মিলিয়ে দাঁড়ায় ৩৩ হাজার ৩৬৮ টাকা। তবে অধিকাংশ পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুজনই কাজ করেন। তাই মজুরি ২২ হাজার টাকা হওয়া উচিত।

এদিকে বর্তমানে সব খাতের শ্রমিকের দুর্দিন চলছে। এর অন্যতম কারণ জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বেড়েছে, ওইভাবে আয় বাড়েনি। সরকারি হিসাবে মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশ। কিন্তু বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার হিসাবে তা ১৪ শতাংশ ছাড়িয়েছে। অর্থাৎ ব্যয়ের সঙ্গে সমানভাবে আয় বাড়ছে না। এছাড়াও দেশে নতুন বিনিয়োগ নেই। ফলে বাড়ছে না কর্মসংস্থান। এ অবস্থায় পরিবার নিয়ে টিকে থাকাই কঠিন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তথ্য অনুসারে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বেকারত্ব বাড়ছে। করোনাসহ বিভিন্ন কারণে এই অবস্থা তৈরি হয়েছে। জাতিসংঘের এই সংস্থা বলছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমন সংকট আর দেখা দেয়নি।

জানতে চাইলে উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএসের সাবেক মহাপরিচালক মুস্তাফা কে মুজেরী যুগান্তরকে বলেন, আমরা জনশক্তি বোনাস পেয়েছি। এটি ইতিবাচক দিক। কিন্তু মূল কথা হলো জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। ফলে নতুন কর্মসংস্থান দরকার। তিনি বলেন, জনশক্তিকে দক্ষ করে তুলতে হবে।

সমকাল ● সোমবার ১ মে ২০২৩

পণ্যমূল্যের দৌড়ে পিছিয়ে মজুরি

জীবন চালাতে শ্রমিক পেরেশান

- পেট্রোল পাম্পে মাসিক মজুরি ৭৯২ টাকা, ফাউন্ড্রিতে ৫২১ টাকা!
- শিল্প, নির্মাণ ও মৎস্য খাতের মজুরি গড় মজুরির চেয়েও কম

■ আবু হেনা মুহিব

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়ছে, মজুরি সে হারে বাড়ছে না। গত বছরের মার্চে যে পণ্যটি ১০০ টাকায় কেনা যেত এখন তা কিনতে ১০৯ টাকা ৩৩ পয়সা লাগছে। মূল্যস্ফীতি আগের মাসের চেয়ে বেড়ে ৯ দশমিক ৩৩ শতাংশে এসে ঠেকেছে। অথচ বিবিএসের মজুরি হার সূচক বলছে, ওই মার্চে জাতীয়ভাবে গড়ে মজুরি বেড়েছে মাত্র ৭ দশমিক ১৮ শতাংশ। অর্থাৎ মজুরির চেয়ে দাম বাড়ছে ২ দশমিক ১৫ শতাংশ হারে।

গত এক যুগের মধ্যে বাজারে জিনিসপত্রের দাম সবচেয়ে বেশি বেড়েছিল গত বছরের সেপ্টেম্বরে। সেটিই মূল্যস্ফীতির বর্তমান রেকর্ড। মাসটিতে মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৫২ শতাংশে পৌঁছে। অথচ ওই মাসে মজুরি বেড়েছে ৬ দশমিক ৮০ শতশং। অর্থাৎ, এক বছর আগে যে মজুরি ছিল ১০০ টাকা তা বেড়ে হয়েছে ১০৬ টাকা ৮০ পয়সা। ফলে শ্রমিকের এখন আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। বাকি মাসগুলোতেও মজুরি আর মূল্যস্ফীতির ফারাক বাড়ছে বই কমছে না।

এদিকে গত ২৯ মার্চ প্রকাশিত জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা জরিপের ফল বলছে, দেশের ৩০ শতাংশ পরিবার এখন ঋণ করে চলছে এবং গত ছয় বছরে ঋণ করার গড় পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণের মতো বেড়েছে।

১০ জন শ্রমিক ও শ্রমিক নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কষ্টে আছেন সাধারণ শ্রমিকরা। ধারদেনায় চলছে সংসার। প্রয়োজনীয় অনেক ব্যয় কমিয়ে সামাল দিতে হচ্ছে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি। খাদ্যের মতো মৌলিক চাহিদাও কাটছাঁট করে দিন চালাতে হচ্ছে। শ্রমিকদের জীবনে সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা হলো মূল্যস্ফীতি আর মজুরির এই ব্যবধান।

মে দিবসে সবার ছুটি থাকলেও অনেক শ্রমিকই এই দিনেও কাজে যেতে বাধ্য হন। সব শ্রমিকের হোক এই দিবস ● সমকাল

মজুরি সূচক নির্ধারণে কম মজুরির দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের কর্মঘণ্টা কিংবা হাজিরাভিত্তিক দৈনিক আয়কে বিবেচনা করে থাকে বিবিএস। মাসিক কিংবা চুক্তিভিত্তিক আয়কে মজুরির হিসাবে ধরা হয় না। মজুরির হার নির্ধারণে কৃষি, শিল্প ও সেবা– বড় এ তিন খাতের ৪৪টি পেশাকে বিবেচনা করা হয়। এর মধ্যে কৃষি খাতের পেশা ১১টি, শিল্পের ২২টি ও সেবা খাতের ১১টি পেশা রয়েছে। এসব খাতের বাইরে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় খাত হলো তৈরি পোশাকশিল্প। এ খাতের শ্রমিকদের আয়ও গড় মূল্যস্ফীতির নিচে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা নিম্নতম মজুরি বোর্ডের প্রকাশিত গেজেটে এ খাতে বছরে আয়বৃদ্ধি মূল্যস্ফীতির প্রায় অর্ধেক; মাত্র ৫ শতাংশ।

পেট্রোল পাম্প শ্রমিকদের মাসিক মজুরি ৭৯২ টাকা। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মজুরি নির্ধারণ করে নিম্নতম মজুরি বোর্ড। বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্যমতে, পেট্রোল পাম্প শ্রমিকদের মাসিক মজুরি ৭৯২ টাকা। এর মধ্যে যাতায়াত ভাতা ২০ টাকা; বাড়ি ভাড়া ১১২ টাকা; চিকিৎসা ভাতা ১০০ টাকা ও মূল মজুরি ৫৬০ টাকা। ১৯৮৭ সালে এই মজুরি নির্ধারণ করা হয়। এরপর আর মজুরি পুনর্নির্ধারণ করা হয়নি। অবশ্য হাল ছেড়ে দেয়নি মজুরি বোর্ড। মজুরি পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়া চলমান। টাইপ ফাউন্ড্রি শ্রমিকদের মজুরি আরও কিছুটা হাস্যকর। ৯৬ টাকা বাড়ি ভাড়াসহ মাসিক মোট মজুরি ৫২১ টাকা, যা দিয়ে বড়জোর পোলট্রি মুরগির দুই কেজি মাংস কেনা সম্ভব।

The Financial Express
Monday, May 1, 2023
Baishakh 18, 1430 BS: Shawwal 10, 1444 Hijri

The May Day message

MAY Day or the International Workers' Day stands for the workers' victory over exploitation and injustice. It began as a day to express solidarity with workers in 1889 by the International Federation of Socialist Groups and trade unions. It is the commemoration of the violent Hay Market workers' uprising in 1886 in Chicago, USA. On May 4, the police attack on industrial workers demanding 8-hour working day led to violent demonstrations and clashes in which 10 workers were killed in police firing.

The May Day has by now lost much of its appeal because of a relentless march of free market economy and unrestrained consumerism. Though celebrated as a day of achievements in the labour rights sector of this country, it is also one of overview of the failures and disillusionments that came by in the course of various movements. However, the nature of labour movements has gone through changes over time. In its long course, the bellicosity has largely been dropped to make way for dialogue and deliberations. The earlier intransigence has been replaced by careful negotiations between the unions and employers. The days of jute and cotton mills have long been over. The country's industrial sector is presently dominated by the readymade garments (RMG) and the allied industries. After decades of agitations over and demand for the minimum wages by the RMG workers, a semblance of calm prevails in the sector now. However, sporadic eruptions of grievances and protest demonstrations still continue over a number of unresolved issues.

> The factory owners fail to understand that aggrieved workers are unlikely to put in their best. Thus productivity fails to reach the desired level

Clearly, in the context of market volatility, the minimum wages should be raised. Since the workplace environment is yet to be conducive to workers' welfare, more needs to be done to improve the standard of factories. The survivors of the Rana Plaza tragedy with or without grievous injuries have yet to get back their jobs or avail other sources of income. The devastated relatives of the dead still desperately await compensations. The trade unions and the labour rights activists had put in the best of their efforts in seeking justice for the survivors. But those proved futile.

Creating the right environment for the workers to have their basic demands met comprises the core of the May Day message. In the developed parts of the world, strongly united workers' movements hardly fail to compel the authorities to bow down to the legitimate demands. In most of the developing countries, it is the authorities' inflexible stance not to yield to the workers' demands that gets the better of workers' rights. Workers are exploited in more ways than one. The factory owners fail to understand that aggrieved workers are unlikely to put in their best. Thus productivity fails to reach the desired level. Bangladesh is no exception. Then there are many other workers' groups in the informal sector, which are not even considered a working class to deserve their rights and privileges. They are not covered by trade unions. The labour law should cover such workers in order to dispense justice for such socially vulnerable working groups.

DHAKA MONDAY MAY 1, 2023
BAISHAKH 18, 1430 BS
The Daily Star

MAY DAY

Even minimum wage eludes the workers

ZYMA ISLAM and SHAHEEN MOLLAH

The readymade garment sector is just one of 42 industrial sectors for which the government decides the minimum wage.

Workers of 24 of the remaining 41 sectors have a minimum wage less than that of an RMG worker. The lowest wage in 10 of the sectors is half or less than half of an RMG worker's minimum pay.

Employees in most of these sectors in the past have not had any nationwide trade union representatives speaking for them in the wage boards formed to set their minimum pay.

RMG workers are now campaigning to get their minimum wage raised to Tk 22,000, from the Tk 8,000 set in 2018, so that their pay is in accordance with the current market prices of essentials.

The RMG workers' pay hike demand is being backed by national and international trade unions at a time when inflation is at 9.33 percent, a rate just short of the 10-year-high of 9.52 percent recorded last August.

The minimum wage in at least 27 sectors was set in 2018 or before and the workers are struggling to make ends meet as silence reigns over their collective bargaining movements.

- Filling station workers' last wage board was in 1987
- Underage workers' legal wage is Tk 2,500 a month
- Lowest wages are in tea estates, hotels and restaurants
- Trade unions are often absent during wage negotiations

The last time filling station workers had their minimum wage set was in 1987. Thirty six years later, their minimum pay is still Tk 792.

Many workers in this sector have no clue that it is a listed sector and they are legally entitled to negotiate their wages.

Md Milon of Poribar Petrol Traders, a filling station in Shahbagh, has been working for 25 years at the pumps.

He gets Tk 12,000 a month.

He and seven other workers at the filling station expressed amazement at the concept of a wage board.

"If we get the wage board, it would be great. I will have job security," he said.

Thankfully, the negotiations for minimum wage in this sector are now going on after 36 years, but that the sad thing are no nationwide filling station workers' union representatives on the wage board,

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Even minimum wage eludes the workers

documents show.

The workers are being "represented" by the president of the Khulna Divisional Tank-lorry Workers Union. This is happening in a country that has nearly 4,800 filling stations.

The wage board had their first meeting on February 16.

Workers in the leather processing factories in Posta and Lalbagh are on a similar boat.

They apply salt to rawhide before sending it to tanneries. Since their job is at the bottom of the shoe-making supply chain, they often remain invisible to international buyers who usually ensure compliance of tanneries.

In 2020, Tk 8,025 minimum wage was declared for them when they had none of them or their trade unions representing them in the wage negotiations.

A line leader of one of the biggest and most compliant tanneries had sat in to represent them.

Now, the workers get paid Tk 20 for every piece of hide that they process.

"Earnings are good during the two Eids when there is a lot of work. But the rising cost of beef has shrunk our earnings," a worker said.

If people are buying beef less, fewer cattle are slaughtered and fewer rawhide are required to process.

Workers speaking anonymously to this correspondent showed cracked skins of hands calloused by rubbing salt on hides all day. They said their pay does not allow them to get treatment for these.

In 2022, the minimum wage for a sawmill worker was fixed at Tk 17,900. Many workers, however, do not know about the minimum wage and many owners have no intention to comply with the law.

Al Makkah Saw Mill has been at Mirpur-10 for 30 years. Khalilur Rahman, a co-owner and manager, stated flat out that he cannot pay workers according to the wage board.

Fourteen workers in the mill are paid between Tk 5,000 and Tk 12,000 a month, far below the government-set rate.

Md Julhas, manager of Cumilla Timber Saw Mill next door, pays his workers between Tk 200 and Tk 400 a day, which means the workers can only earn between Tk 5,000 and Tk 10,000 a month.

The minimum wage for automobile workshop employees was fixed at Tk 7,610 in 2018, but the workers actually get a pittance.

Md Rasel, owner of Ayad Auto Tech at Mohammadpur's Beribadh, used to get paid as per the wage board when he worked in a larger and well-established workshop. He, however, pays his mechanics Tk 5,000 a month.

"... I cannot let them [his mechanics] know about it. Nobody gives these [pay according to the wage board] unless they are a big company," he said.

He employs about 15 people.

One of his mechanics explained that the only way that he can make ends meet in this economy is by attending house calls after hours and by pilfering parts.

There are 12 types of jobs that have an official minimum wage that is less than Tk 5,000.

Workers in tea estates, hotels and restaurants, iron foundries, engineering workshops, ayurvedic factories, match factories, hosiery factories, and tailoring shops are getting such pay.

Employees in salt crushing, soap and cosmetics, cotton textile production, bakeries and confectionaries, cold storages, and shrimp processing get between Tk 5,000 and Tk 7,000.

Of these sectors, cotton textiles, tea estates, and shrimp processing plants are primarily export-oriented industries.

Bangladesh last year exported cotton textiles and shrimp worth $770 million and $532 million.

The minimum wage for workers at shrimp processing plants was set at Tk 6,700 in 2022, a year in which Bangladesh saw the highest inflation in a decade.

The wage for underage workers in industries and factories is a mere Tk 2,500.

On Saturday, Asia Floor Wage Alliance said that they interviewed 300 RMG workers from 63 factories and found that an RMG worker consumes on average only 1,950 kilocalories every day when the standard is 3,000 kCal for those involved in physical labour.

This is because RMG workers earn on average only Tk 10,000 a month, it found.

সমকাল ● বুধবার | ৩ মে ২০২৩

পণ্ডশ্রম

দেশের শ্রম আদালতসমূহে মামলাজটের যে চিত্র সোমবার সমকালের এক প্রতিবেদনে তুলিয়া ধরা হইয়াছে, উহা যেকোনো মানদণ্ডেই অনাকাঙ্ক্ষিত বলিয়া আমরা মনে করি। প্রতিবেদন অনুসারে, শ্রম আদালতসমূহে বর্তমানে বিচারাধীন ২৪ সহস্রাধিক মামলা। কিন্তু গত ছয় মাসের অধিক সময় ধরিয়া মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষাধীন ১৯ সহস্রাধিক। অর্থাৎ মোট মামলার প্রায় ৮২ শতাংশই অনিষ্পন্ন। এই অবস্থা মামলাকারী শ্রমজীবী মানুষদের দুর্ভোগ যেমন প্রলম্বিত করিয়া চলিয়াছে, তেমনি শিল্প খাতের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক বজায় রাখিবার পক্ষেও আদৌ সহায়ক নহে।

সাধারণত বকেয়া বেতন-ভাতা আদায়, চাকরিতে পুনর্বহাল, ক্ষতিপূরণসহ বিভিন্ন অভিযোগে দেশের শ্রম আদালতগুলিতে মামলা করিয়া থাকেন শ্রমজীবীরা। এই সকল বিষয়ের প্রতিটিই সংশ্লিষ্ট মামলাকারীর জীবন-জীবিকার সহিত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। ফলে মামলা নিষ্পত্তিহীন অবস্থায় পরিবার-পরিজন লইয়া সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের সম্মুখে মানবেতর জীবনযাপন ব্যতীত কোনো বিকল্প থাকে না। অধিকতর দুর্ভাগ্যজনক, এহেন পরিস্থিতি নূতন নহে। বহু যুগ ধরিয়া বিরাজমান, কিন্তু কার্যকর সমাধানের প্রয়াস দৃষ্টিসীমার বাহিরে। ইহা সত্য, মামলাজট হ্রাস করিতে চার বছর পূর্বে দেশে শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১০টি করা হয়। উপরন্তু অদ্যাবধি সচল না হইলেও সরকার নূতন তিনটি শ্রম আদালত গঠন করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবতা হইল, বিদ্যমান আইনে শ্রম আদালতে ৬০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পন্নের কথা থাকিলেও এক যুগ পূর্বের মামলাও দেশের শ্রম আদালতসমূহে বিচারাধীন এবং বিচারাধীন মামলার সংখ্যা এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ।

আমরা মনে করি, শ্রম সংক্রান্ত মামলাজটের কারণ নিছক আদালতের সংখ্যাল্পতা নহে। প্রথমত, আদালতে মামলা অনুপাতে জনবল বৃদ্ধি পায় নাই। দ্বিতীয়ত, সাধারণত শ্রম অধিকারবিষয়ক মামলা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বিচারককে প্রেষণে শ্রম আদালতে নিয়োগ দেওয়া হয়, যিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রম আদালতের বিচারকার্য পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করিবার পর স্বাভাবিক নিয়মেই অন্যত্র বদলি হইয়া যান। ফলে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত, শ্রম আইনের বেশ কিছু ধারার মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি সমন্বয়ে আদালত গঠন করিতে হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ধার্য তারিখে নির্দিষ্ট প্রতিনিধির অনুপস্থিতির কারণে মামলা নিষ্পত্তি করা যায় না। চতুর্থত, অধিক্ষেত্রজনিত কারণে অধিকাংশ মামলাই করা হয় ঢাকার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রম আদালতে। ফলে একজন বিচারকের পক্ষে বিপুলসংখ্যক মামলার চাপ সামলানো প্রায় অসম্ভব। তদুপরি এই সকল আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের জন্য দেশে মাত্র একটি শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল, যাহা ঢাকায় অবস্থিত। ফলে বিচারিক আদালতে মামলার নিষ্পত্তি হইলেও আপিল পর্যায়ে গিয়া উহা আটকাইয়া যায়। আবার অনেক শ্রমিক বিশেষত দূরত্ব ও ব্যয়বহুলতার কারণে ঢাকায় আসিয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করিতে উৎসাহ পান না। একই সঙ্গে ইহাও বলা দরকার, বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান শ্রম আদালত ও আপিল ট্রাইব্যুনাল প্রদত্ত রায়ের উপর উচ্চ আদালতে রিটের মাধ্যমে স্থগিতাদেশ লইয়া বছরের পর বছর মামলা ঝুলাইয়া রাখে।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি, শ্রম অধিকার বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিবর্গ এবং অংশীজনের সহিত পরামর্শক্রমে বিদ্যমান শ্রম আইন এবং বিধিমালার সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ সংশোধন জরুরি হইয়া পড়িয়াছে, যাহার মাধ্যমে অন্তত মামলার শুনানি অব্যাহত রাখিবার পথে আইনি জটিলতা পরিহারের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং অধিক্ষেত্র অনুসারে আদালতের সংখ্যার পাশাপাশি জনবলেরও বিন্যাস করা যায়। একই সঙ্গে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির জন্য এডিআর তথা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকেও অধিকতর গতিশীল করা প্রয়োজন। শিল্পক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিক সংঘাত পরিহার করিয়া শান্তিপূর্ণ উৎপাদন নিশ্চিতকরণের স্বার্থেই যেহেতু শ্রমিকদের জন্য ন্যায়বিচার জরুরি; শ্রম আদালতে মামলাজট সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থার জন্যও নেতিবাচক। মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি না হইলে শ্রম আদালত লইয়া সকল উদ্যোগ ও প্রত্যাশা পণ্ডশ্রম হইতে বাধ্য।

The Financial Express Monday | May 1, 2023

May Day 2023

Collective action for a new social contract

ON the first of May, working people across the world celebrate more than 150 years of collective action through their trade unions building secure, sustainable lives and delivering social justice.

It is also a moment to reflect on the enormous challenges to people and the planet, challenges that can only be overcome with a vibrant trade union movement at the heart of the economy and society, and a new social contract to build a just and sustainable future for all.

However, tens of millions of people are directly confronted by the brutal realities of armed conflict, including Russia's invasion of Ukraine. Multilateralism and the vital instruments and processes that aim to ensure peace and common security are under existential threat. The world faces the converging crises of massive inequality, climate change, erosion of democracy, threats to public health and the prospect of unregulated technologies exacerbating division and exclusion.

SOLIDARITY, PEACE, EQUALITY: As the largest organised democratic force in the world, the global trade union movement is indispensable in overcoming these challenges and working for peace. Strengthening solidarity in times of crisis is essential for creating a fairer and more humane world.

The pathway to that world, and a fundamental foundation for peace, is the new social contract. There is no lack of resources, but a lack of political will to overcome oligarchy, to reform taxation and to invest in public services and a sustainable future. It is through trade union action that we can create the necessary democratic accountability to re-shape the global economy. This means action on:

- Jobs, to reach full employment by creating 575 million new jobs worldwide through investment in care, green jobs and infrastructure and formalising informal sector employment.
- Wage rises, with living minimum wages to reverse the decades-long decline in the share of prosperity going to working people and to ensure a dignified life for all and revitalise economies.
- Rights, to guarantee workers' organising and bargaining rights, ensure safe and healthy work, safeguard against discrimination and forced and child labour and build a sustainable world through just transition.
- Equality, to guarantee equal pay for women and men and challenge racism and homophobia.
- Social Protection, to invest in coverage for the three-quarters of the world's people who are fully or partly denied this basic human right starting with a global social protection fund.
- Inclusion, to remove the colonial structural framework of the world's financial and trade systems that deny prosperity to billions of people.

There is no lack of resources, but a lack of political will to overcome oligarchy, to reform taxation and to invest in public services and a sustainable future, argues the International Trade Union Confederation

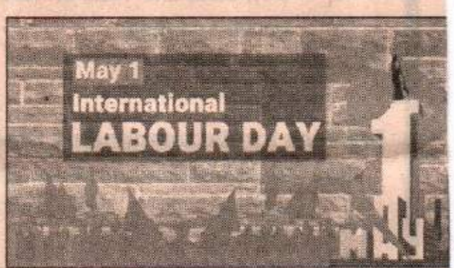

Unions across the world are taking action to address the cost-of-living crisis. In response, rather than engage positively in social dialogue, many governments are further restricting the fundamental right to strike. We will continue to defend the right to withdraw our labour to ensure decent work and to secure justice and freedom.

As we, the International Trade Union Confederation (ITUC), recall the great struggles fought and won by working women and men over so many decades, we recommit to building workers' power through organising and exercising that power to build a world founded on equity, solidarity, democracy and mutual respect.

The dreams and aspirations of trade unions in the past became reality through collective action and it is time for the current generation to turn the aspiration for a world that puts people first into a reality.

www.ituc-csi.org

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২
৪ মে ২০২৩

আইসিডিডিআরবির জরিপ
পোশাককর্মীদের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের হার ৪৩ শতাংশ

ইত্তেফাক রিপোর্ট

নারী পোশাক শ্রমিকদের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের হার ৪৩ শতাংশ বলে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) ও অ্যাডভানসিং সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাকটিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটসের (অ্যাডসার্চ) যৌথ গবেষণায় পাওয়া গেছে। এছাড়া শূন্য থেকে ১৯ বছর বয়সি নারী পোশাক শ্রমিকদের মধ্যে এ হার সবচেয়ে বেশি। এর পেছনে তিনটি কারণকে বেশি দায়ী করেছেন গবেষকরা। এগুলো হলো—জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ নিয়মিত ব্যবহার না করা, মাঝপথে এসব উপকরণ ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকা।

গতকাল বুধবার রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে 'ন্যাশনাল কনফারেন্স ২০২৩ : সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাকটিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস' বিষয়ক সম্মেলনে এ গবেষণাটি প্রকাশ করা হয়। গবেষণাটি উপস্থাপন করেন আইসিডিডিআরবির গবেষক তাশফিয়া নুসরাত রুহি। গত বছর আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত টঙ্গি, রাজধানীর মিরপুর ও কড়াইল বস্তির ৬৫৬ জন বিবাহিত পোশাক শ্রমিকদের ওপর জরিপটি করা হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য সচিব ড. মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার। আইপিএস বাংলাদেশের দেশীয় প্রতিনিধি সৈয়দ রুবায়েত জরায়ু মুখে ক্যানসার প্রতিরোধ, অধ্যাপক সায়বা আক্তার ফিস্টুলা সমস্যা ও প্রভাব, আইসিডিডিআরবির এইচআইভি পরিকল্পনাপ্রধান মো. শরিফুল ইসলাম খান যৌনকর্মীদের প্রজনন স্বাস্থ্যবিষয়ে উপস্থাপনা তুলে ধরেন।

যুগান্তর | বুধবার ৩ মে ২০২৩
২০ বৈশাখ ১৪৩০

রেমিট্যান্সে ডলারে প্রবাসীরা পাবেন ১১০.৭০ টাকা

যুগান্তর প্রতিবেদন

রেমিট্যান্সের প্রতি ডলারে এখন থেকে প্রবাসীরা পাবেন ১১০ টাকা ৭০ পয়সা। এর মধ্যে ব্যাংক প্রতি ডলার কিনবে ১০৮ টাকা করে। এর সঙ্গে আরও আড়াই শতাংশ সরকারি প্রণোদনা বাবদ পাওয়া যাবে ২ টাকা ৭০ পয়সা। সব মিলে পাওয়া যাবে ১১০ টাকা ৭০ পয়সা।

বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বাফেদা) এক সার্কুলার থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

সার্কুলারে তারা বলেছে, কোনোক্রমেই ব্যাংকগুলো প্রতি রেমিট্যান্সের বিপরীতে এর চেয়ে বেশি অর্থ দিতে পারবে না।

সূত্র জানায়, রেমিট্যান্সের ডলারের দাম আগে ছিল ১০৭ টাকা। মঙ্গলবার থেকে তা ১ টাকা বাড়িয়ে ১০৮ টাকা করা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে তা কার্যকর করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আশা করছে এর ফলে রেমিট্যান্সে প্রবাহ আগামী মাসে বাড়বে। এদিকে মঙ্গলবার থেকে রপ্তানি আয়ের ডলারের দামও এক টাকা বাড়ানো হয়েছে। আগে প্রতি ডলার ছিল ১০৫ টাকা।

সমকাল ■ শনিবার। ৬ মে ২০২৩

শ্রমিকের নিরাপত্তা বিষয়ে গুরুত্ব দেয়নি কর্তৃপক্ষ

■ নারায়ণগঞ্জ ও রূপগঞ্জ প্রতিনিধি

রূপগঞ্জে স্টিল কারখানায় বিস্ফোরণ

- আরও তিন শ্রমিকের মৃত্যু, সংকটাপন্ন দু'জন
- ছাড়পত্র ছাড়াই চলছিল উৎপাদন
- দায়িত্বে অবহেলার কারণে দুর্ঘটনা : ইউএনও

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেডের স্টিল কারখানা চলছিল ছাড়পত্র ছাড়াই। ছিল না কোনো নিরাপত্তা সরঞ্জাম। এমনকি নিরাপত্তা নিশ্চিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সতর্ক করলেও তোয়াক্কা করেনি। যথাযথ নিরাপত্তা ছাড়াই পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করে। এরই খেসারত দিতে হলো হতভাগ্য শ্রমিকদের।

বয়লার বিস্ফোরণের পরদিন গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফয়সাল হকের নেতৃত্বে স্থানীয় প্রশাসনের একটি দল কারখানা পরিদর্শন করে। এ সময় ইউএনও বলেন, 'কর্তৃপক্ষের অবহেলায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করছি। তারা ঘটনা ধামাচাপার চেষ্টা করেছে। তিন ঘণ্টা পরও স্থানীয় প্রশাসন বা ফায়ার সার্ভিসকে অবহিত করেনি কর্তৃপক্ষ।'

এদিকে, রূপগঞ্জের ভুলতার শাওঘাট এলাকার ওই স্টিল কারখানায় বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে ইলিয়াস আলী (৩৫), গতকাল সকালে মো. নিয়ন (২০) ও দুপুরে আলমগীর হোসেন (৩৩) মারা যান। এ নিয়ে ওই ঘটনায় মোট চারজনের মৃত্যু হলো। এর আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দগ্ধদের শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আনা হলে শঙ্কর (৪০) নামে একজন মারা যান। ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক এস এম আইউব হোসেন জানান, চিকিৎসাধীন তিনজনের মধ্যে জুয়েলের শরীরের ৯৭ ও রাব্বির ৯৫ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাঁরাও সংকটাপন্ন। আর ২৮ শতাংশে পুড়ে যাওয়া ইব্রাহিমও শঙ্কামুক্ত নন।

নিহত ইলিয়াসের বড় ভাই আল আমিন আরেকটি রি-রোলিং মিলের শ্রমিক। তিনি বলেন, 'কাজের সময় শ্রমিকদের নিরাপত্তা পোশাক পরা ছিল না। থাকলে কারও শরীরের ৯০-৯৭ ভাগ পুড়ে যায়? সব লোহার কারখানায় একই অবস্থা। আগেও বিস্ফোরণে মানুষ মারা গেছে, কিছু হয়নি, এবারও হবে না।' ইলিয়াসের বাড়ি কিশোরগঞ্জের ইটনায়। স্ত্রী স্বর্ণা ও এক মেয়ে নিয়ে নারায়ণগঞ্জ সদরের পাগলার মধ্য রসুলপুরে ভাড়া থাকতেন।

নিহত আলমগীরের খালাতো ভাই মো. ফারুক জানান, আলমগীরের বাড়ি হবিগঞ্জের আজমেরীগঞ্জের জলশুকা গ্রামে, বাবার নাম আজাদ আলী। পাগলার শাহীবাজার এলাকায় স্ত্রী নিপাসহ পরিবার নিয়ে থাকতেন তিনি। দুই মাস আগে রূপগঞ্জের ওই কারখানায় কাজ নেন।

ঝুঁকি নিয়ে চলছিল কারখানা

শ্রমিকদের অভিযোগ, তিন মাস কারখানাটি চালু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ২০-২৫ শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কারখানার ভেতরে কোনো অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না। এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শ্রমিকদের দেওয়া হয়নি সুরক্ষাসামগ্রী। শ্রমিকরা কারখানার মালিকপক্ষকে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সুরক্ষাসামগ্রী দিতে বললেও মালিকপক্ষ কর্ণপাত করেনি।

রূপগঞ্জের ইউএনও ফয়সাল হক জানান, ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোস্তাফিজুর রহমানকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। গতকাল স্টিল কারখানার গ্যাস ও বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যন্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকবে। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় কোনো কাগজপত্রও দেখাতেও পারেনি কর্তৃপক্ষ।

স্টিল মিলের সুপারভাইজার হারুন উর রশিদ বলেন, 'কারখানার বয়লারের ভাট্টিতে লোহা গলানোর কাজ করছিলেন ১৫ শ্রমিক। হঠাৎ বিস্ফোরণে গলিত লোহা ছড়িয়ে পড়লে সাতজন দগ্ধ হন।'

সুপারিশ মানেনি কর্তৃপক্ষ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের কারখানা পরিদর্শক খালিদ হাসান এবং মেহেদী হাসান জানান, গত বছরের শেষদিকে রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেড ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করে। দু'দফায় কারখানাটি পরিদর্শন করে মেশিন লে-আউট, কর্মপরিবেশ, নিরাপত্তা পোশাক যথাযথ না হওয়ায় প্রথমে মৌখিক ও পরে লিখিতভাবে তাগিদ দেওয়া হয়। কিন্তু নিরাপত্তা নিশ্চিত না করেই তারা পরীক্ষামূলক উৎপাদন চালাচ্ছিল। কারখানার শ্রেণি ও কাজের ধরন অনুযায়ী শ্রমিকদের যথাযথ নিরাপত্তা না থাকায় ছাড়পত্র না দিয়ে নিরাপত্তা জোরদারের সুপারিশ করা হয়েছিল বলে জানান তাঁরা।

মেহেদী হাসান বলেন, 'গত ৬ মার্চ পরিদর্শনের সময়ও আমরা শ্রমিকদের নিরাপত্তা পোশাক পরতে দেখিনি। তাদের অবকাঠামো সুসংহত ছিল না। উৎপাদন প্রক্রিয়া ছিল অস্বাভাবিক। পর্যবেক্ষণ জানানোর পর তারা নিরাপত্তা নিশ্চিতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।'

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা শহীদ আলম বলেন, 'এত বড় দুর্ঘটনার পরও কর্তৃপক্ষ আমাদের কিছুই জানায়নি। বিভিন্ন সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ বা শ্রমিকদের কাউকে পাইনি। ঘটনাস্থলে কোনো অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র ছিল না। শ্রমিকদের যে ধরনের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহারের কথা, তা ব্যবহার করেনি বলে অভিযোগ পেয়েছি।'

রূপগঞ্জ থানায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত এ ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি। নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ সুপার (রূপগঞ্জ-আড়াইহাজার সার্কেল) আবির হোসেন বলেন, 'একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন। হতাহতদের স্বজনকে খোঁজ করা হচ্ছে। তাঁদের পক্ষ থেকেও যেন মামলা করা হয়, সে বিষয়টি দেখা হচ্ছে।'

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৪ মে ২০২৩
E-mail : sportsjugantor

বেকার পরিস্থিতি

কর্মসংস্থান বাড়ানোর পদক্ষেপ নিন

দেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বাড়লেও সে অনুপাতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি-মার্চ—এ তিন মাসে দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে ২ লাখ ৭০ হাজার। এ সময়ে দেশে মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫ লাখ ৯০ হাজারে। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তরুণ। তাদের কাজে লাগানো সম্ভব হলে তা দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। তাদের কাজে লাগানো সম্ভব না হলে তারা সমাজের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। বেকার তরুণদের কারও কারও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিভিন্ন দেশ জনমিতির সুবিধা কাজে লাগিয়ে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করেছে। আমাদেরও উচিত এ সুবিধা কাজে লাগানোর পদক্ষেপ নেওয়া।

দেশে শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করছে, তা জানার জন্য গবেষণার প্রয়োজন নেই। সরকারি কর্ম কমিশনে কয়েক হাজার শূন্যপদের বিপরীতে লাখ লাখ প্রার্থী আবেদন করেন। এ তথ্য থেকেই স্পষ্ট দেশে শিক্ষিত বেকারদের কর্ম পরিস্থিতি কী ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। দেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বেকার থাকা সত্ত্বেও বহু প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন খাতে উচ্চ বেতনে বিদেশি কর্মীদের নিয়োগ দিচ্ছে। নিয়োগদাতাদের যুক্তি, দেশে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। এত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও কেন দেশে দক্ষ জনশক্তির সংকট সৃষ্টি হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেসব নতুন বিভাগ ও অনুষদ খোলা হচ্ছে, সেগুলো আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম কিনা তাও খতিয়ে দেখতে হবে। দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত তরুণ যাতে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হতে পারে, তেমন পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষাজীবনের যে কোনো পর্যায় থেকে ঝরে পড়লেও কর্মজীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হয়।

অনেকদিন ধরেই দেশে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাড়ছে না। ফলে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কর্মসংস্থানও বাড়ছে না। এ অবস্থায় দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির পদক্ষেপ নিতে হবে। কৃষি খাতের শ্রম মৌসুমভিত্তিক। নানা কারণে কৃষিতে শ্রমিকের চাহিদা কমে যেতে পারে। এ সমস্যার সমাধানে কৃষি খাতের শ্রমিকদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে; এবং তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে এবং সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগের পদক্ষেপ নিতে হবে। রপ্তানি খাত শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নিতে হবে এবং রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণের জন্যও নিতে হবে সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

NEW AGE
WEDNESDAY, MAY 3, 2023

National minimum wage board is a must

WORKERS observed May Day on Monday with demands for a national minimum wage and a safer workplace. Workers and labour leaders at rallies held marking the occasion termed the present mechanism to determine the minimum wage structure as discriminatory and inadequate to ensure a living wage. There are 44 industrial sectors in which wages for workers are set under a 'minimum wage board' for each sector that is periodically formed by the labour ministry. Of the 44 industrial sectors, two were included in the minimum wage board for the first time in 2023 and many sectors did not have their worker wages reviewed for years. The minimum monthly wage for filling station workers was set at Tk 792 in 1987 and no review of the wage has been made ever since. Although there is a provision in the labour law for a review of minimum wages in every five years, the rule remains to be implemented in 20 sectors for more than five years. Meanwhile, some 90 per cent of the total 7.34 crore workers are engaged in the informal sector and they are deprived of reasonable wages as there is no set minimum national wage. While the unprecedented food and non-food inflation has affected workers in all sectors, the wage structure has remained discriminatory.

In 2022, according to the International Trade Union Confederation, Bangladesh was listed among the 10 worst countries for workers. A recent survey of the Asia Floor Wage Alliance has found that the total expenditure of an apparel unit worker family is higher than the income even when there are two members of the family working in apparel factories. The survey has further reported that the food consumption by an apparel worker was 1,950 Kcal at Tk 120 a day, which was significantly lower than the poverty-line food consumption standard of 2,122 Kcal, defined by the government's Household Income and Expenditure Survey 2016. In the past five years, as a study of the Bangladesh Garments Workers' Solidarity shows, the price of the coarse varieties of rice registered an 18 per cent increase. In the same period, the price of edible oil and local variety of onions increased by 110 per cent and 10 per cent. With the current minimum wage of Tk 8,000 for apparel workers, it is nearly impossible for a family of four to manage two meals a day, let alone ensure their required nutritional intake. Economic struggles of workers in other sectors are no different. Tea garden workers are still toiling for Tk 170 a day and labour in informal sectors such as brick-field or household work wage structures are arbitrarily decided by their employers.

In order for the government to truly commit to workers cause as suggested in its May Day pledge of 'building solidarity between owners/employers and workers for a smart Bangladesh', it must heed the demand for constituting a permanent wage board and developing a credible mechanism to determine a standard national minimum wage to end wage discrimination. The wage gap that exists between workers of different sectors is unacceptable and unconstitutional.

কালের কণ্ঠ ঢাকা। শনিবার। ৬ মে ২০২৩।

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার করার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা করার দাবি জানিয়েছে সম্মিলিত গার্মেন্ট শ্রমিক ফেডারেশন। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধন ও সমাবেশে তারা এই দাবি জানায়। দাবি আদায়ে প্রয়োজনে আন্দোলন-সংগ্রামের হুঁশিয়ারি দেন সংগঠনটির নেতারা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, গত পাঁচ বছরে নিত্যপণ্যের পাশাপাশি বাড়িভাড়া, গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা, শিক্ষা সব কিছুর খরচ অনেক বেড়েছে। যার ফলে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান এখন একেবারেই নিম্নমুখী। দেশ ও পোশাকশিল্পের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন গার্মেন্ট শ্রমিকরা। কিন্তু এই শিল্পের শ্রমিকরা অত্যন্ত নিম্ন মজুরিতে শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন।

বক্তারা আরো বলেন, বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে তাঁদের জীবনযাত্রার মান একেবারেই নিম্নমুখী। তাই পরিস্থিতি বিবেচনা করে গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা করতে হবে। প্রয়োজন হলে আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমেই এ মজুরি আদায় করা হবে।

সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে সম্মিলিত গার্মেন্ট শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি নাজমা আক্তার বলেন, 'সিপিডির গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, ঢাকার কেন্দ্রস্থলে বসবাসরত এক ব্যক্তির মাসিক খাবার খরচ পাঁচ হাজার ৩৩৯ টাকা। চারজনের একটি পরিবারের ক্ষেত্রে এই খরচ ২১ হাজার ৩৫৮ টাকা। আর অন্যান্য খরচ তো আছেই। পোশাক শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।'

নাজমা আক্তার আরো বলেন, 'উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি কমে যাচ্ছে। নিম্নতম মজুরি কাঠামোর নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিবছর মূল মজুরির ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করেন মালিকরা। অথচ বৈদেশিক মুদ্রার মান টাকায় বেড়ে যাওয়ায় পাঁচ মাস ধরে মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৭ শতাংশের আশপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাই পরিস্থিতি বিবেচনা করে গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা করার জোর দাবি জানাচ্ছি।

দৈনিক ইত্তেফাক শনিবার, ২৩ বৈ
৬ মে ২০২৩

মির্জাপুরে এক মণ ধানের দামে মিলছে এক জন শ্রমিক

বিপাকে কৃষক

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে এক মণ ধানের দামে এক জন কৃষি শ্রমিকের মজুরি। কৃষি শ্রমিকের মজুরির দাম বাড়ার ফলে স্থানীয় কৃষকরা চরম বিপাকে পড়েছেন। তারা জানিয়েছেন, বর্তমানে এক মণ বোরো ধান হাট-বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার-১ হাজার ১০০ টাকা। আর এক জন ধানকাটা শ্রমিকের তিন বেলা খাবারসহ এক দিনের মজুরি ১ হাজার-১ হাজার ৫০ টাকা। খরচের টাকাও উঠছে না। তারপরও ধানকাটা শ্রমিকের সংকট রয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্র জানায়, চলতি মৌসুমে উপজেলার ১৪ ইউনিয়ন এবং পৌরসভায় বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল প্রায় ২০ হাজার হেক্টর। আবহাওয়া মোটামুটি ভালো থাকায় উৎপাদন বেড়ে আবাদ হয়েছে ২০ হাজার ৩০০ হেক্টর। বোরোর মধ্যে রয়েছে হাইব্রিড, ব্রি ২৯, ৮৯, ৯২ এবং ২৮সহ বেশ কয়েকটি উন্নত জাত।

কৃষকদের মধ্যে ছানোয়ার হোসেন, সুমন মিয়াসহ অনেকে অভিযোগ করেন, উত্তরাঞ্চল থেকে ধানকাটা শ্রমিক মির্জাপুর উপজেলার বিভিন্ন হাটবাজারে এলেও তিন বেলা খাবারসহ এক দিনের মজুরির দাম হাঁকছেন ১ হাজার-১ হাজার ১০০ টাকা। হাটবাজারে এক মণ বোরো ধান বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার-১ হাজার ৫০ টাকায়। তাদের খরচের টাকাও উঠছে না। অনেক কৃষক বাধ্য হয়ে এই চড়া দামে কৃষি শ্রমিক নিয়ে যাচ্ছে। আবার চড়া দামের কারণে অনেক কৃষক শ্রমিক নিতে পারছে না।

এ ব্যাপারে উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মি. সঞ্জয় কুমার পাল বলেন, কৃষি উপকরণসহ সার ও কীটনাশক হাতের নাগালে থাকায় এবং আবহাওয়া অনুকূলে হওয়ায় মির্জাপুরে এ বছর বোরো ধানের আবাদ বেশ ভালো হয়েছে। বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হওয়ার আগে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে কৃষকদের ধান কেটে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

DHAKA WEDNESDAY MAY 3, 2023
BAISHAKH 20, 1430 BS
The Daily Star

Economic pressure deepens as export, remittance dip

REFAYET ULLAH MIRDHA, AKM ZAMIR UDDIN and SOHEL PARVEZ

Exports and remittances, two major sources of foreign currencies for Bangladesh, plunged in April, a bad omen for the economy as it deals with multiple challenges, including a dollar crisis, an elevated level of import costs and falling reserves.

Export earnings slumped 16.5 per cent year-on-year to $3.95 billion last month, according to the Export Promotion Bureau.

And despite a surge in the outflow of migrant workers in 2022, remittances sent by migrant workers and non-resident Bangladeshis living abroad dropped 16.2 per cent to $1.68 billion, the sharpest fall in 14 months, data from the Bangladesh Bank showed.

Exporters blame the falling flow of orders from the western markets amid higher inflation while bankers say migrant workers preferred to send money through informal channels, popularly known as hundi, as the official rate for the greenback is lower than the kerb market.

"The decrease in export and remittances is bad for the economy. This is also bad for employment and investments. It is a signal that the risk in the economy continues," said Prof Mustafizur Rahman, a distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD).

The latest data comes at a time when Bangladesh's foreign exchange reserves are falling as export and remittances earnings can't cover the cost of imports despite its slowdown.

The taka lost about 25 per cent in value against the greenback in the past one year, raising the import costs and the prices of imported goods to a large extent.

One reason behind the export dip could be the decline in the prices of raw materials, according to Rahman.

"Another factor may be the effect on demand following measures taken by the western countries to contain inflation. Under the current circumstances, prudent macroeconomic management has become important to stabilise the economy and contain the risks."

The shipment of garments, which account for about 85 per cent of the national export basket, declined 15.4 per cent year-on-year in April.

Faruque Hassan, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said the export of apparel items had been declining for the last few months, albeit slowly.

Recently, the export fall was tackled by the higher prices of value-added garment items. But now both quality and quantity can't tackle the export slide.

Bangladesh's overall receipts from the shipment of goods, however, grew 5.38 per cent to $45.67 billion between July and April. The export growth was 8 per cent in the first nine months of 2022-23, EPB data showed.

Most of the major sectors could not perform well in July-April as well.

For instance, the shipment of frozen and live fish, agricultural products, leather and leather goods, jute and jute goods and home textiles declined.

Hassan says if the bank interest rate in the western countries is not hiked further and the old stock of the unsold garment items finishes, there is a possibility that sales of garment items will go up from July.

REMITTANCE

BB data showed that remittances flow in April was lower than the overall inflow in March when migrants sent home $2 billion, the third-highest in FY23, to enable their families and relatives to celebrate the Eid-ul-Fitr, the biggest religious festival in Muslim-majority Bangladesh.

Overall remittances flow grew 2 per cent year-on-year to $17.7 billion between July and April.

CPD's Rahman said the flow of remittances through hundi cartels might have increased as the rate of the dollar is higher in the kerb market.

Hundi cartels, which operate illegal cross-boundary operations, accounted for half of the remittances that flowed to Bangladesh even before the coronavirus pandemic.

A central banker says the hundi carte is mainly responsible for the slide in remittance as the number of migrant workers going abroad for jobs grew substantially.

Bangladesh sent 8.4 lakh workers abroad in July-March, an increase of 21 per cent from

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২০
৩ মে ২০২৩

বিষয় : শিশুশ্রমিক

একটি চারা বড় হতে যেমন পানি-হাওয়া-আলোর প্রয়োজন। তেমনি একটি শিশুর প্রয়োজন জীবনের রসদের পাশাপাশি আনন্দময় হাসিখুশির ঝলমলে রোদ্দুর। জীবনের শিক্ষা তথা মেধাসত্তার বিকাশে বিদ্যালয় হয়ে ওঠে তার পথপ্রদর্শক। বিদ্যালয়ে বিকশিত হয় শিশুর প্রতিভা, মানসিক গঠনের ভিত্তি নির্মিত হয়। সহপাঠীদের সঙ্গে হেসেখেলে আনন্দমুখর যাপনে মত্ত হয় তারা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অনেক শিশু ঝরে যাচ্ছে শিক্ষাজীবন থেকে। রুজিরুটির সংস্থানে তারা ভিড় জমাচ্ছে রেস্টুরেন্টে, হোটেলে, গাড়ি মেরামত কারখানায়, ইটের ভাটাসহ বিভিন্ন জায়গায়। কাজ করলে দু'মুঠো খাবার তো জুটবে, বেঁচে যাওয়া কিছু অর্থ তুলে দিতে পারবে বাবা-মায়ের হাতে। যেখানে শিশুরা কাজ করে সেখানে সকাল থেকে সন্ধে হাড়ভাঙা খাটুনি, মজুরিতে বৈষম্য ও শোষণ ভাগ্যলিপি বলে মেনে নিয়েছে শিশুশ্রমিকেরা। সেখানে পড়াশোনা, খেলাধুলা বা বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই। এ সমস্যা দূরীকরণে সরকারের তরফে যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। যতদিন তা না হবে, সমাজদেহে দুষ্ট ক্ষতের মতো রয়ে যাবে এ সমস্যা।

লিয়াকত হোসেন খোকন
রূপনগর, ঢাকা

বণিকবার্তা বুধবার, মে ৩, ২০২৩

তিন মাসে বেকার বেড়েছে ২ লাখ ৭০ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

গত তিন মাসে আগের তিন মাসের তুলনায় দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে ২ লাখ ৭০ হাজার। চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি থেকে মার্চ) দেশে বেকারের সংখ্যা ২৫ লাখ ৯০ হাজার। আর গত বছরের শেষ প্রান্তিকে (অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর) এই সংখ্যা ছিল ২৩ লাখ ২০ হাজার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অধীন 'শ্রমশক্তি জরিপের মাধ্যমে শ্রমবাজার তথ্যের উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতাধীন ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৩-এর প্রথম ত্রৈমাসিকের (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩) ফলাফলে এ তথ্য উঠে এসেছে।

গতকাল শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান প্রকল্প পরিচালক আজিজা রহমান। সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম। এছাড়া বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব ড. শাহনারা আরেফিন। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক মো. মতিয়ার রহমান।

বেকারত্ব বাড়ার কারণ হিসেবে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন, 'বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ প্রান্তিকে আমাদের দেশে কৃষি খাতে কাজ কিছুটা কমে যায়। ডিসেম্বরের মধ্যে রবি ফসল কাটা শেষ হয়ে যায়। এরপর বিশেষ করে কৃষিকাজে নিয়োজিত অনেক মানুষ কিছুদিনের জন্য বেকার থাকে। শীতকালীন এই সময়ে অনেক মানুষ গায়ে চাদর দিয়ে ঘোরাঘুরি করে, চায়ের দোকানে আড্ডা দেয়। পরে অবশ্য এসব মানুষ কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে।'

তাদের ত্রৈমাসিক জরিপের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে শ্রমশক্তিতে নিয়োজিত মোট জনগোষ্ঠী ৭ কোটি ৩৬ লাখ ৯০ হাজার। তাদের মধ্যে পুরুষ ৪ কোটি ৮২ লাখ ৫০ হাজার ও নারী ২ কোটি ৫৪ লাখ ৪০ হাজার। এছাড়া বর্তমানে কর্মে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী ৭ কোটি ১১ লাখ। তাদের মধ্যে পুরুষ ৪ কোটি ৬৫ লাখ ৪০ হাজার ও নারী ২ কোটি ৪৫ লাখ ৬০ হাজার। আর শ্রমশক্তির বাইরে থাকা জনগোষ্ঠী ৪ কোটি ৬৩ লাখ ৯০ হাজার। তাদের মধ্যে পুরুষ ১ কোটি ১১ লাখ ৯০ হাজার ও নারী ৩ কোটি ৫২ লাখ।

প্রতিবেদন উপস্থাপনে প্রকল্প পরিচালক আজিজা রহমান বলেন, 'বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে পরিচালিত জরিপগুলোর মধ্যে শ্রমশক্তি জরিপ একটি গুরুত্বপূর্ণ জরিপ। সর্বশেষ ২০২২ সালে এ জরিপ পরিচালিত হয়, যার প্রভিশনাল রিপোর্ট এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে ২০২৩ সালের শ্রমশক্তি জরিপ দেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে।'

তিনি আরো বলেন, 'শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য সংগ্রহের জন্য পুরো বাংলাদেশে ১ হাজার ২৮৪টি পিএসইউ এবং প্রতিটি পিএসইউতে ২৪টি খানা দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি কোয়ার্টারে ৩০ হাজার ৮১৬টি খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এভাবে এক বছরে তিন মাস ধরে চারটি কোয়ার্টার সম্পন্ন করা হবে।'

উল্লেখ্য, আইএলওর নিয়ম অনুসারে পরিচালিত এ জরিপের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, বেকার জনগোষ্ঠী মূলত তারাই যারা গত সাতদিনে কমপক্ষে এক ঘণ্টাও কাজ করেনি; কিন্তু গত সাতদিনে কাজ করার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং গত ৩০ দিনে বেতন মজুরি বা মুনাফার বিনিময়ে কাজ খুঁজেছে।

প্রথম আলো • বুধবার, ৩ মে ২০২৩,

জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকের হিসাব

দেশে বেকার ২৫ লাখ ৯০ হাজার মানুষ

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে গত জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তিন মাসের হিসাবে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫ লাখ ৯০ হাজার। সংখ্যাটি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কম। তবে আগের প্রান্তিক, অর্থাৎ গত অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর সময়ের তুলনায় বেশি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রান্তিকভিত্তিক শ্রমশক্তি জরিপের মাধ্যমে যে হিসাব দেওয়া শুরু করেছে, তাতে বেকারের এই চিত্র পাওয়া গেছে। গতকাল মঙ্গলবার বিবিএস প্রান্তিকভিত্তিক হিসাবটি প্রকাশ করে। সংস্থাটি সূত্রে জানা গেছে, এখন থেকে নিয়মিত প্রান্তিকভিত্তিক শ্রমশক্তি জরিপ প্রকাশ করা হবে।

বিবিএসের হিসাবে দেখা যায়, ২০২২ সালের জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে দেশে বেকার ছিল সাড়ে ২৯ লাখ মানুষ। সে তুলনায় এখন বেকারের সংখ্যা ৩ লাখ ৬০ হাজার কম। গত অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে বেকারের সংখ্যা ছিল ২৩ লাখ ২০ হাজার। সে তুলনায় এখন বেকার বেড়েছে ২ লাখ ৭০ হাজার।

শ্রমশক্তি জরিপের ফলাফল প্রকাশের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এনইসি সম্মেলনকেন্দ্রে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বিবিএস। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম। বেকারসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, কৃষি খাতে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান হয়। এ খাতে কাজের সুযোগ মৌসুমভিত্তিক ওঠানামা করে। চলতি বছরের প্রথম তিন মাস মন্দা সময় গেছে। এটাকে বলা হয় কাজ কম থাকার সময়। ফলে কৃষিতে শ্রমিকের চাহিদা কমায় সার্বিকভাবে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এপ্রিল-মে থেকে আবার শ্রমিকের চাহিদা বাড়বে। ফলে এই তিন মাসের হিসাবে বেকার কমতে পারে। তাঁর মতে, ত্রৈমাসিকভিত্তিক হিসাবে বেকারের সংখ্যা ওঠানামা করবে। সারা বছরের এই ওঠানামার মধ্য দিয়ে শ্রমবাজারের প্রবণতাটি বোঝা যাবে।

অনুষ্ঠানে ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৩-এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন প্রকল্প পরিচালক আজিজা রহমান। ৩০ হাজার ৮১৬টি খানার (পরিবার) তথ্য নিয়ে এ জরিপ করা হচ্ছে। এসব খানা থেকে প্রতি প্রান্তিকেই তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

জরিপ অনুযায়ী, ২৫ লাখ ৯০ হাজার বেকারের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১৭ লাখ ১০ হাজার এবং নারীর সংখ্যা ৮ লাখ ৮০ হাজার। আর ২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকে দেশে বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৫১ শতাংশ। পুরুষের ক্ষেত্রে তা ৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ এবং নারীদের ক্ষেত্রে তা ৩ দশমিক ৪৬ শতাংশ।

শ্রমশক্তি জরিপে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বেকারের সংজ্ঞা অনুসরণ করা হয়েছে। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি সপ্তাহে অন্তত এক ঘণ্টা কাজ করার সুযোগ না পেলে তাঁকে বেকার হিসেবে ধরা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সর্বশেষ সাত দিনে কাজ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন কি না এবং আগের ৩০ দিনে বেতন, মজুরি বা মুনাফার বিনিময়ে কাজ খুঁজেছেন কি না, তা-ও বিবেচনায় নেওয়া হয়। নিজ পরিবারের ভোগের জন্য পণ্য উৎপাদন করলেও তা কাজ হিসেবে ধরা হয়।

বেকারের এ সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্কও আছে। সংজ্ঞা বদলানো হলে বেকারের সংখ্যা বাড়বে বলে মনে করেন বিশ্লেষকদের অনেকে। তাঁদের মতে, বাংলাদেশের বাস্তবতায় সপ্তাহে শুধু এক ঘণ্টা মজুরির বিনিময়ে কাজ করে জীবনধারণ কঠিন।

প্রতিটি শ্রমশক্তি জরিপে 'আন্ডার এমপ্লয়েড' বা ছদ্ম বেকার নামে একটি হিসাব থাকে। তাঁরা সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টার কম কাজের সুযোগ পান কিংবা পছন্দমতো কাজের সুযোগ পান না। তাঁদের অনেকেই টিউশনি, বিক্রয়কর্মী কিংবা উবার-পাঠাও চালকের মতো কাজ করে জীবন ধারণ করেন। এবার শ্রমশক্তি জরিপের প্রাথমিক ফলাফলে সেই হিসাব দেওয়া হয়নি।

২০১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপে উঠে আসে যে দেশে ছদ্ম বেকারের সংখ্যা ৬৬ লাখ। বিবিএস ২০২২ সালে যে শ্রমশক্তি জরিপ করেছে, তার প্রাথমিক ফলাফলে ছদ্ম বেকারের সংখ্যা জানানো হয়নি। চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে তথ্যটি জানা যেতে পারে।

২০২২ সালের শ্রমশক্তি জরিপের প্রাথমিক হিসাব বলছে, তখন দেশে গড়ে মোট বেকার মানুষের সংখ্যা ছিল ২৬ লাখ ৩০ হাজার। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ১৬ লাখ ৯০ হাজার এবং নারীর সংখ্যা ছিল ৯ লাখ ৪০ হাজার।

প্রান্তিকভিত্তিক জরিপ অনুযায়ী, গত জানুয়ারি-মার্চ সময়ে দেশের ৭ কোটি ৩৬ লাখ ৯০ হাজার নারী-পুরুষ শ্রমশক্তিতে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কর্মে নিয়োজিত ছিলেন ৭ কোটি ১১ লাখ মানুষ।

সংবাদ সম্মেলনে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব শাহনাজ আরেফিন বলেন, যেকোনো সময়ের তুলনায় পরিসংখ্যান ব্যুরো এখন বেশি তৎপর। স্বচ্ছতার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করছে। প্রথমবারের মতো ত্রৈমাসিকভিত্তিক শ্রমশক্তি জরিপের ফল তুলে ধরা হলো। এটা অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মহাপরিচালক মতিয়ার রহমান।

Thursday, May 4, 2023
www.thefinancialexpress.com.bd

BGMEA pushes for ethical buying, fair prices

FE REPORT

Ensuring workers' rights, welfare

The BGMEA emphasised ethical buying practices and fair prices of products to develop a more resilient supply chain system for considering workers' rights and welfare with high importance.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) President Faruque Hassan made the emphasis when Canadian High Commissioner Dr Lilly Nicholls paid a courtesy call at the apparel trade-body's complex in the city's Uttara area on Wednesday.

BGMEA Vice President Shahidullah Azim and Director Vidiya Amrit Khan, and Canadian High Commission Political Counsellor Bradley Coates and Trade Commissioner Md. Kamal Uddin were also present on the occasion, according to a statement.

During the meeting, their discussion focused on various issues of mutual interest for enhancing trade between Bangladesh and Canada.

They discussed how Bangladesh could increase its share of ready-made garment (RMG) export, especially high-value garments, to Canadian market and attract investment in different potential sectors, like value-added and non-cotton textiles, it added.

The BGMEA president gave an overview of Bangladesh's RMG industry, including its current situation, opportunities and ongoing efforts to duly realise its potential.

He briefed the Canadian envoy about the vast progress made by the local RMG industry in terms of workplace safety, environmental sustainability, and workers' rights and welfare, adding that the industry is committed to continue the achievements.

Mr Hassan also informed her about the industry's vision and preparedness to meet future challenges as well as enhance the competitiveness and reputation of Bangladesh as a safe and sustainable apparel sourcing hub in the world.

He also highlighted the future priorities of Bangladesh's RMG industry, including increased emphasis on shifting to value-added garments, especially those made of non-cotton and technical textiles, technological upgradation, and skills and efficiency enhancement in order to continue the sector's growth momentum.

BGMEA has established a Centre of Innovation, Efficiency and Occupational Health and Safety (CIEOSH) to support the RMG industry with knowledge, skills and technological know-how for becoming more advanced and competitive in the global market.

Mr Hassan, through the high commissioner, sought cooperation of Canada in developing knowledge and skills of the students of BGMEA University of Fashion and Technology (BUFT) in textile, apparel, fashion, design and business through collaboration with the leading Canadian fashion institutes and universities.

He also expressed optimism about enhanced cooperation between Bangladesh and Canada to reap more mutual benefits, the statement added.

munni_fe@yahoo.com

সময়ের আলো শনিবার। ৬ মে ২০২৩

নারায়ণগঞ্জে বয়লার বিস্ফোরণ

নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়াই চলছিল কারখানাটি

● নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

অতিরিক্ত তাপে বিস্ফোরণ

আরও তিন শ্রমিকের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেডে বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও তিনজন মারা গেছেন। ফলে ওই ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ জনে। এ ছাড়া এখন পর্যন্ত আরও তিন শ্রমিক হাসপাতালের বেডে কাতরাচ্ছেন। দুর্ঘটনার শিকার কারখানাটির ছাড়পত্র থাকলেও নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছিল না বলে জানিয়েছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতর। তবে কারখানার লোহা গলানোর বাট্টিতে (বয়লারে) অতিরিক্ত তাপমাত্রার ফলে বিস্ফোরণ হয়েছে বলে দাবি করছে ফায়ার সার্ভিস। কারখানাটির গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে রূপগঞ্জের ভুলতা এলাকার এই কারখানায় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। এতে কারখানার ৭ শ্রমিক দগ্ধ হন। তাদের উদ্ধার করে রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা দেওয়া হয়। সেখানে শংকর (৪০) নামে একজনের মৃত্যু হয় ওই দিনই। এ ছাড়া মো. ইলিয়াস (৩৫) নামের আরও একজনের মৃত্যু হয় বৃহস্পতিবার রাতে। গতকাল শুক্রবার সকালে নিয়ন (২০) নামে আরও একজনের মৃত্যু হয়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মারা যান আলমগীর হোসেন (৩৩) নামের এক শ্রমিক। সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৪ জনে। বিস্ফোরণের এ ঘটনায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন আরও ৩ জন। তারা হলেন–মো. রাব্বি (৩৫), মো. ইব্রাহিম (৩৫), মো. জুয়েল (৩৫)।

এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের জোন-২-এর উপ-সহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেন সময়ের আলোকে বলেন, এ ঘটনার পরে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমাদের খবর দেওয়া হয়নি। আশপাশের লোকজনের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে আমরা সেখানে গেছি। ঘটনাস্থলে মালিক ও ভুক্তভোগী শ্রমিক কাউকে পাইনি। পরে জানতে পেরেছি, এখানে একটা বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে প্রায় ৭ জন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। আর এটা একটা নতুন প্রতিষ্ঠান ছিল। তারা মাঝে মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে কাজ চালাত। কারখানায় লোহা গলানোর বাট্টিতে অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে বিস্ফোরণ হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানাতে পেরেছি। আর এটা যেহেতু একেবারে নতুন প্রতিষ্ঠান, তাই নিরাপত্তা সরঞ্জাম সেভাবে ছিল না। এরপরও আমরা আরও তদন্ত করে দেখছি।

প্রতিষ্ঠানটির ছাড়পত্র থাকলেও নিরাপত্তা সরঞ্জাম নেই বলে জানিয়েছেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতর নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের উপ-মহাপরিদর্শক ডা. রাজীব চন্দ্র দাস। তিনি সময়ের আলোকে বলেন, 'আমাদের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি চালু করা হয়েছে। এ বছরের শুরুতে তারা ছাড়পত্র নিয়েছিল। তবে আজকে (গতকাল) আমি প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করেছি, প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা সরঞ্জামের বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে দেখাতে পারেনি। এর আগে যখন আমাদের টিম পরিদর্শন করেছিল তখনও তারা দেখাতে পারেনি। তবে তাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, তারা নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি প্রদান করে থাকে।' নারায়ণগঞ্জ জেলা সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (সি সার্কেল) আবির হোসেন সময়ের আলোকে বলেন, এই ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। মূলত ভিকটিমের পরিবার স্বজনদের সঙ্গে মামলার বিষয়ে কথা বলার মতো পরিস্থিতি নেই। তাদের সঙ্গে কথা বলে মামলা নেওয়ার চেষ্টা করছি। তাদের পক্ষ থেকে মামলা না করা হলে, পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করবে। আর মালিকপক্ষের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। পরীক্ষামূলকভাবে অল্প কিছুদিন ধরে প্রতিষ্ঠানে কাজ চলছিল। তদন্ত চলছে।

এদিকে শুক্রবার বিকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফয়সাল হকের নির্দেশে ওই কারখানার গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এ ছাড়া ঘটনা তদন্তের জন্য ৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে আহ্বায়ক করা হয় ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মুস্তাফিজুর রহমানকে, সদস্য সচিব করা হয় কাঞ্চন ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের স্টেশন অফিসার মো. রফিকুল ইসলামকে এবং সদস্য করা হয় নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ-২-এর ইঞ্জিনিয়ার আলতাফ হোসেনকে। ইউএনও ফায়সাল আলম বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। এ ছাড়া কারখানাটি নিরাপদ নয়। যে কারণে কারখানার গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শনিবার। ৬ মে ২০২৩

কমছে কৃষি শ্রমিক, বাড়ছে মজুরি

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

একসময় শুধু দু-তিন বেলা খাবারের বিনিময়ে অন্যের জমিতে কাজ করতেন কৃষি শ্রমিকরা। পরে যুক্ত হয় নামমাত্র মজুরি। সেই মজুরিই বর্তমান বোরো মৌসুমে এলাকাভেদে ৪০০ থেকে সর্বোচ্চ এক হাজার ২০০ টাকা। তবু অনেক এলাকায় কৃষি শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না।

বিভিন্ন জেলা থেকে কালের কণ্ঠ'র প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে দেখা যায়, কৃষি শ্রমিকের সবচেয়ে বেশি মজুরি চট্টগ্রাম ও হাওরাঞ্চলের দুর্গম এলাকাগুলোয়। দৈনিক এক হাজার ২০০ টাকা। চাহিদাভেদে বাড়তি দুই বেলা খাবারও দিতে হয় কোথাও কোথাও।

শ্রমিক খাটানো কৃষকের পাশাপাশি কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন, সংকটের কারণে অন্য এলাকা থেকে শ্রমিক আনতে হয়। তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা লাগে। আবার দুর্গম এলাকা হওয়ায় হারভেস্টার মেশিন ব্যবহার করা যায় না। এ কারণে শ্রমিকনির্ভর হতে হয় কৃষকদের।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, এই বছর চুয়াডাঙ্গায় কৃষি শ্রমিকের মজুরি সবচেয়ে কম। দৈনিক ৪০০ টাকা। এর কারণ হিসেবে কৃষক ও কৃষি কমকর্তারা বলছেন, এই জেলায় বোরোর পাশাপাশি ভুট্টা চাষও হয় ব্যাপক হারে। ভুট্টা কাটা শেষ হয়ে যাওয়ায় জেলায় শ্রমিক সংকট নেই। এ কারণে এখানে শ্রমিকদের দর-কষাকষির সুযোগ কিছুটা কম।

> গত বছর যে পরিমাণ জমির ফসল দেড় হাজার থেকে দুই হাজার টাকায় কাটিয়েছি, এবার সেই ফসল আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকায় কাটাতে হচ্ছে। আবার দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে এক হাজার থেকে এক হাজার ২০০ টাকা দিতে হচ্ছে
>
> **টুকুন কুমার দেব**
> কৃষক, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ব্যবসা ও বিপণন বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, গত ১০ বছরে কৃষি মজুরি প্রায় আট গুণ বেড়েছে। মজুরি বাড়ার কারণও যৌক্তিক। অকৃষি খাতে শ্রমিকরা বেশি মজুরি পাচ্ছেন। এ কারণেই কৃষিকাজে তাঁরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। শ্রমিক সংকটের আরেকটি বড় কারণ গ্রামীণ শ্রমিকদের শহরে বিভিন্ন বড় প্রকল্পের কাজে যুক্ত হওয়া। এসব কাজে দীর্ঘ মেয়াদে শ্রম বিক্রি করা যায়। আবার গ্রামে শিক্ষার ছোঁয়া লাগার কারণেও অনেকে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে মাটি-পানির কাজে আগ্রহ পাচ্ছেন না।

বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক হাসনীন জাহান জানান, ১৯৯১ সালে দেশে মোট শ্রমিকের প্রায় ৭০ শতাংশ ছিল কৃষি শ্রমিক। এর মধ্যে পুরুষ ছিল ৯১ শতাংশ এবং নারী মাত্র ৯ শতাংশ। আর ২০১০ সালে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪৮ শতাংশ; যার মধ্যে পুরুষ ৮৫ শতাংশ এবং নারী ১৫ শতাংশ। সর্বশেষ ২০২০ সালের প্রতিবেদনে কৃষি শ্রমিকের হার মোট শ্রমিকের ৩৮ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ ৭৯ শতাংশ এবং নারী ২১ শতাংশ।

অর্থাৎ গত ৩০ বছরের কৃষি শ্রমিকের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রায় ৫০ শতাংশ কৃষি শ্রমিক কমেছে। তবে গত ৩০ বছরে কৃষিতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট তথ্য সরকারের

অভিমত

সংকট মোকাবেলায় কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার বাড়াতে হবে

জাহাঙ্গীর আলম খান

যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নতি ও বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারণের কারণে গ্রামাঞ্চলে কৃষিবহির্ভূত কাজকর্ম অনেক বেড়ে গেছে। ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান, ছোট ছোট ব্যবসাসহ নানামুখী কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। শহরাঞ্চলে পোশাকশিল্পের নিয়ত প্রসারের কারণে সেখানে চলে যাচ্ছেন অনেকে। যাঁরা কিছুটা সামর্থ্যবান তাঁরা কাজ করতে বিদেশে চলে যাচ্ছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কৃষি খাতে শ্রমিকসংকট দেখা দিয়েছে। অন্যান্য কাজের তুলনায় কৃষিকাজ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কমছে কৃষি শ্রমিক, বাড়ছে

পরিসংখ্যান ব্যুরোর কাছে পাওয়া যায়নি।

হাওরে মজুরি সবচেয়ে বেশি : হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলা সদরের দত্তপাড়া গ্রামের কৃষক টুকুন কুমার দেব বলেন, 'গত বছর যে জমি (ফসল) দেড় হাজার থেকে দুই হাজার টাকায় কাটিয়েছি, এবার সেই জমি আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকায় কাটাতে হচ্ছে। আবার দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে এক হাজার থেকে এক হাজার ২০০ টাকা দিতে হচ্ছে।'

জাতুকর্ণপাড়া গ্রামের কৃষক ফজল মিয়া জানান, গভীর হাওরের (দূরবর্তী স্থান) তিন কেদার (৩০ শতাংশে এক কেদার) জমি কাটাতে ১৫ মণ ধান দিয়ে ১০ জন শ্রমিকের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন। এতে খরচ বেড়ে গেছে।

ধান কাটা শ্রমিকদের ব্যাপারে বানিয়াচং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. এনামুল হক বলেন, যেসব গভীর হাওরের যোগাযোগব্যবস্থা খারাপ, অর্থাৎ যেখানে ধান কাটার মেশিন নেওয়া সম্ভব নয়; সেখানে শ্রমিকের ওপর নির্ভর করতে হয়।

সুনামগঞ্জের হাওরে কৃষি শ্রমিকরা টাকার চেয়ে ধানের বিনিময়ে ধান কাটেন বেশি। দৈনিক গড়ে একজন শ্রমিক প্রায় এক মণ ধান পান। এক একর জমি চাষ করতে কৃষকের প্রায় ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়। ধান পান ৬০ থেকে ৭০ মণ।

কিশোরগঞ্জের হাওরাঞ্চলে কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৮০০ থেকে এক হাজার টাকা। ভরা মৌসুমে শ্রমিক সংকট দেখা দিলে আরো বেড়ে যায়। সেখানে এক একর বোরো জমিতে চাষাবাদ করতে খরচ হয় ৫০ থেকে ৫৫ হাজার টাকা। প্রতি একরে গড়ে ৭০ মণ ধান উৎপাদন হয়। ফসল কাটা-মাড়াই মৌসুমে ধানের দাম থাকে ৮০০ থেকে ৮৫০ টাকা। সে হিসাবে কৃষকরা এক একর জমিতে উৎপাদিত আধাপাকা ধান বিক্রি করে পান ৬০ থেকে ৬৫ হাজার টাকা।

জামালপুর সদরের পুগলই গ্রামের কৃষক মো. ইয়ানুছ আলীর ক্ষেতের বোরো ধান কাটছিলেন শ্রমিক ফয়জুল ইসলাম (৪০)। তিনি এসেছেন মাদারগঞ্জ উপজেলার বাজিতেরপাড়া থেকে। তিনি এসএসসি পাস। স্ত্রী ও তিন শিশুসন্তান নিয়ে তাঁর সংসার। তিনি বলেন, 'এখন তো সার্বিক অবস্থা খুবই খারাপ। এই দুর্মূল্যের বাজারে সংসার চলে না। এখানে ৮০০ টাকা মজুরিতে ধান কাটতাছি। এই টাকা দিয়া কী অবো? মাছ, তেল আর আলু কিনতেই চলে যাবে।'

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার কৃষি শ্রমিক রজব আলী বলেন, 'জিনিসপত্রের দাম বেশি। ভালো মজুরি না পেলে কাজ করে পোষায় না। এখনকার সময়ে ৭০০ টাকা কিছুই না।'

চট্টগ্রামের চিত্র : জেলার রাউজান উপজেলার পূর্ব গুজরা ও কদলপুর ইউনিয়নে ৫০০ কানি (৪০ শতাংশে ১ কানি) জমিতে ধান চাষ করেছেন কৃষক পীযূষ চৌধুরী। তিনি বলেন, 'প্রতিজন শ্রমিকের দৈনিক মুজরি দিতে হচ্ছে এক হাজার ২০০ টাকা।'

ইসহাক ইসলাম নামের আরেক কৃষক বলেন, 'গত মৌসুমে শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ছিল এক হাজার টাকা। এবার এক হাজার ২০০ টাকা। খাওয়াদাওয়াসহ একজন শ্রমিকের জন্য খরচ পড়ছে প্রায় এক হাজার ৫০০ টাকা। তাহলে ধান পাব কত টাকার?'

রাউজানে শ্রমিক সংকটের কথা স্বীকার করে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসাইন বলেন, 'আগে নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার শ্রমিক পাওয়া যেত। এবারে চাহিদা অনুযায়ী শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। এ কারণে যাঁদের পাওয়া যাচ্ছে, দৈনিক এক হাজার ১০০ থেকে এক হাজার ২০০ টাকা দিয়ে কাজ করাতে হচ্ছে।'

চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার আমুচিয়া ইউনিয়নের কনজপাড়ার কৃষক আবদুল জলিল জানান, বগাচরা বিলে ২০ একর জমিতে বোরো আবাদ করেছেন। ভোলা ও নেত্রকোনা থেকে কয়েকজন শ্রমিক এনে ধান কাটাচ্ছেন। প্রতিজনকে হাজার টাকার ওপর মজুরি দিতে হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গায় সবচেয়ে কম মজুরি : চুয়াডাঙ্গার কৃষি কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জেলায় সাধারণত কৃষি শ্রমিকের মজুরি দৈনিক ৩০০ থেকে সাড়ে ৩০০ টাকা। বোরো মৌসুমের একেবারে শুরুর দিকে ভুট্টা কাটার কাজও চলছিল। ওই সময় ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা দিয়েও শ্রমিক নিতে হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপট এখন নেই। ভুট্টা কাটা শেষ হওয়ায় শ্রমিক সংকট কমে গেছে। এখন চার-পাঁচজন শ্রমিক জোটবদ্ধভাবে এক বিঘা জমির ধান কেটে দিচ্ছেন এক হাজার ৬০০ থেকে দুই হাজার টাকায়। সেই হিসাবে একজন শ্রমিক ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

অন্যান্য এলাকার চিত্র : নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার বাগধানা গ্রামের কৃষক সন্তু মণ্ডল জানান, গতবারের তুলনায় চলতি মৌসুমে ধান চাষে বিঘাপ্রতি প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ বেড়েছে। অথচ বাজারে ধানের দাম আগের মতোই।

চৌমাশিয়া গ্রামের সাজ্জাদ মণ্ডল জানান, তিনি দুই বিঘা জমির ধান কাটিয়েছেন শ্রমিক দিয়ে। ৫০ মণ ধান পেয়েছেন, এর মধ্যে শ্রমিকরা ঠিকা হিসেবে প্রতি মণে সাত কেজি করে নিয়েছেন।

মহাদেবপুর উপজেলার রসুলপুর (বটতলী) মোড়ে আব্দুর রহিম নামে এক বর্গাচাষি বলেন, 'জমির মালিক গেরস্তকে সাড়ে ১০ মণ ধান দেওয়ার চুক্তিতে দেড় বিঘা জমি বর্গা নিয়ে ধান চাষ করেছি। কাটা-মাড়াই শেষে মোট ধান হয়েছে সাড়ে ৩৩ মণ। তার মধ্যে ধান কাটা শ্রমিক চার মণ ও জমির মালিককে সাড়ে ১০ মণ ধান দেওয়ার পর আমি পেয়েছি ১৯ মণ ধান। আমি খাবারের

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ৮ মে ২০২৩।

নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়াই চলছিল কারখানা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বয়লার বিস্ফোরণ ঘটা রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেডের ছাড়পত্র থাকলেও নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছিল না বলে জানিয়েছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

প্রতিষ্ঠানটির ছাড়পত্র থাকলেও নিরাপত্তা সরঞ্জাম নেই বলে জানিয়েছেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক ডা. রাজীব চন্দ্র দাস। তিনি বলেন, 'আমি প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করেছি, নিরাপত্তা সরঞ্জামের বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে দেখাতে পারেনি। এর আগে যখন আমাদের টিম পরিদর্শন করেছিল

রূপগঞ্জে বয়লার বিস্ফোরণ

তখনো তারা দেখাতে পারেনি।'

নারায়ণগঞ্জ জেলা সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আবির হোসেন জানান, এই ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার (৪ মে) বিকেল ৪টার দিকে রূপগঞ্জের ভুলতা এলাকার ওই কারখানায় বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এ ঘটনায় কারখানার সাত শ্রমিক দগ্ধ হন। তাঁদের উদ্ধার করে রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা দেওয়া হয়। সেখানে এ পর্যন্ত মোট ছয়জন মারা গেছেন। চিকিৎসাধীন রয়েছেন মো. ইব্রাহিম (৩৫)।

সংকট মোকাবেলায় কৃষিযন্ত্রের

অনেক পরিশ্রমসাপেক্ষ। এখন কাজের বিকল্প সুযোগ থাকায় মানুষ সহজে কৃষিকাজে আসতে চায় না। ফলে যাঁরা কৃষি খাতে কাজ করছেন তাঁরা বেশি টাকা নিয়েই কাজ করতে চাচ্ছেন।

গত কয়েক বছরের তুলনায় এখন মূল্যস্ফীতিও বেড়েছে। যখন মূল্যস্ফীতি বেড়ে যায় তখন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার কাজের জন্য বেশি টাকা চায়। যদি তাদের কাজের জন্য বেশি টাকা দেওয়া না হয় তাহলে তারা বিকল্প কাজে চলে যায়। কারণ তারও জীবনধারণের জন্য বেশি টাকা লাগছে। তার ব্যয় বাড়ছে। ফলে কৃষকদের চড়া দাম দিয়েই শ্রমিকদের কাজ করাতে হচ্ছে।

সাধারণত আমন ও বোরো মৌসুমের সময় শ্রমিকের চাহিদা বেশি থাকে। এখন এক মণ ধান দিয়েও একজন শ্রমিক পাওয়া কঠিন হয়ে গেছে। কিন্তু কৃষকরা সেভাবে তাঁদের উৎপাদিত ধানের দাম পাচ্ছেন না। এতে কৃষিকাজে উৎসাহ হারাচ্ছেন অনেক কৃষক। এমন পরিস্থিতিতে শ্রমিকের প্রয়োজন কমানো সম্ভব, যদি আমরা বেশি করে কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার বাড়াতে পারি।

কৃষিকাজে শ্রমিকসংকট মোকাবেলায় আধুনিক কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ অনেক আগেই নিয়েছে সরকার। ভর্তুকিতে কৃষিযন্ত্র বিতরণের বিভিন্ন প্রকল্প নিলেও প্রান্তিক পর্যায়ের অনেক কৃষক এখনো এর ফল ভোগ করতে পারছেন না। এখন বিভিন্ন এলাকায় হারভেস্টারের মাধ্যমে ধান কাটা হচ্ছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এর সরবরাহ খুবই কম। হারভেস্টারের ব্যবহার প্রান্তিক কৃষক পর্যায়ে সেভাবে না যাওয়ার কারণে এখনো শ্রমিকের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে তাঁদের।

এ অবস্থায় সরকারের উচিত আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ওপর জোর দেওয়া। গ্রামে গ্রামে কম্বাইন হারভেস্টারের প্রচলন করতে হবে, যাতে ধান কাটতে কৃষকদের আর শ্রমিকের ওপর নির্ভর থাকতে না হয়। কৃষক নিজেই যেন যন্ত্র দিয়ে তাঁর কাজ করতে পারেন সেই ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

এখন কৃষিযন্ত্র যাঁরা কিনছেন তাঁরা গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকজন। তাঁরা ব্যাবসায়িক পদ্ধতিতে এটি কিনে

প্রথম আলো • শনিবার, ৬ মে ২০২৩,

ছাড়পত্র ছাড়াই চলছিল কারখানাটি

নারায়ণগঞ্জে বিস্ফোরণ

কারখানায় চুল্লি বিস্ফোরণে দগ্ধ সাতজনের মধ্যে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। বাকি তিনজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা* **ও সংবাদদাতা,** *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে স্টিল কারখানায় চুল্লি বিস্ফোরণে দগ্ধ আলমগীর হোসেন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। হাসপাতালে বিলাপ করছেন তাঁর স্বজনেরা। ছবি : প্রথম আলো

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের ভুলতায় রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেডের কারখানার ছাড়পত্র ছিল না। শ্রেণি ও কাজের ধরন অনুযায়ী, শ্রমিকদের 'যথাযথ' নিরাপত্তা না থাকায় কারখানাটিকে ছাড়পত্র না দিয়ে নিরাপত্তা জোরদারের সুপারিশ করেছিলেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। এরপরও 'নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়াই' ঝুঁকিপূর্ণভাবে চলছিল কারখানাটি।

গত বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে ওই কারখানায় চুল্লি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণের পর কারখানার সাত শ্রমিককে দগ্ধ অবস্থায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে চারজন মারা গেছেন। তিনজন এখনো বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন শঙ্কর (৪০), ইলিয়াস আলী (৩৫), মো. নিয়ন (২০) ও আলমগীর হোসেন (৩৩)। বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন দগ্ধ তিন শ্রমিক হলেন জুয়েল (২৫), রাব্বি (৩৫) ও ইব্রাহিম (৩৫)।

শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন আইয়ুব হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, হাসপাতালে ভর্তি রাব্বির শরীরের ৯৮ শতাংশ, জুয়েলের ৯৫ শতাংশ ও ইব্রাহিমের ২৮ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের শরীরের ৯৫ থেকে ৯৮ শতাংশ পর্যন্ত দগ্ধ ছিল।

যে কারণে ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নারায়ণগঞ্জ কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের শেষে কারখানাটি ছাড়পত্রের জন্য অধিদপ্তরের নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ে আবেদন করে। এরপর কারখানা পরিদর্শক খালিদ হাসান ও মেহেদী হাসান দুই দফায় কারখানাটি পরিদর্শন করেন। কারখানার শ্রেণি ও কাজের ধরন অনুযায়ী, শ্রমিকদের 'যথাযথ' নিরাপত্তা না থাকায় তাঁরা কারখানাটিকে ছাড়পত্র না দিয়ে নিরাপত্তা জোরদারের সুপারিশ করেন।

পরিদর্শক মেহেদী হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, উচ্চ ঝুঁকির কারখানা হিসেবে এ ধরনের কারখানাগুলোকে কতগুলো সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে তারা সেটি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সে কারণে কারখানাকে সনদ না দিয়ে শ্রমিকদের ও কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য তাদের চিঠি দেওয়া হয়েছিল। এরপর থেকে কারখানা কর্তৃপক্ষ পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালাচ্ছিল।

বিস্ফোরণের ঘটনার পর আড়াইহাজার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। ঘটনাস্থলে কোনো অগ্নিনির্বাপণযন্ত্র দেখতে পাননি উল্লেখ করে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা শহীদ আলম বলেন, 'শ্রমিকদের যে ধরনের নিরাপত্তার সরঞ্জাম ব্যবহার করার কথা, সেগুলো ব্যবহার করা হয়নি বলে আমরা অভিযোগ পেয়েছি।'

এ বিষয়ে রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেডের তত্ত্বাবধায়ক শফিকুল ইসলাম বলেন, ছয় মাস ধরে কারখানায় লোহা উৎপাদনের কাজ করা হচ্ছে। কারখানাটিতে সব ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা আছে। শ্রমিকেরাও সেফটি জ্যাকেট (নিরাপত্তা পোশাক) পরা ছিলেন।

ছেলের মৃত্যু, বাবা নির্বাক

গতকাল দুপুরে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আলমগীর হোসেন। পৌনে একটার দিকে ইনস্টিটিউটের পোস্ট অপারেটিভ ইউনিটের বাইরে লিফটের সামনে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে নির্বাক বসে ছিলেন আলমগীরের ষাটোর্ধ্ব বয়সী বাবা আজাদ মিয়া। তিনি কোনো কথা বলছেন না। পাশেই তাঁর স্ত্রী জহুরা খাতুন ও মেয়ে ময়না খাতুন বুক চাপড়ে বিলাপ করছিলেন। একটু দূরে আজাদ-জহুরা দম্পতির দুই সন্তান জাহাঙ্গীর হোসেন ও হৃদয় হোসেনও হাউমাউ করে কেঁদে চলেছেন।

আলমগীরের স্বজনেরা জানান, তাঁদের গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের ইটনায়। প্রায় ৩০ বছর আগে জীবিকার তাগিদে আজাদ মিয়া পুরো পরিবার নিয়ে নারায়ণগঞ্জের পাগলা এলাকায় চলে আসেন। আজাদ মিয়া পেশায় দিনমজুর এবং তাঁর স্ত্রী জহুরা খাতুন গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করেন। তাঁদের ছয় সন্তান। অভাবের কারণে কোনো সন্তানকেই লেখাপড়া করাতে পারেননি। চার ভাই ও দুই বোনের মধ্যে মারা যাওয়া আলমগীর ছিলেন সবার বড়। আলমগীর ১০ বছর আগে রীপা আক্তারকে বিয়ে করেন। তাঁদের কোনো সন্তান নেই।

রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেডে বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মুস্তাফিজুর রহমানকে আহ্বায়ক করে উপজেলা প্রশাসন তিন সদস্যের কমিটি করেছে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৪ বৈশাখ ১৪৩০
Dhaka : Sunday 7 May 2023

উপেক্ষিত কারখানা শ্রমিকদের নিরাপত্তা

গত বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেড নামক স্টিল কারখানায় লোহা গলানোর সময় চুল্লি বিস্ফোরণে পাঁচজন শ্রমিক মারা গেছেন। অগ্নিদগ্ধ আরও তিন শ্রমিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তাদের অবস্থা আশঙ্কজনক বলে জানিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়নি। বিষয়টি পুলিশকেও জানানো হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

ছাড়পত্র ছাড়াই স্টিল কারখানাটি চালানো হচ্ছিল। সেখানে শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি বলে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে। নিরাপত্তা পোশাক ছাড়াই কারখানার শ্রমিকদের লোহা গলানোর কাজ করতে হতো। সেখানে অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থাও ছিল না বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উক্ত কারখানা দুবার পরিদর্শন করেছেন বলে জানা যায়। কারখানা কর্তৃপক্ষকে শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য লিখিতভাবে জানানোও হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, পরিদর্শন করা আর নোটিস দেয়ার মধ্যেই কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ কিনা। শ্রমিকদের নিরাপত্তা বা কর্মপরিবেশ নেই এমন কারখানার বিরুদ্ধে আর কোনো করণীয় আছে কিনা সেটা আমরা জানতে চাইব।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জে রি-রোলিং ও স্টিল মিল রয়েছে ৯০টি। বাস্তবে এই সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। এসব কারখানার কতটিতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে সেই প্রশ্ন উঠেছে। ব্যতিক্রম কয়েকটি কারখানা ছাড়া প্রায় সব কারখানাই চলছে ফ্রি-স্টাইলে। যার খেসারত দিতে হচ্ছে সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের।

অভিযোগ রয়েছে, শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে যেমন মালিকরা উদাসীন তেমন সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরেরও মাথাব্যথা নেই। কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ যাদের মনিটর করবার কথা তারা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করেন কিনা সেই প্রশ্ন রয়েছে। অসাধু এক শ্রেণীর কর্মকর্তার কারণে অনেক কারখানা মালিক পার পেয়ে যান। এই অবস্থার অবসান হওয়া দরকার।

নারায়ণগঞ্জে কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনার কারণ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে সেটা আমরা দেখতে চাই। অতীতে দেখা গেছে, কোন একটা দুর্ঘটনার পর তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ঘটনার কারণও উদ্ঘাটন করে তারা। এসব ঘটনা রোধে কিছু সুপারিশ করে। কিন্তু সুপারিশগুলো আর বাস্তবায়ন করা হয় না।

কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় যারা মারা গেছেন তাদের স্বজনদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যারা অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৪ বৈশাখ ১৪৩০
Dhaka : Sunday 7 May 2023

সৈয়দপুর রেল কারখানা

নোটিস ছাড়াই ছাঁটাই ৫০০ শ্রমিক, বিপাকে চাকরিচ্যুতরা

প্রতিনিধি, সৈয়দপুর (নীলফামারী)

আগাম কোন নোটিস ছাড়াই সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানায় একযোগে ৫০০ অস্থায়ী দক্ষ শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। গত ৩০ এপ্রিল অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ পাঠানোর পর তাদের ছাঁটাই করা হয়। অথচ জনবল সংকটের মুখে কারখানা সচল রাখতে দুই দফায় এসব শ্রমিককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এসব দক্ষ শ্রমিককে আত্মীকরণ না করে নতুন ২৮৯ জন শ্রমিককে নিয়োগ দিয়েছে। ফলে কাজ হারিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে বিপাকে পড়েছেন চাকরিচ্যুত অস্থায়ী শ্রমিকরা।

এদিকে কাজে দক্ষ শ্রমিকদের আত্মীকরণ না করে একযোগে ছাঁটাই করায় কারখানার কোচ ও ওয়াগন মেরামত কাজ বাধাগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে কারখানার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

কারখানা সূত্র জানায়, কারখানার যান্ত্রিক শাখায় ২ হাজার ৮৫৯ জনবলের বিপরীতে কর্মরত রয়েছেন মাত্র ৬২১ জন। ধীরে ধীরে জনবল কমে যাওয়ায় কোচ ও ওয়াগন মেরামত কাজে সংকট সৃষ্টি হয়। কাজ বিঘ্নিত হওয়ায় ২০১৪ সালে 'কাজ আছে, মজুরি আছে' ভিত্তিতে, অস্থায়ীভাবে ২০০ শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয়। তারপরও চাপ সামাল দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় ২০২২ সালে আবারও একই নিয়মে ৩০০ শ্রমিক নেওয়া হয়।

ছাঁটাইকৃত অস্থায়ী শ্রমিক আব্দুস সালাম জানান, ২০১৪ সালে কারখানায় অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ পাই। দীর্ঘ ৯ বছর কাজ করে দক্ষ কারিগর হয়েছিলাম। কিন্তু আগাম নোটিস না দিয়ে আমাদের ছাঁটাই করা হয়েছে। অথচ আমাদের আত্মীকরণ না করে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে নতুন শ্রমিক। এখন সরকারি চাকরির বয়সও নেই। এই অগ্নিমূল্যের বাজারে পরিবার নিয়ে এখন পথে বসেছি।

২০২২ সালে নিয়োগ পাওয়া হারুনুর রশিদ বলেন, প্রায় দেড় বছরে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছি। হঠাৎ করে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হলো। এখন বৃদ্ধ মা-বাবা, স্ত্রী ও ছোট দুই ছেলেমেয়ের খাবার কীভাবে জোগাড় করব, ভেবে পাচ্ছি না।

এ বিষয়ে রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের কারখানা শাখার সাধারণ সম্পাদক শেখ রোবায়তুর রহমান বলেন, আগে যাদের অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হতো, পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্য থেকে দক্ষদের আত্মীকরণ করা হতো। ৫০০ শ্রমিক দীর্ঘদিন বিভিন্ন শাখায় কাজ করে দক্ষ শ্রমিকে পরিণত হয়েছেন। এখন কাজ হারিয়ে শ্রমিকদের পথে পথে ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। কেননা তাদের সবারই চাকরির বয়স শেষ হয়ে গেছে।

কারখানার সূত্র মতে, এখানকার ২৬টি শপের মধ্যে ১২টি শপ দক্ষ জনবলের অভাবে বন্ধ রয়েছে। শপগুলোতে কয়েকশ কোটি টাকার দামি মেশিনপত্র অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এর মধ্যে লোকো মেশিন শপের ৩৫টির মধ্যে ১২টি মেশিন সচল। বাকিগুলো অলস পড়ে আছে।

কারখানার পেইন্ট শপের মিস্ত্রি সাজ্জাদ হোসেন বলেন, বিশাল এ শপে ৪১ জন নিয়মিত এবং ৫২ জন অস্থায়ী মিলিয়ে ৯৩ জন কাজ করতেন। অস্থায়ী শ্রমিকেরা দক্ষ হওয়ায় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দ্রুতই সবরকম কাজ শেষ হতো। এখন দক্ষদের ছাঁটাই করায় নতুনদের গড়ে তুলতে সময় ব্যয় হবে। এতে উৎপাদন কমবে। কাজের পরিমাণ দুই-তৃতীয়াংশ কমে যাবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কারখানার একাধিক কর্মকর্তা জানান, নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়াতে চার বছর শিক্ষানবিশকালে থাকবে। এ সময়ে কারখানায় কাজের গতি তেমন বাড়বে না। তাই কারখানার উৎপাদন সঠিক রাখতে অবশ্যই দক্ষ অস্থায়ী শ্রমিকদের ফেরাতে হবে, না হলে রেলওয়ে সহজে দাঁড়াতে পারবে না।

জানতে চাইলে সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (ডিএস) মো. সাদেকুর রহমান বলেন, স্থায়ী ভিত্তিতে নতুন ২৮৯ জনকে এ কারখানায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাই অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে অস্থায়ী শ্রমিক যাঁরা ছিলেন তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে পুনরায় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ দক্ষদের অস্থায়ী ভিত্তিতে নিতে পারে। এখানে আমাদের কিছু করার নেই। নতুনদের দক্ষ হতে সময় লাগবে।

প্রথম আলো • রোববার, ৭ মে ২০২৩,

ছাড়পত্র ছাড়া কারখানা

শ্রমিকেরা এভাবেই মারা যাবেন?

গত বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেডের কারখানায় লোহা গলানোর সময় চুল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় পাঁচ শ্রমিকের মৃত্যু কি শুধুই দুর্ঘটনা? দুর্ঘটনা তখনই বলা যায়, যখন সব ধরনের নিরাপত্তা সুরক্ষা থাকার পরও কোনো অঘটন ঘটে যায়। উল্লিখিত কারখানাটি চলছিল কোনোরকম নিয়মনীতি ছাড়াই। শ্রমিকদের সুরক্ষা পোশাক ছিল না। ছিল না অন্যান্য নিরাপত্তা সরঞ্জামও। একটি কারখানা চলার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেওয়া যে অত্যাবশ্যক, সেটাও তারা নেয়নি।

প্রথম আলোর খবর থেকে জানা যায়, কারখানাটি এখনো নির্মাণাধীন। পরীক্ষামূলকভাবে লোহা গলানোর কাজ করা হচ্ছিল। আড়াইহাজার ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বলছে, যেখানে ঘটনা ঘটেছে, সেখানে কোনো অগ্নিনির্বাপণযন্ত্র দেখতে পাননি তাঁরা।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জ কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের শেষে কারখানাটি ছাড়পত্রের জন্য অধিদপ্তরের নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ে আবেদন করে। তারপর কারখানা পরিদর্শক খালিদ হাসান ও মেহেদী হাসান দুই দফায় কারখানা পরিদর্শন করেন। কারখানার শ্রেণি ও কাজের ধরন অনুযায়ী শ্রমিকদের 'যথাযথ' নিরাপত্তা না থাকায় তাঁরা কারখানাটিকে ছাড়পত্র না দিয়ে নিরাপত্তা জোরদারের সুপারিশ করেন।

ওই দুই পরিদর্শক গত ৬ মার্চ সরেজমিন কারখানা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। এ সময় কারখানার মেশিন লে-আউট, শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ, শ্রমিকদের নিরাপত্তাপোশাক যথাযথ না হওয়ায় তাঁরা প্রথমে মৌখিক ও পরে লিখিতভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে তাগিদ দিয়েছিলেন। এরপরও কারখানামালিক নিরাপত্তামূলক কোনো ব্যবস্থা ছাড়াই কারখানাটি চালিয়ে আসছিলেন। সে ক্ষেত্রে এটাকে নিছক দুর্ঘটনা বলে দায় এড়ানোর সুযোগ নেই।

কেবল রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেড নয়, নারায়ণগঞ্জের আরও অনেক কারখানা চলছে নিয়মনীতি ছাড়াই। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে রূপগঞ্জে হাশিম ফুড কারখানায় আগুন লেগে ৫২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ২০১৮ সাল থেকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ ও ফতুল্লায় তিনটি স্টিল কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটে; তিনটির ক্ষেত্রেই নিরাপত্তার মারাত্মক ঘাটতি ছিল।

দুই পরিদর্শকের সতর্কবার্তার পরও রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের মালিক কারখানাটি চালু রেখে কেবল স্বেচ্ছাচারিতা দেখাননি, শ্রমিকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। কারখানার শ্রমিকদের কেউ নিয়মিত ছিলেন না, সবাই ছিলেন অনিয়মিত। নিরুপায় হয়ে কারখানায় কাজ করতে এসে যাঁদের কেউ কেউ মারা গেলেন, কেউ কেউ আহত হলেন।

নারায়ণগঞ্জের শিল্পাঞ্চলে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, এটা খুবই আশাবাদের কথা। কিন্তু সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষিত থাকতে পারে না। রানা প্লাজার দুর্ঘটনার আগে এখানকার তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে ঘন ঘন দুর্ঘটনা ঘটত। নিয়মিত তদারকি ও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাব্যবস্থার কারণে তৈরি পোশাকশিল্পে দুর্ঘটনা অনেকটাই কমেছে। অন্যান্য কারখানায়ও তদারকি জোরদার করা প্রয়োজন।

রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেডে দুর্ঘটনার পর কারখানার মালিকপক্ষের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁদের এ গা ঢাকা দেওয়ার কারণ কী? তাঁরা কি ভেবেছেন, শ্রমিকদের জীবনের কোনো দাম নেই? দুর্ঘটনার পর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর কারখানায় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন এবং কারখানাটি বন্ধ করে দিয়েছে। কেবল কারখানা বন্ধ নয়, যাঁরা নিয়মনীতি উপেক্ষা করে কারখানা চালু করেছিলেন, তাঁদের বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করাতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে কোনো কারখানায় দুর্ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়েও সংশ্লিষ্ট সবাইকে সর্বোচ্চ সজাগ থাকতে হবে।

দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদিও আমরা জানি মানুষের জীবনের যে ক্ষতি, তা অর্থ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়।

DHAKA MONDAY MAY 8, 2023
BAISHAKH 25, 1430 BS
The Daily Star

Ensure workplace safety, compensation

Demand steel mills workers following N'ganj factory blast

OUR CORRESPONDENT, *Narayanganj*

Demanding adequate compensation and workplace safety, workers formed a human chain in Narayanganj yesterday following a blast at a steel mill in the area on May 4.

At least seven workers were injured in an explosion that took place at the mill in Rupganj upazila when they were melting iron. Six workers have died of injuries and one is battling for life at a hospital.

The incident took place around 4:00pm at Rahima Industrial Complex Ltd Steel Mill in Gausia Saughat area.

Yesterday, the workers' leaders demanded arrest of the factory owner, stating that the casualty occurred due to negligence in strengthening the security system at the factory.

The human chain was formed under the banner of Re-rolling Steel Mills Workers Front in front of Narayanganj Press Club. The speakers said the steel mill workers work with high risk but they don't get minimum safety equipment.

Jamal Hossain, president of the organisation, presided over the programme. Its general secretary SM Kadir was also present among others.

PHOTO: STAR

Demanding workplace safety and adequate compensation, steel mill workers form a human chain in front of Narayanganj Press Club yesterday.

Meanwhile, four days have passed since the explosion in the iron smelting furnace of Rahima Industrial Complex Limited, but no case has been filed yet.

Golam Mostofa Russel, superintendent of police in Narayanganj, said victims usually filed such cases.

"We are in constant contact with the victim families. The owner has assured them of paying compensation. That's why, they don't want to file case. In such a situation, police can file a case. Since it is an accident, it is necessary to investigate first... Government inspection officials concerned are also looking into it," he said.

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ৩১ বৈশা
১৪ মে ২০২৩

পোশাক পণ্যের চুরি বন্ধে পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মহাসড়কে পরিবহনকালে পোশাক পণ্য চুরিতে পণ্যের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা। তারা হাইওয়ে পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এবং জেলা পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নজরদারি বৃদ্ধি ও জোরদারকরণের অনুরোধ জানান, যাতে করে কারখানা থেকে চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত পোশাক পণ্য বহনকারী যানবাহনগুলোর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত হয়।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে পোশাক শিল্পের রপ্তানি পণ্য চুরি ঘটনা রোধের উপায় নিয়ে আলোচনা করতে সম্প্রতি পোশাক রপ্তানিকারক সমিতি, পরিবহন মালিক সমিতি, বায়িং হাউজ অ্যাসোসিয়েশন, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং এজেন্সি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নেতৃবৃন্দ বৈঠক করেছেন।

বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বাফফা) সভাপতি কবির আহমেদ, বাংলাদেশ কাভার্ড-ভ্যান ট্রাক প্রাইম মুভার পণ্য পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি মকবুল আহমেদ, বাংলাদেশ ট্রাক কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতির নির্বাহী সভাপতি সৈয়দ মো. বখতিয়ার, সাধারণ সম্পাদক রুস্তম আলী খান, ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশের প্রতিনিধিগন ১১ মে উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে বিজিএমইএ আয়োজিত সভায় উপস্থিত ছিলেন। তারা ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে, চুরি ঠেকাতে এবং চোরদের খুঁজে বের করতে সিসিটিভি লাগানোর জন্যও পুলিশকে অনুরোধ জানান। বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ পোশাক শিল্পের রপ্তানি পণ্য পরিবহনকালে চুরি প্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসেবে সকল পণ্য বোঝাই কার্গো ভ্যানে জিপিএস ট্র্যাকার স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ট্রাক কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতিকে অনুরোধ জানান।

বণিকবার্তা রোববার, মে ১৪, ২০২৩

শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে সমস্যার সমাধান করলেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

খুলনা অঞ্চলের জুট প্রেস ও বেলিং সেক্টরের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি বিষয়ে দীর্ঘদিনের চলে আসা সমস্যার সমাধান করলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

শুক্রবার রাতে খুলনা মহানগরীর রূপসা এলাকায় বিভাগীয় শ্রম অধিদপ্তরের সভাকক্ষে সরকার, মালিক-শ্রমিক ত্রিপক্ষীয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দীর্ঘ ১১ বছর থেকে চলে আসা সমস্যার সমাধান দেন তিনি। সভাটি রাত সাড়ে ৮টায় শুরু হয়ে গতকাল সকাল ১০টায় সফল সমাধানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক, জুট প্রেস ও বেলিং সেক্টর শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির হার ২৫ শতাংশ। এ বর্ধিত মজুরি ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। তবে প্রতি শ্রমিক ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বর্ধিত মজুরির ১০ শতাংশ এরিয়ার হিসেবে পাবেন। খুলনা অঞ্চলের জুট প্রেস ও বেলিং সেক্টরের প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক এ বর্ধিত মজুরি সুবিধা পাবেন বলে সভা সূত্রে জানা গেছে।

খুলনা বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের পরিচালক মো. মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার কানাই লাল সরকার, বাংলাদেশ জুট অ্যাসোসিয়েশন-বিজেএএর সভাপতি শেখ সৈয়দ আলী, সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ আবদুল মান্নান, দৌলতপুর জুট প্রেস অ্যান্ড বেলিং ওয়ার্কার ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল খালেক, সাধারণ সম্পাদক গাজী আব্দুল কাদের মাস্টারসহ শতাধিক মালিক-শ্রমিক নেতা সভায় অংশ নেন।

খুলনা অঞ্চলের জুট প্রেস ও বেলিং সেক্টরের শ্রমিকরা ২০১১ সাল থেকে মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এ বিষয়ে গত বছর ২০ অক্টোবর ত্রিপক্ষীয় সভায় মজুরি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এ বছর ৭ মে আরো একটি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

NEW AGE

WEDNESDAY, MAY 10, 2023,

RMG wage board begins operations

Staff Correspondent

THE newly formed minimum wage board for the readymade garment industry is going to start reviewing minimum wage of RMG workers amid oppositions from many labour organisations over appointment of workers' representative to the board.

The newly formed minimum wage board for the RMG sector workers would hold its first meeting on May 24 amid demand for setting monthly minimum pay at Tk 23,000.

The minimum wage for the RMG workers was reviewed last in 2018 setting TK 8,000 as minimum monthly pay for an entry level worker.

The government on April 9 formed the minimum wage board to review the wages of the readymade garment workers through appointment of owners' and workers' representatives of the RMG sector to the board.

Labour ministry in a circular announced that former Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association president Md Sidiqur Rahman and Bangladesh National Garment Workers Employees League president Sirajul Islam Rony have been appointed as owners' and workers' representatives respectively to the wage board.

Most of the trade union federations working in Bangladesh's readymade garment sector in several events opposed the appointment of workers' representative to the wage board claiming that the government ignored real representatives of the sector due to political reason.

According to section 138 (5) of Bangladesh Labour Act, 2006, the member representing the workers shall be appointed after considering nominations, if any, of such organisations that the government considers to be representative organisations of such workers.

Provided that, if no nomination is received from the representatives of the workers in spite of more than one effort, the government may, in its own opinion, appoint such person whom it considers fit to be a representative of workers, the act said.

'A platform of 18 trade union federations in RMG sector submitted a proposal to the government with a name for the workers' representative to the wage board. At the same time, some other organisation also proposed a name for the appointment of workers' representative to the board,' Salahuddin Shapon, former secretary general of InsudtriALL Bangladesh Council, told New Age on Tuesday.

But the government ignored all the proposals and appointed a representative to the board based on political identity, he alleged.

Shapon, however, said that they were conducting movement demanding Tk 23,000 as minimum monthly wage for the RMG workers.

Razekuzzaman Ratan, one of the leaders of Sramik Karmachary Oikya Parishad, said that they made a proposal of raising minimum wage to TK 23,000 with 60 per cent hike of the basic pay for entry level garment workers.

In recent months, most of the labour organisations in different programmes, demanded Tk 23,000 as minimum wage for RMG workers.

NEW AGE

THURSDAY, MAY 11, 2023,

Climate change raising heat risks for workers: experts

Agence France-Presse · Doha

RISING global temperatures are increasing the risk of workers dying or becoming disabled from labouring in extreme heat, an international conference has been told.

The conference, held in Qatar as spring temperatures raced towards 40 degrees Celsius, heard that tens of thousands of workers around the world have died from chronic kidney disease and other illnesses linked with extreme heat over recent decades.

'Science tells us that all countries can do more,' the International Labour Organisation's regional chief for Arab countries, Ruba Jaradat, told the Occupational Heat Stress conference, which focused on climate change and how rising temperatures threaten workers' health.

Last year's World Cup in Qatar drew attention to workers toiling in temperatures that can top 50 degrees Celsius during the summer peak in countries across the Gulf.

Since 2021, Qatar has banned outdoor working between 10:00am and 3.30pm from June 1 to September 15.

Its reforms have been praised by the UN labour agency, though some experts say more can be done.

There is no international standard for temperatures for outdoor working, but climate change has forced new scrutiny.

The US administration promised new rules in 2021 after a deadly heat-wave and the White House said that 'heat is the nation's leading weather-related killer'. Nothing has been produced yet, however.

Europe has also seen devastating heat-waves. But apart from Qatar, Cyprus is one of the rare countries to have restricted working hours, ordering extra breaks and heat protective clothing when temperatures rise above 35 degrees Celsius.

Extreme heat and sun radiation unleash heatstroke, kidney, heart and lung diseases and raise cancer rates, according to researchers.

Justin Glaser, head of La Isla Network, an occupational health group, said more than 20,000 sugar workers in Central America had died in a single decade from chronic kidney disease. He pointed to about 25,000 deaths from kidney

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১১ মে ২০২৩,

উষ্ণতা বৃদ্ধি, মৃত্যুঝুঁকিতে শ্রমিকেরা

জলবায়ু পরিবর্তন

কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

- প্রচণ্ড গরমে শ্রমজীবী মানুষের হিট স্ট্রোক, কিডনির রোগ, হৃদ্‌রোগ, ফুসফুসের রোগ ও ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে।
- বিশ্বে কৃষিশ্রমিক আছেন প্রায় ১০০ কোটি। নির্মাণসহ অন্যান্য খাতে কোটি কোটি শ্রমিক খোলা আকাশের নিচে কাজ করেন।

এএফপি, *দোহা*

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবী দিন দিন আরও উষ্ণ হচ্ছে। বসন্তকালেও তাপমাত্রা ছাড়াচ্ছে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ডেকে আনছে দাবদাহ। প্রচণ্ড গরমে কাজ করার কারণে বিশ্বজুড়ে শ্রমিকদের মৃত্যু ও শারীরিকভাবে অক্ষম হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। সম্প্রতি এ তথ্য উঠে এল কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে।

সম্মেলনে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার শ্রমিক দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ ও প্রচণ্ড গরমের কারণে অন্যান্য অসুস্থতায় প্রাণ হারাচ্ছেন। কিন্তু এভাবে শ্রমিকদের মৃত্যু ঠেকাতে দেশগুলো কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি শ্রমজীবী মানুষের ওপর কী প্রভাব ফেলছে, তা ছিল সম্মেলনের মূল আলোচ্য। 'অকুপেশনাল হিট স্ট্রেস' বা 'গরমে পেশাজীবীদের ঝুঁকি' শীর্ষক এ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) আরব অঞ্চলের প্রধান রুবা জারাদাত বলেন, 'বিজ্ঞান আমাদের বলছে, এই বিষয়ে দেশগুলো আরও বেশি কিছু করতে পারে।'

প্রচণ্ড গরমে খোলা আকাশের নিচে কাজ করতে হয় এমন শ্রমিক বা কর্মীদের জন্য আন্তর্জাতিক কোনো মানও ঠিক করা হয়নি। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতিনিয়ত বিশ্ব যেভাবে উষ্ণ হচ্ছে, তাতে এ বিষয়ে নতুন পদক্ষেপ প্রয়োজন।

প্রাণঘাতী একটি দাবদাহের পর ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ নিয়ে নতুন নিয়ম করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। হোয়াইট হাউস বলেছিল, 'দেশের প্রধান আবহাওয়া-সম্পর্কিত ঘাতক গরম।' তবে প্রতিশ্রুত সেই পদক্ষেপ এখনো নেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি দাবদাহে নাজেহাল হয়েছিল ইউরোপের জনজীবন। তবে শুধু সাইপ্রাস ছাড়া ইউরোপের কোনো দেশ এ নিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। শ্রমজীবী মানুষদের প্রচণ্ড গরম থেকে রক্ষায় কাজের সময় বেঁধে দিয়েছিল দেশটি। ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রায় কাজ করার সময় বেশি বিশ্রাম ও সুরক্ষামূলক পোশাকবিধি তৈরি করে দেশটির সরকার।

গবেষকেরা বলছেন, প্রচণ্ড গরম বেশ কটি রোগের কারণ। প্রচণ্ড গরমে শ্রমজীবী মানুষের হিট স্ট্রোক, কিডনির রোগ, হৃদ্‌রোগ, ফুসফুসের রোগ ও ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। প্রচণ্ড গরমে কাজ করায় এসব রোগে শ্রমিকদের প্রাণহানি বাড়ছে।

মধ্য আমেরিকায় চিনিকলশ্রমিকদের নিয়ে কাজ করছে 'লা ইজলা নেটওয়ার্ক' নামে পেশাজীবীদের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কাজ করা একটি সংগঠন। এর প্রধান জাস্টিন গ্লেসার বলেন, 'দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগে মধ্য আমেরিকায় ২০ হাজারের বেশি চিনিকলশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এক দশকে। আর কিডনি রোগে শ্রীলঙ্কায় মারা গেছেন প্রায় ২৫ হাজার।

'মানুষ মারা যাচ্ছে'

বিশ্বে কৃষিশ্রমিক আছেন প্রায় ১০০ কোটি। এ ছাড়া নির্মাণসহ অন্যান্য খাতে কোটি কোটি শ্রমিক খোলা আকাশের নিচে কাজ করেন। মূলত এসব শ্রমজীবী মানুষ দাবদাহের বেশি ঝুঁকিতে আছেন বলে জানানো হয় সম্মেলনে। এ ছাড়া বাগান, ডাক বিভাগ; খাবার ও পণ্য সরবরাহের কাজে নিয়োজিত পেশাজীবী আর শ্রমিকেরাও সমান ঝুঁকিতে বলা জানানো হয়।

২০২০ সালে একটি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেন তাইওয়ানের একদল গবেষক। তাতে বলা হয়, প্রচণ্ড গরম ও দাবদাহ থেকে সৃষ্ট কিডনি রোগ হতে পারে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বজুড়ে উষ্ণতা বৃদ্ধিতে উদ্ভূত 'প্রথম মহামারি'।

আইএলওর পূর্বাভাস অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা কমে যায়। আগামী বছরগুলোয় এ কারণে সবচেয়ে বেশি ভুগবে দক্ষিণ এশিয়া ও সাবসাহারা আফ্রিকার দেশগুলো। ভারত, বাংলাদেশসহ এই অঞ্চলের দেশগুলোর বহু মানুষ কৃষিজীবী। কোনো বিমাসুবিধা ছাড়াই সেখানের সিংহভাগ মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন।

পেশাজীবী মানুষের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কাজ করেন বিদ্যা ভেনুগোপাল। চেন্নাইয়ের শ্রী রামচন্দ্র ইনস্টিটিউটের এই অধ্যাপক বলছেন, ভারতে মরুভূমির মতো আবহাওয়ায় কাজ করেন লাখ লাখ লবণশ্রমিক। এসব শ্রমিকের কিডনি ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। তাঁদের কোনো বিমাসুবিধা নেই। দিনমান তাঁরা লবণখেতে কাজ করেন। গ্রীষ্মকালে এই লবণশ্রমিকদের প্রায় ৮০ শতাংশ প্রচণ্ড গরমের কারণে সৃষ্ট কোনো না কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

ভারতের উত্তরাঞ্চলের কোটি কোটি শ্রমিক ঝুঁকিতে আছেন জানিয়ে ভেনুগোপাল বলেন, বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে কখন কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তার অপেক্ষা করার মতো সময় নেই ভারত ও অন্য দরিদ্র দেশগুলোর। তিনি বলছেন, 'মানুষ মারা যাচ্ছে, রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অন্যরা এ থেকে বাঁচতে যা যা করে, আমাদেরও সেসব করা শুরু করতে হবে।'

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২৯ বৈশাখ ১৪৩
Dhaka : Friday 12 May 2023

প্রবাসী নারী শ্রমিক নির্যাতনের অভিযোগ আমলে নিন

সৌদি আরবে কর্মরত একজন প্রবাসী বাংলাদেশি নারী শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তার স্বজনরা বলছেন, তাকে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে না আনলে তার পক্ষে আত্মহত্যা ছাড়া গত্যান্তর নেই। এ নিয়ে গত বুধবার সংবাদ-এ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

সৌদি আরবে শুধু যে একজন প্রবাসী নারী শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তা নয়। ভাগ্য বদলাতে দেশের অনেক নারী শ্রমিক সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কাজ করতে গিয়ে নির্যাতিত হচ্ছেন। নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেকে মারাও গেছেন। বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যমতে, ১৯৯১ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত ৩ লাখ ৫৩ হাজার ৭০০ নারীকর্মী সৌদি আরবে গেছেন। নির্যাতনের কারণে দেশে ফিরেছেন ২ হাজার ৩৩৬ জন। জাতীয় সংসদেও প্রবাসী নারী শ্রমিকদের নির্যাতন নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

দেশের নীতিনির্ধারকরা অতীতে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, সৌদি আরবে নারীরা যাতে সম্মানের সঙ্গে কাজ করতে পারেন সে ব্যবস্থা নেয়া হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বলেছে, বাংলাদেশি নারী শ্রমিকরা সৌদি আরবে যাতে কোন বিপদে না পড়ে সেজন্য তারা সর্বোচ্চ সতর্ক থাকবে। বাস্তবতা হচ্ছে, এখনো সেখানে প্রবাসী নারী শ্রমিকরা নির্যাতিত হচ্ছেন। সৌদি আরবে নারী শ্রমিকরা নির্যাতিত হলে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এই অভিযোগের সুরাহা হওয়া দরকার।

সৌদি আরবে নির্যাতিত উক্ত নারী শ্রমিককে দেশে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ দূতাবাসের সহযোগিতা চেয়েছেন তার স্বজনরা। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্যাতনের অভিযোগ খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে- সেটা আমাদের আশা। মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রবাসে যেসব নারী নির্যাতনের শিকার হন, তাদের সঠিকভাবে পুনর্বাসন করতে হবে। না হলে তাদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব না।

সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যে নারী শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো প্রতারণার আশ্রয় নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রবাসে নারী শ্রমিক নির্যাতনের বড় একটা কারণ রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর প্রতারণা। তাই তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেকে বলছেন, দালাল ও রিক্রুটিং এজেন্সির ওপর দায়িত্ব না দিয়ে আইনি প্রক্রিয়ায় নারী শ্রমিক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলে অবস্থার উন্নতি হতে পারে। সংশ্লিষ্টরা বিষয়টি ভেবে দেখতে পারে।

NEW AGE FRIDAY, MAY 12, 2023,

Migration on fake promises continues to affect workers

Rashad Ahamad

NUMEROUS Bangladeshis are living horrible lives abroad since they did not receive the promised jobs and wages, migration experts said.

Abdur Razzak was a madrassah teacher in Dhaka earning monthly Tk 30,000 before he migrated to Saudi Arabia for a wage of half his salary as he was offered to serve Masjid al-Harām, the grand mosque of Mecca.

Razzak, a Dawra-e-Hadith degree holder, which is recognised as equivalent to a master's degree, was appointed as a road sweeper in Dammam instead of the promised job.

'I have to work continuously for nine hours from 3:00am to 12:00pm,' Razzak said over the phone from Damman, as he appealed to the government to take him back home immediately.

Razaak said that his life was not bad in Dhaka as he was a teacher at Darul Quran Adarsha Madrasha, but his neighbour Yasin Arafat, an agent of a recruiting agency, lured him to migrate to KSA to serve the holy place.

Razzak said that recruiting agency Al-Monir Enterprise Ltd (RL No 1742) processed his papers as Arafat was working with its managing director, Sheikh Mohd Monir Hossain.

After a complaint from his family, the Bureau of Manpower, Employment, and Training found that his migration was processed by Dhanshiri Overseas Ltd (RL No 2088).

Sheikh Mohd Monir Hossain said that Razzak's recruitment demand was placed by NAC International, but he was finally recruited through Dhanshiri.

Razzak's mother, Hazera Begum, filed a complaint with BMET on May 3, seeking the repatriation of her son, compensation, and justice for the fraud.

Razzak was not the lone Bangladeshi migrant duped by recruiters with false promises.

Brahmanbaria's Abul Kashem was promised a job in a paper mill for a monthly wage of Tk 40,000 when he migrated to Malaysia in 2018, but he was later employed in a tree plantation with a wage of Tk 25,000.

Kashem returned home after six months and is now doing a fish business in Mirpur-2, Dhaka.

Sohel Rana, who lives in the United Arab Emirates, said that the sub-agent assured him of a salesman's job at a super shop, but he ended up as a sweeper in the Middle Eastern country.

'I had no choice but to go back at my own expense or endure the pain of working as a sweeper. I chose the second option, thinking of my family. My life is now inhumane here, he said.

The victims said they found many Bangladeshi coworkers similarly cheated by recruiters.

'It is now an open secret. But there was no study as the victims rarely complained,' said Syed Saiful Haque, the chairman of WARBE Development Foundation, a non-profit working on migration issues.

He said that very often migrants are not given a money receipt against the payment of migration costs or any written document specifying their job to cheat them.

Ovibashi Karmi Unnayan Program, a community-based migrants organisation, conducted a study in 2021 on 264 returnee female migrants and found that 90 per cent of them were given their job contact at the airport just before their departure.

OKUP chairman Shakirul Islam said that in the migration system, fraud was a common problem that harms the sector's growth as well as impacts remittances.

'The government must ensure all migration-related activities are documented at the start of the process,' he said.

Shariful Hasan, head of BRAC's migration programme, said that workers became shocked when they see the difference between their promise and reality after joining overseas jobs.

Some, who can afford it, return, and the rest accept their fate, he said.

A study conducted in 2017 jointly by BRAC and the University of California, Berkeley, found one-third of workers felt cheated.

'We must ensure good governance in migration,' said Shariful, urging workers to be oriented before they leave.

The government fixed the maximum migration cost to Saudi Arabia at Tk 1.65 lakh. However, Yasin Arafat admitted that he charged Razzak Tk 5.5 lakh, promising a job in Haram Sharif.

'The company cannot give him the job there now, what I can do,' said Arafat.

BMET director Mizanur Rahman said that deceiving a migrant with a false promise is punishable.

Anyone feeling aggrieved can always complain to BMET for a remedy, he said.

BMET data showed that between 2020 and 2022, a total of 2,713 migrants or their families filed complaints.

Most complaints, however, are about abuse, sexual exploitation, or torture.

Migration rights activists

দৈনিক ইত্তেফাক সোমবার, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ মে ২০২৩

রিকশাচালককে মারধর সেই নারী আইনজীবী সাময়িক বরখাস্ত

যশোর অফিস

যশোরে রিকশাচালককে প্রকাশ্যে মারধরের ঘটনায় সেই নারী আইনজীবীকে ৭ দিনের সাময়িক বরখাস্ত করেছে জেলা আইনজীবী সমিতি। অভিযুক্ত নারী আইনজীবী আরতী রানী ঘোষের শোকজের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় গতকাল রবিবার দুপুরে সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইনজীবী সমিতি।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যশোর জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু মোর্তজা। তিনি বলেন, আরতী রানীর শোকজের জবাব সন্তোষজনক হয়নি। শোকজের জবাবে তিনি বলেছেন ঐ রিকশাচালক প্রথমে তাকে আঘাত করেছে। এতে তিনি মারাত্মক ব্যথা পান ও তার শরীরে জখম হয়। পরে রাগান্বিত হয়ে তিনি রিকশাচালককে মারপিট করেছেন। তিনি (আরতী রানী) শহিদ পরিবারের সন্তান দাবি করে এধরনের কাজ আর কখনোই করবেন না এবং ভুল স্বীকার করে সমিতির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আমরাও অধিক নমনীয় হয়ে আপাতত সাতদিন সাময়িক বহিষ্কার করেছি। তাকে নির্দেশ দিয়েছি আগামী ৭ দিন পর আবার জবাব দাখিল করতে।

প্রসঙ্গত, গত ৭ মে দুপুরে যশোর আদালতের সামনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সড়কে (মুজিব সড়ক) এক রিকশাচালককে মারধরের অভিযোগ ওঠে আইনজীবী আরতি রানী ঘোষের বিরুদ্ধে। ঐ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত আইনজীবী আরতি রানী ঘোষের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করে জেলা ভ্যান রিকশা শ্রমিক লীগ। এরপর অভিযুক্ত আরতি রানী ঘোষকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় যশোর জেলা আইনজীবী সমিতি। অভিযুক্ত আইনজীবী শহরের অম্বিকা বসু লেনের নীলরতন ঘোষের মেয়ে। ভুক্তভোগী রিকশাচালক সাইফুল ইসলাম (৪০) সদর উপজেলার আব্দুলপুর সিজালি গ্রামের বাসিন্দা।

দেশ রূপান্তর শোভন কাজ
সোমবার
১৫ মে ২০২৩, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা বিল কার স্বার্থে?

রাজেকুজ্জামান রতন

অত্যাবশ্যক বলতে আমরা বুঝি, যা না হলেই নয়। আমাদের জীবনে অনেক কিছুর প্রয়োজন আছে কিন্তু কিছু কিছু জিনিস না হলে জীবন চলে না। সেই সব দ্রব্য উৎপাদন, সরবরাহ, ভোগ যেন কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয় তা দেখা সরকারের কাজ। এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না। ফলে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা সংক্রান্ত আইন হলে কারও কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু সরকার যা বলে এবং যা করে তার মধ্যে ফারাক দেখতে দেখতে জনগণ এখন সরকারের ঘোষণা শুনলে সন্দেহ করে। গত ৬ এপ্রিল ২০২৩ সালে সংসদে তেমনি একটি বিল উত্থাপন করলেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী। শ্রম প্রতিমন্ত্রী কোনো বিল উত্থাপন করলে শ্রমিকদের আনন্দিত হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি যে বিল উত্থাপন করেছেন তাতে শ্রমিকরা প্রথমে হতবাক, তারপর আতঙ্কিত এবং শেষে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন।

সংসদে উত্থাপিত অত্যাবশ্যকীয় সেবা খাতে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার এই বিলকে শ্রমিক সংগঠনগুলো তাদের দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের ফলে অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলেছেন, ধর্মঘটের অধিকার একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। সাধারণত শ্রমিকরা বা তাদের সংগঠনসমূহ পাওনা আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে বাধ্য হয়। আলাপ-আলোচনার সমস্ত দরজা বন্ধ হলেই কেবলমাত্র তারা ধর্মঘট আহ্বান করে থাকেন। প্রতিবাদের এই সর্বশেষ অধিকার কেড়ে নেওয়ার অর্থ হলো শ্রমিকদের ওপর বিনা বাধায় নিপীড়নের অধিকার সম্প্রসারিত হওয়া। আর অত্যাবশ্যকীয় সেবা খাতের কথা যদি বলতে হয় তাহলে শ্রমিকরা কাজ করেন এমন কোন খাত আছে যা অত্যাবশ্যকীয় নয়? এমন কোন খাত নেই যা অত্যাবশ্যকীয় সেবা খাতে অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে না।

১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার এই আইন প্রণয়ন করেছিল, তারপর ১৯৫২ সালে পাকিস্তান মুসলিম লিগ এবং ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের ইস্কান্দার মির্জার সময়কালে প্রণীত এই আইন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে স্বাধীনতার ৫২ বছর পর আবার শ্রমিকদের ওপর প্রয়োগ করা হবে

লেখক
রাজনৈতিক সংগঠক ও কলামিস্ট
rratan.spb@gmail.com

ফলে তাদের আশঙ্কা যে, ভবিষ্যতে এই আইনের দোহাই দিয়ে শ্রমিকদের ন্যায়সংগত দাবি আদায়ের আন্দোলন এবং সংবিধান ও শ্রম আইন স্বীকৃত অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। জরুরি সেবা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, শ্রমিকের অধিকারও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। ন্যায্য মজুরি, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার জন্য এখনো শ্রমিকদের আন্দোলন করতে হয়। আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই বিল আইনে পরিণত হলে তা শুধু ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে সংকুচিত করবে তাই নয়, শ্রমিকদের আইনসংগত আন্দোলনের পথ রুদ্ধ করবে।

বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে ১৯৫২ সালের এসেনশিয়াল সার্ভিসেস (মেইনটেন্স) অ্যাক্ট এবং ১৯৫৮ সালের এসেনশিয়াল সার্ভিসেস (সেকেন্ড) অর্ডিন্যান্স রহিত করে নতুন এই আইন করা হচ্ছে। মূলত এই দুটি আইন এখন ইংরেজিতে থাকার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "যেহেতু, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইনগুলো বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা আবশ্যক। সেহেতু, অত্যাবশ্যক পরিষেবা বিল, ২০২৩ মহান জাতীয় সংসদের সদয় বিবেচনার জন্য উত্থাপন করা হলো।"

সংসদীয় কমিটি বিলটির ওপর তাদের রিপোর্ট আবার সংসদে উপস্থাপন করার পর সেটি সংসদে পাস করানোর জন্য উত্থাপন করা হবে। বিলটি সংসদে পাস হয়ে পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর আইনে পরিণত হবে। এখানে উল্লেখ করার মতো বিষয় এই যে ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার এই আইন প্রণয়ন করেছিল, তারপর ১৯৫২ সালে পাকিস্তান মুসলিম লিগ এবং ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের ইস্কান্দার মির্জার সময়কালে প্রণীত এই আইন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে স্বাধীনতার ৫২ বছর পর আবার শ্রমিকদের ওপর প্রয়োগ করা হবে।

সংসদ যেভাবে চলে বা যেভাবে আইন প্রণয়ন হয় সে কথা বিবেচনা করলে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সংসদে তেমন বিতর্ক হবে না, দু-একজন সাংসদ মৃদুকণ্ঠে আপত্তি করতে পারেন কিন্তু তা দ্বারা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হবে না। ফলে সরকারের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিলটি আইনে পরিণত হবে। এবং এটি মালিকদের সুরক্ষা কিংবা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কাজে প্রয়োগ করা করা হবে। বিলে যেসব বিধিবিধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে সরকার জনস্বার্থে দরকার মনে করলে কোনো জরুরি বা অত্যাবশ্যক পরিষেবার ক্ষেত্রে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করতে পারবে। আবার শাস্তির ব্যাপারটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন, সরকার ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার পরও যদি কোনো ব্যক্তি ধর্মঘট শুরু করেন বা অব্যাহত রাখেন তাহলে তিনি এক বছর কারাদণ্ড, বা ২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। কেউ যদি কোনো ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন বা ধর্মঘট চলমান রাখার জন্য উৎসাহিত করেন তাহলে ৬ মাস কারাদণ্ড বা ২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। আবার কেউ যদি ধর্মঘট চলমান রাখার জন্য বা সমর্থন করার জন্য চাঁদা প্রদান করেন তাহলে ১ বছর কারাদণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে জরুরি সেবা নিরবচ্ছিন্ন রাখার গুরুত্ব আছে। আবার সংগঠন বা প্রতিবাদের অধিকার তো সাংবিধানিক। অন্যায় হবে কিন্তু জরুরি সেবার অজুহাতে শ্রমিকের প্রতিবাদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার এই আইন বাস্তবে শ্রমিকদের মুখ বুজে সব মেনে নেওয়ার মতো পরিস্থিতিতে ফেলবে এবং মালিকদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য বা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য ব্যবহার করা হবে।

বিলে বলা হয়েছে, "জননিরাপত্তা বা জনগণের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা হওয়ার আশঙ্কা থাকে, এ ধরনের কোনো পরিষেবাও আইনের আওতাভুক্ত থাকবে।" "জনগণের জন্য অসহনীয় কষ্টের কারণ হচ্ছে বা হওয়ার শঙ্কা আছে এমন পরিষেবা এবং দেশের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারা দেশ বা দেশের কোনো অংশে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় কোনো বিষয়ও অত্যাবশ্যক পরিষেবার আওতাভুক্ত হবে।" তাহলে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার বাইরে আর কোন খাত অবশিষ্ট রইল? যা বাকি আছে তা সরকার চাইলে বা সরকারের কাছে অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে হলে সে সব খাত এই আইনের আওতায় চলে আসবে।

বিলে বলা হয়েছে, কিছু ক্ষেত্র বিবেচনায় সরকার চাকরি বা চাকরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো পরিষেবাকে অত্যাবশ্যক পরিষেবা হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে। এর ব্যাখ্যা করতে গেলে কোনো কিছুই বাকি থাকবে না। যেমন সড়কে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে জনকল্যাণমূলক সেবা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, এ রকম চাকরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো পরিষেবাসহ কয়েকটি ক্ষেত্রে সরকার অত্যাবশ্যক পরিষেবা ঘোষণা করতে পারবে।

শ্রমিকের যত অসন্তোষ তার অধিকাংশই ঘটে জীবিকা এবং জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে। অন্যায়ভাবে ছাঁটাই, আকস্মিক কারখানা বন্ধ, প্রাপ্য না দেওয়া, চুক্তি করে তা বাস্তবায়ন না করার মতো পরিস্থিতি যখন তৈরি হয় তখন শ্রমিকদের শেষ হাতিয়ার ধর্মঘট। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে তাই বলা হয় আমাদের দাবি যদি না মানা হয় তাহলে কিন্তু আমরা ধর্মঘটে যাব। সে কারণেই ধর্মঘটের অধিকার শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের রক্ষাকবচ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উচিত ন্যায্য মজুরি, জীবনের নিরাপত্তাসহ অন্যান্য অধিকারকে অত্যাবশ্যক ঘোষণা করা। আইন হওয়া উচিত যে শ্রমিকের অত্যাবশ্যকীয় অধিকার কোনোভাবেই লঙ্ঘন করা যাবে না। কোটি কোটি শ্রমজীবীর পক্ষ থেকে এখন প্রশ্ন উঠবে কোনটা অত্যাবশ্যক? কোটি শ্রমিকের অধিকার নাকি মুষ্টিমেয় মালিকের অন্যায় স্বার্থ?

বাংলাদেশ শ্রম আইনে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত আছে, এই আইনের অন্যত্র ভিন্নরূপ কিছু নির্ধারিত না থাকিলে, এই আইন সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে। শ্রম আইনের চতুর্দশ অধ্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ধারাসমূহ আছে। ২০৯ ধারায় শিল্প বিরোধ উত্থাপন, ২১০ ধারায় শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, ২১২ ধারায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধর্মঘট শুরু করার ব্যর্থতা, ২২৫ ধারায় শ্রম আদালত কর্তৃক ধর্মঘটের নোটিস জারির ওপর বিধিনিষেধ, ২২৬ ধারায় শ্রম আদালত কর্তৃক ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা, ২২৭ ধারায় কখন ধর্মঘট বেআইনি হবে সেসব যেমন উল্লিখিত আছে তেমনি ২৯৪ ধারায় বেআইনি ধর্মঘটের দণ্ড, ২৯৫ ধারায় বেআইনি ধর্মঘটে প্ররোচিত করার দণ্ড, ২৯৬ ধারায় ঢিমেতালে কাজে অংশগ্রহণ বা প্ররোচনার দণ্ড সন্নিবেশিত আছে। শ্রম আইনে ধর্মঘট আহ্বান করা এবং ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা দুই বিষয়ই উল্লিখিত আছে, তাহলে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা বিলের উদ্দেশ্য কী?

১৯৫২ সালে আইএলও'র দ্বিতীয় সভায় সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা বিষয়ক কমিটি (কমিটি অন ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন) ঘোষণা করে যে ধর্মঘট করা একটি অধিকার হিসেবে বিবেচিত হবে। ধর্মঘটের অধিকার অন্যতম প্রধান মৌলিক বিষয় হিসেবে স্বীকৃত হবে যার মাধ্যমে শ্রমিক এবং তাদের সংগঠনসমূহ তাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্বার্থের দাবি আইনসংগতভাবে উত্থাপন এবং রক্ষা করবে। এই নীতিমালা অনুযায়ী কমিটি অন ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন উল্লেখ করে– একথা পরিষ্কারভাবে মেনে নিতে হবে যে ধর্মঘট করা একটি অধিকার যা শ্রমিক এবং তাদের সংগঠনসমূহ ভোগ করবে।

বাংলাদেশের শ্রমশক্তি ৭ কোটি ৩৪ লাখ। এই শ্রমিকরা শুধু বাংলাদেশে নয় সারা বিশ্বের ১৬৯টি দেশে কাজ করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করে আর রাষ্ট্রের উন্নতি ঘটায়। বাংলাদেশ বিবেচিত হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম সস্তা শ্রমিকের দেশ হিসেবে। অন্যদিকে বাংলাদেশ দ্রুতগতিতে ধনী হওয়ারও দেশ। শ্রমিকের কম মজুরি মালিকের বেশি মুনাফার অন্যতম প্রধান শর্ত। শ্রমিকের মজুরি কম দেওয়ার জন্যই আইনের নানা বাধা তুলে তাদের সংগঠিত হতে দেওয়া হয় না, ফলে মাত্র ৩২ লাখ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য। এই সস্তা শ্রমিকের কথা বলে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়। অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা আইন বাস্তবে সেই সব বিনিয়োগকারীদের সেবা করবে। সংবিধানকে বলা হয় সর্বোচ্চ আইন বা আইনের উৎস। কিন্তু প্রস্তাবিত বিলে ধর্মঘট সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা কি ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকারকে খর্ব করে না?

The Financial Express Monday | May 15, 2023

Economic value of industrialisation

It is time for the less developed countries to leverage the industrial economy on way to scaling up higher development parameters, writes **M. Rokonuzzaman**

ADMITTEDLY, an industrial economy is vital for creating a large number of better-paying jobs. The success of the industrial economy is the underlying factor of the rise of major economies like Japan, Germany, the UK, and the USA. Hence, other nations have been after it. No wonder, Bangladesh has been developing 39 high-tech and software technology parks and numerous special economic zones. But how does industrialisation create economic value and better-paying jobs? What is the purpose of developing an industrial economy? Does the purpose vary across the nations? Furthermore, do all purposes equally pay off for every nation?

An industrial economy creates economic value by extracting and transforming natural resources so that those can play an improved role in helping customers to get their jobs done better. For example, silicon-bearing sand has a limited utility role in its raw form. But transforming it into silicon chips increases its economic value creation ability by a factor of 1,000 or more. To shed light on pertinent questions, let's look into how industrialisation creates economic value. There have been three broad windows of creating economic value through industrial development.

Creating market for natural resources and labor: Right after independence in 1947, India pursued an industrial economy to transfer low-cost labour and locally available natural resources into economic value. Hence, India pursued an import substitution strategy. The focus was to make copies of imported products by operating imported capital machinery. Like India, many less developed countries such as Bangladesh have followed this strategy. But as the purpose of the industrial economy in transferring labour and natural resources into economic value does not focus on advancing the products, underlying technologies, and production processes, such a purpose of benefiting from the particular type of economy has been failing to create a sustainable wealth creation base. Thus, like India and Bangladesh, many other countries could not develop a robust industrial economy by focusing on labour and natural resources.

In the context of import substitution strategy's failure to create a labour market, the opportunity of offering labour to multinational companies by manufacturing their products arrived in the latter part of the 20th century. This opportunity gave birth to export-oriented manufacturing for developing the industrial economy. But the purpose remained the same --- creating a market for labour. Despite initial success in creating jobs for the unemployed low-skilled workforce, such a model is neither sustainable nor scalable --- let alone creating high-paying jobs. On the one hand, technology has been progressing in reducing the role of labour in manufacturing. Due to better infrastructure and higher incentives in other countries, low-cost labour still enjoys demand there encouraging migration but rendering source countries' economic progress transient.

Making a few people rich at the cost of mass population: Due to the growth of the import of industrial products, special interest groups in less developed countries pursue import substitution. But unfortunately, the low-cost labour advantage is not good enough to profit from assembling imported components. Hence, they seek tax differentials, preferential loans and cash incentives. As local value addition in assembling most finished products like mobile phone handsets is less than 5.0 per cent, such incentives are the only option for profiting from import substitution. For example, mobile handset assemblers in Bangladesh enjoy more than 40 per cent tax differentials.

Thus the more than 90 per cent locally produced handsets is all about allowing the assemblers to profit from incentives instead of creating economic value. Due to decreasing role of labour, such purpose keeps increasing the incentive. As a result, the goal of building an industrial economy makes a few people rich at the cost of the mass population. Such a purpose shows the initial success of locally made tag but it fails to scale up economic value creation capability. Most less developed countries have this purpose. Consequently, besides the failure to develop an industrial economy in driving broad-based economic growth, the approach has been increasing the gap between the rich and the poor. This explains the rise of billionaires in less developed countries without the success of the development of a globally competitive industrial base. Hence, rising inequality (Gini index) in less developed countries is of no surprise.

Creating market of knowledge and ideas: Upon making initial advancement in economic status, primarily through remittance income and export-oriented labor-centric manufacturing, less developed countries like Bangladesh, India have envisioned to be high-income countries. But how to attain that status is an important question. Two popular prescriptions have been around. The first is to increase investment in education and the next is to incentivise high-tech firms. A common argument is that there is a positive correlation between higher education and R&D and economic growth in advanced economies. Besides, there have been high-density high-tech firms in those economies. But how to transfer the knowledge and ideas created through education and R&D investment into an economic value is mostly absent in the discourse of developing industrial economies in less developed countries. Thus staggering growth in graduate production has become a significant cause of unemployment.

The industrial economy's strength lies in transferring knowledge and ideas into economic value. They have focused on improving products and processes by continually producing knowledge and ideas. Their purpose in developing an industrial economy has been to create a market of knowledge and ideas. Unfortunately, without having adequate understanding and focus on this vital issue, less developed countries have been pursuing higher education, university ranking, publications, and patents. Unless they address this key issue, neither will they succeed in creating a sustainable, solid industrial base, nor will they create high-paying jobs for their growing number of graduates.

True, the industrial economy underpins economic development. But the implication depends on the purpose. The focus on creating a market for low-cost labour and natural resources has a limited scope for helping nations to prosper. Then the industrial economy, out of import substitution, has been suffering from the erosion of value addition. Unfortunately, in many less developed countries, the purpose of the industrial economy through incentive-driven replication has a natural tendency to make a few people rich. How to engage local graduates to produce knowledge and ideas and transfer those into economic value through the industrial economy is overlooked or misunderstood. It is time for the less developed countries to take a fresh look and leverage the industrial economy on way to scaling up higher development parameters.

zaman.rokon.bd@gmail.com

বণিকবার্তা
সোমবার, মে ১৫, ২০২৩ ■ জ্যৈষ্ঠ ১, ১৪৩০

সময়ের ভাবনা | মো. আবিদ মঈন খান

কুটির শিল্প, সোশ্যাল মিডিয়া ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা

কুটির শিল্প আবহমান বাংলার ঐতিহ্যের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিচিত। বাংলার সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন দর্শনের সরলতা ফুটে ওঠে এ ধরনের শিল্পকর্মে। মূলত এ শিল্পের নির্মাতা বাংলার গ্রামীণ পল্লী অঞ্চলের মানুষজন। তারা এসব পণ্য উৎপাদন করে জীবিকা ও নিজেদের ব্যবহারের জন্য। কুটির শিল্পে ডিজাইন বা মোটিভে চিরাচরিত বাংলার জীবনরূপের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। সেজন্যই গ্রামীণ জীবন, প্রকৃতি, মানুষ, পশুপাখি, লতাগুল্ম, গাছপালা, নদ-নদী, চন্দ্র-সূর্য ও আসমানের লোকজ নকশা দিয়ে ভরা নৈসর্গিক গ্রামীণ দর্শনের স্বাদ পাওয়া যায় এ শিল্পকর্মে। কুটির শিল্প অঞ্চলভেদে অনেকের কাছে হস্তশিল্প, কারুশিল্প, শৌখিন শিল্প, গ্রামীণ শিল্প হিসেবেও পরিচিত। স্থানীয় চাহিদার পাশাপাশি শহরের অভিজাত, মধ্যবিত্তদের মধ্যেও কুটির শিল্পের আলাদা আবেদন রয়েছে, যা তৈরি করেছে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের ক্ষেত্র। এছাড়া কুটির শিল্পের আন্তর্জাতিক প্রাঙ্গণে দেশীয় হস্তনির্মিত পণ্যের পরিচিতি ও রফতানির সম্ভাবনা রয়ে গেছে। যদিও আধুনিক প্রযুক্তির যুগে বাংলাদেশে শিল্প খাতে পুঁজিঘন এবং শ্রমসাশ্রয়ী যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার কারণে কুটির শিল্পকে কিছু বেগ পেতে হচ্ছে, তবে যথাযথ পরিকল্পনা নিয়ে এ শিল্পে কাজ করা হলে ভবিষ্যৎ অবশ্যই সম্ভাবনাময়।

বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় প্রযুক্তির অবদানে নতুন একটি ধারা খুঁজে পেয়েছে কুটির শিল্প। ঢাকাসহ অন্যান্য জেলা শহরে ঘর থেকে বসেই প্রযুক্তির কল্যাণে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী ঘরোয়া খাদ্যসামগ্রী ও হস্তশিল্প মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। জনপ্রিয় খাদ্যপণ্যগুলো হচ্ছে ঘরোয়া আচার, ঘি, গুড়, চিড়া ভাজা, হাতে বানানো পিঠা, জ্যাম জেলিসহ নানা ধরনের দেশী ও বিদেশী শুকনো মিষ্টি খাবার। অন্যদিকে হাতে বানানো শৈল্পিক কারুকার্য সংবলিত নানা ধরনের ঘর সাজানোর জিনিসপত্র তৈরি করা হচ্ছে। যেমন ফটো অ্যালবাম, মাটি, কাপড় বা কাঠের পুতুল, কাঠের শো-পিস, ফুলদানি, নকশা করা জামা কাপড়, চাদরসহ নানা পণ্যদ্রব্য। এক কথায় বলতে গেলে ঘর সাজানোর জন্য সব ধরনের টুকিটাকি তৈরির মাধ্যমে কুটির শিল্প নতুন করে তার আবেদন শহুরে জনগোষ্ঠীর মধ্যে তৈরি করতে পেরেছে। এখানে প্রযুক্তি তাদের ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করছে। অনেকেই প্রযুক্তির এসব মাধ্যমকে ব্যবহার করে বিদেশেও নিজেদের পণ্য বিক্রির একটি প্লাটফর্ম পেয়েছে। তাই প্রযুক্তি খাতকে নতুন করে ব্যবহার ও বিপণনের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে নতুন বাজার, যা অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে কুটির শিল্পের জন্য। তবে প্রযুক্তির সব সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহারের সঠিক উপায় না জানার কারণে অনেকেই এর সুবিধা নিতে পারছে না। তাই প্রয়োজন এক্ষেত্রে সঠিক প্রযুক্তি জ্ঞান।

মূলত যখন কোনো পণ্য ক্ষুদ্র পরিসরে বাড়িঘরে বা আশপাশে অল্প পরিমাণে তৈরি করা হয়, সেটাকে কুটির শিল্প বলে। কুটির শিল্প হলো একটি শব্দ যা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে গৃহভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে বর্ণনা করার জন্য প্রচলিত ছিল। এই শব্দটি আজকে বাড়িতে উৎপাদিত পণ্য বা পরিষেবাগুলো বোঝাতেও ব্যবহার হয়। আক্ষরিক অর্থ অনুসারে পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে পরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান যা বাড়িতে অথবা বাড়ির বাইরে কোথাও স্থাপিত হতে পারে সেটাই কুটির শিল্প। কুটির শিল্পে পারিবারিক সদস্যদের শ্রম এবং পারিবারিক পরিবেশে বিদ্যুৎ ও ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার না করে হাতের সাহায্যে এসব দ্রব্য ও দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশে ১৯৭৯/৮০ সালে গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ গ্রামীণ শিল্পের ওপর এক জরিপে ৬৬টি শিল্পের তালিকা তৈরি করে, যার মধ্যে ১৩টিতে এ খাতের মোট কর্মসংস্থানের ৮৭ শতাংশ নিয়োজিত ছিল। এ শিল্পগুলোর মধ্যে ছিল তাঁত শিল্প, তেল, গুড়, মৃৎশিল্প ও কামারের তৈরি পণ্য অর্থাৎ লৌহজাত পণ্য, স্বর্ণের পণ্য, কাঠের পণ্য, বাঁশ-বেতের পণ্যসামগ্রী ইত্যাদি। তবে দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কুটির শিল্পেও বিবর্তন এসেছে। যেমন খাদ্যপণ্য গুড়, ঘানির তেল ইত্যাদির সঙ্গে আরো অন্যান্য পণ্য যোগ হয়েছে। কাঠের পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে বিভিন্ন আসবাবপত্র। ধাতব পণ্যের মধ্যে কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সঙ্গে যোগ হয়েছে আরো নতুন পণ্য। আসলে গবেষণা ও হালনাগাদ উপাত্তের অভাবে কুটির শিল্পের প্রকৃত আকার এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে এর অবদান সম্পর্কে পুরো ধারণা পাওয়া বেশ দুষ্কর।

জাতীয় আয়ের উপাত্ত প্রকাশের সময় কুটির শিল্পের উপাত্ত সাধারণত ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে মিলিয়ে দেখানো হয়, যার ফলে জিডিপিতে কুটির শিল্পের অংশ সম্পর্কে কিছু বলা কঠিন হয়ে যায়। তবে দু-একটা উপাত্ত থেকে এ খাতের আকার সম্পর্কে আংশিক ধারণা পাওয়া যায়। ২০১১ সালে কুটির শিল্পের যে জরিপ হয় তা থেকে দেখা যায় যে সেখানে ৩০ লাখ লোক নিয়োজিত ছিল। ২০১২ সালে সম্পাদিত শিল্প জরিপ থেকে জানা যায় যে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পে সে সময় নিয়োজিত ছিল মোট ৫০ লাখ লোক। এর অর্থ এই যে ২০১০ থেকে ২০১১ সালে শিল্প খাতে নিয়োজিত ৮০ লাখ লোকের মধ্যে প্রায় ৩৮ শতাংশ ছিল কুটির শিল্পে। সে সময় কুটির শিল্পে গড়ে ৩ দশমিক ৬ জন কর্মী নিয়োজিত ছিলেন। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা মতে, ২০২১-২২ সালে জিডিপি ১ লাখ ২৩ হাজার ৫৪৩ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধি ১১ দশমিক ৭৫ শতাংশ। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের জন্য বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশে ২ হাজার ৭৬৬টি কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। আর কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ১ হাজার ৫৮৮ কোটি ৯৩ লাখ টাকা। উল্লিখিত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাংক, বিসিক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণ করা ঋণের পরিমাণ ১৫৫ কোটি ১ লাখ টাকা, উদ্যোক্তাদের ইকুইটি হিসেবে ৭০১ কোটি ৩০ লাখ টাকা এবং অবশিষ্ট ৭৩২ কোটি ৬২ লাখ টাকা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে মোট ৩৭ হাজার ৪৯৮ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বিভিন্ন হিসেবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে এক করে দেখা হলেও অনেক দিক থেকে কুটির শিল্পের সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পের পার্থক্য রয়েছে। কুটির শিল্প স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে, অল্প বিনিয়োগ করে, পারিবারিক শ্রম ও পদ্ধতি দিয়ে ঐতিহ্যবাহী পণ্য উৎপাদন করে থাকে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র শিল্পগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করে, ভাড়া করা শ্রমিক এবং শক্তিচালিত মেশিনসহ সমাজের একটি বিস্তৃত অংশের জন্য পণ্য উৎপাদন করে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে কুটির শিল্পকে ব্যবহার করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ বেকারত্ব নিরসনের জন্য বাংলাদেশে কুটির শিল্পের একটি শক্তিশালী জায়গা রয়েছে। সারা দেশে শত শত বছর ধরে কুটির শিল্প স্থানীয় জনগণের দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে আসছে। এছাড়া কুটির শিল্পের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে নিত্যদিন। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব কমাতে এ শিল্প ভূমিকা রাখছে, কোনো কোনো পণ্য বিদেশে রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। কুটির শিল্প শুধু যে অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে তা নয়, এটি আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে।

আমাদের কুটির শিল্পের মন্থরগতির পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। প্রথমত, যন্ত্র শিল্পের ব্যাপক প্রসারের ফলে কুটির শিল্পের ব্যবহার কমে গেছে। যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে বেশি পণ্য উৎপাদন করা যায় বলে মূল্যও কম পড়ে। ফলে কুটির শিল্প যন্ত্র শিল্পের কাছে হার মানতে বাধ্য হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, আমাদের রুচির পরিবর্তনে দেশীয় কুটির শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যগুলো গুণে ও মানে সর্বোত্তম হলেও আমরা মেশিনে প্রস্তুত দ্রব্যগুলোর বাহ্যিক কারুকার্যে মুগ্ধ হয়ে সেগুলো কিনে থাকি। তৃতীয়ত, দেশী শিল্পের প্রতি আমাদের অনীহা ও রক্ষা করার মানসিকতার অভাব। চতুর্থত, বিদেশী পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা ও তার অবাধ আমদানি। এমন স্বার্থপরতার ফলে দেশী কুটির শিল্পগুলোয় চরম অবনতি ঘটছে। দেশের প্রকৃত সমৃদ্ধির জন্য যান্ত্রিক শিল্পের পাশাপাশি কুটির শিল্পেরও উন্নয়ন অপরিহার্য। তাই কুটির শিল্প ও এর কারিগরদের রক্ষার পাশাপাশি এ শিল্পের প্রসার ও কর্মসংস্থানের জন্য মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাসহ মূলধনস্বল্পতা কমানো এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ঋণের ব্যবস্থা করে দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া সরকারি প্রণোদনার মাধ্যমে এ শিল্পের প্রসার ঘটানো দরকার। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ শিল্পের মাধ্যমে ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে সুষম উন্নয়নের লক্ষ্য ত্বরান্বিত করতে হলে কুটির শিল্পের বিদ্যমান সীমাবদ্ধ বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় বিপণন সুবিধার ব্যবস্থা করলে স্থানীয় বাজারের সঙ্গে অন্যান্য বাজারে কুটির শিল্প সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হবে। মনে রাখা দরকার, কুটির শিল্প শুধু কর্মসংস্থান করছে না আজ, বরং এ কুটির শিল্পকে কেন্দ্র করে নারী উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে। নারীর অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নও সৃষ্টি করছে এ কুটির শিল্প। আমরা যথাযথ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে গেলে তাহলেই এ কুটির শিল্প হতে পারে অর্থনীতির অন্যতম শক্তিশালী শিল্প খাত।

মো. আবিদ মঈন খান: সাংবাদিক

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১২ মে ২০২৩ ॥

প্রান্তিক শ্রমিকদের মজুরি সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

দুর্যোগ মোকাবিলায় জড়িত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি সঠিকভাবে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তদারকি বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে সংসদীয় কমিটি। একই সঙ্গে আসন্ন ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ও ঝড় মৌসুমের দুর্যোগ মোকাবিলায় পূর্ণ প্রস্তুতি এবং দুর্ঘটনা মোকাবিলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য সুপারিশ করে কমিটি। সংসদ ভবনে গতকাল অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৩৩তম বৈঠকে এসব সুপারিশ করা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি এ বি তাজুল ইসলাম। কমিটির সদস্য মো. আফতাব উদ্দিন সরকার, মীর মোস্তাক আহমেদ রবি এবং কানিজ সুলতানা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। সংসদের গণসংযোগ বিভাগ জানায়, বৈঠকে অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশনসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধিরও সুপারিশ করা হয়। বৈঠকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ অধিদফতরের ও পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতরের ...ধিসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সময়ের আলো
বুধবার। ১০ মে ২০২৩।

আদমদীঘিতে ছাড়পত্র ছাড়াই চলছে প্লাস্টিক কারখানা

এএফএম মমতাজুর রহমান আদমদীঘি (বগুড়া)

বগুড়ার আদমদীঘিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র ও নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে প্লাস্টিক ও পলিথিন রিসাইক্লিং (পুনর্ব্যবহারযোগ্য) কারখানা। উপজেলার সান্তাহার পৌর শহরের হবীর মোড় এলাকায় গড়ে ওঠা এই কারখানাটি শিশু শ্রমিকদের দিয়ে চালানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সরেজমিন দেখা যায়, বগুড়া-নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কে পৌর শহরের হবীর মোড় এলাকায় একটি পেট্রোল পাম্পের দক্ষিণ সড়ক ঘেঁষে কারখানাটির সাইনবোর্ড ঝুলছে। সেখানে লেখা ছিল 'জিএস প্লাস্টিক ফ্যাক্টরি'। ভেতরে ঢুকে দেখা যায়, শ্রমিকরা কাজে ব্যস্ত। রিসাইক্লিংয়ের জন্য রোদে শুকাতে দেওয়া পলিথিনগুলো বাছাই করছে কয়েকজন মিলে। সামান্য বাতাস বইলেই পলিথিনগুলো উড়ে যাচ্ছে পাশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফসলি জমি ও সড়কে। ফলে নষ্ট হচ্ছে আশপাশের পরিবেশ।

> অভিযোগ আছে কারখানাটির পরিবেশের ছাড়পত্র নেই। নেই কোনো উৎপাদনগত ছাড়পত্রও

এ ব্যাপারে পরিবেশবাদী সংগঠন সবুজ আন্দোলন ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক নেহাল আহমেদ প্রান্ত বলেন, 'সরকারি বিধিনিষেধ না মেনেই গড়ে ওঠা কারখানাটিতে প্লাস্টিক ও পলিথিন বাজারজাত হওয়ায় সেখানকার পরিবেশ হুমকির মুখে পড়বে। তাই জনস্বার্থে অবৈধ কারখানাটি বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।'

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সম্প্রতি সান্তাহার পৌর শহরের দক্ষিণপশ্চিম কলোনির সোলায়মান সরদারের চাতাল ভাড়া নিয়ে গোপীনাথ সরকার নামে এক ব্যবসায়ী তার স্ত্রী উজ্জলা রানী সরকারের নামে শুধু পৌরসভার ট্রেড লাইসেন্স ও ফায়ার সার্ভিসের একটি ছাড়পত্র নিয়ে অবৈধভাবে কারখানাটি চালু করেন। প্রথমদিকে কারখানাটিতে শিশু শ্রমিক ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে কয়েকজন কিশোর এই কাজে যুক্ত রয়েছে। এদিকে ফায়ার সার্ভিসের ছাড়পত্র থাকলেও কারখানায় রাখা হয়নি কোনো অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে আদমদীঘি ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইনচার্জ রুহুল আমীন বলেন, ওই প্রতিষ্ঠানকে ফায়ার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছিল। নিয়মনীতি লঙ্ঘন করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ছাড়া অভিযোগ আছে, প্লাস্টিক রিসাইক্লিং কারখানাটির পরিবেশের ছাড়পত্র নেই। নেই কোনো উৎপাদনগত ছাড়পত্রও। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন জানান, কারখানার মালিক সম্পদশালী হওয়ায় তার বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করতে সাহস পায় না। এ কারণে তিনি অবৈধভাবে কারখানাটির কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারছেন।

এ নিয়ে কথা হয় জিএস প্লাস্টিক ফ্যাক্টরির মালিক গোপীনাথ সরকারের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'কারখানা চালুর পর শিশু-কিশোররা কাজ করেছিল। কিন্তু কয়েক দিন পর কাজ থেকে তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। কারখানার সব ধরনের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা হয়েছে। দ্রুতই সেসব কাগজপত্র হাতে পাওয়া যাবে।' এ বিষয়ে অবগত করা হলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা টুকটুক তালুকদার বলেন, 'বিষয়টি আমাদের জানা নেই। কেউ অভিযোগও করেনি। তবে ছাড়পত্র ছাড়া কারখানাটি পরিচালনা করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

NEW AGE
MONDAY, MAY 15, 2023,

From solidarity to social justice

by Rakibul Alam

SOLIDARITY is not merely a concept, but a practice that necessitates trust, mutual support, and respect among workers. In an era of escalating inequality, economic instability, and political polarisation, the fight for workers' rights and social justice is more crucial than ever. The Covid pandemic has laid bare the precariousness of many workers' lives and highlighted the urgent need for better protection and support for those in low-wage and precarious jobs. The Black Lives Matter movement has also drawn attention to the intersection of race and class in the struggle for social justice and underscored the importance of addressing issues of structural inequality in the labour movement.

At the heart of the labour movement is the concept of solidarity. Solidarity refers to the idea that workers should stand together and support each other in their struggles for better working conditions, wages, and benefits. It is the recognition that workers' interests are aligned and that they are more powerful when collaborating.

Solidarity has played a crucial role in the history of the labour movement. Through collective action and solidarity, workers achieved many of the gains that we take for granted today, such as the eight-hour workday, minimum wage laws, and workplace safety regulations. These gains were not handed down from above, but were won through hard-fought struggles and sacrifices by workers and their allies.

However, solidarity is not just a historical artifact. It is still vital for workers today, who face new challenges and threats to their rights and dignity. In the current political climate, both regionally and globally, workers face increased attacks from employers, politicians, and various groups seeking to undermine their rights and protections. The Covid pandemic has only exacerbated these challenges, with many essential workers risking their lives and health on the frontlines of the crisis.

Solidarity is the antidote to these challenges. Workers can build power and resist attacks on their rights and dignity through solidarity. Solidarity means standing with workers in other industries, in other countries, and across racial and gender lines. It means recognising that workers' struggles in one sector are connected to the struggles of workers in others and that only through collective action can workers achieve lasting change.

At the same time, solidarity is not an easy or automatic practice. It requires a commitment to listening, learning, and supporting each other. It requires recognising the power dynamics within the labour movement and a willingness to challenge those dynamics when they perpetuate inequality and exclusion. It involves a recognition of the diversity of experiences and identities within the labour movement and a commitment to building inclusive, intersectional activities that address the needs and concerns of all workers from all walks of life.

In this sense, solidarity is not just a means to an end, but an end in itself. It is a vision of a world in which workers can stand together and support each other in their struggles for social justice

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

and dignity. It is a recognition of the power of collective action to effect change and a commitment to building movements grounded in mutual support and respect.

May Day, also known as International Workers' Day, has been celebrated globally for over a century to honour the struggles and sacrifices of the labour movement. However, the true essence of May Day lies in the collective action of workers standing in solidarity to demand their rights and improve their working conditions. In recent years, the celebration of May Day has lost its significance, reduced to mere symbolic gestures and cultural events. The labour movement has been weakened, and the power dynamic between workers and employers has shifted in favour of the latter. It is time to reclaim May Day and transform it from a day of celebration to a day of action.

The first step towards that vision might be acknowledging the systemic issues that have eroded the labour movement's power. The rise of neoliberalism and globalisation has created a race to the bottom regarding wages, job security, and working conditions. The gig economy and precarious work have become normalised and workers are left without collective bargaining power or protections.

We must move beyond symbolic gestures and embrace collective action to address these issues. This means supporting workers' unions and advocating for policy changes that protect and empower workers. It means standing in solidarity with marginalised communities, recognising that our struggles are interconnected. It means engaging in direct action, whether strikes, protests, or boycotts, to demand change from those in power. Therefore, a fundamental shift in our understanding of power and solidarity is mandatory. It means rejecting individualism and embracing collective action. It means recognising that true power lies in the hands of the people, not the elites. It is also about building a more just and equitable society for all. Solidarity must extend beyond the labour movement and encompass issues of race, gender, sexuality, and environmental justice. Workers' struggles are intertwined with marginalised communities' struggles, and we must work together to create a better future.

On another note, internationalism plays a crucial role in the labour movement, as workers' struggles for justice and dignity are often intertwined with global economic systems. In today's globalised world, multinational corporations have enormous power, and their actions have far-reaching consequences for workers worldwide. As such, labour movements must be internationalist in their outlook, building bridges with other workers' organisations worldwide and working towards a common goal of social justice and worker empowerment.

One way that internationalism has played a role in the labour movement is through the establishment of international labour organisations. For example, the International Labour Organisation was founded in 1919 as a part of the Treaty of Versailles that ended World War I. The ILO has since promoted social justice and improved working conditions worldwide, setting international labour standards and fostering cooperation among workers' organisations.

Another example of internationalism in the labour movement is the global fight for a living wage. A living wage is the idea that workers should be paid enough to cover their basic needs, such as food, shelter, and healthcare. This is not just a national issue; it is a global one. Workers worldwide are struggling to make ends meet, and the fight for a living wage must be international.

Moreover, internationalism can also take the form of solidarity actions. When workers in one country go on strike or face other forms of repression, workers in other countries can show solidarity by taking similar steps or otherwise supporting them. This type of international solidarity can be a powerful tool in the labour movement, as it shows that workers are not alone in their struggles and have the support of workers worldwide.

However, internationalism in the labour movement has its challenges. Cultural and linguistic differences, for example, can make building bridges between workers' organisations in different parts of the world difficult. Additionally, multinational corporations often exploit these differences to pit workers against one another, driving down wages and working conditions worldwide.

To overcome these challenges, the labour movement must work to build international solidarity and cooperation. This can be done through education, building relationships with other workers' organisations, and promoting awareness of workers' shared struggles and goals worldwide. By doing so, the labour movement can reclaim the spirit of internationalism that has long been a part of May Day celebrations and work towards a more just and equitable world for all workers, regardless of their country of origin.

Historically, labour movements have focused primarily on improving working conditions and wages for workers. However, it is crucial to recognise that labour rights are not independent of broader societal issues. Workers' struggles are intertwined with other forms of injustice, and progress cannot be made without addressing them. For example, women and people of colour have faced systemic discrimination in the workplace, making it difficult for them to access equal opportunities and fair treatment.

Therefore, to achieve true social justice, addressing the root causes of oppression and working towards a more equitable society for all is essential. This requires a broad-based movement that can mobilise diverse groups of people to fight for change. One way to address the issue is through the concept of 'intersectionality.' Kimberlé Crenshaw, a black feminist scholar, coined the term 'intersectionality' to describe the idea that various forms of oppression interact and produce distinct experiences of marginalisation. For example, a woman of colour may experience discrimination differently than a white woman or someone of colour who is not a woman. Understanding intersectionality is vital because it allows us to recognise how different forms of oppression are interconnected and to develop more effective strategies for addressing them.

It is essential to recognise that the fight for social justice is ongoing and that progress requires sustained efforts and collaboration. It is also necessary to reflect on the labour movement's achievements and renew our commitment to building a more just society. By working in solidarity and recognising the intersection of labour rights and social justice, we can create a future where all people are valued and their basic rights are respected.

In a nutshell, solidarity, as a concept, is a powerful tool for the labour movement. It is through the unity of workers that real change can be achieved. The labour movement must embrace the power of solidarity and continue to fight for workers' rights. However, this fight must not be limited to the workplace alone. The labour movement must also recognise the intersection between labour rights and social justice. This recognition will help create an inclusive and diverse movement, reflecting the needs of all workers, regardless of their gender, race, ethnicity or religion.

Rakibul Alam is a lecturer in English at Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman University, Kishoreganj.

The Financial Express Thursday | May 18, 2023

BIDS Research Almanac - 2023

Safety compliance in RMG firms increases labour productivity

FE REPORT

Safety compliance taken in the country's readymade garment (RMG) factories, as prescribed by Accord and Alliance, has increased labour productivity while workers' efficiency is higher in big compliant units, according to a latest BIDS study.

It, however, also revealed that impacts of compliance on profit and market access are not 'significant'.

"[Though] a positive effect of compliance on real variables (labour productivity and profit) and market access was expected, results suggest an significant impact only on labour productivity," Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) research fellow Tahreen Tahrima Chowdhury said while presenting the study findings.

Finds a BIDS study

She was speaking at the second session of the two-day BIDS Research Almanac 2023 started on Wednesday at a city hotel.

Firms, which addressed a higher number of remediation measures, performed better in terms of increased labour productivity, she said, explaining that workers of the compliant firms feel safer at their factories compared to the workers of the non-compliant firms.

The compliant RMG firms might enjoy benefits of productivity enhancement in the future if they maintain the standard level of compliance, she suggested.

Since the study was done soon after implementation of compliance standards, it is unlikely to gauge the impact of safety compliance on firm performances, Ms Chowdhury said, suggesting that a several rounds of survey over time might help understand definitive impact of compliance standards on firm performances and profitability.

The study was conducted in 2019 to explore whether Accord-Alliance compliant RMG firms perform better compared to non-compliant ones, whether compliant ones with higher number of remediation measures gain more, and what the perception of workers was about the safety compliance during the period of 2014-2018.

A total of 322 firms located in Dhaka, Gazipur, Narayanganj and Chattogram were surveyed while some 179 firms participated in the compliance initiatives of any of the three initiatives, namely Accord, Alliance and National Initiative.

The rest 143 units were not inspected by any of the three initiatives.

At the same session, findings of two other reports - 'Impacts of the Russia-Ukraine War price shocks on the Bangladesh economy: a general equilibrium analysis', and 'Sustainable Financing Strategies for the SMEs: Two Alternative Models' - were shared.

Deen Islam, associate professor of the Department of Economics at Dhaka University, and Javed Hossain, assistant professor of the Department of Economics at North South University, were the discussants of the session, moderated by Sajjad Zohir, executive director of Economic Research Group.

Munni_fe@yahoo.com

বণিক বার্তা বুধবার, মে ১৭, ২০২৩

কর্মশালায় শ্রম প্রতিমন্ত্রী এসডিজির লক্ষ্য পূরণে শিশুশ্রম নিরসনে সফল হবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সব খাতের শিশুশ্রম নিরসনে সরকার অবশ্যই সফল হবে। এজন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

তিনি গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে ইউনিসেফের সহযোগিতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত শিশুশ্রম নিরসনে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী শিশুশ্রম নিরসনে সফল হতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর, ইউনিসেফসহ আন্তর্জাতিক অন্যান্য সংস্থাকে আরো আন্তরিকতা নিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রতিমন্ত্রী চলমান ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন, সব খাতের শিশুশ্রম নিরসনে আগামীতে এ প্রকল্পের আওতা বাড়ানো হবে। ২০৩০ সালের আগেই সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিশুশ্রমমুক্ত বাংলাদেশ গঠন করা হবে। আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আগামী প্রজন্মের জন্য শিশুশ্রমমুক্ত স্মার্ট বাংলাদেশ দিয়ে যেতে চাই।' কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহছানে এলাহী। অতিরিক্ত সচিব মো. তৌফিকুল আরিফ, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খালেদ মামুন চৌধুরী, ইউনিসেফ বাংলাদেশের প্রতিনিধি এমা ব্রিগহামও বক্তব্য রাখেন। শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় এ কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউনিসেফ বাংলাদেশের উপ[illegible] নাটালি ন্যাককলি।

সমকাল বুধবার। ১৭ মে ২০২৩।

আইনমন্ত্রী বললেন শ্রম আইন সংশোধনে কাজ হচ্ছে

■ সমকাল প্রতিবেদক

শ্রম আইন সংশোধনে দ্রুতগতিতে কাজ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। তিনি বলেছেন, আইন সংশোধন একটি জটিল প্রক্রিয়া। ত্রিপক্ষীয় আলোচনার কারণে শ্রম আইন সংশোধনে একটি বেশি সময় লাগতে পারে।

মঙ্গলবার রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে শ্রম আইন সংশোধনবিষয়ক টেকনিক্যাল নোট ও গ্লোবাল গুড প্রাকটিস নিয়ে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

আইনমন্ত্রী বলেন, 'এরই মধ্যে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা সংশোধন করা হয়েছে এবং ইপিজেড শ্রম বিধিমালা জারি করা হয়েছে। শ্রম বিধিমালা সংশোধনের প্রথম রাউন্ডে বিশেষজ্ঞ কমিটির বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। আগামীতেও তাদের পর্যবেক্ষণ বিবেচনায় নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'দেশে শ্রমিকের কাজের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রমমান এবং মৌলিক নীতি ও অধিকার অনুযায়ী শ্রম খাতকে উন্নত করার জন্য সরকার চেষ্টা করছে।'

অনুষ্ঠানে শ্রম প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান, শ্রম সচিব এহছানে এলাহী, আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর তোমো পুটিআইনেন, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি আরদাশির কবির, এনসিসিডব্লিউইর সভাপতি আনোয়ার হোসেন প্রমুখ বক্তব্য দেন।

The Financial Express Wednesday | May 17, 2023

Non-RMG export continues to decline

There are ways to get over the problems that non-RMG sectors are facing. Proper recognition at the policy level of the need to pay immediate attention to these sectors can go a long way to turn them around, opines

Syed Mansur Hashim

ALTHOUGH all the attention is grabbed by ready-made garments (RMG) export, there is still a 15 per cent segment of export that constitutes items/products from other sectors. These include leather and leather-goods, jute and jute goods, agro-products, chemicals pharmaceuticals, engineering goods, frozen and live fish. Now, they may constitute only 15 per cent of the export basket, but still involve millions of people who earn their living from these areas of economic activity. There is no way to ignore those since together they fetch billions of dollars every year.

If one looks at jute and products made from it, the sector has posted a 20.25 per cent negative growth rate over the July 2022 -April 2023 period. Yes, there is a move away from natural fibres to man-made fibres, but is that the only reason? How is it that neighbouring India has invested heavily in jute and made serious efforts at diversifying the jute-based product portfolio. Over two decades ago, India was exporting all manner of jute products as home textile, jute-based geo-textiles for securing embankments to Europe. The semi-automatic nature of equipment to produce a lot of these products was introduced by local engineering companies to cater to a fledging domestic industry to make varied products destined for foreign shores. That country's small entrepreneurs were getting policy support from the State to make a wide range of products and this support came in the form of diversification of product portfolio and actively seeking out new export markets.

Simply blaming external factors, like the war in Europe, doesn't quite explain why for over a decade a central effluent plant (CETP) could not be set up at the tannery estate in Savar, the lack of which means Bangladeshi leather and leather products do not get the mandatory seal of approval from foreign countries that these were produced using environmentally-compliant processes. Whose fault is that? How many leather companies can afford to make investment in individual ETPs, and a more important question is, why should they be asked to do so in the first place? Especially when their plants are in a specialised estate?

The country has taken giant steps to make it possible to produce enough food to feed a population of 170 million or so citizens. Today, most people do not suffer from protein-deficiency (barring the ultra-poor). A negative growth of nearly 29 per cent over the stated period should set the alarm bell ringing all over the corridors of power. Instead of providing policy support, the price of diesel has been spiked 50 per cent and that is directly correlated with the cost of production. When farmers are unable to meet their cost of production and are forced to sell at prices lower than the cost of products, naturally agriculture will suffer. Why are steps not being taken to introduce solar-based power pumps in the country? Cutting back on grandiose infrastructure at the time of recession and diverting some of these funds to provide as matching share (from the government side) to secure foreign financial assistance to introduce these pumps would be a step in the right direction.

There are ways to get over the problems that non-RMG sectors are facing. Proper recognition at the policy level of the need to pay immediate attention to these sectors can go a long way to turn them around. At a time when the national exchequer is haemorrhaging due to dollar crunch, every avenue needs to be explored to increase exports - from every sector.

mansur.thefinancialexpress@gmail.com

The Financial Express Wenesday | May 17, 2023

BGMEA, commerce ministry sign MoU to train local fashion designers

The Ministry of Commerce of the government of Bangladesh and the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) have signed a memorandum of understanding (MoU) to create a pool of skilled fashion professionals and designers who will work on developing high-value fashionable garments using homegrown fabrics and materials, reports UNB.

The training initiative is a part of the High End Fashion Project (Linking Bangladesh's Heritage Material to the International Export Market) under EIF Export Diversification and Competitiveness Development Project (TIER 2).

As per the understanding, Bangladeshi textile professionals including designers, pattern markers, merchandisers, weavers of indigenous textile materials and fashion and textile students will be provided with training in the development and designing of high-end fashionable garments blending local culture and heritage.

The training will be conducted under the Centre of Innovation, Efficiency and Occupational Safety and Health (CIEOSH) of BGMEA where a total of 160 professionals will receive training on Bangladesh's opportunity in global high end fashion space, collection development, sustainability issues, etc.

The training sessions will be conducted by renowned fashion designer Anadil Johnson, founder of Chicago based fashion brand Neval.

Neela Hosna Ara, director, BGMEA, and Mohammad Ileas Mia, deputy secretary, and project director, Export Diversification and Diversification Project (Tier- 2), WTO wing, Ministry of Commerce, Bangladesh signed the MoU on behalf of the respective sides.

David Austin, regional portfolio manager, United Nations Office for Project Services, and Raphaelle Nicole Danielle Quintard, portfolio management officer, EIF Executive Secretariat WTO, were also present at MoU signing ceremony held at BGMEA Complex in Uttara, Dhaka on Tuesday.

The WTO Cell of the commerce ministry has been implementing the project with a view to transforming Bangladeshi heritage into high-end fashion products and create a market for them internationally.

The project also aims to explore the opportunity of exporting garments linking rich culture and heritage of Bangladesh with fashion.

It will also create an opportunity to present Bangladesh's own culture and textile heritage internationally through fashionable garments made from traditional textiles and fabrics like Jamdani, Khadi, Silk and Monipuri.

বণিকবার্তা শুক্রবার, মে ১৯, ২০২৩

ঢাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৫১ শতাংশ 'নতুন দরিদ্র'

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা বাড়াতে হবে

করোনা মহামারীকালে দেশের শহুরে এলাকাগুলোয় নতুন দরিদ্রের আবির্ভাব ঘটেছে। রাজধানী ঢাকার দরিদ্রদের মধ্যে ৫১ শতাংশ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে করোনার মহামারীর ধাক্কায়। চাকরি ও ব্যবসা হারিয়ে এ পরিণতি বরণ করে তারা। পরে করোনার প্রকোপ কমে গেলেও তারা আর দারিদ্র্যসীমা থেকে বের হতে পারেনি। করোনার আগে তারা দারিদ্র্যসীমার ওপরে থাকলেও মহামারীর সময়ে নিচে নেমে আসে। সেই সঙ্গে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ৩০ লাখ মানুষকে নতুন করে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষণায় উঠে এসেছে, গত বছর ঢাকা শহরের মোট দারিদ্র্যের প্রায় ৫১ শতাংশই ছিল নতুন দরিদ্র। যারা মূলত নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে নিচে নেমে এসেছে। তবে গবেষণা প্রতিবেদন এটাও বলছে যে সামগ্রিক দারিদ্র্য কমেছে। এ দারিদ্র্য কমার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে আত্মকর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিআইডিএস দুইদিনব্যাপী বার্ষিক গবেষণা সম্মেলনের (বিআইডিএস রিসার্চ অ্যালমানাক-২০২৩) প্রথম দিনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। কিন্তু শহরে নতুন দরিদ্র শ্রেণীর বৃদ্ধি পাওয়া বেশ উদ্বিগ্নের বিষয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপে ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ যে দারিদ্র্য হারের কথা বলা হয়েছে, তার প্রায় অর্ধেক বা ৯ শতাংশের মতো নতুন দরিদ্র হয়েছে। এর আগে তারা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিল। সরকারি হিসাবে বাংলাদেশের জনসংখ্যা এখন প্রায় ১৭ কোটি। তার ৯ শতাংশ, অর্থাৎ দেড় কোটির বেশি মানুষ মহামারীর ধাক্কায় অধঃপতিত হয়েছে। নভেল করোনাভাইরাস মহামারী না হলে দেশের দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের আশপাশে নেমে আসতে পারত। এছাড়া বিআইডিএসের সমীক্ষায় দেখা গেছে, চরম দরিদ্র পরিবারের ২৩ দশমিক ৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী জানিয়েছে, মহামারী চলার সময় তাদের সন্তানদের শিক্ষা বন্ধ করতে হয়েছে, করোনাকালীন অনেক শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে। নিম্ন আয়ের পরিবারের মধ্যে এ প্রবণতা বেশি দেখা গেছে। স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের ফিরিয়ে আনতে বিশেষ কর্মসূচি নেয়া এখন প্রয়োজন। শহরাঞ্চলে সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা অল্প বিধায় এ জায়গায় বেশি নজর দিতে হবে।

ঢাকায় আত্মকর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে সার্বিক দারিদ্র্য হ্রাসের ব্যাপারে *বণিক বার্তায়* প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, 'আরবান পভার্টি ডায়নামিক ডিউরিং দ্য টাইম অব করোনা : এভিডেন্স ফ্রম আ প্যানেল স্টাডি অন দ্য ঢাকা সিটি' শীর্ষক গবেষণা বলছে, ঢাকা শহরে ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২২ সালে দারিদ্র্য কমার অন্যতম কারণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি। করোনার শুরুর দিকে দারিদ্র্যের হার দ্বিগুণ ছিল। তবে ২০২২ সালের শুরুতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এতে ঢাকা শহরে কমে দারিদ্র্যের হার। ২০১৯ ও ২০২২ সালের মধ্যে সামগ্রিক দারিদ্র্যের হার ৪ দশমিক ৩ শতাংশ কমেছে। একই সময়ে চরম দরিদ্র পরিবারের অনুপাত কমেছে ৩ দশমিক ২ শতাংশীয় পয়েন্ট। বিআইডিএস ২ হাজার ৪৬টি খানার ওপর জরিপ করে গবেষণাটি করেছে। তাতে দেখা যায়, করোনার আগে ২০১৯ সালে দরিদ্র মানুষের মধ্যে আত্মকর্মসংস্থানের হার ছিল ৩৩ দশমিক ৬০ শতাংশ। করোনার পর ২০২২ সালে তা বেড়ে ৩৮ দশমিক ৫৬ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে অতিদরিদ্র মানুষের মধ্যে করোনার আগে আত্মকর্মসংস্থানের হার ছিল ১৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ। করোনার পর বেড়ে ৩৩ দশমিক ২১ শতাংশে দাঁড়ায়।

বিআইডিএসের গবেষণা জানায়, রাজধানী ঢাকার মোট জনগোষ্ঠী ৬২ দশমিক ১২ শতাংশ মানুষ কখনই দারিদ্র্যসীমার নিচে যায়নি। এছাড়া প্রায় ১৫ দশমিক ৬৮ শতাংশের মতো মানুষের অবস্থার উন্নতি হয়েছে যারা দারিদ্র্যসীমা থেকে বের হয়ে এসেছে নিজেদের আয় বাড়ানোর মাধ্যমে, ১০ দশমিক ৯০ শতাংশের মতো মানুষের অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে এবং নতুন করে দারিদ্র্যসীমার মধ্যে নেমে এসেছে ১১ দশমিক ৩৪ শতাংশ—এরাই আগে দারিদ্র্যসীমার ওপরে ছিল। এদের নতুন দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এ গবেষণা জরিপে। অর্থাৎ নিম্নমধ্যবিত্তদের ওপর আমাদের নজর রাখা দরকার, এখানে দুর্বল জনগোষ্ঠী রয়েছে যারা যেকোনো সময়ে দরিদ্র হয়ে যেতে পারে।

মূলত বাংলাদেশে অর্থনীতির আকার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক দারিদ্র্যের হার কমে এলেও দুঃখের বিষয় হলো, দারিদ্র্য কমার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বেশ ফারাক রয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে যে হারে দারিদ্র্য কমছে, সেই হারে শহরে কমছে না যা বড় চিন্তার বিষয়। অন্যদিকে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে শহরাঞ্চল উপেক্ষিত থাকছে। শহরে বসবাসকারী দরিদ্রদের মাত্র ১৭ দশমিক ৮৪ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সরকারি সহায়তা পায়, তাদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। করোনা মহামারীর পর শহরের যে নতুন দরিদ্র শ্রেণী তৈরি হয়েছে সেটা মাথায় রেখে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও কর্মসংস্থান পরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন। কারণ বিআইডিএসের গবেষণা দেখাচ্ছে, যাদের কর্মসংস্থান বেড়েছে তাদের বেশির ভাগই আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করেছে। এখানে সাধারণ মানুষ নিজেদের সঞ্চয়ের অর্থ ভাঙার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে। তবে মহামারীর পর সবার সেই অর্থনৈতিক অবস্থা নেই, তাই কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দিকেও সরকারকে বিনিয়োগ ও কাজ বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন নীতির সম্প্রসারণ প্রয়োজন। শহরের দারিদ্র্য কমাতে হলে অবিলম্বে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল উদ্দিষ্ট হচ্ছে টেকসইভাবে দারিদ্র্য বিমোচন করে একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলা। দারিদ্র্যের হার সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা না গেলে যেকোনো উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যর্থতা হিসেবে ধরা দেবে। আরেক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল নাগাদ প্রতি বছর বৈশ্বিক দারিদ্র্যের মাত্রা কমেছে অর্ধেকেরও কম শতাংশ হারে। এ অবস্থায় এমনকি কভিড-১৯ পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলেও ২০৩০ সাল পর্যন্ত ৫৩৭ মিলিয়ন মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার মধ্যেই অবস্থান করত, যা জাতিসংঘের দেয়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, বিশেষ করে এসডিজি-১ শর্ত পূরণের ব্যর্থতা এনে দিত। নিম্ন আয়ের দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচের দিকে বসবাসকারীদের ৭৯ শতাংশই কখনো কোনো সামাজিক সহায়তা পায় না। যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সাহায্যগুলো তাদের কাছেই পৌঁছে দিতে হবে। তাই শহরের নতুন শ্রেণীর দরিদ্রের জন্য সরকার ও তার অংশীজনদের অবশ্যই দারিদ্র্য বিমোচন নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার। সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের উপযুক্ত কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে শহরের নতুন দরিদ্রদের দারিদ্র্যসীমার আওতা থেকে বের করা যেতে পারে। সরকারকে সে পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, মে ১৯, ২০২৩

বিআইডিএসের গবেষণা

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে চাকরি হারাবেন ২৫ লাখ পোশাক কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদক

তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাত, ফার্নিচার, এগ্রো-ফুড, চামড়া শিল্প, ফুটওয়্যার ও পর্যটন—চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে কর্মচ্যুতি বাড়বে দেশের এ ছয় শিল্প খাতে। শুধু তৈরি পোশাক খাতেই চাকরি হারাবেন ২৫ লাখ শ্রমিক, যার ৫০ শতাংশই অল্প শিক্ষিত নারী কর্মী। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। 'লেবার মার্কেট অ্যান্ড স্কিল গ্যাপ অ্যানালাইসিস ফর রেডি মেড গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এ গবেষণায় দেখা গেছে, পোশাক শিল্প খাতে রফতানি না বাড়ার প্রধান প্রতিবন্ধকতা 'লো-স্কিল ওয়ার্কার'। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে এ খাতে অটোমেশন বাড়বে এবং নতুন নতুন দক্ষতার প্রয়োজন হবে। এতে অল্প দক্ষ শ্রমিকদের চাকরি হুমকির মুখে পড়বে।

রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত দুদিনব্যাপী 'বিআইডিএস রিসার্চ অ্যালমানাক ২০২৩' শীর্ষক সম্মেলনের সমাপনী দিন গতকাল গবেষণাপত্রটি উপস্থাপন করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশের রফতানি আয়ের ৮১ দশমিক ১৬ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৮টি দেশ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, স্পেন হলো সবচেয়ে বড় বাজার। তবু তৈরি পোশাক শিল্প ও টেক্সটাইল খাতে সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন হবে যে পেশাগুলো সেগুলো হলো সিউইং মেশিন অপারেটর, ফ্লোর সুপারভাইজার, প্যাটার্ন মেকার, প্রোডাকশন প্ল্যানার, মার্চেন্ডাইজার, পোর্টফোলিও ডেভেলপার, ফ্যাশন ডিজাইনার।

গবেষণায় বলা হয়েছে, কিছু পেশা হুমকির মুখে পড়লেও প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতার কদর বাড়বে। নতুন করে বেশকিছু পদ তৈরি হবে। কম্পিউটার এইডেড প্রসেস প্ল্যানিং প্রফেশনাল, কম্পিউটার এইডেড কোয়ালিটি কন্ট্রোল, অটোমেটেড ইন্সপেকশন, আর্টিফিশিয়াল নেটওয়ার্ক এক্সপার্ট, রোবট অপারেটর ইত্যাদি পদে দক্ষ কর্মীর চাহিদা থাকবে সবচেয়ে বেশি। আরেকটি বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে গবেষকরা বলছেন, এ খাতে অদক্ষ শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন হোক সেটি উদ্যোক্তারা চান, কিন্তু তাদের জন্য প্রশিক্ষণে অর্থ ব্যয় করতে আগ্রহী নন তারা।

একাধিক উৎপাদন খাত ও শ্রমবাজার নিয়ে 'স্কিল গ্যাপ ইন দ্য অ্যাগ্রো ফুড প্রসেসিং সেক্টর ইন বাংলাদেশ' আরেকটি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এ গবেষণায় দেখা গেছে, প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য খাতে কর্মীদের দুই ধরনের দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের অভাব, খাদ্যনিরাপত্তা, স্যানিটেশন ও খাদ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব। সেই সঙ্গে যারা এ খাতে কাজ করছেন তাদের বিশেষায়িত ডিগ্রি না থাকায় যথোপযুক্ত দক্ষতার অভাব রয়েছে। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যসূত্রে গবেষণায় বলা হয়, তৈরি পোশাক শিল্পের পর প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদন খাত। উৎপাদন শিল্পের মোট ১২ দশমিক ২৬ শতাংশই আসে এ খাত থেকে। প্রায় ৩ লাখ ১২ হাজার পেশাজীবী এখানে যুক্ত। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতে বাংলাদেশ ১ হাজার ২৮ দশমিক ১৪ মিলিয়ন ডলার রফতানি করে। যদি দক্ষতা বাড়ানো যায় তাহলে এ খাতেও রয়েছে অপার সম্ভাবনা। গবেষকরা বলছেন, মেশিন অপারেটর, ফুড টেকনোলজিস্ট, মিক্সারম্যান, কেমিস্ট, কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার, প্যাকেজিং সুপারভাইজার, ফুড প্রসেসিংয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার বা ডিপ্লোমাধারীর অভাব রয়েছে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত খাতে।

> তৈরি পোশাক শিল্পের পর প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদন খাত। উৎপাদন শিল্পের মোট ১২ দশমিক ২৬ শতাংশই আসে এ খাত থেকে। প্রায় ৩ লাখ ১২ হাজার পেশাজীবী এখানে যুক্ত। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতে বাংলাদেশ ১ হাজার ২৮ দশমিক ১৪ মিলিয়ন ডলার রফতানি করে

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার। মডারেটর ছিলেন বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন। এছাড়া প্যানেলিস্ট ছিলেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর, সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান, বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক ড. মনজুর হোসাইন, প্রফেশনাল ফেলো ড. আব্দুস সাত্তার মন্ডল প্রমুখ।

ড. শামসুল আলম বলেন, 'ভোগভিত্তিক দারিদ্র্যের পরিমাপ কিছুটা বাড়লেও এখন নিম্ন পর্যায়ে আছে। আমি মনে করি, রাষ্ট্র থেকে নানা সুবিধা দেয়ায় তাদের ভোগে অতটা চাপ পড়েনি।'

বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন বলেন, 'আমার চারটি বার্তা।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে চাকরি

শেষ পৃষ্ঠার পর

এর মধ্যে দুটো ইতিবাচক ও দুটো নেতিবাচক। ইতিবাচক হচ্ছে বাংলাদেশের চরম দারিদ্র্য দ্রুত কমে যাচ্ছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাংলাদেশের রেজিলিয়েন্স ক্যাপাসিটি অসাধারণ। সেটা কভিডের সময় আমরা দেখেছি। এছাড়া নেতিবাচক দুটো দিক হচ্ছে ড. জুলফিকার তার কাজে ৬৪ জেলার ৬২ হাজার শিক্ষার্থীর ওপর জরিপ করে দেখিয়েছেন যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ৫০ শতাংশ কমপ্লেক্স বাক্য পড়তে পারে না। আমাদের শিক্ষার এ সংকট দূর করতে হবে। এছাড়া আরবান ইনইকুয়ালিটি বাড়ছে। বৈষম্য কিন্তু সবসময় বাড়বে এটা অবধারিত না। আরবান ইনইকুয়ালিটি ৫০ থেকে ৫৪ শতাংশে গেছে।'

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'আমাদের এডুকেশনাল ডেফিসিয়েন্সিটা সবেচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। এটা অনেকভাবেই হচ্ছে। বাংলাদেশের লংটার্ম প্রসপেক্ট ও ডেভেলপমেন্ট সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করতে যাচ্ছে শিক্ষা খাতকে। আমাদের জনবহুল দেশে এখানে সবচেয়ে বড় সম্পদ জনগণ।' অমর্ত্য সেনের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, 'টাকা দিয়ে শিক্ষা আর স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা সম্ভব না। এটার জন্য জনমুখী আন্দোলনের দরকার।' তিনি উদাহরণ হিসেবে কেরালা ও কিউবার কথা বলেন।

জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'সরকারিভাবে কেন এত উচ্চমূল্যে জমি কিনছি আমরা? এখানে দালালি ও অন্যান্য তৎপরতা চালিয়ে জমির দাম বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। সরকারিভাবে পদক্ষেপ নিয়ে এসব নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।' তিনি বলেন, 'রিজার্ভ কমছে, বিনিময়হার নিয়ে এখানো অনিশ্চয়তা কাজ করছে। বিনিময়হার ধরে রাখা সম্ভব হবে না যদি রিজার্ভ এভাবে কমে। এক বছর হয়ে গেল রিজার্ভ এখনো কমছে। এটা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে।'

The Financial Express Friday, May 19, 2023

Ensure gender equality to achieve SDGs

Speakers tell webinar

Speakers at a webinar on Thursday said that ensuring equality is a must to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030 since Bangladesh is striving hard to achieve the goals, reports BSS.

They said accountancy like all professions, businesses and industries needs to embrace, utilise and engage women with all of their talents and capabilities.

The speakers came up with the view at a webinar on 'Gender issues in the public accountancy profession: a global perspective' organised by the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB).

Dr Nahid Rashid, secretary to the government and former commercial counsellor to Bangladesh Mission in India, was persent as the chief guest.

Abdur Rahman Khan, president, the Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB), attended the event as special guest.

The speakers said women are engaged in the practice of public accounting, which involves providing statutory audit, internal audit, taxation, forensic audit and consultancy services to the general public and are also working in the governmental sector either at local or national level.

Dr Javed Siddiqui, professor of accounting, Alliance Manchester Business School, The University of Manchester, UK presented the keynote paper.

Barrister Nihad Kabir, former president, Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI), participated as a panel discussant while Parveen Mahmud, former president of ICAB and chairperson, general body, RDRS, Bangladesh conducted the session as the session chairman.

ICAB CEO Shubhashish Bose gave introductory speech while its Vice President MBM Lutful Hadee delivered the closing remarks.

ICAB President Md Moniruzzaman said that women are an integral part of the population whose service to the GDP is pertinent. Now-a-days many women accountants are privately employed by small and large business entities and not-for-profit organizations, he added.

He mentioned that they work in areas of product costing and pricing, budgeting, and the examination of investment alternatives or they serve as internal auditors, who look at controls and procedures in use by their employer. They also serve as in-house tax accountants, financial managers, or numerous other occupations.

The Financial Express Friday | May 19, 2023

RMG among sectors facing higher prevalence of skills gap

FE REPORT

Major industrial sectors, including the largest export-oriented apparel industry, still face a higher prevalence of skills gap among employees, harming their overall business productivity, according to research findings.

The findings were unveiled at a technical session on 'Skills and labour market outcomes' on the concluding day of two-day BIDS Research Almanac 2023 at a city hotel on Thursday. A total of four studies were presented at the session.

A study, titled 'Labour market and skills gap analysis for readymade garment industry in Bangladesh', conducted by Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), finds that the knit industry continues to face skills gap in their employees as nearly 68.79 per cent of firms admitted that they suffered from skills gap in the flatlock machine operator category.

About 47.83 per cent of firms in the woven industry said they have such a gap in the manger category.

Helpers, most of the sewing machine operators, quality inspectors, and some of the finishing operators in the knit industry reported a higher skills gap, says the study conducted between 2021 and 2022.

On the other hand, management employees, quality controllers and some of the finishing operators in the woven industry have more shares among the prevailing total share of skills gap in employees, it shows.

Rizwana Islam, one of the researchers who presented the study, said about 6.5 per cent of the woven industry and nearly 2.99 per cent of the knit industry reported that they think employing foreign skilled workers could be a way out for them to mitigate the level of existing skills gap.

A total of 476 workers were interviewed from 119 enterprises in the study where employers determined the skills gap of their employees based on their proficiency level.

In terms of knit industry, the skills gap faced by enterprises is as follows: flatlock machine operator (68.79 per cent), other SMOs including helpers in the sewing machine operator category (68.04 per cent firms), printing machine operator (66.67 per cent firms), quality inspector (65.54 per cent firms) and lockstitch machine operator (62.26 per cent firms).

In the categories of woven industry, the skills gap faced by enterprises is as follows: managers (47.83 per cent firms), management employees (46.55 per cent firms), sticker man (46.15 per cent firms), and marker man (45.59 per cent).

Another study paper - 'Skill mismatch and labour productivity: evidence from two emerging sectors of Bangladesh' - was presented by Kazi Iqbal, senior research fellow and one of the key researchers.

The study was conducted among 123 light engineering firms and 100 electronics firms.

About three-fourths of the workers in light engineering and electronics sectors found a mismatch with their education and field of work, it reveals.

Over 60 per cent of workers in the field lack adequate education and knowledge about the industry, the study said.

The incidence of under-education is the highest among the floor workers, it said, adding that under-education affects output per worker more severely.

sajibur@gmail.com

NEWAGE

FRIDAY, MAY 19, 2023,

Special safety programmes needed for urban poor

AN ABNORMAL increase in the number of the new poor in two years because of the Covid outbreak and its consequent economic slowdown suggests the fallacies that development and economic policies suffer from. A Bangladesh Institute of Development Studies report shows that a large number of people from the lower middle class slipped below the poverty threshold in two years and most of them still struggle to recover in the absence of any substantial support. The report, made public on May 17, also says that 51 per cent of the urban poor are new poor and that the poverty situation did not deteriorate as self-employment played a major role in poverty reduction after the Covid outbreak. The findings bring a few issues for policy makers to consider. It shows that the government support programmes, criticised for being pro-rich, were, in fact, pro-rich and little helped the poor or lower middle-class. While large industries benefited from the support programmes that the government extended in 2020–22, the poor and small enterprises could not reap the intended benefits. A sharp rise in the new poor also shows the economic precarity and vulnerability of a large section of people.

The poverty rate, keeping to various estimates, jumped from 20 per cent to almost 40 per cent in the first few months of the Covid outbreak. When the rate is said to have dropped, a large number of people slid below the poverty threshold. Their vulnerability has, meanwhile, worsened because of unprecedented inflation and an absence of support programmes for the urban poor, who were poorly covered by the social safety net programmes. Even in years before the Covid outbreak, social safety net programme benefits reached a very few urban poor. Only 17.84 per cent of the urban poor received support from social safety schemes, as a 2019 World Bank report said. The report also showed that the rate of rural poverty fell by 8.5 percentage points in 2010–2016 while the rate of urban poverty fell by 2 percentage points. Extreme poverty is also reported to have edged up in urban areas. The urban poor also largely do not get state support in accessing basic amenities such as water, sanitation, education and health care. The government seeks to say that providing services for the urban poor is more challenging because of the population density in slums, where the urban poor usually live. The challenge is there not because of any fault of the urban poor but of the absence of a proper mechanism.

The government must, therefore, take special safety measures targeting the urban poor and provide them with basic services. The government must also ensure that the social safety net programmes cover them equally.

DHAKA FRIDAY MAY 19, 2023
JAISHTHA 5, 1430 BS
The Daily Star

4IR CHALLENGES

80pc RMG workers feel need for training: BIDS survey

STAR BUSINESS REPORT

Over 80 per cent of manpower of garment factories in Bangladesh think they need more training to face challenges of the 4th industrial revolution, according to a survey of the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

The BIDS conducted the survey among 119 firms, including 72 of knit and 47 of woven industries, in four locations in Dhaka and Chattogram division.

Delivering a presentation at BIDS Research Almanac 2023 at a hotel in the capital yesterday, Rizwana Islam, research associate of the BIDS, said the existing manpower believe more training would remedy the skills gap.

Of those believing in the necessity, 82 per cent are male and 84 per cent are female in the woven industry while 84 per cent are male and 88 per cent female in the knit industry.

Islam said they conducted their survey focusing the skills gap, mismatch and shortage.

Although the garment sector has the minimum shortage of manpower among other sectors, it still lacked skilled manpower notably in managerial posts, she said.

The notable deficits are in management, quality control and some of finishing operator posts, she added.

Besides, the survey found that there was a mismatch in the educational levels sought and that available in almost all categories of jobs.

"Only for quality inspectors in both the industries and printing and embroidery machine operators in the knit industry, survey firms show a matching of desired and actual qualifications of the employees," she added.

Skills enhancement programmes are needed focusing more on occupations where the gap is higher, said Rizwana Islam.

"Enterprises should have close linkages with training providers so that trainees could get internships in factories and in turn the enterprises will get good quality workers," she said.

The government should introduce training on computer programming, technical engineering, and design work so that the industry can work on product diversification and move to upper value chains of garment products, she said.

সমকাল ▪ রোববার । ২১ মে ২০২৩ ।

শ্রম পরিস্থিতির মানদণ্ডে বাণিজ্যিক সম্পর্ক

ঢাকা-ওয়াশিংটন বৈঠক আজ

মার্কিন কর্মকর্তার নেতৃত্বে সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল ঢাকায়

▪ কূটনৈতিক প্রতিবেদক

বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে অনেক দিন ধরেই সরব যুক্তরাষ্ট্র। দেশের শ্রম সংগঠনের স্বাধীনতা এবং দরকষাকষির অধিকার, জোরপূর্বক শ্রম, শিশুশ্রম, কর্মস্থলের নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বেগ রয়েছে ওয়াশিংটনের। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের শ্রম আইন ও নীতি। আগামী দিনের ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর করবে শ্রম আইন ও নীতির ওপর। এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে গতকাল শনিবার দুপুরে বাংলাদেশ সফরে এসেছেন ইউনাইটেড স্টেট ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ (ইউএসটিআর)-এর দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ব্রেনডেন লিঞ্চ। তাঁর এ সফরের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ দূর করতে চায় বাংলাদেশ।

আজ সকাল থেকে শ্রম, বাণিজ্য, কৃষি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ব্রেনডেন লিঞ্চের বৈঠকের কথা রয়েছে। এ ছাড়া আগামীকাল সোমবার সকালে শ্রমিক সংগঠন ও ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গেও বৈঠকের কথা রয়েছে তাঁর। মার্কিন সরকারের এ কর্মকর্তার সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের ছয়-সাতজনের একটি প্রতিনিধি দলও

শ্রম পরিস্থিতির মানদণ্ডে বাণিজ্যিক

রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের অন্যতম বড় বাণিজ্যিক অংশীদার যুক্তরাষ্ট্র। শ্রম পরিবেশ ও মান আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে আসার জন্য ওয়াশিংটন এক যুগের ওপর তাগাদা দিয়ে আসছে। এরপর তাজরীন ও রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বিশেষ বাণিজ্য সুবিধা জিএসপি স্থগিত করে দেশটি। এরপর তৈরি পোশাক খাতে ভবন ও অগ্নিনিরাপত্তায় অগ্রগতি হলেও সংগঠনের স্বাধীনতাসহ পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য, শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, কর্মক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য শর্তাবলি, শ্রমিকের কর্মঘণ্টাসহ সার্বিক বিষয় নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে দেশটির। এ বিষয়গুলোসহ শ্রম নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সার্বিক উদ্বেগ দূর করতে চায় বাংলাদেশ।

নাম না প্রকাশের শর্তে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, বাংলাদেশের শ্রম বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ অনেক দিনের। এ নিয়ে একটি সমাধানে আসতে চায় ঢাকা। সম্প্রতি দুই দেশের অংশীদারিত্ব সংলাপে শ্রম খাতের অগ্রগতিগুলো তুলে ধরা হয়। সেই সঙ্গে তাদের আরও বিস্তারিত জানাতে বাংলাদেশ সফরে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ব্রেনডেন লিঞ্চের সঙ্গে মূল বৈঠকটি হবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষের সঙ্গে। বৈঠকে আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশে শ্রম আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন চাইবে যুক্তরাষ্ট্র।

কূটনৈতিক সূত্রগুলো জানায়, দুই দেশের আগামীর দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য নির্ভর করবে বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতির ওপর। হঠাৎ করে কঠোর কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে উদ্বেগের বিষয়গুলো শুধরে নিতে বাংলাদেশকে সময় দিতে চায় দেশটি। যেমনটি করেছিল জিএসপি বাতিলের আগে। শ্রম পরিস্থিতির অগ্রগতির ওপর নির্ভর করবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি জোসে ডব্লিউ ফার্নান্দেজের সফর।

ব্রেনডেন লিঞ্চ ঢাকার সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে নকল পণ্য পাঠানোর বিষয়টি তুলে ধরবেন। সেই সঙ্গে মেধাস্বত্ব আইন নিয়েও দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হবে। এরই মধ্যে ওয়াশিংটন থেকে এ বিষয়ে ঢাকাকে জানানো হয়েছে। তবে স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে থাকার কারণে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মেধাস্বত্ব ছাড়ের সুবিধা পাচ্ছে বাংলাদেশ। স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে বের হওয়ার পরও এ সুবিধা আরও কিছুদিন বাড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে ঢাকার পক্ষ থেকে।

সমকাল বুধবার । ১৭ মে ২০২৩

মতবিনিময় সভায় ড. ইফতেখারুজ্জামান

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সাংবাদিকতার জন্য বাধা

▪ সমকাল প্রতিবেদক

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রধান অন্তরায়। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মীর বিরুদ্ধে এ আইনে দায়ের হওয়া মামলা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। মঙ্গলবার ধানমন্ডিতে টিআইবি কার্যালয়ে মতবিনিময় সভায় ইফতেখারুজ্জামান এসব কথা বলেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন রিপোর্টার্স অ্যাগেইনস্ট করাপশনের (র‍্যাক) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক। উপাত্ত সংরক্ষণ আইনসহ বেশ কিছু নতুন আইন তৈরি হচ্ছে এবং যেগুলোর সবক'টিতেই সাংবাদিকতা বা মত প্রকাশে স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে বলে জানান তিনি। সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে নিজেদের নানা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে দাবি করে তিনি বলেন, নির্বাচন সামনে রেখে এর প্রয়োগ আরও বেশি হতে পারে।

ড. ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এতটাই নিপীড়নমূলক যে এটিকে সংশোধন করেও কোনো সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

SUNDAY MAY 21, 2023
JAISHTHA 7, 1430 BS
The Daily Star

WORKERS IN INFORMAL SECTORS

Workplace safety still eludes them

Speakers tell event

STAFF CORRESPONDENT

Despite improvements in workplace safety status in the RMG sector following the Rana Plaza tragedy in 2013, workers in many informal sectors still work in a risky and unhealthy environment, speakers at an event said yesterday.

A collaborative approach is needed to address this issue, they said at the "Future Generation Summit on Occupational Safety and Health for All" at Krishibid Institution Auditorium in the capital.

Voluntary Services Overseas (VSO) organised the summit in association with International Labour Organization, Canada and Netherlands, according to a press release.

"There are numerous laws guaranteeing a safe work environment for workers...the proper implementation of these laws, however, still has not been achieved," Sheikh Merina Sultana, chairman of Bangladesh Labour Court, said while addressing the event.

> **There are numerous laws guaranteeing a safe work environment for workers... the proper implementation of these laws, however, still has not been achieved.**
>
> **SHEIKH MERINA SULTANA**
> Chairperson, Bangladesh Labour Court

The laws are not implemented since both workers and owners lack proper knowledge on the issue, she added.

Speaking as chief guest, Md Azharul Islam Khan, director general of the Department of Youth Development, highlighted the importance of workplace safety for sustainable development.

"We no longer want any accident from which we can get lessons. We have to ensure workplace safety through raising awareness," he said.

Niran Ramzuthan, programme manager of ILO Bangladesh, said workers -- aged 15 to 22 years -- are the main victims of a risky and unhealthy environment at the workplace.

"This is true that there has been progress in the overall work environment following the Rana Plaza accident. The task is still pending in the case of non-formal sectors. Because the right of every worker to return home safely after work has not been met yet," he said.

Prof Golam Rahman, Editor of Ajker Patrika; Nasir Uddin Ahmed, inspector general of the Department of Inspection for Factories and Establishments; and Shahidullah Nazim, vice president of BGMEA spoke at the event, presided over by Khabirul Haque Kamal, country director of VSO Bangladesh.

রোববার, মে ২১, ২০২৩ ■ জ্যৈষ্ঠ ৭, ১৪৩০ বণিক বার্তা

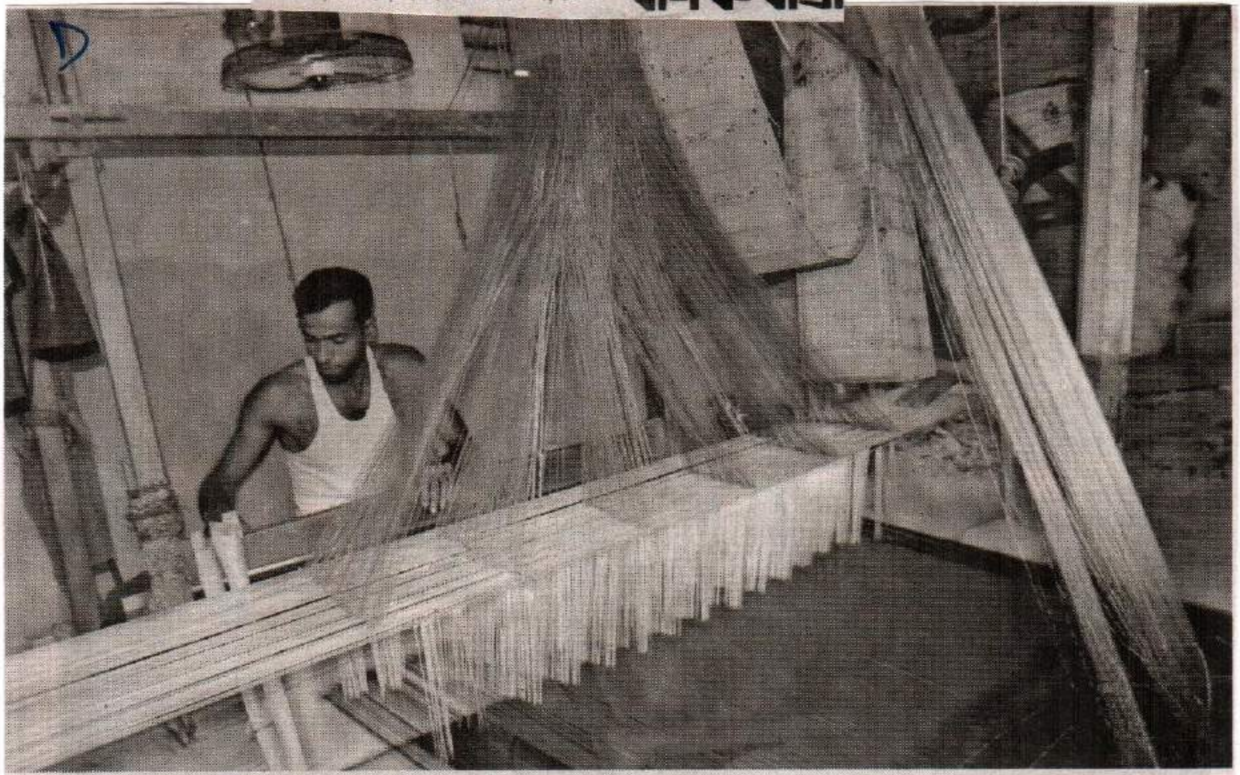

উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় দিন দিন জৌলুস হারাচ্ছে বগুড়ার বেনারসি পল্লী ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

নানা সমস্যায় ব্যস্ততা কমেছে বগুড়ার বেনারসি পল্লীতে

এইচ আলিম ■ বগুড়া

সুতার দাম ও শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি, বিদেশী পণ্যের দৌরাত্ম্যসহ নানা সমস্যায় ধুঁকছে বগুড়ার বেনারসি পল্লী। একসময় বছরজুড়ে দম ফেলার সুযোগ না থাকলেও এখন আদি ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে কাজ করে যাচ্ছেন বেনারসি পল্লীর বাসিন্দারা। আগে অর্ধশতাধিক তাঁত মেশিন থাকলেও এখন রয়েছে ১৫টির মতো তাঁত মেশিন। অনেকেই লোকসানে পেশা বদল করেছেন। বেনারসি পল্লীতে এখন আর আগের সে অবস্থা নেই। কাজ চলছে ঢিমেতালে। বগুড়া জেলা শহর থেকে প্রায় ২৭ কিলোমিটার দূরে শেরপুর উপজেলার ঘোলাগাড়ি কলোনি। বাইরের মানুষের কাছে ঘোলাগাড়ি কলোনি বেনারসি পল্লী নামেই সর্বাধিক পরিচিত। যুগ যুগ ধরে এ গ্রামের বাসিন্দাদের প্রধান পেশা বেনারসি শাড়ি তৈরি করা। গ্রামটিতে বর্তমানে ৩০ হাজার মানুষের বসবাস।

গ্রামবাসী জানায়, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ভারতের বিহার রাজ্য থেকে বাসিন্দাদের অধিকাংশ এ গ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সে সময় কয়েকটি মেশিন দিয়ে বেনারসির কাজ শুরু হলেও পরে সেটি অর্ধশতাধিক মেশিন হয়ে যায়। এ গ্রামের মানুষ প্রধান পেশা হিসেবে বেনারসি শিল্পকে বেছে নিয়েই বেঁচে থাকার জীবন সংগ্রাম শুরু করে। সে সময় এ শিল্পই তাদের জীবনে বয়ে আনে সুখকর দিন। সাংসারিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে নারীরাও এ পেশায় নিজেদের যুক্ত করেন। একসময় এ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটলেও কালের আবর্তে এর কদরে বেশ ভাটা পড়ে। বিদেশী শাড়ির প্রভাবে দেশীয় তৈরি বেনারসি শাড়ির বিপণন কমে যায়। রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে বেনারসি শাড়ি তৈরি প্রধান সুতার দাম বাড়তে থাকে। সে সঙ্গে বেড়ে যায় শ্রমিকের পারিশ্রমিক।

> আগে অর্ধশতাধিক তাঁত মেশিন থাকলেও এখন রয়েছে ১৫টির মতো তাঁত মেশিন। অনেকেই লোকসানে পেশা বদল করেছেন

শেরপুর উপজেলার বেনারসি শাড়ির কারিগররা জানান, সরকার কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে আগে তাঁতিদের বা বেনারসি কারখানা মালিকদের মেশিনপ্রতি ১৮ হাজার টাকা করে ঋণ দেয়া হতো। বর্তমানে তা বাড়িয়ে প্রায় লাখ টাকা করা হয়েছে। কিন্তু ঢাকার ব্যবসায়ীরা সঠিক সময় তাদের পণ্যের দাম পরিশোধ না করায় ঋণের টাকা পরিশোধে হিমশিম খেতে হয়। কেননা অনেকটা বাধ্য হয়েই তাদের তৈরি পোশাকের বেশির ভাগ বিক্রি করতে হয় ঢাকায়। বছরে কেবল রমজানের ঈদে শাড়ির চাহিদা বেড়ে যায়। এছাড়া বাকি সময় ধীরে ধীরে মেশিনগুলো চলে। বেনারসি তৈরির কাঁচামালের দাম বাড়ার কারণে আগের মতো আর আয় হয় না। এ কারণে আদি ব্যবসা হলেও অনেকেই ছেড়ে দিয়েছেন আবার কেউ ধরে রেখেছেন।

বেনারসি পল্লীর মালিকরা জানান, বেনারসি শাড়ি তৈরির কাঁচামালের মূল্য বেশি হওয়ার কারণে এ শাড়ি তৈরি করে শ্রমিকের বেতন দিয়ে তেমন লাভের মুখ দেখতে পান না মালিকরা। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই এ পেশা ছেড়ে দিয়েছেন। এ শিল্প বাঁচিয়ে রাখতে মালিক ও কারিগরের প্রতি সরকারের সুদৃষ্টি প্রয়োজন।

কারখানার মালিক ও কারিগর আব্দুল কাদির এবং মো. আজাদ মঞ্জুর বলেন, 'ছোট থেকেই আমরা এ পেশার সঙ্গে জড়িত। ১৯৯০ সালের পর থেকে এ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে। শেরপুর উপজেলার ঘোলাগাড়ি কলোনিতে তারাসহ হাতে গোনা কয়েকজন প্রথম শাড়ি বুননের কাজ শুরু করেন। প্রথমদিকে একটি শাড়ি তৈরিতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লেগে যেত। তখন বিদ্যুৎ ছিল না। গ্রামীণ অবকাঠামো ভালো ছিল না। এখন কলোনিতে বিদ্যুৎ রয়েছে। রাস্তাঘাট আগের তুলনায় বেশ ভালো। বর্তমানে দুই দিনেই তৈরি করা যাচ্ছে উন্নতমানের একেকটি বেনারসি শাড়ি। এখন বাজারে বেনারসি পাইকারি বাজারে ৩ হাজার টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৩৫ হাজার টাকা, জামদানি ৪ হাজার ৫০০ থেকে ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। পাকিস্তান, তাইওয়ান, চায়না, ভারত ও দেশীয় সুতার ব্যবহার হয়ে থাকে এ শাড়িগুলোয়। এ এলাকার বেনারসি শাড়িগুলো ঢাকার ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলায় চলে যায়।

জাবির হোসেন এবং রশিদ মিয়া জানান, তাদের তৈরি শাড়িগুলো ঢাকার মিরপুর-১০, ১১, ১২-এর ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেন। মিরপুরের ব্যবসায়ীরা ঘোলাগাড়ি কলোনিতে তৈরি করা বেনারসি শাড়ির প্রধান ক্রেতা। এছাড়া উত্তরবঙ্গের বগুড়া, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, গাইবান্ধা, নওগাঁ, দিনাজপুর, নীলফামারী, নাটোরসহ বিভিন্ন জেলায় এসব শাড়ি বিক্রি করা হয়। শাড়ি তৈরির কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ায় বর্তমানে শাড়ি বিক্রি করে বেশি লাভবান হওয়া যাচ্ছে না বলেই অনেকে এ পেশা ছেড়ে দিয়েছেন।

শেরপুর উপজেলার ঘোলাগাড়ি তাঁতি সমিতির আহ্বায়ক মো. ওয়াহেদ রানা বলেন, 'আমি কারখানা মালিক ও কারিগর। বেনারসি পল্লীখ্যাত এ এলাকায় শাড়ি তৈরির কাজ আগের তুলনায় অনেকটাই কমে এসেছে। যুগের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যেতে বসেছে এ শিল্প।

বণিকবার্তা শনিবার, মে ২০, ২০২৩

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে চাকরি হারাবে ২৫ লাখ পোশাক কর্মী

দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে মনোযোগ দেয়া হোক

চাকরি থেকে ব্যবসার ক্ষেত্র—সব জায়গায় রোবোটিকসের মতো প্রযুক্তি জায়গা করে নিচ্ছে। তৈরি পোশাক শিল্পে এ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে দ্রুতগতিতে। তৈরি পোশাক শিল্প বৃহৎভাবে স্বয়ংক্রিয়করণের দিকে ধাবিত হলে এর ব্যাপক প্রভাব দেশের অর্থনীতি, উন্নয়ন, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং শিক্ষাসহ সব ক্ষেত্রেই দেখা যাবে। প্রথম সম্ভাব্য প্রভাব হলো চাকরি হারানো। তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের একটি বড় উৎস এবং অটোমেশনের দিকে এর স্থানান্তর হলে বর্তমান শিল্পে নিযুক্ত বিশালসংখ্যক শ্রমিকের উল্লেখযোগ্য চাকরি হারাতে পারেন। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) এক গবেষণায় বলা হয়েছে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে চাকরি হারাবেন ২৫ লাখ তৈরি পোশাক কর্মী। এটি দেশের অর্থনীতির পাশাপাশি স্বতন্ত্র শ্রমিকদের জীবিকার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। চাকরি হারানো কর্মীদের নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। এ কথা সত্য, অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং রোবটের ব্যবহারের দিকে পরিবর্তন তৈরি পোশাক খাতে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে; যার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত দেশের অর্থনীতি উপকৃত হবে। জ্ঞানভিত্তিক এ শিল্প বিপ্লবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে দক্ষ মানবসম্পদই হবে বেশি মূল্যবান। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে বিপুল পরিমাণ মানুষ চাকরি হারালেও এর বিপরীতে সৃষ্টি হবে নতুন ধারার নানা কর্মক্ষেত্র। এক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে বাংলাদেশের যথাযথ প্রস্তুতি নিতে হবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবটির ভিত হচ্ছে 'জ্ঞান ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা'-ভিত্তিক কম্পিউটিং প্রযুক্তি। রোবটিকস, আইওটি, ন্যানো প্রযুক্তি, ডাটা সায়েন্স ইত্যাদি প্রযুক্তির প্রসার প্রতিনিয়ত চতুর্থ বিপ্লবকে নিয়ে যাচ্ছে অনন্য উচ্চতায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে কর্মবাজারে। অটোমেশন প্রযুক্তির ফলে ক্রমে শিল্প-কারখানা হয়ে পড়বে যন্ত্রনির্ভর। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সকন এরই মধ্যে হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে বেছে নিয়েছে। বিগত বছরগুলোয় চীনের কারখানাগুলোয় রোবট ব্যবহারের হার বেড়েছে বহুগুণে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম তাদের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২২ সালের মধ্যে রোবটের কারণে বিশ্বজুড়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষ চাকরি হারাবে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাত তৈরি পোশাক শিল্পের এসব আশঙ্কার ভেতরেই রয়েছে আগামী দিনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের বিশাল সম্ভাবনা। বর্তমানে তরুণের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি, যা মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের বেশি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আগামী ৩০ বছরজুড়ে তরুণ বা উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। বাংলাদেশের জন্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল ভোগ করার এটাই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। জ্ঞানভিত্তিক এ শিল্প বিপ্লবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে দক্ষ মানবসম্পদই হবে বেশি মূল্যবান। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে বিপুল পরিমাণ মানুষ চাকরি হারালেও এর বিপরীতে সৃষ্টি হবে নতুন ধারার নানা কর্মক্ষেত্র। নতুন যুগের এসব চাকরির জন্য প্রয়োজন উঁচু স্তরের কারিগরি দক্ষতা। ডাটা সায়েন্টিস্ট, আইওটি এক্সপার্ট, রোবটিকস ইঞ্জিনিয়ারের মতো আগামী দিনের চাকরিগুলোর জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী তরুণ জনগোষ্ঠী।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা অনুযায়ী, আগামী দুই দশকের মধ্যে মানবজাতির ৪৭ শতাংশ কাজ স্বয়ংক্রিয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রমনির্ভর এবং অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতানির্ভর চাকরি বিলুপ্ত হলেও উচ্চদক্ষতানির্ভর যে নতুন কর্মবাজার সৃষ্টি হবে, সে বিষয়ে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মকে প্রস্তুত করে তোলার এখনই সেরা সময়। দক্ষ জনশক্তি প্রস্তুত করা সম্ভব হলে জনমিতিক লভ্যাংশকে কাজে লাগিয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল ভোগ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অন্য অনেক দেশ থেকে বেশি উপযুক্ত। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হতে পারে জাপান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভঙ্গুর অর্থনীতি থেকে আজকের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ জাপান শুধু মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক ও সার্বিক জীবনমানের উত্তরণ ঘটিয়েছে। জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত নগণ্য এবং আবাদযোগ্য কৃষিজমির পরিমাণ মাত্র ১৫ শতাংশ। জাপান তার সব প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করেছে জনসংখ্যাকে সুদক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার মাধ্যমে। জাপানের এ উদাহরণ আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। সুবিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে পারলে বাংলাদেশের পক্ষেও উন্নত অর্থনীতির একটি দেশে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়।

শিল্প-কারখানায় কী ধরনের জ্ঞান ও দক্ষতা লাগবে, সে বিষয়ে শিক্ষাক্রমের তেমন সমন্বয় নেই। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় শিক্ষা ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজাতে হবে। প্রাথমিক পাঠ্যক্রম থেকেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সারা দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবস্থার পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি অফিসের ফাইল-নথিপত্র ডিজিটাল ডকুমেন্টে রূপান্তর করতে হবে। আর নতুন ডকুমেন্টও ডিজিটাল পদ্ধতিতে তৈরি করে সংরক্ষণ ও বিতরণ করতে হবে। এ বিষয়ে বর্তমানে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে, তবে সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাব এখনো অনুপস্থিত। কেবল পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি মানবসম্পদকেও যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে হবে এ পরিবর্তনের জন্য। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আইওটি, ব্লকচেইন এসব প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ এখনো অনেক পিছিয়ে। এসব প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, পণ্য সরবরাহ, চিকিৎসা, শিল্প-কারখানা, ব্যাংকিং, কৃষি, শিক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে কাজ করার পরিধি এখনো তাই ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত। সত্যিকার অর্থে যেহেতু তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের সুফলই সবার কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়নি, চতুর্থ বিপ্লব মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতি কতটুকু তা আরো গভীরভাবে ভাবতে হবে। ব্যাপক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপনের মাধ্যমে তা করা সম্ভব। উল্লেখ্য, শুধু দক্ষ জনগোষ্ঠী নেই বলে পোশাক শিল্পের প্রযুক্তিগত খাতে কমবেশি তিন লাখ বিদেশী নাগরিক কাজ করেন। অবাক হতে হয়, যখন দেখা যায় প্রায় এক কোটি শ্রমিক বিদেশে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দেশে যে রেমিট্যান্স পাঠান, তার প্রায় অর্ধেকই চলে যায় তিন লাখ বিদেশীর হাতে। তাই শুধু শিক্ষিত নয়, দেশে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। শুধু দেশেই নয়, যারা বিদেশে কাজ করছেন তাদেরও যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশে পাঠাতে হবে। বিদেশে এক কোটি শ্রমিক আয় করেন ১৫ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে ভারতের ১ কোটি ৩০ লাখ শ্রমিক আয় করেন ৬৮ বিলিয়ন ডলার। কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশের শ্রমিকদের অদক্ষতাই তাদের আয়ের ক্ষেত্রে এ বিরাট ব্যবধানের কারণ। সংগত কারণেই উচিত কারিগরি দক্ষতার ওপর আরো জোর দেয়া।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনাটাও জরুরি। আগামী দিনের সৃজনশীল, সুচিন্তার অধিকারী, সমস্যা সমাধানে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার উপায় হলো শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজানো, যাতে এ দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং কাজটি করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে। একই ধরনের পরিবর্তন হতে হবে উচ্চশিক্ষার স্তরে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য টিচিং অ্যান্ড লার্নিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের গ্র্যাজুয়েট তৈরির জন্য স্কিল বিষয়ে নিজেরা প্রশিক্ষিত হবেন। উচ্চশিক্ষার সর্বস্তরে শিল্পের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংযোগ বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষানবিশি কার্যক্রম বাধ্যতামূলক করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি বাস্তব জীবনের কার্যক্রম সম্পর্ক হাতে-কলমে শিখতে পারেন।

উচ্চশিক্ষা স্তরে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং যারা বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা ও গবেষণায় নিয়োজিত, তাদের মূল্যায়ন করতে হবে। এখন দেখা যায়, ভালো পদ-পদবি পাওয়ার জন্য রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তিই প্রধান মাপকাঠি হয়ে উঠেছে, ফলে গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার চেয়ে শিক্ষকরা রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তিতে বেশি আগ্রহী। ফলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য থেকে তারা বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। গবেষণা ক্ষেত্রে বাজেট বাড়াতে হবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে গবেষণায় অর্থায়নে এগিয়ে আসতে হবে। প্রচুর বাংলাদেশী গবেষক বিদেশে বেশ ভালো ভালো গবেষণায় নিয়োজিত। প্রয়োজনে তাদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এ দেশে এসে কাজ করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও একাডেমিয়া একত্রে কোলাবরেশনের মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রথম আলো • সোমবার, ২২ মে ২০২৩,

শ্রম অধিকারের উন্নতির তাগিদ

ঢাকায় মার্কিন প্রতিনিধিদল

প্রস্তাবিত উপাত্ত সুরক্ষা আইনের কিছু ধারার অস্পষ্টতা দূর করার আহ্বান। এ বিষয়ে আজ বৈঠক।

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা ও বিনিয়োগ বাড়াতে হলে শ্রম অধিকার সুরক্ষাসহ মানবাধিকারকে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত বিবেচনা করে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ সফররত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের (ইউএসটিআর) প্রতিনিধিদল শ্রম অধিকার সুরক্ষার পাশাপাশি প্রস্তাবিত উপাত্ত সুরক্ষা আইনের (ডিপিএ) কিছু ধারার অস্পষ্টতা দূর করার তাগিদ দিয়েছে।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, ইউএসটিআরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত সহকারী মন্ত্রী ব্রেনডেন লিঞ্চ বাংলাদেশ সফরের প্রথম দিন গতকাল বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনার সময় এ বিষয়গুলো সামনে এনেছেন। জ্যেষ্ঠ ওই মার্কিন কর্মকর্তা একাধিক বৈঠকে ডিপিএর কিছু ধারা নিয়ে তাঁদের ভিন্নমতের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আজ সোমবার এ বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের সচিবের সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধিদলের আলোচনার কথা রয়েছে।

জানা গেছে, বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ বাড়াতে পরিবেশ উন্নয়নের তাগিদও দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ জানিয়েছে, বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়ন চলমান প্রক্রিয়া। এতে ধাপে ধাপে উন্নতি হচ্ছে।

ব্রেনডেন লিঞ্চের নেতৃত্বে মার্কিন প্রতিনিধিদল গতকাল কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, শ্রমসচিব মো. এহছানে এলাহী এবং বাণিজ্যসচিব তপন কান্তি ঘোষের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে মার্কিন প্রতিনিধিদল দুই দেশের বাণিজ্য ও শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (উত্তর আমেরিকা অনুবিভাগ) খন্দকার মাসুদ আলমের সঙ্গে আলোচনা করেন।

- বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ বাড়াতে পরিবেশ উন্নয়নের তাগিদও দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।
- বাংলাদেশ জানিয়েছে, বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়ন চলমান প্রক্রিয়া। ধাপে ধাপে উন্নতি হচ্ছে।

ঢাকার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রানা প্লাজা ধসের পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের কাঠামোগত এবং অগ্নিনিরাপত্তার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। তবে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ততাসহ মৌলিক শ্রম অধিকারের অনেকগুলো বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এখনো প্রশ্ন রয়েছে। রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা এবং এর বাইরে অভিন্ন শ্রম আইন কার্যকর নিয়ে দেশটির প্রশ্ন আছে। এবারের সফরে এই বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রস্তাবিত উপাত্ত সুরক্ষা আইন বা ডিপিএ নিয়ে প্রতিনিধিদল আলোচনা করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, ডেটা স্থানীয়করণের প্রয়োজনীয়তাকে কঠোরভাবে অনুসরণের শর্ত দিয়ে খসড়াকে আইনে পরিণত করা হলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এটি ঘটলে বাংলাদেশে কাজ করছে, এমন কিছু মার্কিন প্রতিষ্ঠান এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হতে পারে। একইভাবে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহারকারীদের তৈরি করা কনটেন্টের কারণে অপরাধের দায় নিয়ে ফৌজদারি আইনের মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে তারা এখানে তাদের ব্যবসায় বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকবে। যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়গুলো সুরাহা করার কথা বলছে।

মার্কিন তুলা পোকামুক্ত করার উদ্যোগ নেবে না বাংলাদেশ

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলায় ক্ষতিকর পোকা থাকতে পারে আশঙ্কায় এত দিন বন্দরে অন্তত ১০ দিন রেখে সে তুলায় বিষবাষ্প ব্যবহার করে আসছিল বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে বাংলাদেশ সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এ বিষবাষ্প আর ব্যবহার করা হবে না। গতকাল ব্রেনডেন লিঞ্চের সঙ্গে বৈঠকের পর বাণিজ্যসচিব তপন কান্তি ঘোষ এ তথ্য জানান।

বাণিজ্যসচিব বলেন, 'আমরা বলেছি এ সিদ্ধান্তে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের তুলা রপ্তানি বাড়বে। আর প্রস্তাব দিয়েছি ওই তুলা থেকে প্রক্রিয়া করে আমরা যে তৈরি পোশাক রপ্তানি করব, তার ওপর যেন শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়া হয়। তাঁরা বলেছেন, এটা তাঁদের কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিষয়। তবে কোনো একটা নির্দিষ্ট দেশকে সাধারণত এ সুবিধা দেওয়া হয় না। তবে তাঁরা বিষয়টির নোট নিয়েছেন।'

বাণিজ্যসচিব বলেন, 'গত টিকফা বৈঠকেই বলেছিলাম, তোমাদের তুলায় বিষবাষ্প ব্যবহারের বিষয়টি আমরা শিথিল করব। কিন্তু তোমাদেরও তো কিছু দিতে হবে। এ দফায়ও তাদের বলেছি, তোমাদের তুলা রপ্তানি আমাদের দেশে বাড়বে। আমাদের পণ্য রপ্তানি যেন তোমাদের দেশে বাধাহীন হয়।'

বৈঠকে মেধাস্বত্ব অধিকার নিয়ে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে বাণিজ্যসচিব বলেন, 'মেধাস্বত্ব অধিকার লঙ্ঘন করে বাংলাদেশি কিছু নকল পণ্য রপ্তানি হয়েছে বলে তাঁরা অভিযোগ তুলেছেন। জোরালোভাবে বলেছি, বাংলাদেশ থেকে কোনো নকল পণ্য রপ্তানি হয় না। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) তা হওয়ার সুযোগই নেই। কারণ, আমাদের যারা আমদানিকারক, তাদের একটা প্রক্রিয়া আছে। প্রতিটি ধাপে গুণগত মানসম্পন্ন পরিদর্শন হয়, সামাজিক নিরীক্ষা হয়। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক নিরীক্ষাও হয়।'

এ বিষয়ে বাণিজ্যসচিব আরও বলেন, 'অন্য কোনো দেশ তাদের ওয়েবসাইটে যদি বাংলাদেশি কোনো পণ্য দেখায় এবং বলে যে এটা নকল, সে দায়িত্ব তো আমরা নিতে পারি না।'

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
Dhaka : Saturday 20 May 2023

সাগরে ৬৫ দিন মাছ ধরা বন্ধ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের মৎস্য সম্পদের সুরক্ষা ও মাছের বংশবিস্তারে সাগরে মাছ ধরার ওপর ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা শুরু হতে যাচ্ছে।

শুক্রবার মধ্যরাত থেকে শুরু হতে যাওয়া এই নিষেধাজ্ঞা আগামী ২৩ জুলাই পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

মেরিন ফিশারিজ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে প্রতি বছর ৬৫ দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধ। ২০১৫ সালে এ নিষেধাজ্ঞা চালু হয়। শুরুতে শুধু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলার নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকলেও ২০১৯ সালে সব ধরনের নৌযানকে এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয়।

এদিকে সাগরে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা শুরু হওয়ায় উপকূলীয় এলাকা পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সংলগ্ন মহিপুর ও আলীপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রসহ আশেপাশের এলাকাগুলো ঘুরে দেখা যায়, ইতিমধ্যে অধিকাংশ ট্রলার বন্দরে এসে পৌঁছেছে। তবে আগত জেলেদের চোখে-মুখে হতাশার ছাপ কারণ অনেক জেলেই ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। বেশ কয়েক বছর ধরে কাঙ্ক্ষিত ইলিশ ধরা না পড়ায় অনেকে জেলে পেশা পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন। জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মৎস্যভিত্তিক অর্থনীতির সুরক্ষায় এসব জেলেদের পেশা পরিবর্তন রোধে খাদ্য সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদানের দাবি তাদের। এছাড়াও নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে ভারতীয় জেলেদের আগ্রাসন রোধেও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার কথা জানিয়েছেন তারা। গভীর সমুদ্র থেকে আলীপুর মৎস্য বন্দরে ফেরা এফবি জান্নাত ট্রলারের মাঝি মো. কবির বলেন, ঘূর্ণিঝড় মোখার সময়ে ৭-৮ দিন ছিলাম তীরে তারপরে সাগরে ছিলাম ৪ দিন আবার চলে আসছি। ৭০ হাজার টাকা খরচ করে ৪৫ হাজার টাকা বিক্রি করেছি। সরকার আমাদের ৮৬ কেজি চাল দেয় কিন্তু এই বাজারে শুধু চাল দিয়ে সংসার চলে? কুয়াকাটার হোসেনপাড়া এলাকার জেলে আ. রহিম বলেন, সরকার ২২ দিনের যে অবরোধটা দেয় তা আমরা মানি এবং উপকারও পাচ্ছি তবে ৬৫ দিনের অবরোধে জেলেরা ঋণের বোঝা বাড়াচ্ছে অন্যদিকে ভারতীয় জেলেরা বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করে মাছ শিকার করে নিচ্ছে। আমাদের দাবি এই সব বিষয়ে সরকার যেন নজর দেয়। মৎস্য সম্পদের সুরক্ষায় এই সময় সমুদ্রযাত্রার প্রবেশপথগুলোতে নজরদারি জোরদার করা, মৎস্য নৌযানের সমুদ্রযাত্রা শতভাগ বন্ধ নিশ্চিত করা, দেশের সমুদ্রসীমায় বিদেশি নৌযানকে মৎস্য আহরণে বিরত রাখা, নৌযান নোঙরস্থলে আবদ্ধ রাখা, সমুদ্রের তীরবর্তী বরফকলগুলো সীমিত পর্যায়ে চালু রাখা, মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের সমুদ্রতীরবর্তী মাছ অবতরণকেন্দ্রগুলো বন্ধ রাখা, সব মাছ ধরার নৌযানকে পর্যায়ক্রমে ট্র্যাকিংয়ের আওতায় নিয়ে আসা, সাগরে মাছ ধরায় নিয়োজিত থাকা সব নৌযানকে ১৯ মের মধ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দেশ রূপান্তর
শনিবার
২০ মে ২০২৩, ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

চা শ্রমিক দিবস আজ

চা শিল্পের উন্নতি হলেও বদলায়নি শ্রমিকের জীবন

রুহুল ইসলাম হৃদয়, কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার)

কাজ শেষ করে নারী চা শ্রমিকদের ঘরে ফেরার ছবিটি মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ থেকে তোলা ■ দেশ রূপান্তর

আজ চা শ্রমিক দিবস। প্রতিবছর ২০ মে চা শ্রমিক দিবস হিসেবে দিনটি পালন করে আসছেন শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার চা শ্রমিকেরা। রাষ্ট্রীয়ভাবে চা শ্রমিক দিবসটি পালনের স্বীকৃতি চেয়ে আজও উপেক্ষিত তারা। চা শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৯২১ সালের ২০ মে তৎকালীন চা শ্রমিক নেতা পণ্ডিত গঙ্গাচরণ দীক্ষিত এবং পণ্ডিত দেওসরণ 'মুল্লুকে চল' (মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়া) আন্দোলনের ডাক দিয়ে সিলেট অঞ্চলের প্রায় ৩০ হাজার চা শ্রমিক হেঁটে চাঁদপুরের মেঘনা স্টিমার ঘাটে পৌঁছান। তারা জাহাজে চড়ে নিজ দেশে ফিরে যেতে চাইলে ব্রিটিশ গোর্খা বাহিনীর সৈনিকরা নির্বিচারে গুলি চালিয়ে অনেক চা শ্রমিককে হত্যা করে মেঘনা নদীতে লাশ ভাসিয়ে দেয়। যারা পালিয়ে এসেছিলেন তাদেরও আন্দোলন করার অপরাধে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এরপর থেকেই দিনটিকে চা শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করে আসছে চা শ্রমিকরা। প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হচ্ছে চা শ্রমিকদের। জরাজীর্ণ ঘরে বসবাস, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ভূমির অধিকার পাননি তারা। দৈনিক ১৭০ টাকা মুজরিও দিতে নানা টালবাহানা করছে অনেক মালিক। সব মিলিয়ে ভালো নেই চা শ্রমিকরা। চা শিল্পের উন্নতি হলেও বদলাচ্ছে না চা শ্রমিকদের জীবন।

বাংলাদেশ চা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালে দেশের ১৬৭টি বাগানে দেশে রেকর্ড পরিমাণ চা উৎপাদন হয়েছে ৯ কোটি ৩৮ লাখ কেজি। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০ কোটি কেজি।

চা শ্রমিক নেতারা জানান, কাজ করতে গিয়ে অঙ্গহানি ঘটলেও কোনো ধরনের সহযোগিতা পান না শ্রমিকরা। মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের আলীনগর চা বাগানের শ্রমিক সুমন কৈরি বলেন, 'পাঁচ থেকে ছয়জন সদস্যের অনেক পরিবার আছে যেখানে একজন কাজ পাচ্ছে ১৭০ টাকা আয়ের, কিন্তু বাকিরা এই টাকার ওপর নির্ভর করেই দিন চালাচ্ছে। ছোট ভাঙাচোরা ঘরে থাকতে হয় গবাদি পশুসহ সন্তানদের নিয়ে। বাগান কর্তৃপক্ষের ঘর মেরামত করে দেওয়ার কথা থাকলেও তা হয় না বছরের পর বছর। তাদের নেই নিজস্ব কোনো জায়গা। বাগানে কাজ না করলে থাকার জায়গাও হারাতে হবে।' পাত্রখোলা চা বাগান পঞ্চায়েত কমিটির সদস্য কানাই অলমিক দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও আমাদের বাড়তি হাজিরা যেটা দেওয়ার কথা, তা দেওয়া হচ্ছে না। এ পর্যন্ত শ্রমিকরা মাত্র চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছে। বাকি টাকা দ্রুত দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।' শ্রীমঙ্গলের ভাড়াউড়া চা বাগানের শ্রমিক সর্দার মানিক গোয়ালা বলেন, 'বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বিষয়টি বিবেচনা করে আমাদের বকেয়াসহ মজুরির বিষয়টি যদি পুনর্বিবেচনা করা হতো, তাহলে আমরা দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বাঁচতে পারতাম।' চা শ্রমিক যুব ছাত্র পরিষদের সদস্য সচিব সজল কৈরী দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'বাস্তবে যেভাবে চা বাগানের শ্রমিকদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন আসেনি, তেমনি উন্নয়নের ছোঁয়াও লাগেনি তাদের জীবনযাত্রায়। এমনকি মৌলিক অধিকারও তারা ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছেন না।' বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাহী উপদেষ্টা রামভজন কৈরী দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'প্রতি বছরেরও ন্যায় এবারও চা শ্রমিক দিবস উপলক্ষে আগামীকাল রবিবার আলীনগর চা বাগানে চা শ্রমিক সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত মালিকপক্ষ বিনাবাক্যে মেনে নিয়েছেন। তবে এখনো তারা অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেখেছেন চা শ্রমিকদের। রাষ্ট্রীয়ভাবে চা শ্রমিক দিবসটি পালনের স্বীকৃতি চাই আমরা। দেশের চা-শিল্পের ইতিহাস প্রায় দুইশ বছরের। কিন্তু আজও তাদের ভূমির অধিকার দেওয়া হয়নি। বাগানের চা শ্রমিকরা তাদের নিজেদের ভূমিতে বেঁচে থাকতে ও মরতে চায়। আর চা-শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি মালিকপক্ষ দ্রুত পরিশোধ করুক।'

বণিক বার্তা শুক্রবার, মে ২৬, ২০২৩

নারী শ্রম পরিদর্শক নিয়ে সম্মেলন

কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সহিংসতা প্রতিরোধ ও সমতার প্রতিজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

'কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার প্রসার' শিরোনামে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে কর্মরত দেশের সব নারী শ্রম পরিদর্শকের অংশগ্রহণে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আইএলওর সহযোগিতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আয়োজন করে।

নারী শ্রম পরিদর্শকদের কর্মক্ষেত্রে পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সহিংসতা প্রতিরোধ ও এ বিষয়ক প্রয়োজনীয় ভবিষ্যৎ উদ্যোগ গ্রহণ এবং কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার প্রতিজ্ঞা করা হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহছানে এলাহী বলেন, 'বিগত কয়েক বছরে কর্মক্ষেত্রে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যথাযথভাবে আইনের প্রয়োগ ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা পরিপূর্ণভাবে রোধ করা সম্ভব। শ্রম আইন প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করার মাধ্যমে নারী শ্রমিকদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ আমরা অব্যাহত রাখব।'

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মো. নাসির উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খালেদ মামুন চৌধুরী, আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর তোমো পুটিআইনেন, বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস অব কিংডমের রাষ্ট্রদূত অ্যান ভ্যান লিউয়েন, বাংলাদেশে কানাডার হাইকমিশনার লিলি নিকোলস বক্তৃতা করেন।

সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তারা কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা ও হয়রানি দূর করা, মাতৃত্ব সুরক্ষা নিশ্চিত করে নারীবান্ধব কাজের পরিবেশ গড়ে তোলা, নেতৃত্বদানকারী পদে আরো বেশি নারী থাকা এবং নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

সম্মেলনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ৮২ জন উপমহাপরিদর্শক, সহকারী মহাপরিদর্শক, শ্রম পরিদর্শকসহ শ্রম মন্ত্রণালয় এবং শ্রম অধিদপ্তরের মোট ১০০ জন নারী কর্মকর্তা ও নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিক সংগঠন ও উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । বুধবার । ২৪ মে ২০২৩ ।

দরিদ্রদের প্রকল্পে ভাড়াটে শ্রমিক

মিজানুর রহমান, বরগুনা ▷

বরগুনা সদর

- ১০টি ইউনিয়নে ২৯টি প্রকল্পের অনুমোদন
- বরাদ্দ এক কোটি ৬৪ লাখ ৫৯ হাজার টাকা

> এই প্রকল্পে অনিয়মের বিষয়টি শুনেছি। সঠিক নিয়মে কাজ না করলে বিল পাবে না
>
> **জিয়াউর রহমান**
> পিআইও

বরগুনার সদর উপজেলায় ইজিপিপি (অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি) প্রকল্পের কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় দরিদ্রদের বাদ দিয়ে মাটি কাটার দল ভাড়া নিয়ে সড়ক মেরামত করা হচ্ছে। ফলে যাঁদের জন্য এ প্রকল্প তাঁরাই বাদ থাকছেন। বিফলে যাচ্ছে প্রকল্পের উদ্দেশ্য। বঞ্চিত হচ্ছেন সত্যিকারের উপকারভোগীরা।

এই প্রকল্পে অতিদরিদ্রদের মাটি কেটে গ্রামীণ রাস্তাঘাট মেরামত করার কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে চলছে ভাড়াটে শ্রমিক দিয়ে কাজ। এমনই অভিযোগ পাওয়া গেছে বরগুনা সদর উপজেলার অতিদরিদ্রদের কর্মসৃজন কর্মসূচি (ইজিপিপি) প্রকল্পে।

বরগুনা সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয় (পিআইও) সূত্রে জানা গেছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০টি ইউনিয়নে গ্রামীণ অবকাঠামো মেরামতের জন্য মোট ২৯টি প্রকল্পের অনুমোদন হয়। এই প্রকল্পে মোট এক হাজার ১৪৩ জন দরিদ্র শ্রমিকের জন্য দৈনিক ৪০০ টাকা মজুরি হিসেবে এক কোটি ৬৪ লাখ ৫৯ হাজার ২০০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রকল্প এলাকায় কম শ্রমিকের উপস্থিতি, হাজিরা খাতা ও সাইনবোর্ড না থাকা, ভাড়াটে শ্রমিক দিয়ে কাজ করানোসহ নানাবিধ অভিযোগের মধ্য দিয়ে এই প্রকল্পের কাজ চলছে।

সরেজমিনে গিয়ে প্রকল্প ঘুরে দেখা গেছে, সদর উপজেলার ঢলুয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের চরকগাছিয়া ফারুক সরদারের বাড়ি থেকে পূর্ব দিকে সাহাবদ্দিন মাস্টারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনর্নির্মাণকাজে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে কোনো শ্রমিক কাজ করছেন না। প্রকল্পের কোনো সাইনবোর্ডও দেখা যায়নি। এই প্রকল্পে মোট ৩৯ জন দরিদ্র শ্রমিকের জন্য দৈনিক ৪০০ টাকা মজুরি হিসেবে পাঁচ লাখ ৬১ হাজার ৬০০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

ওই প্রকল্পে কাজ করা ভাড়াটে শ্রমিক আবু সালেহ বলেন, 'আমরা এখানে প্রতি হাজার ফুট মাটি চার হাজার টাকা দরে কাটছি। আমরা এখানে প্রতিদিন ২০-২৫ জন কাজ করছি।'

ঢলুয়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নলী মুন্সীবাড়ী বেড়িবাঁধ থেকে উত্তর দিকে মোসলেম মাস্টারের বাড়ি হয়ে মৃধাবাড়ির মাদরাসা পর্যন্ত রাস্তা পুনর্নির্মাণ প্রকল্পে কোনো শ্রমিককে কাজ করতে দেখা যায়নি। এই প্রকল্পে মোট ৪৪ জন দরিদ্র শ্রমিকের জন্য দৈনিক ৪০০ টাকা মজুরি হিসাবে ছয় লাখ ৩৩ হাজার ৬০০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

ওই প্রকল্পে কাজ করা শ্রমিক মো. সেলিম বলেন, 'এই রাস্তায় মাটির কাজ করেছি। আমরা প্রতি হাজার ফুট পাঁচ হাজার টাকায় দর নিয়ে এই রাস্তায় মাটি ফেলেছি। প্রতিদিন আমরা ১৪-১৫ জন শ্রমিক কাজ করছি।'

প্রকল্পের সভাপতি ইউপি সদস্য জাহিদুল ইসলাম বলেন, 'শ্রমিকদের বিকাশের মাধ্যমে টাকা দেওয়া হয়। আমার এখানে ৫৪ জন শ্রমিক আছে। ৪০ দিনের কর্মসূচির শ্রমিকদের তালিকা অনুসারে কাজ করানো হচ্ছে।'

বালিয়াতলী ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কালাম মুন্সীর দোকান থেকে পশ্চিমে মনিরুজ্জামানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার প্রকল্পে গিয়ে দেখা যায়, কোনো শ্রমিক কাজ করছে না।

ওই প্রকল্পে কাজ করা শ্রমিক মো. ইব্রাহিম বলেন, 'এখানে ১৭ জন শ্রমিক ছিল। চেয়ারম্যান নিজে টাকা দিয়েছেন। আমরা দৈনিক চুক্তিতে কাজ করেছি।'

বদরখালী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের গুলিশাখালী ছত্তার তালুকদারবাড়ি থেকে দক্ষিণ দিকে আবদুল অহেদ খানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনর্নির্মাণ করার কথা থাকলেও সেই রাস্তায় নামমাত্র মাটি ফেলা হয়েছে।

ওই এলাকার বাসিন্দা মনিরুজ্জামান তালুকদার বলেন, 'দুই ফুট মাটি দেওয়ার কথা থাকলেও ছয় ইঞ্চিও মাটি দেয়নি।'

ইউপি চেয়ারম্যান আজিজুল হক স্বপন বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব।'

বরগুনা সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) জিয়াউর রহমান বলেন, 'সঠিক নিয়মে কাজ না করলে বিল পাবে না।'

বরগুনা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাওছার হোসেন বলেন, 'ঠিকাদার নিয়োগ করে ঠিকা শ্রমিক দিয়ে মাটি কাটার কোনো সুযোগ নেই।'

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৫ মে ২০২৩,

পোশাক কারখানার আড়ালে তৈরি হচ্ছিল জাল টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে প্রতিষ্ঠানটি পোশাক কারখানা হিসেবে পরিচিত। প্রতিষ্ঠানটিতে জিনসের শার্ট-প্যান্ট তৈরি করা হতো। একসময় সেখানে ১৫০-২০০ শ্রমিক কাজ করতেন। কারখানাটি করোনা মহামারির মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। সেই পোশাক কারখানার কয়েকটি কক্ষে মালিক নিজেই জাল টাকা বানানো শুরু করেন। গতকাল বুধবার সেই জাল টাকা দিয়ে লিচু কিনতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন তিনি।

সাভারের বনগাঁ ইউনিয়নের সাদাপুরের পুরানবাড়ি এলাকায় 'সাউথ বেঙ্গল অ্যাপারেলস' নামের কথিত পোশাক কারখানায় অভিযান চালিয়ে জাল টাকা তৈরির সরঞ্জামসহ ৫০ লাখ জাল টাকা জব্দ করে পুলিশ। আটক করা হয় দুজনকে। এর আগে 'অন্ধ মার্কেট' এলাকায় জাল টাকা দিয়ে লিচু কেনার অভিযোগে কারখানার মালিক সাখাওয়াত হোসেন খানকে আটক করে সাভার মডেল থানা-পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, আটক সাখাওয়াত হোসেন খান (৫০) বরিশালের মুলাদী উপজেলার ডিগ্রিরচর খান বাড়ির বাসিন্দা। আটক অন্য দুজন হলেন মুলাদীর বয়াতিকান্দি গ্রামের নাজমুল হোসেন (২৪) ও শরীয়তপুরের পালং থানার গয়াধর গ্রামের সুজন মিয়া (৩০)।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গতকাল সকালে কারখানার মালিক সাখাওয়াত সাভারের 'অন্ধ মার্কেট' এলাকায় লিচু কিনতে যান। লিচু বিক্রেতাকে এক হাজার টাকার একটি জাল নোট দিলে নোট দেখে বিক্রেতার সন্দেহ হয়। পরে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় সাখাওয়াতকে আটক করে সাভার মডেল থানা-পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ১৭ হাজার টাকার জাল নোটসহ সাখাওয়াতকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। থানায় জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে তিনি সাভারের সাদাপুরের পুরানবাড়ি এলাকায় তাঁর মালিকানাধীন 'সাউথ বেঙ্গল অ্যাপারেলস' নামের পোশাক কারখানার ভেতরে জাল টাকা বানানোর কথা স্বীকার করেন। পরে পুলিশ ওই কারখানায় গিয়ে আরও দুজনকে আটক করে। এ সময় কারখানা থেকে ১ বোতল বিদেশি মদ, একটি বিয়ারের ক্যান ও ১০০টি ইয়াবা উদ্ধার করে পুলিশ।

কারখানার ঠিক পাশেই একটি বাসায় ভাড়া থাকেন মহিমা খাতুন (৪০)। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, 'এ এলাকায় ৮ বছর ধরে থাকি। দুই বছর হলো এই বাসা ভাড়া নিছি। আগে কারখানায় জিনসের শার্ট, প্যান্ট বানাইত। আগে দেড়-দুই শ লোক কাজ করত। করোনার পর থিকা ৬-৭ জন কাজ করে। কী কাজ করে, আমরা জানতাম না।'

জাল টাকা তৈরির মূল হোতা সাখাওয়াত হোসেনের দাবি, ব্যবসায় লোকসানের কারণে তিন ব্যক্তির পরামর্শে চার মাস আগে তিনি জাল টাকা তৈরি শুরু করেন। সাখাওয়াত বলেন, ২০১১ সালে তৈরি পোশাকের ব্যবসা শুরু করেন তিনি। এরপর লোকসানের কয়েক বছর পরই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেন। পাঁচ বছর আগে আবার শুরু করেন। করোনার সময় কার্যাদেশ বাতিল হওয়ায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। চার মাস আগে ঢাকার তিন ব্যক্তির পরামর্শে জাল টাকা তৈরির কাজ শুরু করেন। তাঁরাই জাল টাকা তৈরির সব সরঞ্জাম দিতেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ১০ জ্যৈষ্ঠ
২৪ মে ২০২৩

সুন্দরবনে মাছ ধরায় আট জেলে আটক

■ শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা

সুন্দরবনের মান্দারবাড়িয়া নদীতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ ধরার সময় আট জেলেকে আটক করা হয়েছে। বন বিভাগ পশ্চিম সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জের মান্দারবাড়িয়া বন টহল ফাড়ির ইনচার্জ (ওসি) সোলাইমান হোসেনের নেতৃত্বে সদস্যরা গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে তাদের আটক করে। এ সময় জেলেদের ব্যবহৃত দুটি বড় নৌকা, ১২০ কেজি মাছ ও লক্ষাধিক টাকা মূল্যের ব্যবহারকৃত নিষিদ্ধ জালসহ অন্যান্য সরঞ্জাম জব্দ করে বনকর্মীরা। আটক জেলেরা হলেন কয়রা উপজেলার গোবরা গ্রামের রশিদ, সফিকুল, মান্নান, আলামিন, নূরুজ্জামান, রোকনুজ্জামান এবং যাতাখালী গ্রামের জাহিদুল ইসলাম ও ফজর আলী।

সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বনসংরক্ষক (এসিএফ) এ কে এম ইকবাল হোসেন চৌধুরী সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আটক জেলেদের বন আইনে সাতক্ষীরা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

THURSDAY MAY 25, 2023
JAISHTHA 11, 1430 BS
The Daily Star

No proposals at RMG wage board's first meeting

STAR BUSINESS REPORT

The first meeting of the newly formed wage board for garment workers in Bangladesh yesterday ended without any proposal for structuring the monthly payments of more than four million apparel workers.

Held at the office of the Minimum Wages Board in Dhaka, the first meeting was spent discussing different global and domestic issues after introductions were made.

"We discussed the overall situation of the industrial sector and previous salary structure for workers," Liaquet Ali Molla, chairman of the Minimum Wages Board, told journalists after the meeting.

Both sides, meaning owners and workers, will propose a salary structure for the garment industry during the next meeting.

However, a date for the next meeting has not been fixed yet, he said.

Sirajul Islam Rony, the workers' representative on the board, said he will analyse the current and previous data on wages, cost of living for workers and the present situation of the garment industry before preparing a proposal.

Md Siddiqur Rahman, the owners' representative, said they mainly discussed three issues at the first meeting, namely the global economic situation, overall apparel sector and living standard of garment workers.

Rahman then said he too will propose new salaries at the next meeting and that announcing the final wage structure on time is possible.

The board has seven months to announce the new wage structure, he added.

The government had formed the new wage board for garment workers last month as they have been passing through a difficult time due to high inflationary pressure.

With the announcement of the new wage board, union leaders in the garment sector demanded Tk 23,000 as the minimum wage for workers.

Union leaders proposed the amount considering the needs of a four-member family alongside other major factors such as the inflationary pressure and overall cost of living, including house rent, medical allowance and transport cost.

The current minimum wage of a garment workers is Tk 8,000 per month. Union leaders also said international retailers and brands should contribute a fair share for the wage upgradation of workers.

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২৩ মে ২০২৩,

শ্রম অধিকার চর্চার বাধা তুলে ধরলেন শ্রমিকনেতারা

মার্কিন প্রতিনিধিদলের বৈঠক

মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে শ্রমিকদের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে শ্রমিকনেতাদের কথা শোনেন।

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করায় নানা পর্যায়ে বাধার পাশাপাশি শ্রম আইন কার্যকরের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত সমস্যা রয়ে গেছে। এর পাশাপাশি ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য যে পরিষদ গঠন করা হয়েছে, তাতে শ্রমিকদের অংশীদারত্ব নেই। সামগ্রিকভাবে ট্রেড ইউনিয়ন চর্চায় নানা রকম বাধার পাশাপাশি ন্যূনতম মজুরির সমস্যা রয়ে গেছে। সফররত মার্কিন বাণিজ্য বিভাগের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে এ অভিমত দিয়েছেন বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।

গতকাল সোমবার যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মার্কিন শ্রম অধিকার সংস্থা সলিডারিটি সেন্টারের গুলশান দপ্তরে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দেশটির বাণিজ্য বিভাগের (ইউএসটিআর) দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত সহকারী মন্ত্রী ব্রেনডেন লিঞ্চ।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বৈঠকে উপস্থিত একাধিক শ্রমিক প্রতিনিধি সন্ধ্যায় এই প্রতিবেদককে জানান, মার্কিন প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে শ্রমিকদের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে শ্রমিকনেতাদের কথা শুনেছেন। বাংলাদেশের শ্রমিকনেতারা প্রতিনিধিদলটির বক্তব্যের সঙ্গে সরকারের বক্তব্যের মূল্যায়নের জন্য মার্কিন প্রতিনিধিদলটি শ্রম পরিস্থিতির নানা বিষয় নিয়ে জানতে চেয়েছেন।

বৈঠকে উপস্থিত এক শ্রমিকনেতা জানান, ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ততার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নানা প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি আলোচনায় আসে। প্রাসঙ্গিকভাবেই ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ত হতে গেলে শ্রমিকদের নানা রকম ভয়ভীতি এবং মামলা দেওয়ার পাশাপাশি কারখানায় কালো তালিকাভুক্তির বিষয়টি এসেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অন্য এক নেতা জানান, ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অনলাইন এবং অফলাইন দুটি ক্ষেত্রেই জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়। শ্রম আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত জটিলতার বিষয়গুলো কয়েকজন শ্রমিকনেতা তুলেছেন। আইনের ছোটখাটো ধারা এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার প্রসঙ্গও এ সময় আলোচনায় আসে।

ন্যূনতম মজুরি নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য গঠিত পরিষদে শ্রমিকশ্রেণির কোনো অংশীদারত্ব ছিল না। ওই পরিষদে সদস্য হিসেবে শ্রমিক প্রতিনিধি যুক্ত করার সময় শ্রমিকদের মতামত নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন শ্রমিকনেতারা।

জানা গেছে, মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের আলোচনার সময় শ্রমিকনেতারা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা এবং এর বাইরে বাংলাদেশে একটি অভিন্ন শ্রম আইনের বিষয়টি তুলেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের তুলা বিষবাষ্পীকরণ ছাড়াই খালাস করবে বাংলাদেশ

গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলা এখন থেকে বাংলাদেশের বন্দরে ফিউমিগেশন বা বিষবাষ্পীকরণের প্রক্রিয়া ছাড়াই খালাস করা যাবে। ১৬ মে থেকে কার্যকর হওয়া আইন অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে।

গত রোববার সচিবালয়ে কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তারের সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রেনডেন লিঞ্চের সঙ্গে আলোচনায় বিষয়টি উঠে আসে। বাংলাদেশ সরকারের এমন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

বাংলাদেশ তুলা আমদানির দিক থেকে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ, যা দেশটিকে যুক্তরাষ্ট্রের তুলার সপ্তম বৃহত্তম রপ্তানি বাজারে পরিণত করেছে এবং যার আর্থিক মূল্য ২০২২ সালে ৪৭৫ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এবং বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। আগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলা বিষবাষ্পীকরণের মাধ্যমে পতঙ্গমুক্ত করার প্রক্রিয়ার বাধ্যবাধকতা থাকায় একদিকে আমদানিকারকের কাছে তুলা পৌঁছাতে দেরি হতো, অন্যদিকে বাংলাদেশি আমদানিকারকদের প্রতিবছর শত শত কোটি টাকা এই বাবদ খরচ করতে হতো।

বিষবাষ্পীকরণের মাধ্যমে পতঙ্গমুক্ত করার প্রক্রিয়ার প্রথা বাতিল করায় এখন যুক্তরাষ্ট্রের তুলা সরাসরি ও সহজেই বাংলাদেশি আমদানিকারকদের মাধ্যমে তৈরি পোশাকশিল্পের সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহব্যবস্থায় প্রবেশ করতে পারবে। ফলে বাংলাদেশি তৈরি পোশাক খাতের উল্লেখযোগ্য সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, যৌথভাবে কাজ করার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে পারা এবং একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে সমৃদ্ধি বাড়ানো ও বাণিজ্যের বাধাগুলো দূর করার একটি বড় উদাহরণ যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ। মার্কিন ভোক্তারা যেহেতু বাংলাদেশে উৎপাদিত টেকসই, উচ্চ মানের পোশাকের ওপর নির্ভর করে, তাই বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়াতে উচ্চ মানের আমেরিকান তুলা প্রয়োজন রয়েছে।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ২৩ মে ২০২৩

গার্মেন্টস খাতের শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক

নতুন মজুরি বোর্ড সম্পর্কে খোঁজ নিলেন মার্কিন প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিবেদক

গার্মেন্টস খাতের শ্রমিকদের জন্য নতুন মজুরি বোর্ড ইতিমধ্যে গঠন করেছে সরকার। সেই মজুরি বোর্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন ঢাকা সফররত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) কার্যালয়ের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। বিশেষ করে বোর্ড গঠনের সময় শ্রমিক নেতাদের মতামত নেওয়া হয়েছে কি না বা বোর্ডে প্রকৃত শ্রমিক প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছে কি না–এসব বিষয় জানতে চেয়েছেন। সোমবার রাজধানীর গুলশানে সলিডারিটি সেন্টারে শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তারা এসব বিষয়ে জানতে চান। বৈঠক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, গতকাল সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত দেড় ঘন্টা দেশের গার্মেন্টস খাতের শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ইউএসটিআর প্রতিনিধি দলের সদস্যারা। ইউএসটিআর কার্যালয়ের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হলেন–যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক পরিচালক ব্রিয়ান লুটি, ইউএসটিআরের উপসহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেনডন এলভিন্নচ, দক্ষিণ এশিয়ায় ইউএসটিআরের পরিচালক মাহনাজ খান, রিজিওনাল আইপি অ্যাটাচে জন ক্যাবেকা, দক্ষিণ এশিয়ায় সিনিয়র লিগ্যাল আইপি কাউন্সেল শিল্পি ঝা, ইউএস প্যাটেন্ট অ্যান্ড ট্রেডমার্ক অফিসের প্যাটেন্ট বিশেষজ্ঞ রাহুল দাস, ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের ইকোনমিক ইউনিটের প্রধান যোসেফ গিবলিন, অর্থনৈতিক/বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ শীলা আহমেদ এবং পলিটিক্যাল/ইকোনমিক সামার অ্যাসিস্ট্যান্ট এমা ফেহরম্যান।

আর শ্রমিক নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, বাংলাদেশ পোশাক শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি তৌহিদুর রহমান, স্বাধীন বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি রাশেদুল আলম রাজু, বাংলাদেশ বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি সালাহউদ্দিন স্বপন এবং বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি কল্পনা আক্তার।

কালের কণ্ঠ ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ২৫ মে ২০২৩

মালিক-শ্রমিকের কাছে মজুরি প্রস্তাব চেয়েছে বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মজুরি বোর্ডের প্রথম সভায়ই বোর্ড চেয়ারম্যান মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের কাছেই মজুরি প্রস্তাবনা চেয়েছেন। মালিকপক্ষ ন্যূনতম মজুরি কত প্রস্তাব করে এবং শ্রমিকপক্ষ কত প্রস্তাব করে, সেটি বোর্ডের পরবর্তী বৈঠকেই উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে। গতকাল বুধবার নতুন মজুরি বোর্ডের প্রথম সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। দেশের রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি সমন্বয়ের জন্য গঠিত মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিনিয়র জেলা জজ লিয়াকত আলী মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বোর্ডের ছয় সদস্যের সবাই উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে মালিকপক্ষের প্রতিনিধি বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি মো. সিদ্দিকুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বৈঠকে তৈরি পোশাক খাতের বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। বর্তমানে কতটা গার্মেন্ট কারখানা চালু রয়েছে, কতজন শ্রমিক কাজ করেন সে বিষয়ে জানতে জান বোর্ড চেয়ারম্যান। মালিকপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে আমার কাছে মজুরি কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে জানতে চওয়া হয়। আমি বলেছি, মালিক-শ্রমিক সবার জন্য সহনীয় হয় এমন মজুরি কাঠামো ঠিক করা দরকার। আমাদের মনে রাখতে হবে, সবার আগে দেশ। এরপর শিল্প, তারপর মালিক-শ্রমিক। সুতরাং শিল্পের সক্ষমতা, চলমান বৈশ্বিক অস্থিরতা এবং সবার স্বার্থ দেখে তবেই মজুরি কাঠামো ঠিক করা উচিত।'

সিদ্দিকুর রহমান আরো বলেন, 'বৈঠকের শেষ দিকে মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের কাছে মজুরি প্রস্তাবনা চান এবং পরবর্তী বৈঠকে এই প্রস্তাব উভয় পক্ষকেই বোর্ডে উপস্থাপন করতে বলেন। আমরা এখন বিজিএমইএ ও সব সদস্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটি প্রস্তাবনা তৈরি করে বোর্ডে উপস্থাপন করব।'

সভায় শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক-কর্মচারী লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি। তিনি বলেন, 'বর্তমানে পোশাকশিল্পে বড়-ছোট ও মাঝারি গার্মেন্ট কারখানায় সব মিলে ৪০ লাখের মতো শ্রমিক রয়েছেন। এর বাইরে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের ১০ লাখসহ সব মিলে ৫০ লাখের মতো শ্রমিক কাজ করছেন। এসব শ্রমিক তাঁদের পরিবারের সদস্য মিলে প্রায় পাঁচ কোটি শ্রমিক শ্রেণির লোক এ শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে মজুরি প্রস্তাব জমা দিতে বলা হয়। আমরা এখন সব শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে নির্ধারণ করব কত মজুরি প্রস্তাব করা যায়।'

এরই মধ্যে অনেক শ্রমিক সংগঠন ন্যূনতম মজুরি ২২ থেকে ২৫ হাজার টাকা দাবি করেছে। এ প্রসঙ্গে সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এরপর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে জমা দেব। বাস্তবভিত্তিক প্রস্তাব দিতে হবে। আমরা আলোচনা সাপেক্ষে বাস্তবভিত্তিক প্রস্তাব দেব। শ্রমিকরা যাতে না ঠকে, সে বিষয়টিকে আমি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেব।'

তিনি আরো বলেন, 'আগামী বৈঠকেই প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারব বলে আশা করছি। এরপর অক্টোবর মাসের মধ্যে মজুরি কাঠামো চূড়ান্ত করে ফেলব এবং ডিসেম্বর নাগাদ চূড়ান্ত ঘোষণা ও গেজেট প্রকাশ করা সম্ভব হবে।'

গার্মেন্টের ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের প্রথম সভা

সাল	ন্যূনতম মজুরি (টাকা)
১৯৮৪	৬৩০
১৯৯৪	৯৩০
২০০৬	১৬৬২.৫০
২০১০	৩০০০
২০১৩	৫৩০০
২০১৮	৮০০০

গত মাসের প্রথম সপ্তাহে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করে। মোট ছয় সদস্যের বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে চারজন স্থায়ী সদস্য। অন্য দুজন মালিক-শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি। গার্মেন্ট শ্রমিকদের জন্য ১৯৯৪ সালে প্রথম মজুর বোর্ড গঠন করে সরকার। এর আগ পর্যন্ত অবশ্য ১৯৮৪ সালে ৬৩০ টাকা মজুরি নির্ধারণ করার কথা বলা হলেও মজুরি বোর্ডে এর সঠিক কোনো তথ্য নেই। তবে ১৯৯৪ সালে ৯৩০ টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়। ১২ বছর পর ২০০৬ সালে গঠিত মজুরি বোর্ড ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে এক হাজার ৬৬২ টাকা ৫০ পয়সা। চার বছর পর ২০১০ সালের গঠিত মজুরি বোর্ড নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করে তিন হাজার টাকা। ২০১৩ সালে সাভারের ভয়াবহ রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর বিশ্বব্যাপী পোশাক খাত নিয়ে ব্যাপক নেতিবাচক সমালোচনা হওয়ায় তিন বছরের মাথায় ফের মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়। এবার নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হয় পাঁচ হাজার ৩০০ টাকা। সব শেষ ২০১৮ সালে গঠিত মজুরি বোর্ড আট হাজার টাকা নির্ধারণ করে। এরপর পার হয়ে গেছে পাঁচ বছর। শ্রম আইনেও বলা আছে পাঁচ বছর পর পর মজুরি সমন্বয় করতে হবে। তার আলোকেই নতুন বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, মে ২৫, ২০২৩

ন্যূনতম মজুরি ও আমাদের শ্রমবাজার

বিশ্ববাজার করোনা মহামারী ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে অস্থির, ঊর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতির চাপে সাধারণের জীবিকা নির্বাহ দিন দিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির জন্য নানা দিক সামাজিক ফোরামে আলোচনা তুমুল পর্যায়ে। কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০২২ সালে বাংলাদেশের ন্যূনতম মজুরি মাসিক গড়ে ৮ হাজার টাকা ছিল, যা ৭৪ দশমিক ৭২৬ মার্কিন ডলার অপরিবর্তিতভাবে রয়েছে। কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরির সর্বোচ্চ হার ছিল মাসিক ৮ হাজার ১০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন মাসিক ৫ হাজার ৩০০ টাকা। যেহেতু শ্রম ও মজুরির মধ্যে সম্পর্ক একটি অন্যটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ন্যূনতম মজুরি শ্রমবাজার আইন ও বিধানে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একদিক, যা শ্রমজীবীদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতের জন্য তৈরি করা হয়েছে। দ্রুত বর্ধনশীল কর্মসংস্থান খাত এবং স্বল্প মজুরির শ্রমিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অনুপাত দেখা যায় আমাদের বাংলাদেশে, তবে ন্যায্যতার খাতিরে ন্যূনতম মজুরি বাড়ানো হবে কিনা এ প্রশ্ন সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এ লেখনী দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে বাংলাদেশের কর্ম ও চাকরি খাতে ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর উপকারিতা ও অসুবিধাগুলো অন্বেষণ করার প্রয়াস মাত্র।

প্রথমেই আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ন্যূনতম মজুরির বৃদ্ধির সুফলগুলো দেখা যাক—

ক) দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নত জীবনযাত্রার মান: ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর অন্যতম প্রধান সুবিধা হলো দারিদ্র্য হ্রাস করার পাশাপাশি নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার সম্ভাবনা তৈরি হয়ে থাকে। উচ্চ ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করে যে শ্রমিকরা তাদের মৌলিক চাহিদাগুলোকে পূরণ করতে সক্ষম হন, আর এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরিতে উৎসাহিত করে এবং মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।

খ) বর্ধিত কর্মশক্তি অনুপ্রেরণা দেয়া এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ: মজুরি বাড়ানোর মাধ্যমে নিয়োগদাতারা শ্রমিকদের আরো ভালোভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে, যার ফলে কর্মে উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা উভয়ই বৃদ্ধি পায়। এছাড়া মজুরির মাধ্যমে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ কর্মচারীদের নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার জন্য এক ধরনের প্রণোদনা রূপে কাজ করতে পারে, যার ফলে কাজের আউটপুট মানসম্মতভাবে উন্নত হয় এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে।

গ) আয়বৈষম্য হ্রাসকরণ: উচ্চহারে ন্যূনতম মজুরি আয় বৈষম্য হ্রাস করতে সহায়তা করে, যা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের শ্রমবাজারে ভারসাম্য ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আয়ের ব্যবধান কমিয়ে এনে, ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পদের আরো ন্যায়সংগত বণ্টনে অবদান রাখে এবং সামাজিক সংহতিকে উৎসাহিত করে।

ঘ) ভোক্তা চাহিদা সম্প্রসারণ: যখন কম মজুরির শ্রমজীবীরা বেশি উপার্জন করে, তখন তাদের ক্রয় সক্ষমতা বাড়ে, যার ফলে ভোক্তাদের চাহিদাকে উদ্দীপক রূপে এটি কাজ করে থাকে। ভোক্তা ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ার কারণে দেশের ব্যবসাগুলো উপকৃত হয় এবং সেটি সার্বিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক তরঙ্গ প্রভাব তৈরি করে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

ঙ) চাকরি কাজের খাতের আনুষ্ঠানিকতা: ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির ফলে অনানুষ্ঠানিক শ্রমের প্রসারকে নিরুৎসাহিত করে এবং চাকরি খাতের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতাকে প্রচার করে। আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান শ্রমজীবীদের আইনি সুরক্ষার পথ দেয়, যেমন সামাজিক সুরক্ষা বেনিফিট, নিরাপদ কাজের পরিবেশ এবং ক্যারিয়ার বৃদ্ধির পথ, যার ফলে সামগ্রিক শ্রমবাজার উন্নত হয়।

এবার দেখা যাক ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির অসুবিধা কী কী হতে পারে।

ক) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ওপর বোঝা: ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত প্রাথমিক উদ্বেগের বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো এটি ছোট ব্যবসাগুলো ওপর সম্ভাব্য বোঝা বৃদ্ধি করে। ক্ষুদ্র, মাঝারি আকারের ব্যবসাগুলো অর্থাৎ এসএমই খাত, যা বাংলাদেশে কর্মসংস্থান তৈরির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, তারা বর্ধিত শ্রম ব্যয় বহন করতে হিমশিম করবে। এর ফলে নিয়োগ কমে যাবে, এমনকি কিছু ব্যবসা বন্ধ হওয়ার ঝুঁকিতেও থাকবে, যেজন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উভয়ই বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

খ) মূল্য স্তর এবং মূল্যস্ফীতির ওপর প্রভাব: উৎপাদনশীলতার অনুরূপ উন্নতি ছাড়াই মজুরি বৃদ্ধি করা হলে সম্ভাব্যভাবে অতিরিক্ত উৎপাদন ব্যয় তৈরি হবে। এ বর্ধিত খরচের ক্ষতিপূরণ করতে ব্যবসাগুলো উৎপাদনকৃত পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দিতে পারে, যার ফলে মূল্যস্ফীতি দেখা যেতে পারে।

গ) শ্রমনিবিড় শিল্পে চাকরি হারানোর আশঙ্কা: শ্রমনিবিড় শিল্প, যেমন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির উচ্চশ্রম ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য করার ক্ষেত্রে ব্যাপক মাত্রায় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে। এসব খাতের নিয়োগকর্তারা কম শ্রম ব্যয়ের জন্য অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় মেশিন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক শ্রমে ঝুঁকে যাবেন অথবা অন্য কম ব্যয়ের দেশগুলোয় আউটসোর্সিংয়ের আশ্রয় নিতে পারেন, যার ফলে বাংলাদেশের কর্ম ও চাকরি খাতে অনেকেরই চাকরি চলে যেতে পারে।

ঘ) দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রণোদনা: ন্যূনতম মজুরির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি অনিচ্ছাকৃতভাবে কর্মীদের দক্ষতার উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করতে পারে। এতে কিছু নিয়োগকর্তা কম শ্রমিক বা কর্মী নিয়োগ করার জন্য এবং বর্ধিত মজুরি ব্যয়কে ন্যায়সংগত করার জন্য চাকরি দেয়ার ক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা দাবি করতে পারেন। এটি ক্যারিয়ার শুরু করছে অর্থাৎ এন্ট্রি-লেভেল কর্মীদের জন্য সুযোগ সীমিত করবে এবং তাদের দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ারের সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিতে পারে।

ঙ) সম্ভাব্য প্রতিযোগিতামূলক চ্যালেঞ্জ: প্রতিবেশী দেশগুলোয় অনুরূপ সমন্বয় ছাড়া দেশে ন্যূনতম মজুরির উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করলে দেশগুলোর মধ্যকার প্রতিযোগিতাকে প্রভাবিত করতে পারে। উচ্চশ্রম ব্যয় সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগকে (এফডিআই) নিরুৎসাহিত করতে পারে। এতে ব্যবসাগুলো কম মজুরির প্রয়োজনীয়তাযুক্ত দেশগুলোয় নিজেদের ব্যবসা স্থানান্তরিত করতে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ধীরগতির করে দিতে পারে।

বাংলাদেশের চাকরি ও কর্ম খাতে ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর সিদ্ধান্তের পূর্বে এর সম্ভাব্য সুবিধা ও অসুবিধার মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। কোনো ধরনের বিচার-বিবেচনা ছাড়াই বাজারের মূল্যস্ফীতির কারণ, দারিদ্র্য হ্রাস করতে গিয়ে এবং কর্মীদের কাজের প্রতি আরো অনুপ্রেরণা বাড়ানোর জন্য বেতন ও মজুরি বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে তা হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। বরং তা উল্টো প্রভাব ফেলবে আমাদের অর্থনীতিতেই দীর্ঘমেয়াদিভাবে। তাই এখানে প্রয়োজন যথাযথ ভারসাম্য বজায় রেখে বেতন ও মজুরি বৃদ্ধি করা, যাতে প্রবৃদ্ধির চাকা সচল থাকে এবং একই সঙ্গে এ বৈশ্বিক মন্দার বাজারে শ্রমজীবীরা যেন তাদের ন্যায্য অংশ পান তা যেন নিশ্চিত করা হয়।

মো. আবিদ মঈন খান: সাংবাদিক

সমকাল
বুধবার। ৩১ মে ২০২৩

২৩ শ্রমিককে কাজে যোগদানে বাধা

■ মাগুরা প্রতিনিধি

মাগুরা টেক্সটাইল মিল থেকে অবৈধভাবে চাকরিচ্যুত ২৩ শ্রমিককে যোগদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। শ্রমিকদের করা রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অমান্য করে তাঁদের বাধা দেওয়া হয় বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

মঙ্গলবার মিলের সামনে মানববন্ধন করেছেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। শ্রমিকদের দাবি ১৯৯৯ সালে জোর করে তাঁদের চাকরিচ্যুত করে মিল কর্তৃপক্ষ। ওই চাকরিচ্যুতির বিরুদ্ধে ২৩ জন শ্রমিক হাইকোর্টে রিট করেন। ২০১৭ সালে তাঁদের চাকরিতে পুনর্বহালের আদেশ দেন হাইকোর্ট। ওই সময় বিটিএমসি হাইকোর্টের সে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করলে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী, এম. এনায়েতুর রহিম ও জাহাঙ্গীর হোসেনের বেঞ্চ গত ১৪ মে এক নির্দেশে হাইকোর্টের আদেশ বলবৎ রেখে ওই ২৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পুনরায় নিয়োগের আদেশ দেন। তবে মাগুরা টেক্সটাইল মিলের ইনচার্জ শরিফুল ইসলাম আদালতের আদেশ অমান্য করে তাঁদের যোগদানে বাধা দিচ্ছেন।

মিলের ইনচার্জ শরিফুল ইসলাম বলেন, উচ্চ আদালতের নির্দেশনাটি বিটিএমসির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। সেখান থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাঁর কিছু করার নেই।

বণিক বার্তা রোববার, মে ২৮, ২০২৩

মান্দায় কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে অনিয়মের অভিযোগ

আরমান হোসেন রুমন ■ নওগাঁ

নওগাঁর মান্দা উপজেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নে অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচির (ইজিপিপি) দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এলাকার অতিদরিদ্র ও মৌসুমি বেকার অদক্ষ শ্রমিকদের দিয়ে এ কাজ করানোর নিয়ম থাকলেও তালিকা তৈরিতে স্বজনপ্রীতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের। আবার এসব শ্রমিক দিয়ে ব্যক্তিগত কাজ করানো হয়েছে। তালিকায় যাদের নাম দেয়া হয়েছে তাদের বেশির ভাগ অনুপস্থিত থাকলেও শতভাগ উপস্থিতি দেখিয়ে ভাতা উত্তোলনে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসে (পিআইও) তালিকা জমা দেয়া হয়েছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য, চেয়ারম্যান ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার যোগসাজশে প্রকাশ্যে এ অনিয়ম হচ্ছে বলে বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। এতে সরকারের কর্মসৃজনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ায় প্রকৃত শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। অনিয়ম খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা।

মান্দা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে ইজিপিপি কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ গত ১০ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে। আগামী ৪ জুন পর্যন্ত মোট ৩৬ দিন কাজ চলবে। প্রতি সপ্তাহে শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত পাঁচদিন সকাল ৮টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত কাজ করার কথা শ্রমিকদের। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে যদি শ্রমিকরা সকাল ৭টা থেকে কাজ শুরু করেন সেক্ষেত্রে বেলা ২টা পর্যন্ত কাজ করার নিয়ম রয়েছে। যেখানে বিষ্ণুপুর ইউনিয়নে পাঁচটি প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ১৩০ জন শ্রমিক কাজ করার কথা। দৈনিক হাজিরা বাবদ এসব শ্রমিক ৪০০ টাকা মোবাইল ব্যাংকিংয়ে (বিকাশ/নগদ) পারিশ্রমিক হিসেবে পাবেন।

২৪ মে প্রকল্প এলাকাগুলোয় গেলে নানা অনিয়মের চিত্র উঠে আসে। সেখানে দেখা যায়, পাঁচটি প্রকল্পের মধ্যে যাদের নাম কর্মসৃজনের তালিকায় দেয়া হয়েছে এদের মধ্যে বেশির ভাগই এ তালিকায় যুক্ত হওয়ার যোগ্য নন। সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে সুবিধাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে অভিনব কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে কর্মসৃজনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ওই সুবিধাভোগীদের। দৈনিক ১৩০ জন শ্রমিক কাজ করার কথা থাকলেও সশরীরে উপস্থিত থেকে এখানে কাজ করছেন ৩০ শতাংশেরও কম শ্রমিক। কমপক্ষে বেলা ২টা পর্যন্ত কাজ করার কথা থাকলেও দুপুর সাড়ে ১২টার আগেই প্রকল্প এলাকা থেকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন এসব শ্রমিক। মাঠ পর্যায়ে এসব তদারকিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের থাকার কথা থাকলেও তারা মাঠে আসছেন না। কাজে অংশ না নেয়া অনুপস্থিত শ্রমিকদের নিয়মিত উপস্থিত দেখাচ্ছেন প্রকল্পসংশ্লিষ্টরা। প্রকল্প এলাকায় সাইনবোর্ড টানানোর নিয়ম থাকলেও তা দেয়া হয়নি।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) ৯ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য এস এম হান্নান বলেন, 'কর্মসূচির ৬ জন শ্রমিক এনে দুইদিন আমার ব্যক্তিগত পুকুর সংস্কার করেছি। তার বিনিময়ে প্রকল্প এলাকার কাছাকাছি একটা রাস্তায় নিজের উদ্যোগে ট্রাক্টর ভাড়া করে ২২ গাড়ি মাটি দিয়েছি। এখানে কোনো অনিয়ম হয়নি।'

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে বিষ্ণুপুর ইউপি চেয়ারম্যান এস এম গোলাম আজম বলেন, 'বিতর্কিত নাম বাদ দিয়ে তালিকা সংশোধন করতে চেয়েছিলাম। উপজেলা প্রশাসন সেই সুযোগ আমাকে দেয়নি। আগের তালিকাই বহাল রেখেছে। তাই তালিকা তৈরিতে নতুন করে স্বজনপ্রীতির সুযোগ নেই। ইউপি সদস্য হান্নানের ব্যক্তিগত পুকুর সংস্কারে কর্মসৃজনের শ্রমিক ব্যবহার করার বিষয়টি সঠিক।'

> এলাকার অতিদরিদ্র ও মৌসুমি বেকার অদক্ষ শ্রমিকদের দিয়ে এ কাজ করানোর নিয়ম থাকলেও তালিকা তৈরিতে স্বজনপ্রীতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের। আবার এসব শ্রমিক দিয়ে ব্যক্তিগত কাজ করানো হয়েছে

প্রকল্প এলাকায় শ্রমিক না থাকার ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, 'নাম মাত্র পাঁচটি এলাকা উল্লেখ করে প্রকল্প দেখিয়েছি। এটা দেখিয়ে প্রকল্প অনুমোদন নিয়ে ওইসব শ্রমিককে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে বিভিন্ন গ্রামে কাজ করানো হচ্ছে। বর্তমানে প্রতিদিন কমপক্ষে ৯০ জন শ্রমিককে উপস্থিত দেখানো হচ্ছে। যারা আসছেন না তাদের অনুপস্থিত দেখিয়ে ভাতা উত্তোলনের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। ৩০ শতাংশের কম শ্রমিক কাজে আসার অভিযোগটি সঠিক নয়।'

মান্দা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রেজাউল করিম বলেন, 'বিষ্ণুপুর ইউনিয়নে ইউপি সদস্যের ব্যক্তিগত কাজে কর্মসৃজনের শ্রমিক ব্যবহারের সত্যতা পেয়েছি। ওইদিন যারা সেখানে কাজ করেছেন তাদের অনুপস্থিত দেখানো হবে। কর্মসৃজনের কোনো কাজে অনিয়মে আমি জড়িত নই।'

নওগাঁ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা আশিকুর রহমান বলেন, 'ব্যক্তিগত কাজে কর্মসৃজনের শ্রমিক ব্যবহার এবং অনুপস্থিতদের উপস্থিত দেখিয়ে তালিকা তৈরি সম্পূর্ণ অবৈধ। এখানে অনুপস্থিত থেকেও কোনো শ্রমিক মজুরি পেয়েছেন কিনা সেটি খতিয়ে দেখা হবে। সত্যতা পেলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ করা হবে।'

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, মে ৩০, ২০২৩

সংবাদ সম্মেলনে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক

বাংলাদেশ সরকারকে সস্তা শ্রমের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) মর্যাদা থেকে প্রত্যাশিত স্তরে উন্নীত হওয়ার পর একটি অধিকারভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে বাংলাদেশ সরকারকে সস্তা শ্রমের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে। ১২ দিনের সফর শেষে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেছেন চরম দারিদ্র্য ও মানবাধিকারবিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক অলিভিয়ার ডি শুটার।

গতকাল রাজধানীতে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সময় অলিভিয়ার ডি শুটার উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের জুনে বাংলাদেশবিষয়ক সর্বশেষ প্রতিবেদন মানবাধিকার কাউন্সিলে পেশ করা হবে।

তিনি আরো বলেন, 'জনগণকে দরিদ্রতার মধ্যে রেখে একটি দেশ তার আপেক্ষিক সুফল বা উন্নয়ন ভোগ করতে পারে না। বাংলাদেশের উন্নয়ন মূলত তৈরি পোশাক শিল্পের মতো একটি রফতানি খাত দ্বারা চালিত, যা সস্তা শ্রমের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল।'

সংবাদ সম্মেলনে অলিভিয়ার আরো বলেন, 'বাংলাদেশ দারিদ্র্য নিরসনে সাফল্য দেখিয়েছে। সামগ্রিকভাবে আয়বৈষম্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিও সাধন করেছে। কিন্তু এখনো বহুমাত্রিক দারিদ্র্য রয়ে গেছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে আয়বৈষম্য বেড়েছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ প্রকৃত অগ্রগতি অর্জন করলেও তাতে ভঙ্গুরতা রয়েছে।'

ডি শুটার সরকারকে ২০২৬ সালে এলডিসি মর্যাদা থেকে আসন্ন উন্নীতকরণের সুযোগকে ব্যবহার করে তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর তার নির্ভরতা পুনর্বিবেচনা করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ যত উন্নীতকরণের পথে এগোচ্ছে, তত এটি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের ট্যাক্স-প্রণোদনা প্রদান এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে।'

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ আরো বলেন, 'ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা, কর্মীদের শিক্ষিত করা ও প্রশিক্ষণ দেয়া এবং সামাজিক সুরক্ষার উন্নতিতে সরকারকে আরো বেশি সময় ও সম্পদ ব্যয় করা প্রয়োজন। এ-জাতীয় উদ্যোগ শুধু বিনিয়োগকারীদেরই আকৃষ্ট করবে না, এটি বাংলাদেশে উন্নয়নের একটি নতুন রূপরেখা তৈরি করবে, যা বৈষম্যমূলক রফতানি সুযোগের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ চাহিদা দ্বারা চালিত হবে।'

বিশেষ প্রতিবেদক স্বাধীনভাবে কাজে বিশ্বাসী সুশীল সমাজের ওপর সরকারের এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'এ আইনের অধীনে সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী, বিরোধী রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদদের স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার প্রয়োগের কারণে আটক করা হয়েছে।'

ডি শুটার সরকারকে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরো যৌক্তিক করার জন্য আহ্বান জানান। বিশেষ প্রতিবেদকের মিশনের অংশ হিসেবে কক্সবাজার সফর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডি শুটার শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করেন। প্রায় এক মিলিয়ন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়ার জন্য জনাকীর্ণ দেশ বাংলাদেশ সরকারকে অভিবাদন জানানোর পাশাপাশি আশ্রয়শিবিরের বসবাস অনুপযোগী অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি। এ বিশেষজ্ঞ বলেন, 'প্রত্যাবাসনের শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের একটি স্বচ্ছন্দ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১৫ জৈ
২৯ মে ২০২৩

সেপটিক ট্যাংকের বিষাক্ত গ্যাসে বাড়ছে শ্রমিকের মৃত্যু, দায় কার?

● নীতিমালা থাকলেও বাস্তবায়ন নেই ● বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে : বিশেষজ্ঞ ● ওয়াসা বলছে, বিলের পেছনে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হয়

■ নিলয় মামুন

দেশে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার হচ্ছে না। যার কারণে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাসে মৃত্যুর ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। যে সব শ্রমিক মারা যাচ্ছেন, তাদের বেশির ভাগই অপ্রশিক্ষিত, নানা ধরনের গ্যাস জমে তা যে প্রাণঘাতী হতে পারে, তা তাদের জানা নেই। অন্যদিকে দীর্ঘদিন সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার না করায় বিস্ফোরণের ঘটনারও খবর পাওয়া যাচ্ছে। শ্রমিক মৃত্যু ঠেকাতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা থাকলেও সেটির বাস্তবায়ন নেই, নেই তদারকিও।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অপ্রশিক্ষিত শ্রমিক দিয়ে ট্যাংক পরিষ্কার করা বন্ধ করতে হবে। বাড়াতে হবে সচেতনতা। নীতিমালার প্রয়োগ করতে হবে। রাজধানীর পানি সরবরাহ ও স্যুয়ারেজ লাইনের বিল গ্রহণ করে ঢাকা ওয়াসা। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে ২০১৭ সালে দেওয়া একটি নির্দেশনায় বলা হয়, সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারে দুর্ঘটনারোধে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে সিটি করপোরেশন/ ওয়াসা ব্যবস্থা নেবে। অপ্রশিক্ষিত শ্রমিক দিয়ে

এভাবেই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার কাজে নেমে যান শ্রমিক

ট্যাংক পরিষ্কার করা যাবে না। নির্দেশনাগুলো হলো—সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ এবং ওয়াসাসমূহ সেপটিক ট্যাংকের পয়ঃপরিষ্কার ও ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত শ্রমিক বাছাইপূর্বক তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রত্যেক শ্রমিককে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদান এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকদের একটি তালিকা স্ব স্ব দপ্তর/আঞ্চলিক দপ্তরে জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য করে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করবে। সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ এবং ওয়াসাভুক্ত এলাকার কোনো ভবন মালিক/প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ওয়াসায় বর্ণিতভাবে তালিকাভুক্ত শ্রমিক ছাড়া অন্য কোনো শ্রমিককে সেপটিক ট্যাংকের পয়ঃপরিষ্কার বা ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত করতে পারবে না।

সেপটিক ট্যাংকের পয়ঃপরিষ্কারকরণ বা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ওয়াসায় তালিকাভুক্ত নয়, এমন শ্রমিক নিয়োজিত করা হলে এবং দুর্ঘটনার ফলে সে শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত বা তার মৃত্যু হলে, সংশ্লিষ্ট ভবন মালিক/প্রতিষ্ঠানকে দুর্ঘটনা/ক্ষতি/মৃত্যুর আইনগত ও আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার জন্য তালিকাভুক্ত শ্রমিকদের জন্য একটি ন্যূনতম মজুরি থাকবে যা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ওয়াসা নির্ধারণ করবে। ভবন মালিক/প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সেপটিক ট্যাংক নির্মাণ বা ব্যবহার না করলে এবং বছরে ১ বার সেপটিক ট্যাংক তালিকাভুক্ত শ্রমিক দ্বারা পরিষ্কার না করলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ওয়াসা তাদের দ্বারা নির্ধারিত হারে জরিমানা আদায় করতে পারবে।

গতকালও রাজধানীর উত্তরখানে সেপটিক ট্যাংকে নেমে বিষাক্ত গ্যাসে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এদের দুজনেই ছিলেন অপ্রশিক্ষিত শ্রমিক। অন্যদিকে সম্প্রতি সিদ্দিক বাজারে ভবনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। ধারণা করা হচ্ছে, সেটিও দীর্ঘদিন সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার না করায় বিষাক্ত গ্যাসে এ বিস্ফোরণ ঘটে। প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় এমন ঘটনা ঘটছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব ট্যাংকে ভয়াবহ বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. আফতাব আলি শেখ বলেন, যদি ট্যাংকের পানিতে পরিত্যাজ্য ময়লা বা জৈবপদার্থ যায় তাহলে সেখানে ক্ষতিকারক মিথেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মোনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ও সালফার গ্যাস তৈরি হতে পারে। এসব গ্যাস তৈরির ফলে সে জায়গায় অনেক বেশি প্রেশার তৈরি হয় এবং ঐ জায়গায় অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। অক্সিজেন না থাকায় ট্যাংকের ভিতরের গ্যাস গ্রহণ করলে তা মানুষের সহ্যসীমার বাইরে চলে যায়। যার কারণে সে মারাও যেতে পারে। এছাড়া গ্যাসগুলো যদি ট্যাংকে বেশিদিন ধরে থাকে তাহলে বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনাও থাকে।

ট্যাংকের ভিতরে ক্ষতিকারক গ্যাস নির্ণয়ের বিষয়ে তিনি বলেন, ট্যাংকের ভিতরের ক্ষতিকারক গ্যাস নির্ণয়ের জন্য সেন্সর পাওয়া যায়। সেই সেন্সর ব্যবহার করে গ্যাস শনাক্ত করা যায়। এজন্য ট্যাংক পরিষ্কারের জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি ও প্রশিক্ষিত লোক ছাড়া এমন ট্যাংক পরিষ্কার করা যাবে না। প্রয়োজনে ম্যানুয়ালি এই ধরনের ট্যাংক পরিষ্কার বন্ধ করে দেওয়ার পরামর্শও দেন তিনি। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার মুখপাত্র মোস্তফা তারেক ইত্তেফাককে বলেন, এ বিষয়ে কোনো নীতিমালা আছে কি না সেটি আসলে আমার জানা নেই। তবে আমরা প্রায়ই এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাই। বিলের পেছনেও লেখা থাকে নিয়মিত বাড়ির সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করুন।

DHAKA THURSDAY MAY 25, 2023
JAISHTHA 11, 1430 BS
The Daily Star

Bangladesh leaps to top position in RMG export to EU in volume

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh secured the top position in garment shipments to the European Union during the January-March period, overtaking China in terms of quantity, as retailers in the trade bloc have started diversifying their sources to reduce overdependence.

Exports to the EU from Bangladesh declined 3.67 per cent, or 11.84 million kilogrammes (kgs), to roughly 310 million kgs in the first three months of 2023, according to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

In terms of value, the country retained the second position in garment shipments to the bloc, as per data from Eurostat

In terms of value, the country retained the second position in garment shipments to the bloc, as per data from Eurostat.

Despite the fall, the EU's imports from Bangladesh grew 3.9 per cent to $5.6 billion, driven by a rise in unit prices owing to the higher cost of raw materials, transportation and other inputs.

Unit prices increased 7.86 per cent on average in January-March, the BGMEA said.

On the other hand, China's exports to the EU declined 22.46 per cent year-on-year, or 65 million kgs, to 224.54 million kgs in the quarter.

Similarly, the EU's imports from China, the second-largest source for apparel, declined 17.80 per cent in terms of value to $5.7 billion from $6.99 billion.

With a 24.07 per cent share of the EU's total garment imports in terms of value, Bangladesh remained the second-largest apparel source for the trade bloc after China (24.55 per cent) in January-March.

But if considered in terms of quantity, Bangladesh became the "number one" apparel sourcing destination for the EU during the three-month period, said BGMEA President Faruque Hassan.

The EU's global apparel imports fell 4.94 per cent year-on-year, or about $1.22 billion, during the period. Clothing imports witnessed a steep fall of 12.64 per cent, or 136.88 million kgs.

Among the EU's top ten apparel-sourcing countries, Bangladesh, India, and Vietnam sowed a positive growth while shipments from other countries such as Turkey, Pakistan, Sri Lanka, and Morocco declined.

Data from the Eurostat showed, the EU's imports from Turkey, the trade bloc's third-largest apparel import source, dropped by 12.79 per cent.

The EU's imports from India and Vietnam increased 5.75 per cent and 3.73 per cent respectively in terms of value. But volume-wise, the imports from all the top countries showed a negative growth in the January-March period.

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
Dhaka : Tuesday 30 May 2023
সম্পাদকী
editorial.sangbad@gmail.com

জেলেদের সহায়তা বাড়ান

সরকারের নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী ৬৫ দিন মাছ ধরা যাবে না। নিষেধাজ্ঞা চলাকালে জেলেদের ২০ কেজি করে চাল দেয়া হবে। তবে এই চাল দিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে দিন পার করা যাবে কিনা সেটা নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় আছেন পটুয়াখালীর দশমিনার জেলেরা।

মাছ না ধরে, কেজি বিশেক চাল দিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে টিকে থাকবেন কী করে– এমন চিন্তা শুধু দশমিনার জেলেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যখনই মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়, তখনই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত এলাকার জেলেদের এই দুঃশ্চিন্তা করতে হয়। পেটে দুটো দানাপানি দিয়ে কোনোমতে দিন পার করলেই চলে না জেলেদের। অনেককে আবার ধারদেনাও শোধ করতে হয়। এক জরিপ থেকে জানা গেছে, মাছ ধরা বন্ধ থাকলে আর্থিক সংকটে পড়েন ৭৫ শতাংশ মৎস্যশ্রমিক। আর্থিক সংকট মোকাবিলায় প্রায় ৫৩ শতাংশ মৎস্যশ্রমিক উচ্চ সুদে ঋণ নেন।

জেলেদের এই অসহায়ত্বের সুযোগ নেয় একশ্রেণীর মহাজন। তারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জেলেদের মাছ ধরায় প্রলুব্ধ করে। আবার অনেক সময় জেলেরা বাধ্য হয়ে, পেটের তাগিদে মাছ ধরেন। পুলিশি অভিযানে তাদের অনেকে ধরাও পড়েন। অনেক সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘাত-সংঘর্ষও হয়।

আবার জেলেদের যে সাহায্য দেয়া হয় সেখানেও অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনা ঘটে। অনেক সময় প্রকৃত জেলেদের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। এক জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিনের মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা ছিল– সে সময় মৎস্যশ্রমিকদের ৫৪ শতাংশই সরকারি চাল পাননি। সে বছরের অক্টোবরে ২২ দিন ইলিশ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। সে সময় মৎস্যশ্রমিকদের ৬০ শতাংশ সরকারি বরাদ্দের চাল পাননি। সরকারি সহায়তা পেতে জেলেদের গাঁটের পয়সাও খরচ করতে হয়। চাল বিতরণের সময় মাপে কম দেয়ার অভিযোগও মেলে।

দেশের মৎস্য সম্পদ রক্ষা করতে হবে, মাছের উৎপাদন বাড়াতে হবে। এর পাশাপশি জেলেদের জীবন-জীবিকার কথা ভাবতে হবে। নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন প্রকৃত ও নিবন্ধিত সব জেলেকে সরকারি সহয়তার আওতায় আনতে হবে। নিষেধাজ্ঞার সময় তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বণিক বার্তা বুধবার, মে ৩১, ২০২৩

বাংলাদেশ সরকারকে সস্তা শ্রমের ওপর নির্ভরতা কমানোর পরামর্শ

শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ব্যবস্থা নিন

ছোট্ট ভূখণ্ডে অত্যধিক জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশ। ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সুশাসনের অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা, ঘুস-দুর্নীতি, অদক্ষ বন্দর, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্যা সত্ত্বেও ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। দেশী-বিদেশী অর্থনীতিবিদদের অনেকেই এটাকে 'বাংলাদেশ মিরাকল' বলে বিস্ময় প্রকাশ করেন। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, এর পেছনে অন্যতম ভূমিকা রেখেছে সস্তা শ্রম। নিম্ন আয়ের দেশ থাকা অবস্থায় সস্তা শ্রমের ওপর নির্ভর করে উন্নয়ন স্বাভাবিক বিষয় হলেও বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ। লক্ষ্য উচ্চমধ্যম আয়ে উন্নীত হওয়া। এক্ষেত্রে শ্রমমজুরি যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি বাড়াতে হবে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও শ্রমিকের দক্ষতা। যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষা জোরদার এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সস্তা শ্রম থেকে বাংলাদেশ বেরিয়ে আসতে পারে। এতে অধিক মূল্যসংযোজনের মাধ্যমে অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখতে সক্ষম হবে সবাই।

শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও উৎপাদনশীলতা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। শ্রমিকরা মজুরি বাড়ানোর কিংবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবি তুললে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর কথা বলেন। উৎপাদনশীলতা বাড়লেই শ্রমিকদের মজুরি ও অন্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো সম্ভব হয়। এ কারণে প্রতিষ্ঠানও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যায় এবং লাভজনক পর্যায়ে পৌঁছে। বর্তমানে যে পরিমাণ দক্ষ শ্রমিক দরকার তা মিলছে না। কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, তৈরি পোশাক শিল্প ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে উচ্চপর্যায়ে দক্ষ লোকের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। বিআইডিএসের গবেষণায় উঠে এসেছে, কোথাও অষ্টম শ্রেণী পাস কর্মীর দরকার হলে দরখাস্ত আসছে মাস্টার্স পাসের। আবার কোথাও বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী দরকার হলে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের শ্রমিকদের মধ্যে কর্মক্ষমতা কম। এক্ষেত্রে সবার ওপরের অবস্থানে সিঙ্গাপুর আর বাংলাদেশের অবস্থান নিচ থেকে চতুর্থ। অর্থাৎ কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও পাকিস্তানের অবস্থান বাংলাদেশের পরে। এছাড়া ভারত, শ্রীলংকা, মঙ্গোলিয়াসহ অনেক দেশই বাংলাদেশের পরে অবস্থান করছে। গত বছর প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন মাত্র ৩ দশমিক ৬ শতাংশ শ্রমিক, যা উদ্বেগজনক। অর্থাৎ ব্যক্তি উদ্যোক্তারাও শ্রমিকের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের বিষয়ে আগ্রহী নয়।

নিম্ন শ্রমদক্ষতা ও সস্তা শ্রমনির্ভর উন্নয়নকে অনেকে মধ্যম আয়ের ফাঁদ হিসেবে অভিহিত করেন। মধ্যম আয়ের ফাঁদ হলো এমন একটি স্থবির অবস্থা, যেখানে নিম্ন আয়ের দেশ মধ্যম আয়ের প্রথম ধাপ অতিক্রম করার পর দ্বিতীয় ধাপে পৌঁছে আটকে যায়। অর্থাৎ নিম্নমধ্যম আয়ের ধাপ পার হয়ে আর সামনে এগোতে পারে না। ফলে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ থেকে উচ্চ আয়ের পথে না গিয়ে একটি অবস্থায় স্থবির হয়ে যায়। ফাঁদ তৈরির বিষয়টি এমন, একটি দেশ সস্তা শ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ম্যানুফ্যাকচারিং সামগ্রী তৈরি করে আয়ের উচ্চস্তরে পৌঁছে যায়, যেখানে মজুরি বাড়ানোর বিষয়টি আবশ্যিক হয়ে ওঠে। অর্থনীতির এ পর্যায়ে মজুরি বৃদ্ধির হার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। ফলে সস্তা শ্রম দ্বারা আগে উৎপাদিত পণ্য আর তৈরি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এতে আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানি ও সার্বিকভাবে মোট জাতীয় উৎপাদন কমে যেতে পারে। এমনকি সস্তা শ্রম যেখানে পাওয়া যায়, ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর সে দেশ থেকে অন্য দেশেও স্থানান্তর হয়ে যেতে পারে। উপরন্তু উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ থেকে ওপরের ধাপে উঠতে হলে যে প্রযুক্তি ও অবকাঠামো দরকার, তা না থাকায় উচ্চমধ্যম আয়ের দেশগুলোর মধ্যে এক ধরনের স্থিতাবস্থা বিরাজ করে, যাকে মধ্যম আয়ের ফাঁদ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

মধ্যম আয়ের দেশে থাকা অবস্থায় সস্তা শ্রমনির্ভর পণ্য বিক্রি করে যে দেশ আয়ের উচ্চধাপে প্রবেশ করে, সে দেশই শ্রমের মজুরি বেড়ে যাওয়ায় সে পণ্য কিংবা উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পণ্য উৎপাদন করতে না পারায় উচ্চ আয়ের ধাপে প্রবেশ করতে পারে না। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডসহ পৃথিবীর অনেক দেশ এ রকম অবস্থায় আটকে আছে। তবে মধ্যম আয়ের ফাঁদের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করছে। যে দেশের জনসংখ্যা বেশি সে দেশের জনপ্রতি আয় বাড়ানো অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। সে পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে চীন, যার জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৫৭ লাখ। মার্কিন ডলারের ভিত্তিতে চীন দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হলেও মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে এর অবস্থান অনেক পেছনে। এমন অবস্থা ভারতের জন্যও প্রযোজ্য হবে। মধ্যম আয়ের ফাঁদ ছিন্ন করা দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে আসতে পারে কাকে অনুসরণ করা যায়? দক্ষিণ কোরিয়ার সাফল্য বিশ্লেষণ করলে যে কয়েকটি বিষয় সামনে চলে আসে তা হলো রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, যা মূলত ১৯৬১ সালের পর শুরু হয়। কারণ সামরিক শাসক জেনারেল পার্কের মতে, সরকার ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কর্তৃত্ব ও সক্ষমতা নেই। কথাটি নব্য ক্লাসিক্যাল দর্শনে বেমানান হলেও দক্ষিণ কোরিয়ার আজকের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সে সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া রফতানিভিত্তিক মুক্ত বাণিজ্যের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছিল। যদিও অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পকে উৎসাহিত করতে তখন আমদানিকে নিরুৎসাহিত করা হয়।

বাংলাদেশে শ্রম সস্তা, ফলে পণ্যের উৎপাদন খরচ কম। অর্থাৎ পুঁজি লগ্নিকারীদের মুনাফা বেশি। এটাই আমাদের উচ্চপ্রবৃদ্ধির মোদ্দা কথা? এটাই বাংলাদেশের ইকোনমিক মিরাকলের রহস্য? তা যদি হয়, তাহলে সেটি টেকসই উন্নয়নের সহায়ক নয়। প্রধানত সস্তা শ্রমের ওপরে নির্ভরশীল এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নির্মম দিকটা লক্ষ করা প্রয়োজন। পণ্য উৎপাদনের খরচ কম হচ্ছে প্রধানত এ কারণে যে খুব সস্তায় শ্রম কেনা যাচ্ছে। মালিক যন্ত্র কিনছেন আন্তর্জাতিক বাজারদরে, কাঁচামাল কেনায় কিংবা জ্বালানির খরচেও তার সাশ্রয় করার সুযোগ তেমন নেই। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় খরচের যত খাত আছে, তার কোথাও খরচ করতে মালিকের কার্পণ্য দেখানোর সুযোগ নেই। আবার এ কথাও সত্য, বাংলাদেশের শ্রম উৎপাদনশীলতা বিশ্বের অন্যান্য দেশের চেয়ে কম। বাংলাদেশে শ্রম এত সস্তা কেন? এজন্য যে আয়তনের তুলনায় এ দেশের জনসংখ্যা অবিশ্বাস্য রকমের বেশি। এ দেশে এখন প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করছে ১ হাজার ২৬৫ জন। বিশ্বের সর্বাধিক জনসংখ্যার দেশ চীন। সেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৪৮ জন বাস করে। জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় শীর্ষস্থানীয় দেশ ভারতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৪৩১ জনের বাস। বাংলাদেশে শ্রম এত সস্তা এ কারণে যে শ্রম বিক্রি করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে লিপ্ত মানুষের সংখ্যার তুলনায় কাজের ক্ষেত্র একেবারেই কম। অতি অল্প মজুরিতেও তারা কাজ করতে রাজি, কিন্তু কাজ নেই।

একুশ শতকের পৃথিবীতে সস্তা শ্রমিকের ওপর নির্ভর করে উন্নয়নের উচ্চপর্যায়ে পৌঁছা সম্ভব নয়। উৎপাদনশীলতা বাড়াতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা, শ্রমিকদের দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধি এবং পোশাক কারখানায় কাজের পরিবেশ উন্নত করা প্রয়োজন। লক্ষণীয় যে আমাদের শ্রমের উৎপাদনশীলতা বেশ নিচে, বিশ্বে নিম্নতম। তাই শ্রম সস্তা নিয়ে আমাদের বড়াই করলে চলে না—বলেছেন ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ। যেখানে শ্রমের উৎপাদনশীলতা কম থাকে, সেখানে বাইরের লোক আসে না। আমাদের সমপর্যায়ের অর্থনীতি ভিয়েতনামে কিন্তু এ উৎপাদনশীলতা অনেক উঁচুতে। শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিষয়টি যেকোনো দেশের উন্নতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কর্মক্ষম নাগরিকদের শ্রম দেয়ার ক্ষেত্রে যে দেশ যত বেশি উন্নতি করেছে, সেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তত বেশি ত্বরান্বিত হয়েছে এবং বিশ্বায়নের ধাক্কা মোকাবেলায় সফল হয়েছে। এর কারণ শ্রমের উৎপাদনশীলতার সক্ষমতার সঙ্গে উন্নতি ও পণ্যের মূল্য সরাসরি সংশ্লিষ্ট। তাই বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে উন্নয়নকামী বেশির ভাগ দেশ তার নাগরিকদের শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশে শ্রমের উৎপাদনশীলতা কম কেন! এ বিষয়ে কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, বেশ কয়েকটি খাতে ঘাটতি রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, কাজে জবাবদিহিতা কম, সুশাসনে রয়েছে ঘাটতি, যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়নের অভাব—এমন আরো অনেক কারণ বিদ্যমান। এ অবস্থায় বিদ্যমান শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি দুরাশা। দক্ষ মানুষ নিয়ে চালিত দেশগুলো তার নাগরিকদের শ্রমের উৎপাদনশীলতার পাশাপাশি অটোমেশন, রোবট, ড্রোন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতিতে সম্ভাব্য সবই বিনিয়োগ করছে। ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ছে, পণ্যের মূল্যও বাড়ছে। বাংলাদেশ ইদানীং প্রযুক্তির গুরুত্ব বুঝতে পারছে, কিন্তু শ্রমের উৎপাদনশীলতায় এখনো অনেক পিছিয়ে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার যত বাড়বে, দেশের মানুষ তত বেশি বেকার হবে। বিদ্যমান বাস্তবতায় সস্তা শ্রমনির্ভর উন্নয়নের পথ থেকে বেরিয়ে দক্ষতা, উচ্চ উৎপাদনশীল ও জ্ঞাননির্ভর উন্নয়নের দিকে যাত্রা করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের পাশাপাশি কারিগরি জ্ঞানের প্রসার ও প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন।

বুধবার, ৩১ মে ২০২৩, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ • প্রথম আলো

পোশাক কারখানার পরিবেশ হোক নিরাপদ

গোলটেবিল বৈঠক

বক্তারা বলেন, কারখানায় নেতৃত্বের স্থানে নারীদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার যথাযথভাবে দিতে হবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পোশাক কারখানায় নারী কর্মীদের সুরক্ষার জন্য নিরাপদ ও বৈষম্যহীন পরিবেশ প্রয়োজন। কারখানায় যৌন হয়রানিসহ নানা ধরনের নির্যাতনের বিষয়ে অভিযোগ নেওয়ার বিষয়গুলোকে সক্রিয় করা দরকার। পাশাপাশি নারী কর্মীদের যাতায়াত নিরাপদ করতে পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে। মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় শ্রম আইন অনুসারে মজুরি পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সহযোগিতায় গতকাল মঙ্গলবার সজাগ কোয়ালিশন ও *প্রথম আলো* আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এই অভিমত দেন।

সজাগ কোয়ালিশন হচ্ছে বেসরকারি সংস্থা ক্রিশ্চিয়ান এইড, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ও নারীপক্ষের একটি যৌথ উদ্যোগ।

'পোশাকশিল্পে নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা' শিরোনামে গোলটেবিল বৈঠকটি রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও নারীর জন্য বড় প্রাতিষ্ঠানিক কাজের ক্ষেত্র বিবেচনায় পোশাক কারখানায় ছোটখাটো কোনো বিষয়েও অবহেলা করার সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেন বক্তারা। তাঁরা বলেন, পোশাকশিল্প কারখানায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের (অটোমেশন) কারণে নারী কর্মীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। উৎপাদনদক্ষতা বাড়িয়ে নারী কর্মীর সংখ্যা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নিতে হবে। কারখানায় নেতৃত্বের স্থানে নারীদের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার যথাযথভাবে দিতে হবে।

গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় সংসদের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মুজিবুল হক বলেন, মালিক, শ্রমিক ও শ্রমিকনেতারা একসঙ্গে সচেতন হলে পোশাক কারখানার সমস্যাগুলোর সমাধান হবে। বিদেশি ক্রেতারা কারখানায় সুবিধা বাড়ানোর ওপর জোর দিলেও পোশাকের দাম বাড়াতে চান না। তাই সবাই মিলে প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখতে হবে। শ্রম আইনে বিচার হচ্ছে কি না, বিচার মানা হচ্ছে কি না, সেসব দেখতে হবে। নারী শ্রমিকের সংখ্যা যেন না কমে, সে জন্য কারখানায় উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

মুজিবুল হক

শহীদউল্লাহ আজিম

মোহাম্মদ হাতেম

মাহীন সুলতান

বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সহসভাপতি শহীদউল্লাহ আজিম বলেন, নারী কর্মীদের সুরক্ষায় কারখানায় যৌন হয়রানি রোধে কর্তৃপক্ষ অনেক সজাগ থাকে। তিনি বলেন, অটোমেশনের কারণে নারী কর্মীর সংখ্যা কমে যাওয়া রোধে নারীদের এখন অন্তত কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে কারখানায় প্রবেশ করা দরকার।

বাংলাদেশ নিট পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেমের মতে, বিভিন্ন খাতের মধ্যে পোশাক কারখানার নারী শ্রমিকেরা সবচেয়ে সুরক্ষিত অবস্থানে আছেন। এখানে শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা ও অধিকার বঞ্চিত হওয়ার সুযোগ নেই।

গোলটেবিল বৈঠকে দুটি পৃথক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশের জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক আঞ্জুম নাহীদ চৌধুরী পোশাক কারখানায় নারী কর্মীদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি এবং এলাকা ও জনপরিসরে চলাচলে সুরক্ষা বিষয়ে সজাগ কোয়ালিশনের দুই বছরের প্রকল্পের তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, ৩০টি কারখানায় ৫০ হাজার কর্মীকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের লক্ষ্য, ২০২৪ সালের মধ্যে ১ লাখ ৫১ হাজার ৬৩৩ পোশাককর্মীর কাছে সরাসরি পৌঁছানো।

সজাগ কোয়ালিশনের টিম লিডার ও নারীপক্ষের সদস্য মাহীন সুলতান নারী পোশাককর্মী ও নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে সাধারণ মানুষের ধারণা সম্পর্কে ছোট্ট পরিসরে করা জরিপের তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ মনে করেন, পেশার চেয়ে পরিবার ও সন্তানের দেখভাল করা নারীর জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ ধরনের গতানুগতিক ভাবনার বাইরে ইতিবাচক মনোভাবও রয়েছে। ৯৬ শতাংশ মনে করেন, বাড়ির কাজ পুরুষ-নারীর দুজনের যৌথভাবে করা উচিত। প্রায় ৭৪ শতাংশ মনে করেন, পোশাক কারখানার নারীরা নানাভাবে যৌন হয়রানির মুখোমুখি হন। সে ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করা, পুলিশ, কারখানা কর্তৃপক্ষ বা হেল্পলাইনে অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন জরিপে অংশ নেওয়া অর্ধেকের বেশি মানুষ।

বৈঠকে নারী কর্মীর সংখ্যা পুনরুদ্ধারে উৎপাদন দক্ষতা বাড়ানোর ওপর জোর দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সায়মা হক বিদিশা। তিনি বলেন, মধ্য বয়সের নারী কর্মীদের দক্ষতাকে কাজে লাগাতে তাঁদের মাধ্যমে নতুন নারী কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সহসভাপতি জলি তালুকদার বলেন, কারখানাগুলোতে যৌন নির্যাতনবিরোধী কমিটিগুলোর বেশির ভাগই কাজ করে না। অভিযোগ জানানোর সাহস পান না নারী কর্মীরা। একদিকে কারখানায় নারী কর্মীর সংখ্যা কমছে, অপরদিকে উচ্চ পদেও নারীদের দেখা যায় না।

ইন্টারস্টফ অ্যাপারেলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স) আবু বকর সিদ্দিক বলেন, কারখানার নেতৃত্ব অবস্থানে নারীদের আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। কারখানায় নারী কর্মী বেশি হওয়ায় নারী নেতৃত্ব থাকাই নিরাপদ।

নারী কর্মীর জন্য নিরাপদ ও বৈষম্যহীন পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়ে ব্লাস্টের পরিচালক (লিগ্যাল) মো. বরকত আলী বলেন, কারখানার ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের জন্য যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। কারখানার ভেতর নারীরা যেন পুরুষ সহকর্মীর প্রতি আস্থা নিয়ে কাজ করতে পারেন, এমন পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন।

সজাগ কোয়ালিশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী রওশন আরা বলেন, অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে কাজ করে নারী কর্মীদের সুরক্ষার উপায় বের করতে হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বেটার ওয়ার্ক কর্মসূচির প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা আফসানা চৌধুরী বলেন, পোশাক কারখানায় নেতৃত্বের পদে আছেন মাত্র ১০ শতাংশ নারী। আইএলও কারখানায় যৌন হয়রানি ও বৈষম্যের জায়গাগুলো শনাক্ত হওয়ার ওপর জোর দিচ্ছে।

সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ক্রিশ্চিয়ান এইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর নুজহাত জাবীন বলেন, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেলে পোশাক কারখানায় নারী কর্মীদের নিয়ে আরও গভীরভাবে গবেষণায় যুক্ত হতে পারবেন তাঁরা।

স্বাগত বক্তব্যে *প্রথম আলোর* সহযোগী সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম বলেন, নারী কর্মীদের প্রতি নজর না দিলে পোশাক কারখানা থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়ার সুযোগ হারাতে হবে দেশকে।

গোলটেবিল বৈঠকের সঞ্চালনা করেন *প্রথম আলোর* সহকারী সম্পাদক ফিরোজ চৌধুরী।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৩০ মে ২০২৩,

বেসরকারি বিনিয়োগে সুখবর কম

বাজেট ২০২৩-২৪

অর্থনীতিতে এখন যে কয়টি বড় চিন্তার বিষয় রয়েছে, বেসরকারি বিনিয়োগ এর অন্যতম।

শুভংকর কর্মকার ও শফিকুল ইসলাম, *ঢাকা*

ডলার-সংকটে শিল্পের কাঁচামাল থেকে শুরু করে মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি কমছে। পাশাপাশি জ্বালানি-সংকটেও ভুগছে শিল্পকারখানা। তাতে কমেছে উৎপাদন। ক্রয়াদেশের অভাবে চলতি বছরের প্রথম চার মাসে পণ্য রপ্তানিও দেড় শতাংশ কমছে। অন্যদিকে সুদহার কম থাকার পরও বেসরকারি বিনিয়োগেও নেই বড় কোনো সুখবর।

দেশে বিনিয়োগ একেবারেই বাড়ছে না, তা নয়। তবে এ ক্ষেত্রে যে গতি দরকার, সেটা নেই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রাক্কলন অনুযায়ী, চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে বিনিয়োগ দাঁড়াবে ১৩ লাখ ৮৭ হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি, এটি গত বছরের চেয়ে ৯ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ১০ লাখ ৪৯ হাজার কোটি টাকা, প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৮১ শতাংশ। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে বিনিয়োগকে দেখা হয় জিডিপির অনুপাতে। দেশে জিডিপির অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগের হার এখন ২৩ দশমিক ৬৪ শতাংশ। গত অর্থবছরে ছিল ২৪ দশমিক ৫২ শতাংশ। সাত বছর ধরেই বেসরকারি বিনিয়োগ প্রায় স্থবির হয়ে আছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অর্থনীতিতে এখন যে কয়টা বড় চিন্তার বিষয় রয়েছে, তার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ অন্যতম। বর্তমান পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি না হলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি থমকে যাবে। এতে মূল্যস্ফীতির চাপও কমবে না।

এমন এক প্রেক্ষাপটেই আগামী বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট উত্থাপন করতে যাচ্ছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। আগামী বাজেট করা হচ্ছে ৭ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকার। বাজেটে মূল্যস্ফীতি কমানো এবং বিনিয়োগ বাড়ানোই হবে অর্থমন্ত্রীর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন থেকেই অনেক ধরনের সমস্যা চলছে। যেমন বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরতে হয় কিংবা উপযুক্ত জমি পাওয়া যায় না। সরকার এর জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল ও এক দরজায় সেবা (ওএসএস) চালু করেছে। এগুলো এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন ও কার্যকর হয়নি। অর্থাৎ বিনিয়োগে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, এমন কোনো উদ্যোগই চূড়ান্ত পর্যায়ে যায়নি। এর সঙ্গে ডলার-সংকট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটা বাড়তি বিষফোড়া হিসেবে যুক্ত হয়েছে।

জাহিদ হোসেন আরও বলেন, ডলার-সংকটের কারণে ঋণপত্র খুলতে না পারায় মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানিতে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি রয়েছে। ফলে অনেক জটিলতা থাকা সত্ত্বেও যতখানি বিনিয়োগ হওয়ার কথা সেটাও আসেনি।

বিনিয়োগ কেন কম

বাংলাদেশে ব্যবসার পরিবেশের বলার মতো কোনো উন্নতি হয়নি, বরং গত এক বছরে তিনটি সূচকে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। এমন চিত্রই উঠে এসেছে বিজনেস ক্লাইমেট ইনডেক্স (বিবিএক্স) ২০২২-২৩ জরিপে। গত জানুয়ারিতে প্রকাশিত জরিপের তথ্যানুযায়ী, ব্যবসায়ীদের ব্যাংকঋণ পাওয়া জটিল আকার ধারণ করেছে। কর ও ভ্যাট পরিশোধে হয়রানি আগের চেয়ে বেড়েছে। আবার কারখানা বা ব্যবসার জন্য জমি পাওয়াটাও আগের চেয়ে কঠিন হয়েছে।

বিবিএক্স জরিপটি করেছে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জ। জানতে চাইলে পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান মাশরুর রিয়াজ *প্রথম আলোকে* বলেন, বর্তমানে জ্বালানি-সংকটে দেশীয় শিল্পকারখানার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এতে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান ছাড়াও নতুন বিনিয়োগকারীরা নিরুৎসাহী হচ্ছেন। এ সমস্যা সমাধানে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

দেশের করব্যবস্থা নিয়ে দেশি-বিদেশি সব বিনিয়োগকারীর অনেক অভিযোগ রয়েছে বলে মন্তব্য করেন মাশরুর রিয়াজ। তিনি বলেন, কয়েক দফায় কমানোর পরও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে সার্বিক করের পরিমাণ অনেক বেশি। আগামী বাজেটে কর আরও কমানো দরকার। এ ছাড়া ভ্যাটের একাধিক হার কমিয়ে আনার পাশাপাশি এই ব্যবস্থাকে আরও সহজ করা হলে বিনিয়োগে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বেসরকারি বিনিয়োগের মধ্যে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০২১ সালে ২৯০ কোটি ডলারের এফডিআই এসেছিল। আর গত বছর আসে ৩৪৮ কোটি ডলারের বিনিয়োগ। তার মানে গত বছর ৫৫ কোটি ডলারের এফডিআই বেশি এসেছে। তবে মূলধন বা নতুন বিনিয়োগ কমেছে, বেড়েছে পুনর্বিনিয়োগ।

এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, ডলার-সংকটের কারণে অনেক কোম্পানি নিজ দেশে মুনাফা নিতে পারেনি। এ কারণে কাগজে-কলমে পুনর্বিনিয়োগ বেশি দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই অর্থের পুরোটা বিনিয়োগ হয়েছে, তা বলা যাবে না।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এফডিআই জিডিপির ৩-৪ শতাংশ করার কথা ছিল। জিডিপির ৩ শতাংশ ধরলেও প্রায় ১০-১২ বিলিয়ন ডলারের এফডিআই আসা উচিত ছিল। সেখানে আমাদের বর্তমান অবস্থান খুবই নগণ্য। সার্বিকভাবে বেসরকারি বিনিয়োগের অবস্থাও ভালো না। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জিডিপিতে বেসরকারি বিনিয়োগের লক্ষ্য ছিল ২৮ শতাংশ। তবে সেই জায়গায় পৌঁছানো যায়নি।

এমন তথ্য দিয়ে ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আবুল কাসেম খান বলেন, বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবার আগে রিটার্ন নিয়ে চিন্তা করেন। যখন তাঁরা দেখেন পদ্ধতিগত কিছু সমস্যার কারণে ব্যবসায় ব্যাঘাত ঘটে, তখন তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই বিনিয়োগ করতে চান না। তিনি আরও বলেন, গত মাসে প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরের সময়েও জাপানিরা বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে। তবে তারা বলেছে, বাংলাদেশে ব্যবসায় সমস্যা আছে। সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান না করে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে।

উৎপাদন কমেছে, সঙ্গে কর্মসংস্থানও

জ্বালানি-সংকট ও পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ায় বস্ত্র, তৈরি পোশাক, সিরামিক, ইস্পাতসহ বিভিন্ন খাতের শিল্পকারখানার উৎপাদন কমেছে। তার মধ্যে বস্ত্র ও তৈরি পোশাকে নতুন নিয়োগ বন্ধ। কোনো কোনো কারখানা কর্মী ছাঁটাইও করছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি আদেশ কমেছে। ফলে চলতি বছরের প্রথম চার মাসে ১ হাজার ৮৩৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় দেড় শতাংশ কম। সামগ্রিক পণ্য রপ্তানি ৮৪ শতাংশ তৈরি পোশাক থেকে এসেছে। বর্তমানে এ খাতের প্রবৃদ্ধি মাত্র দশমিক ৭৭ শতাংশ।

জানতে চাইলে বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএর সভাপতি মোহাম্মদ আলী গত রোববার *প্রথম আলো* বলেন, সামগ্রিকভাবে দেশের ব্যবসার পরিবেশ বর্তমানে বিনিয়োগকারীদের অনুকূলে নেই। জ্বালানি-সংকটের কারণে বস্ত্র খাতের কারখানাগুলো ৫০ শতাংশ সক্ষমতায় চলছে। নতুন নিয়োগ বন্ধ। জ্বালানি-সংকট ও ক্রয়াদেশ না থাকায় গত চার মাসে নিজের প্রতিষ্ঠানের ৪০০ কর্মী বাদ দিয়েছেন বলে জানান তিনি।

মোহাম্মদ আলী আরও বলেন, 'ডলার-সংকটের কারণেই বর্তমানের এই জ্বালানি-সংকট। দাম বাড়িয়েও নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ করতে পারছে না সরকার। রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) ঋণ গ্রহণের সীমাও ৩ কোটি ডলার থেকে ২ কোটিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। শিগগিরই ব্যাংকঋণের সুদের হার দুই অঙ্কের ঘরে যাবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নতুন বিনিয়োগ তো দূরে, যাঁরা ব্যবসায় আছেন, তাঁদের টিকে থাকতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে।'

এদিকে দেশে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ৩০ হাজার। ২০২২ সালের শ্রমশক্তি জরিপে এ তথ্য পাওয়া গেছে। গত মাসে প্রকাশিত জরিপের তথ্যানুযায়ী, বেকারদের মধ্যে ১৬ লাখ ৯০ হাজার পুরুষ এবং ৯ লাখ ৪০ হাজার নারী।

বেকার সংখ্যার হিসাবটি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সংজ্ঞা অনুযায়ী করে বিবিএস। আইএলওর সংজ্ঞা বলছে, ৩০ দিন ধরে কাজপ্রত্যাশী একজন মানুষ যদি সর্বশেষ সাত দিনে মজুরির বিনিময়ে এক ঘণ্টাও কাজ করার সুযোগ না পান, তাহলে তাঁকে বেকার হিসেবে ধরা হবে। যদিও অর্থনীতিবিদদের মত হচ্ছে, সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজের সুযোগ পেলে ওই ব্যক্তিকে বেকার ধরা হবে না, এই সংজ্ঞা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কোনোভাবেই অর্থবহ নয়। এগুলো শিল্পোন্নত দেশের জন্য প্রযোজ্য।

সার্বিক বিষয়ে বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, সব দোষ যুদ্ধের ওপর চাপানোর সময়টা পার হয়ে গেছে। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে শুধু বাংলাদেশই অসুবিধায় পড়েনি।

৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
৩০ মে ২০২৩
দৈনিক ইত্তেফাক

লোডশেডিংয়ে ব্যাহত শিল্প উৎপাদন

জনজীবন বিপর্যস্ত, দৈনিক ঘাটতি দেড় হাজার মেগাওয়াট
জ্বালানিসংকটের কথা স্বীকার করলেন প্রতিমন্ত্রী

■ মাহবুব রনি

দেশে জ্বালানি-সংকটের কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতি বাড়ছে। স্থানীয় গ্যাস এবং আমদানিকৃত এলএনজি স্বল্পতার কারণে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র-গুলোতে উৎপাদন কমেছে। কয়লা-সংকটে পায়রায় চালু থাকা সবচেয়ে বড় কেন্দ্রের দুইটি ইউনিটের একটি বন্ধ হয়ে গেছে এবং আরেকটিতে সক্ষমতার অর্ধেক উৎপাদিত হচ্ছে। আগামী জুনের প্রায় পুরোটা সময় কেন্দ্র সম্পূর্ণ বন্ধ থাকার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন করতে পারছে না রামপাল কেন্দ্রও। দাম বেশি হওয়ার কারণে পুরোদমে চালানো যাচ্ছে না তেলভিত্তিক কেন্দ্রগুলো।

পেট্রোবাংলা এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) বলছে, অপ্রতুল স্থানীয় জ্বালানি, ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি এবং অর্থ-ডলার সংকটের কারণে জ্বালানি আমদানিতে ঘাটতি এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে। সব মিলিয়ে দেশে বর্তমানে দৈনিক প্রায় দেড় হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি রয়েছে। চলতি মাসে এটি ২ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়েছে। ঘাটতি আরো বাড়তে পারে। ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি এবং দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদন সম্প্রতি বৃদ্ধি না পেলে সংকট আরো গভীর হতে পারতো বলে মনে করছেন তারা। তবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাবদ বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর ১৮ হাজার কোটি টাকার বিল বকেয়া পড়ে রয়েছে। সরকার এ বকেয়া শিগ্‌গিরই কমিয়ে না আনলে কয়েকটি কেন্দ্রে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যে কয়েকটিতে উৎপাদন কমে এসেছে।

গ্যাস সরবরাহে ঘাটতি এবং বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ের কারণে অধিকাংশ শিল্পে উৎপাদন কমে গেছে বলে জানিয়েছেন একাধিক শিল্পমালিক ও উদ্যোক্তারা। তারা বলছেন, অনেক সম্ভাবনা থাকলেও কারখানার চাকা গতিশীল রাখতে না পারায় ব্যবসা গুটিয়ে বা আকার কমিয়ে আনছেন অনেক উদ্যোক্তা। মেশিন বন্ধ এবং কারিগরি সীমাবদ্ধতার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। আর গরম ও তাপপ্রবাহের মধ্যে বিদ্যুতের ঘনঘন যাওয়া-আসার কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে শহর-গ্রামের জনজীবন। শিশু, বৃদ্ধ এবং অসুস্থ মানুষের কষ্ট বেড়েছে। বিদ্যুতের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও ফ্যানসহ নানা ইলেকট্রনিক পণ্য নষ্ট হওয়ার ঘটনাও বেড়েছে বলে ইত্তেফাকের কয়েকটি জেলার প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন। তারা জানান, এলাকাভেদে দিনে চার থেকে ১০ বার বিদ্যুতের লোডশেডিং হচ্ছে বা সরবরাহ বন্ধ থাকছে। কিন্তু অনেক সময় মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎ আসে এবং চলে যায়। এতে ইলেকট্রনিক ও ইলেকট্রনিক পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উল্লেখ্য, দেশে বর্তমানে আমদানিসহ দৈনিক ২৩ হাজার ৩৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে কেন্দ্রগুলোর। এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ৬৪৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এ সময়ে দৈনিক গড়ে ১৫ হাজার মেগাওয়াটের বেশি চাহিদা রয়েছে। গত রবিবার পিক আওয়ারে সর্বোচ্চ ১৪ হাজার ১৩৬ মেগাওয়াট এবং অফ পিকে ১১ হাজার ৭৮৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে।

ফোরাম ফর এনার্জি রিপোর্টার্স বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গতকাল বিদ্যুৎ-জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে সরকারের প্রচেষ্টা ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। তিনি বলেন, আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন সক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু জ্বালানিতে ঘাটতি রয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন, সাশ্রয়ী এবং টেকসই বিদ্যুৎ দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ চলছে। তিনি বলেন, করোনার সময়ে বিশ্ববাজারে তেল-গ্যাস-কয়লার দাম কমলেও তখন দেশে চাহিদা কমে যায়। আর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর দেশে চাহিদা বাড়লেও বিশ্ববাজারে অস্বাভাবিক দাম বেড়েছে। জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

তবে বুয়েটের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. ইজাজ হোসেন বলেন, বিশ্ববাজারে এখন তেল-কয়লা-এলএনজির দাম কমে গেছে। খোলাবাজার থেকে এলএনজি আমদানির খরচ চুক্তিকৃত মূল্যের চেয়েও কম পড়বে। তাই শুধু দামের কারণে এ সংকট এখন থাকা উচিত না।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের প্রাক্তন সদস্য মুক্তিযোদ্ধা মকবুল ই এলাহী চৌধুরী বলেন, যতদিন পর্যন্ত উৎস জ্বালানির সমস্যা শেষ না হবে ততদিন বিদ্যুতের সংকট কাটবে না। তাই জ্বালানিতে আরো গুরুত্ব দিতে হবে।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে ডিসিসিআইর সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সাত্তার বলেন, দেশের বেসরকারিখাতের উদ্যোক্তাদের ব্যাবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নে একটি পূর্ব অনুমানযোগ্য জ্বালানির মূল্য নীতিমালা গ্রহণ করা জরুরি। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে জ্বালানি চাহিদা এবং সরবরাহের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা আবার সংশোধন করা দরকার।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৪ মে ২০২৩,

প্রবাসী আয়ের পর রপ্তানিও কমল

পণ্য রপ্তানি

গত মাসে পণ্য রপ্তানি কমলেও সার্বিকভাবে তা ইতিবাচক ধারায় আছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ৫.৩৮%।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে প্রবাসী আয়ের পর রপ্তানি আয়ও কমল। কমার হারও একই। ডলার-সংকটের মধ্যেই সদ্য সমাপ্ত এপ্রিল মাসে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের প্রধান দুটি উৎসেই ধাক্কা লাগল। এর আগে টানা দুই মাস প্রবাসী আয় ও রপ্তানি আয় কমেছিল গত বছরের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে।

সাধারণত ঈদের মাসে প্রবাসী আয় অন্য সময়ের তুলনায় বেশি আসে। কিন্তু এবার ঈদের মাস এপ্রিলে প্রবাসী আয় এসেছে ১৬৮ কোটি ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ দশমিক ২৬ শতাংশ কম। অন্যদিকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের কারণে মাসের শেষ ১০ দিন অধিকাংশ কারখানা বন্ধ ছিল। এ সময় কারখানা থেকে রপ্তানি পণ্য বন্দরে যায়নি বললেই চলে। ফলে এপ্রিলে পণ্য রপ্তানি কমে হয় ৩৯৬ কোটি ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ দশমিক ৫২ শতাংশ কম।

গত মাসে পণ্য রপ্তানি কমলেও চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে অর্থাৎ জুলাই-এপ্রিলে সার্বিকভাবে তা ইতিবাচক ধারায় আছে। এ সময়ে মোট ৪ হাজার ৫৬৮ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এ রপ্তানি আয় গত বছরের একই সময়ের ৪ হাজার ৩৩৪ কোটি ডলারের তুলনায় ৫ দশমিক ৩৮ শতাংশ বেশি।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গতকাল বুধবার পণ্য রপ্তানির হালনাগাদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, এপ্রিল মাসে তৈরি পোশাক, প্লাস্টিক পণ্য ও চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি ইতিবাচক ধারায় রয়েছে। তবে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল ও প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি কমেছে।

> **বর্তমান প্রেক্ষাপটে ডলারের বিনিময় মূল্যে বড় ধরনের সমন্বয় আনতে হবে। সেটি কষ্টদায়ক হলেও করতে হবে। একটু একটু করে সমন্বয়ে সাময়িক স্বস্তি হয়তো আসবে, তবে টেকসই কিছু হবে না। কারণ, ডলারের বাজারদর বেশি।**
>
> **মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক**, চেয়ারম্যান, র‍্যাপিড

পণ্য রপ্তানির ৮৪ শতাংশই এসেছে তৈরি পোশাক খাত থেকে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে ৩ হাজার ৮৫৮ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৯ শতাংশ বেশি। তবে একক মাস হিসেবে এপ্রিলে পোশাক রপ্তানি কমেছে ১৫ শতাংশ। রপ্তানি হয়েছে ৩৩৩ কোটি ডলারের পোশাক, যা গত বছরের এপ্রিলে ছিল ৩৯৩ কোটি ডলার।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, এপ্রিলে তৈরি পোশাকের রপ্তানি কমবে সেটি অনুমেয় ছিল। কারণ দুটি। এক. ঈদের ছুটির কারণে ২০ এপ্রিলের পর অধিকাংশ কারখানাই ৮-১০ দিন বন্ধ ছিল। দুই. কারখানাগুলোতে ক্রয়াদেশ ৩০-৪০ শতাংশ কম ছিল। তারপরও বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেটুকু রপ্তানি হয়েছে, সেটিকে খারাপ বলা যায় না।

গত ২০২১-২২ অর্থবছরে হোম টেক্সটাইল ছিল দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি পণ্য। যদিও চলতি অর্থবছরে এ খাতের রপ্তানিতে ধস নেমেছে। আলোচ্য ১০ মাসে ৯৪ কোটি ডলারের হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২৯ শতাংশ কম।

এ নিয়ে জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিকসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. আবদুল্লাহ জোবায়ের *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের কোম্পানিতে হোম টেক্সটাইলের ক্রয়াদেশ গত বছরের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ কম। আগামী ডিসেম্বরের আগে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা কম। বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এমন পূর্বাভাসই দিচ্ছেন।' তিনি আরও বলেন, 'গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে। এতে আমাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমে গেছে। অন্যদিকে ইউরোপের অর্থনীতিতে মন্দাভাব চলছে। ফলে আমরা বহুমুখী চাপে জর্জরিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত টিকে থাকতে সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন।'

হোম টেক্সটাইলের মতো পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি ধুঁকছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে ৭৭ কোটি ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এ রপ্তানি গত বছরের তুলনায় ২২ শতাংশ কম। গত মার্চ পর্যন্ত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি ইতিবাচক ধারায় ছিল। তবে এপ্রিলে এ খাতের রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ১০০ কোটি ডলারে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় দশমিক ৫২ শতাংশ কম। এদিকে কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য রপ্তানিতে ভালো সংবাদ নেই। গত অর্থবছর ১১৬ কোটি ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য রপ্তানি হলেও চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত হয়েছে ৭৪ কোটি ডলারের। গত বছরের তুলনায় এবার এ খাতের রপ্তানি কমেছে ২৮ শতাংশ।

জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক বলেন, প্রবাসী আয় ও পণ্য রপ্তানি একসঙ্গে কমায় অর্থনীতিতে অবশ্যই চাপ বাড়বে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ডলারের বিনিময় মূল্যে বড় ধরনের সমন্বয় আনতে হবে। সেটি কষ্টদায়ক হলেও করতে হবে। একটু একটু করে সমন্বয়ে সাময়িক স্বস্তি হয়তো আসবে, তবে টেকসই কিছু হবে না। কারণ, ডলারের বাজারদর বেশি। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান ডলারের বিপরীতে নিজেদের মুদ্রার বড় ধরনের অবমূল্যায়ন করায় তাদের পণ্য রপ্তানিতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কিন্তু বেড়েছে। এ ছাড়া ব্যাংকঋণের সুদের হার বাড়াতে হবে। তাহলে বাজারে তারল্য কমবে। অন্যদিকে যারা রপ্তানি আয় দেশে আনতে গড়িমসি করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

DHAKA MONDAY MAY 1, 2023
BAISHAKH 18, 1430 BS
The Daily Star

Bogura's foundry industry almost future-proof

Factory owners say

MOSTAFA SHABUJ, *Bogura*

The agriculture-based foundry and light engineering industry of Bogura is all set to face any challenge that may arise amid the fourth industrial revolution, according to market players.

The district's foundry and light engineering units, which help meet 70 per cent of the country's demand for agricultural machinery and spare parts, had long been missing modern technology.

Now though, manufacturers have installed the latest equipment to ensure that their products can compete with foreign alternatives.

There are 10 foundries, 800 manufacturing facilities and 745 workshops that produce agricultural machinery inside an estate of the Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation in Bogura.

Meanwhile, there are another 60 foundries and 1,000 light engineering units in other places of the district, said Razedur Rahman Raju, secretary of the Bangladesh Agricultural Machinery Merchant Association's Bogura unit.

According to data from the Bogura Chamber of Commerce and Industry, the district's light engineering and foundry industry has been exporting finished products worth around Tk 300 annually for the last five years.

Abdul Malek Akanda, owner of Al-Madina Metal Works and president of the Foundry Owners' Association of Bangladesh, said he installed modern induction furnaces and computerised numerical control machines at his unit for Tk 6 crore during this period.

"We installed the new equipment to produce quality products and thereby retain our markets. Or else, we are going to lose our business to Chinese products," he added.

Malek went on to say that three foundries in Bogura received certification from the International Organization for Standardization about a month ago.

Rezaul Karim, owner of Reza Engineering and Metals, said they would previously produce just 70 types of agricultural machinery, including centrifugal pumps and threshers.

Now manufacturers are installing the latest equipment to ensure that their products can compete with foreign alternatives

"But now we can produce around 200 types of products to compete with Chinese and Japanese agricultural machinery makers," he added.

Karim went on to say they plan to start manufacturing small vehicles such as mini trucks within a year.

"We lacked training and technological support but a foreign NGO, called the International Maize and Wheat Improvement Center [CIMMYT], has been inspiring us to modernise our equipment since last year," he said.

Asked how workers will be able to adapt to the new technology, Karim said more support is required in this regard as they are given just 15 days training after the equipment is purchased.

He then informed that the CIMMYT has already arranged a three-month training programme to this end in Dhaka with help of the Bangladesh Industrial Technical Assistance Center.

PVL Bharathi, lead training coordinator of the CIMMYT, said the Cereal Systems Initiative for South Asia - Mechanization and Extension Activity (CSISA-MEA) being funded by USAID is facilitating the development of agriculture-based light engineering small-and-medium enterprises.

The initiative aims to provide the necessary skills to manufacture quality and competitively priced agricultural machinery and spare parts.

"It also recognises that the scope for women to be engaged in the sector has not been explored thoroughly," Bharathi added.

The CIMMYT lead training coordinator then said the owners of various enterprises were interviewed under the initiative in order to identify the potential of women as skilled or semi-skilled workers in their industries.

"Some 228 women workers in Bogura were trained to improve their career prospects in the past two years, taking the total number to undergo such programmes up to 840 so far," Bharathi added.

AKM Mahfuzur Rahman, acting superintendent of the Bogura BSCIC industrial area, said the CIMMYT is providing training to upskill foundry and light engineering workers in the district.

The agriculture-based foundry and light engineering industry of Bogura began its journey in the 1960s and now produces more than 3,000 types of products worth of Tk 500 crore each year.

The industry employs around 15,000 people, of which 25 per cent are women, according to factory owners.

প্রথম আলো, সোমবার, ১ মে, ২০২৩,

দেশের শিল্পে বিশ্বসেরা প্রযুক্তির ঢেউ

ইস্পাত-সিমেন্ট, তৈরি পোশাক ও বস্ত্র, প্লাস্টিক, আসবাব, প্রক্রিয়াজাতকরণসহ অনেক শিল্পে এখন ব্যাপক হারে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ছে।

মাসুদ মিলাদ ও শুভংকর কর্মকার

বাংলাদেশে উন্নত প্রযুক্তির রড তৈরির কারখানা দেখতে ভারত থেকে ছুটে এসেছিল সেই দেশের বিখ্যাত কোম্পানি টাটা স্টিলের প্রতিনিধিদল। পাঁচ মাস আগে তারা চট্টগ্রামের জিপিএইচ ইস্পাত কারখানায় কোয়ান্টাম ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস ও উইনলিংক প্রযুক্তিতে রড উৎপাদনের প্রক্রিয়া ঘুরে দেখে। জিপিএইচ এই প্রযুক্তি এনেছে অস্ট্রিয়ার প্রাইমেটালস টেকনোলজিস থেকে। বদৌলতে জিপিএইচ ইস্পাত হয়ে গেল কোয়ান্টামের সঙ্গে উইনলিংক প্রযুক্তি ব্যবহারকারী বিশ্বের প্রথম কারখানা।

এক দশক আগে বাংলাদেশের চারটি শিল্প গ্রুপের কর্ণধারেরা টাটা স্টিলের মতো কারখানা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। যদিও সে উদ্যোগ ভেস্তে গেছে। যা-ই হোক, সেই টাটার প্রতিনিধিরাই বাংলাদেশে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে কীভাবে রড উৎপাদিত হচ্ছে, তা দেখতে এসেছেন। টাটা স্টিলের হেড অব ইঞ্জিনিয়ারিং সন্তোষ কুমার মৌরয়ার নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলটি অভিজ্ঞতা নিতে বাংলাদেশে কারখানা পরিদর্শন করে বলে জানান জিপিএইচ ইস্পাতের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আলমাস শিমুল।

আকরিক থেকে ইস্পাত উৎপাদনকারী টাটা এখন পুরোনো লোহা গলিয়ে ইস্পাত উৎপাদনে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করতে চায়। তারা উত্তর ভারতের পাঞ্জাবে প্রথম 'কোয়ান্টাম ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস' ব্যবহার করে রড উৎপাদনের কারখানা গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে, যেটি জিপিএইচ ইস্পাত পরিকল্পনা করেছিল ছয় বছর আগে। টাটার মতো যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্টন স্টিলের প্রতিনিধিরাও গত মাসে জিপিএইচের কারখানাটি ঘুরে দেখেছেন। প্রাইমেটালস টেকনোলজিস তাদের নতুন প্রযুক্তির সাফল্য দেখাতে বিদেশিদের বাংলাদেশে নিয়ে আসছে।

ইস্পাত খাতের শুরুটা হয়েছিল ইনডাকশান ফার্নেস বা আনয়ন চুল্লিতে রড উৎপাদনের মাধ্যমে। ২০১০ সালের আগপর্যন্ত এই প্রযুক্তির ব্যবহার ছিল শতভাগ। এক যুগ আগে বাংলাদেশে প্রথম ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস বা বৈদ্যুতিক চুল্লিতে রড উৎপাদনের প্রযুক্তি নিয়ে আসে আবুল খায়ের গ্রুপ। এরপর এই তালিকায় যুক্ত হয় জিপিএইচ। তাদেরটা ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেসের সবচেয়ে উন্নত সংস্করণ। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের হাত ধরে দেশের ইস্পাত খাতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের ঢেউ লাগে। এখন নতুন করে যারা আসছে, তারাও ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস প্রযুক্তিতে রড উৎপাদনের পরিকল্পনা করছে।

জিপিএইচ ইস্পাতের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম বলেন, উন্নত প্রযুক্তিতে সর্বোচ্চ গুণগত মানের পণ্য উৎপাদন করা যায়। আবার উন্নত প্রযুক্তিগুলো পরিবেশবান্ধব এবং কার্বন নিঃসরণ করে কম। এর মাধ্যমে গুণগত মানের পণ্য তৈরি হওয়ায় তা পরিমাণে কম ব্যবহার করতে হয়। এতে গ্রাহক পর্যায়ে খরচও কম হয়।

বাংলাদেশে শিল্পায়নের শুরুটা হয়েছিল বিদেশ থেকে পুরোনো যন্ত্রপাতি এনে কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে। এশিয়া হয়ে ইউরোপের নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহারও শুরু হয় এই তো সেদিন, মাত্র দুই দশক আগে। নতুন শতকের দ্বিতীয় দশকে শুরু হয়েছে বিশ্বসেরা প্রযুক্তির ব্যবহার। ভারী শিল্প থেকে শুরু করে উৎপাদনমুখী ও প্রক্রিয়াজাত পণ্য উৎপাদন কারখানায় যন্ত্রপাতি পরিচালনায় প্রয়োগ হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ব্যবহার হচ্ছে রোবোটিকস প্রযুক্তি। এখানকার কারখানায় উৎপাদন প্রযুক্তিতে কোনো সমস্যা হলে তা ইউরোপে বসেই অনলাইনে সমাধান করে দিচ্ছে যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। হাতের ছোঁয়া ছাড়াই কাঁচামাল থেকে পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। তাতে পণ্যের গুণগত মান বাড়ছে।

শুধু ইস্পাতশিল্পেই নয়, উৎপাদনমুখী বহু খাতেই পুরোনো প্রযুক্তি দূরে ঠেলে দিচ্ছেন বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা। তাঁরা দিন দিন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে এগিয়ে আসছেন। সিমেন্ট, আসবাব, পোশাক ও বস্ত্র, ভোগ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্লাস্টিক—এমন বহু খাতে ব্যবহার শুরু হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি।

সিমেন্ট খাতেও শুরু

ইস্পাতের মতো দেশের সিমেন্ট খাতেও বিশ্বসেরা প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। প্রচলিত 'বল' মিলের পরিবর্তে ভার্টিক্যাল রোলার মিলের ব্যবহার শুরু হয় এক দশক আগে। এখন এই প্রযুক্তির নতুন নতুন সংস্করণ আসছে। ২০১৮ সালে আবুল খায়ের গ্রুপ মুন্সিগঞ্জে তাদের শাহ সিমেন্টে স্থাপন করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভার্টিক্যাল রোলার মিল বা ভিআরএম। আকারে বৃহৎ এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ের কারণে এই ভিআরএমকে 'পৃথিবীর একক বৃহত্তম' মিল হিসেবে সত্যায়িত ও নথিভুক্ত করেছে গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস। নতুন ভার্টিক্যাল রোলার মিলে সর্বাধুনিক ডিজিটাল ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি সংযুক্ত করা হয়েছে। শাহ সিমেন্টকে বিদ্যুৎসাশ্রয়ী ও উন্নতমানের সিমেন্ট তৈরির এই প্রযুক্তি সরবরাহ করেছে ডেনমার্কের এফএলস্মিথ।

এবার শাহ সিমেন্টের পর প্রিমিয়ার সিমেন্টও একই প্রযুক্তির উন্নত সংস্করণ নিয়ে আসছে। যন্ত্রপাতিতে ডিজিটালাইজেশনের সব সুবিধা আছে তাতে। ডেনমার্কের যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এফএলস্মিথের সাফল্যের গল্প লেখা হয়েছে বাংলাদেশের এই দুটি কারখানা নিয়েই।

জানতে চাইলে প্রিমিয়ার সিমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিরুল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, সনাতন প্রযুক্তিতে উৎপাদনক্ষমতা ও পণ্যের গুণগত মান চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করা যায় না। উন্নত প্রযুক্তিতে তা সম্ভব। উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যুৎসাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব হওয়ায় তা ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত মানের পণ্য তৈরি করা যায়।

প্লাস্টিক শিল্পেও নতুন প্রযুক্তি

প্লাস্টিক শিল্পেও এসেছে নতুন প্রযুক্তির ঢেউ। নারায়ণগঞ্জের মেঘনা ঘাটে অবস্থিত মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্লাস্টিক শিল্পের কাঁচামাল তৈরির নতুন কারখানা মেঘনা পিভিসি লিমিটেডে তেমন প্রযুক্তিই ব্যবহার করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত অক্সিভিনাইল কোম্পানি, ফ্রান্সের কেম ওয়ান ও জার্মানির ওরলিকন কোম্পানির প্রযুক্তি ব্যবহার হয়েছে এই কারখানায়। গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে এই কারখানায় প্লাস্টিক শিল্পের কাঁচামাল পিভিসি ও পেট রেজিন তৈরি হচ্ছে। প্রায় চার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এই প্রকল্পে।

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল *প্রথম আলো*কে জানান, বিশ্বসেরা প্রযুক্তি ব্যবহারে পণ্যের মান ও কার্যক্ষমতার সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া যায়। তাই এমজিআইয়ের নতুন নতুন কারখানায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার হয়েছে। সামনে ইস্পাত ও কাচ খাতের নতুন দুই কারখানায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রক্রিয়া চলছে।

ভোগ্যপণ্য প্রক্রিয়াকরণে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা

ভোগ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায়ও লেগেছে প্রযুক্তির ঢেউ। গত বছরের শুরুতে সিটি গ্রুপ শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে চালু করেছে রূপসী বাংলা ফ্লাওয়ার মিল নামে নতুন কারখানা। এতে সুইজারল্যান্ডের বুহলার গ্রুপ উন্নত প্রযুক্তি সরবরাহ করেছে।

বুহলার গ্রুপের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, বিশ্বের বৃহত্তম কারখানাগুলোর একটি রূপসী বাংলা। এই কারখানায় কাঁচামাল থেকে পণ্য উৎপাদনের সবকিছুই পরিচালিত হয় স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে। তাতে গমের গায়ের ময়লা থেকে শুরু করে আলাদা উপাদান, পাথর সবকিছুই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সরিয়ে নেওয়া হয়। গমের পুষ্টিগুণ কেমন, তা-ও উঠে আসে মনিটরে। দিনে এই কারখানার উৎপাদন সক্ষমতা ৬ হাজার ১৫০ টন।

আসবাব উৎপাদনে রোবট

আসবাব উৎপাদনেও রোবটসহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় আসবাব ব্র্যান্ড হাতিল। তাদের কারখানা সাভারের জিরানীতে বিকেএসপির পাশে। হাতিলের অনেক আসবাবই ছোট ছোট অংশ বানিয়ে জোড়া দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি ধাপেই উন্নত মানের যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

আসবাবে লেকার স্প্রে করতে ২০১৮ সালে হাতিলের কারখানায় রোবট স্থাপন করা হয়। ইতালি থেকে আমদানি করা এই রোবটের চারটি হাত রয়েছে। সেই হাতের ওপর চেয়ার কিংবা অন্য আসবাব বসিয়ে দেওয়া হয়। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত সেই রোবটের ওপরের একটি অংশ থেকে চেয়ারে লেকার স্প্রে করা হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। গত বছর আসবাবে লেকার স্প্রে করতে নতুন আরেকটি রোবট উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে হাতিল।

জানতে চাইলে হাতিলের পরিচালক শফিকুর রহমান বলেন, 'অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে উৎপাদন ব্যবস্থায় ছোটখাটো দুর্ঘটনার হার কমে গেছে। আগে কারখানার ভেতরটা সারাক্ষণ ধুলাবালুতে আচ্ছন্ন থাকত। বর্তমানে সেটি আর নেই। এই দুটি জায়গায় উন্নতি হওয়ায় কর্মীরা বেশি উপকৃত হয়েছেন। তা ছাড়া পণ্যের গুণগত মান ও উৎপাদনশীলতা বেড়েছে।'

অটোমেশনে পোশাক কারখানা

তৈরি পোশাক ও বস্ত্র দেশের শীর্ষ পণ্য রপ্তানি খাত। পোশাক ও বস্ত্র খাতের বয়স চার দশক পার করেছে। ফলে তৈরি পোশাক উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি অনেক দিন ধরেই ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে অটোমেশন তথা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালুতে জোর দিচ্ছে কারখানাগুলো।

উর্মি গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ফখরুদ্দিন টেক্সটাইল মিলস। গাজীপুরের শ্রীপুরের এই কারখানা ডিজিটাল পদ্ধতিতে গুদামে সুতা ও কাপড় সংরক্ষণব্যবস্থা চালু করেছে।

প্রতিদিন কারখানায় শত শত সুতার কার্টন আসে। সেগুলো বড় টালি খাতায় লিপিবদ্ধ করে গুদামে রাখা হতো। এরপর যেদিন কাপড় তৈরির জন্য সেই সুতার দরকার পড়ে, সেদিন কিন্তু তা পাওয়া যেত না। তাতে সময় ও অর্থ দুটোরই অপচয় হতো। এই সমস্যার সমাধানে সফটওয়্যার এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করে কারখানাটি। ফলে এখন সুতা বা কাপড় হারিয়ে যাওয়া বন্ধ হয়েছে। কারখানার উৎপাদনশীলতাও বেড়েছে।

প্রথম আলো • বুধবার, ৩ মে ২০২৩,

বেসরকারি খাতে দিয়েও বন্ধ দুই দেশলাই কারখানা

ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ

সরকারি প্রতিষ্ঠান ১৬

ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানির দুটি কারখানা এক যুগের বেশি সময় ধরে বন্ধ। চাকরি হারিয়ে কষ্টে আছেন প্রায় চার হাজার শ্রমিক। পাওনাও বুঝে পাননি।

প্রদীপ সরকার, *ঢাকা* ও **উত্তম মণ্ডল**, *খুলনা*

দেশে দেশলাইয়ের বাজারে একসময় ঢাকা ম্যাচ ও দাদা ম্যাচের বেশ কদর ছিল। কিন্তু এখন এই ম্যাচ বাজারে নেই। ঢাকা ম্যাচ ও দাদা ম্যাচ কারখানা বন্ধ। ঢাকা ম্যাচের বেশির ভাগ যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে গেছে। দাদা ম্যাচের অবস্থা আরও খারাপ, বেশির ভাগ যন্ত্রপাতি চুরি হয়ে গেছে।

ঢাকা ম্যাচ ও দাদা ম্যাচ নামের কারখানা দুটি ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানির ৩০ শতাংশের মালিকানা শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি)। বাকিটা অর্থাৎ ৭০ শতাংশ ভাইয়া গ্রুপের।

কারখানা দুটির মালিকানা একসময় পুরোটাই বিসিআইসির ছিল। বেসরকারি খাতে অংশীদারত্ব ছেড়ে দিয়েও কোনো সুফল পাওয়া যায়নি। সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানার কোম্পানি ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ ২০০৫ সালে ঢাকা ম্যাচ কারখানা এবং ২০১০ সালে দাদা ম্যাচ বন্ধ করে দেয়। বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দুটি কারখানার কয়েক হাজার শ্রমিক চাকরি হারান। শ্রমিকদের একটি বড় অংশ এখনো তাঁদের পাওনা বুঝে পাননি।

দুটি কারখানার প্রায় ৩২ একর জমি রয়েছে। কারখানা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এই জমি খুবই মূল্যবান। বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত। সেখানে অন্য কোনো কারখানা হতে পারে। এ জন্য দরকার উদ্যোগ। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সরকারি উদ্যোগ নেই বললেই চলে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, এত দিন দুটি কারখানা বন্ধ রাখা একেবারেই অযৌক্তিক। এভাবে ফেলে না রেখে কারখানা দুটির বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৫৯ নম্বর ওয়ার্ডের চাকদা এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ঢাকা ম্যাচ কারখানা। ১৯৫৫ সালে প্রায় ১৪ একর জমির ওপর বেসরকারি উদ্যোগে কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তারা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য পাঁচ একরের বেশি জমিতে একটি কলোনিও করেছিলেন। আর দাদা ম্যাচ কারখানার অবস্থান খুলনার রূপসা স্ট্র্যান্ড রোডে। ১৯৫৫ সালে রূপসা নদীর তীরে ১৭ দশমিক ৭৯ একর জায়গার ওপর গড়ে ওঠে এই কারখানা। এটিও ছিল বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত।

দেশে স্বাধীন হওয়ার পর কারখানা দুটি জাতীয়করণ করা হয়। পরিচালনার দায়িত্ব পায় বিসিআইসি। ১৯৮৪ সালে বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির আওতায় ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লিমিটেড গঠন করা হয়। এই কোম্পানির অধীনে দেওয়া হয় ম্যাচ কারখানা দুটি। কোম্পানিটির ৩০ শতাংশ মালিকানা বিসিআইসির হাতে রেখে ৭০ শতাংশ বিক্রি করা হয় সুইডেনের একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে।

ঢাকা ম্যাচ কারখানার শ্রমিক মো. নুরুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, সুইডিশ কোম্পানিটি কারখানা পরিচালনার সময় শ্রমিকদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। কিন্তু দেশের কিছু প্রতিষ্ঠান চক্রান্ত করে তাদের চলে যেতে বাধ্য করেছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, ১৯৮৯ সালে সুইডিশ কোম্পানি কারখানা দুটিতে তাদের মালিকানার অংশ বিক্রি করে দেয়। এরপর তা কিনে নেয় ভাইয়া গ্রুপ। তারা ১৯৯৩ সালে আবার কারখানা দুটি চালু করে। তারা ২০০৫ সালে ঢাকা ম্যাচ ও ২০১০ সালে দাদা ম্যাচ বন্ধ করে দেয়। শিল্প মন্ত্রণালয় ২০১১ সালে কারখানা দুটি সিলগালা করে দাদা ম্যাচের দেখভালের দায়িত্ব দেয় জেলা প্রশাসনকে। আর ঢাকা ম্যাচ কারখানার নিয়ন্ত্রণ এখনো কোম্পানির কাছেই রয়েছে।

দাদা ম্যাচের যে অবস্থা

২০১১ সালের ২১ মার্চ দাদা ম্যাচ ওয়ার্কসের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দায়িত্ব নেয় খুলনা জেলা প্রশাসন। তখন কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খুলনা মহানগর পুলিশের চার-পাঁচ সদস্যকে মোতায়েন করা হয়। অবশ্য এখন আর পুলিশের পাহারা নেই। ফলে এখন অনেকটা অরক্ষিত অবস্থায় আছে কারখানাটি।

শিল্প মন্ত্রণালয়কে গত বছরের আগস্টে চিঠি দিয়ে খুলনা জেলা প্রশাসন জানায়, নিয়মিত পুলিশ বা নিরাপত্তাকর্মী না থাকায় কারখানা থেকে মূল্যবান মালামাল চুরি হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে চুরির কয়েকটি অভিযোগ তাঁদের কাছে এসেছে। এ বিষয়ে থানায় একটি লিখিত অভিযোগও করা হয়েছে। বড় এই কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সক্ষমতা জেলা প্রশাসনের নেই। এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থায়ীভাবে নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ জরুরি।

তবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, এখনো কারখানার নিরাপত্তার দায়িত্ব জেলা প্রশাসনের ওপরই রয়েছে।

সরেজমিনে গত ২৫ এপ্রিল দেখা যায়, কারখানার মূল ফটকের সামনে মরচে ধরা অস্পষ্ট একটি সাইনবোর্ড। এতে লেখা 'ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি.। ইউনিট : দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি।' পাশে জোড়া বাঘ মার্কা দেশলাইয়ের একটি ছবি। আরও দেখা যায়, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় দাদা ম্যাচ কারখানা ঝোপজঙ্গলে ঢেকে গেছে। বিশাল এলাকাজুড়ে কারখানা ভবনের বিভিন্ন ইউনিট। বড় বড় ভবনের দরজা-জানালা নেই বললেই চলে। কারখানার ছোট-বড় কোনো যন্ত্র চোখে পড়েনি। জরাজীর্ণ কয়েকটি গুদামে পড়ে আছে হাজার হাজার দেশলাইয়ের প্যাকেট। একসময় মজুত থাকা কিছু নষ্ট রাসায়নিকের বস্তাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। একটি ভবনের পাশে পড়ে আছে চার-পাঁচটি অকেজো গাড়ি।

দাদা ম্যাচ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাবেক সহসভাপতি শাহজাহান জাহাঙ্গীর *প্রথম আলোকে* বলেন, 'চোখের সামনে দিনের পর দিন সব চুরি হয়ে গেল। কষ্ট লাগে। কোটি কোটি টাকার জিনিস চুরি হয়েছে। দেখার কেউ নেই।'

কারখানাটিতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকায় খুনের ঘটনাও ঘটেছে। গণমাধ্যমের খবর ও কর্মকর্তারা বলছেন, গত ১০ এপ্রিল কারখানা এলাকার ভেতর থেকে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কারখানার যন্ত্রপাতি চুরিকে কেন্দ্র করে এই খুনের ঘটনা ঘটতে পারে।

খুলনার জেলা প্রশাসক খন্দকার ইয়াসির আরেফীন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা শিল্প মন্ত্রণালয়ের কাছে নিরাপত্তারক্ষী চেয়েছি। সীমানাপ্রাচীর সংস্কারে অনুরোধ জানিয়েছি।'

ঢাকা ম্যাচ যেভাবে আছে

ঢাকা ম্যাচ সিলগালা করা হলেও নিয়ন্ত্রণ ছাড়েনি কোম্পানি। এখনো সেখানে ১৩ নিরাপত্তাপ্রহরীসহ ১৭ জনবল রয়েছেন। এখানে মালামাল ও যন্ত্রপাতি এখনো মোটামুটি অক্ষত আছে। আর ভাইয়া গ্রুপ ঢাকা ম্যাচকে ঋণ হিসেবে অর্থ দিয়ে জনবলের বেতনের ব্যবস্থা করছে।

সরেজমিন গত ২৪ এপ্রিল দেখা যায়, এই কারখানার প্রধান ফটকের অবস্থা বেশ জরাজীর্ণ। ফটকের কোথাও কারখানার নাম নেই। তবে বন্ধ ফটকের পাশে কারখানার অধীনে একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদের ফটক দিয়েই কারখানায় যাতায়াত করতে হয়।

কারখানার ভেতরে ঢুকলে বাঁ পাশে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিস। ডান পাশে একটি লোহার ফটকে লেখা, 'ঢাকা ম্যাচ'। ফটক দিয়ে ঢুকলেই উৎপাদন ইউনিট। এই ইউনিটের দেয়াল ও ভেতরে আগাছা গজিয়েছে। টিনের চাল কোথাও ভেঙে পড়েছে, কোথাও ফুটো হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় যন্ত্রপাতি সব অকেজো। বিশাল জায়গাজুড়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে গুদাম, বাংলো, ক্যানটিনসহ বিভিন্ন স্থাপনা। কোথাও কোথাও দেয়াল ভেঙে পড়েছে। বুড়িগঙ্গার তীরের এই বিশাল এলাকা এখন অনেকটা জঙ্গলে পরিণত হয়েছে।

পাওনা বুঝে পাননি শ্রমিকেরা

ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি হুট করে কারখানা দুটি বন্ধ করে দিলেও এখনো কর্মীদের পাওনা বুঝিয়ে দেয়নি। ঢাকা ম্যাচের শ্রমিকেরা অভিযোগ করেন; কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার সময় কয়েক হাজার শ্রমিক ছিলেন। যেসব শ্রমিকের পাওনা কম ছিল, তাঁরা অনেকেই পেয়েছেন। তবে যাঁদের বেশি ছিল, তাঁরা পাননি।

কারখানার কাছেই শ্রমিকদের কলোনি। সেখানে শ্রমিকেরা নিজেদের মতো করে পাকা, আধা পাকা ঘর তুলেছেন। সেখানে কথা হয় মো. নুরুল হকের সঙ্গে। তিনি ঢাকা ম্যাচে ১৯৭৯ সালে যোগ দেন। নুরুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কারখানা বন্ধের পর দুই দফায় প্রায় ২০ হাজার টাকা পেয়েছি। ১৫ বছর পার হয়ে গেলেও বাকি এক লাখ টাকা ওরা দেয়নি।'

একই অবস্থা খুলনার দাদা ম্যাচের। শ্রমিকদের এখনো সব পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। কারখানার কলোনিতে এখনো ৬৫টি পরিবার বসবাস করছে। কারখানার একবারে শেষ প্রান্তের পুকুর পাড়ে বর্তমানে তিনটি পরিবার বসবাস করছে। সেখানে কথা হয় ফিরোজা জামানের সঙ্গে। তাঁর স্বামী শাহীদুজ্জামান কারখানার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ছিলেন। ফিরোজা বলেন, 'কারখানা থেকে কিছুই পাইনি। পাওয়ার আশাও নেই। কোনো উপায় না পেয়ে এখানেই থাকছি।'

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

চাকরি হারিয়ে, পাওনা না পেয়ে অনেকেই কষ্টে দিন পার করছেন। কেউ কেউ দিনমজুরের কাজ করছেন, কেউবা ভ্যান-রিকশা চালাচ্ছেন। কারখানার শ্রমিক রোজী বেগম ও শাহিন আরা রহমান। তাঁরা বলেন, এই কারখানায় চালসমান উঁচু যন্ত্রপাতি ছিল। দেখলে ভয় লাগত। মিলে যা ছিল, তা ভাঙারির দোকানে বিক্রি করে দিলেও ৫০০ শ্রমিকের বকেয়া দিতে পারত কর্তৃপক্ষ।

অবশ্য ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানির মহাব্যবস্থাপক মো. মাসুদ খান দাবি করেন, শ্রমিকনেতাদের বাধার কারণে দাদা ম্যাচ কারখানার সব শ্রমিককে পাওনা দেওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, 'এখন সরকার দুটি কারখানার সবকিছু আমাদের বুঝিয়ে দিলে আমরা শ্রমিকদের পাওনা মিটিয়ে দেব।'

মন্ত্রণালয় ও কোম্পানি যা করছে

ঢাকা ম্যাচের জায়গায় একটি বহুমুখী জেটি নির্মাণ ও দাদা ম্যাচের জায়গায় প্যাকেজিং (মোড়কজাত) কারখানা করার প্রকল্প প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসচিব মো. মোমিনুর রশীদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কোম্পানি প্রস্তাব দিয়েছে। আমরা সম্ভাব্যতা যাচাই করতে বলেছি। তারা সম্ভাব্যতা যাচাই না করে দেওয়া পর্যন্ত কী হবে না হবে, তা বলা যাচ্ছে না।'

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানির মহাব্যবস্থাপক মো. মাসুদ খান *প্রথম আলোকে* বলেন, মন্ত্রণালয়ের শর্ত মেনে সম্ভাব্যতা যাচাই করতে গেলে এক কোটি টাকার মতো লাগবে। অনিশ্চিত প্রকল্পে এক কোটি টাকা খরচ করার মতো অবস্থা প্রতিষ্ঠানের নেই। তাই কোম্পানির পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে, অনিশ্চিত প্রকল্পে এত টাকা খরচ করা যাবে না বলে পরিচালনা বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মাসুদ খান আরও বলেন, তাঁরা শিল্প মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে চান না। তাঁরা মন্ত্রণালয়কে বলেছেন, হয় সরকার ভাইয়া গ্রুপের ৭০ ভাগ শেয়ার নিয়ে যাক, অথবা তাদের ৩০ ভাগ শেয়ার কোম্পানিকে দিয়ে দিক। কারণ, তাদের সঙ্গে কাজ করতে গেলে সামান্য সিদ্ধান্তের জন্যও বছরের পর বছর ঘুরতে হয়।

'তিন পথ খোলা'

সিপিডির বিশেষ ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান মনে করেন, ওই দুটি কারখানার জায়গায় কোন শিল্প করলে লাভজনক হবে, তার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই দরকার। দুই পক্ষকেই সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য খরচ দিতে হবে। তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের হাতে এখন তিনটি পথ খোলা আছে বলে উল্লেখ করেন—১. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে ৩০ ভাগ সম্পত্তি বর্তমান বাজারমূল্যে বিক্রি করে দিতে পারে মন্ত্রণালয়। ২. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় কাজ করতে পারে। ৩. মন্ত্রণালয় অন্য অংশীজনও খুঁজতে পারে।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, যেভাবেই হোক, এভাবে ফেলে না রেখে কারখানা দুটি চালু করা প্রয়োজন।

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, মে ৯, ২০২৩

শ্রমবাজারের পরিবর্তন ও আমাদের প্রস্তুতি

সারা বিশ্বে কাজের বাজার দ্রুত বদলাচ্ছে। কাজের জোগান, চাহিদা, কাজের চরিত্রে পরিবর্তন, মজুরি সবই প্রচলিত ধারণা থেকে সরে যাচ্ছে। ব্যাপক হারে কর্মী ছাঁটাই হচ্ছে, আবার নানা ধরনের কাজে উপযুক্ত কর্মীর খোঁজ চলছে, নিয়োগ হচ্ছে। এই টানাপড়েনে শ্রমের সমস্যার স্বরূপটি তেমন স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। কাজ হারানো আর পাওয়ার মধ্যে কিছুটা সময়ের ব্যবধান, অনিশ্চয়তা, অপেক্ষা, এটাই যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার, কাজ থাকলেও তার সময়ের সীমা বাঁধা নেই, মজুরি নির্দিষ্ট নেই, সুযোগ-সুবিধাও নেই। কেউ চাইলে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে পারে আবার কেউ ৪ ঘণ্টাও করতে পারে। মজুরি তেমন হারেই নির্ধারিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তথ্য বলছে, নিয়োগ বাড়ছে সেই সব কাজে যেগুলো অস্থায়ী। অর্থাৎ যেখানে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা, ন্যূনতম মজুরিসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য নন নিয়োগকর্তারা। ফলে গড় মজুরি কমে যাচ্ছে দ্রুত। এতে নিয়োগকর্তার লাভের হার বেড়েছে এবং পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কমছে। এটা আরো সহজ হয়েছে 'ভার্চুয়াল' পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা বেড়ে যাওয়ায়। আইএলওর হিসাবে, বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কাজ করে। তাদের সমস্যা কাজের অভাব অতটা নয়, যতটা মজুরিতে পতনের সংকট।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী জিডিপিতে শিল্প ও পরিষেবার সম্মিলিত অবদান ৮৮ শতাংশ, যদিও সেখানে কাজ করে কর্মরত শ্রমশক্তির প্রায় ৫৫ শতাংশ। অনানুষ্ঠানিক খাতের প্রাধান্য এখানে অনেক বেশি। এখানেই প্রতিনিয়ত পুরনো ধরনের কাজ মিলিয়ে যাচ্ছে, নতুন কাজ তৈরি হচ্ছে। কাজের চাহিদা হচ্ছে ডিজিটাল মিডিয়া, সমাজমাধ্যম, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে। এছাড়া অ্যাপনির্ভর ডেলিভারি, বিবিধ পরিষেবা, বিনোদন, মেরামত, মেইনটেন্যান্স ইত্যাদি কাজের প্রসার হয়েছে। উবার, পাঠাও, ওভাইয়ের মতো পরিবহন শিল্পে ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে চালক ও মেরামত কর্মীর চাহিদা প্রচুর। এমনকি শৌচাগার, বাড়ির পানির ট্যাংক, উঠান, রান্না করা, ঘর পরিষ্কার করার কাজও একটি পৃথক নিয়োগক্ষেত্র হয়ে উঠছে। এসব 'নতুন' কাজে শ্রমিক সুরক্ষা আইনের প্রয়োগ নেই, নেই বিধিসম্মত কাজের পরিস্থিতি পরিবেশ, নেই ৮ ঘণ্টার মেয়াদের আশ্বাস। এ নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিক সাধারণত সরাসরি মালিকদের মুখোমুখি হয় না। আবার এ কাজগুলোর ক্ষেত্রেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার হচ্ছে। ফলে শ্রমের চরিত্র, শ্রমের চাহিদার ধরন দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে।

ফ্রিল্যান্সাররা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বড় বড় কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। তাদের কাজ করতে কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হচ্ছে না, আয়ও ভালো। স্বাধীনভাবে কাজ করা যায় বলে মানুষের মধ্যে আগ্রহও বাড়ছে। প্রতিষ্ঠানের ব্যয় কমে আসে বলে ফ্রিল্যান্সনির্ভর হয়ে পড়ছে অনেক প্রতিষ্ঠান। স্বল্পমেয়াদি কাজ, অন ডিমান্ড পজিশনের জন্য ভবিষ্যতে কর্মী নিয়োগ আরো বাড়বে। এভাবে কাজের কারণে কর্মীরা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী কাজ বাছাইয়ের সুযোগ পাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠানগুলোও কাজের পরিমাণ ও দক্ষতা অনুসারে কর্মী নিয়োগের সুযোগ পাচ্ছে। অ্যাডোবি, উবার, ডেলের মতো প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানে এমন ধরনের কাজের সুযোগ ধীরে ধীরে বাড়ছে। ভবিষ্যতে নানা ধরনের 'স্মার্ট' কাজের সংখ্যা ও পরিধি বাড়বে। একদিকে যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর কাজের ধরন বাড়ছে, তেমনি মানুষ ও যন্ত্রের সংযোগে নতুন নতুন কাজ তৈরি হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নির্বাহী ও কর্মীদের আরো বেশি সৃজনশীল কাজে যুক্ত করছে। রোবোটিকস ও অটোমেশনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে মানুষের অংশগ্রহণ কমে আসছে। প্রযুক্তির কল্যাণে আরো নানা ধরনের পেশা ও কাজ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনী প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন নামে নতুন পদে কর্মী নিয়োগ দিচ্ছে। হিল্টন হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস, জেরক্স, সেলস ফোর্সসহ বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কাজের জন্য কর্মীদের উদ্ভাবনী দক্ষতা ও সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

লাখ লাখ চাকরির খবর মিলছে মাত্র এক ক্লিকে। শুধু তাই নয়, অফিসে না গিয়েও কাজ করছেন অনেকে। এমনও আছে দেশে কোনো অফিসের অস্তিত্বও নেই, বিদেশ থেকে পরিচালিত হচ্ছে। কর্মসংস্থানের গতি এখন আর কোনো একটি ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ নেই। পুরো বিশ্ব এখন কর্মক্ষেত্র। ফলে প্রতিযোগিতা আরো বেড়ে উঠছে। দেশে যারা কাজ করছেন তারা নিজের বাসাকেই অফিসে পরিণত করেছেন। বাংলাদেশে বসেই ইউরোপের কাজ করছেন নিয়মিত। কেনাকাটা করা আরো সহজ হয়েছে। বিদেশের পণ্য সরাসরি দেশে চলে আসছে কয়েক দিনের মধ্যে। পেমেন্ট ব্যবস্থাও অনেক উন্নত ও সহজ হয়েছে প্রযুক্তির কল্যাণে। পণ্য ডেলিভারি বা রাইডশেয়ার ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। একসময়ে মানুষ এটি ভাবতেও পারেনি। এমন পরিস্থিতিতে বর্তমানে একটি চাকরির জন্য ঝুলে থাকার পরিবর্তে, আজকের লক্ষ্য হলো সক্ষম হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা। এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটানো।

ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর হিসাবকিতাব এখন অনেকটাই অটোমেটিক। কিন্তু আগামী দিনে হয়তো মানুষের ব্যবহার কমে যাবে বেশ খানিকটা। শুধু 'তথ্য বিশ্লেষক' হিসেবে মানুষ থাকবে অগ্রগণ্য। তার মানে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ফুলটাইম কাজ করা মানুষের সংখ্যা কমে যাবে, থাকবে শুধু একজন মডারেটর। বাকি সবাই কাজ করবে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে। তার মানে ম্যানেজারের কাজটা হয়তো সমান গুরুত্বপূর্ণ থাকবে। নেতৃত্বগুণ বেশ দামি হিসেবে পরিগণিত হতে থাকবে।

পরিবর্তনগুলো হচ্ছে ধাপে ধাপে। আজ যা ঘটছে আমেরিকা, ইউরোপে ঠিক তাই বা কাছাকাছি কিছু ঘটতে যাচ্ছে কাল বাংলাদেশে। গার্মেন্ট ব্যবসা থেকেই উদাহরণ দেয়া যাক। আজ থেকে ২০০ বছর আগে বর্তমানের গার্মেন্ট ব্যবসা ছিল ইংল্যান্ড, স্পেনের দিকে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যবসার ধরন পাল্টে গেছে। কাপড় তৈরি হয় এখন বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মতো দেশগুলোয়। ৫০ বছরের মাঝে এ ব্যবসা আফ্রিকায় স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাই এটি বলা যায় যে বাইরের দুনিয়ায় খেয়াল রাখা দরকার নিজেদের প্রয়োজনেই।

দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত দেশগুলোর কথা বলতে গেলে বেশকিছু দেশের নাম সামনে চলে আসে। এর মধ্যে আছে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মানি, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য এবং আরো অনেক দেশের নাম। কেন এ দেশগুলো এত উন্নত তা একটু ভাবলেই সবার আগে তাদের প্রযুক্তির কথাই মনে পড়বে। জাপানের বিশেষজ্ঞদের উন্নত মানের গবেষণা তাদের প্রযুক্তিতে অভাবনীয় পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তাদের উন্নতির কারণ খুঁজলে সামনে চলে আসবে দেশটির শিক্ষা ব্যবস্থা। ১৯৫৮ সাল থেকেই জাপানে নিম্ন মাধ্যমিক লেভেলেই প্রযুক্তি শিক্ষার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তিমূলক প্রযুক্তি শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়। নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রযুক্তি শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল শিক্ষার্থীদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি হাতে-কলমে শেখা এবং বাস্তবিক অর্থেই আধুনিক মেশিন তৈরি এবং চালনা করার মাধ্যমে জীবন ও প্রযুক্তির মধ্যকার সম্পর্ক বোঝা এবং আধুনিক প্রযুক্তির উন্নতি সাধন করা, যাতে দৈনন্দিন জীবনের মান বৃদ্ধি পায়। শুধু স্কুলে নয়, অভিজ্ঞ শিক্ষক গড়তে তিন বছর মেয়াদি প্রযুক্তিশিক্ষা প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৮০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা কোর্সের প্রচলন করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকেও কারিগরি শিক্ষায় জোর দেয়া হয়েছে। এভাবেই দিনের পর দিন জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার লাভ করেছে। তারাই প্রযুক্তির উন্নয়নে অসামান্য ভূমিকা রাখছে। জাপানের মতো বাংলাদেশও মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রযুক্তিনির্ভর বৃত্তিমূলক কোর্সের ব্যবস্থা করতে পারে। এতে শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারেন। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, থাকতে হবে বাস্তবিক প্রয়োগ।

দক্ষতা উন্নয়নে সরকারিভাবে বাড়ানো হচ্ছে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতও বড় মাত্রায় যুক্ত হচ্ছে। তবে এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যকারিতা ও মান নিয়ে রয়েছে বিস্তর প্রশ্ন। অনেক প্রতিষ্ঠান ভুগছে দক্ষ প্রশিক্ষকের ঘাটতিতে। আবার বিচ্ছিন্নভাবে কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিজস্ব ম্যানুয়াল আছে বটে, কিন্তু সেগুলো যুগের চাহিদা মেটাতে পারছে না। নেই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অন্য সুবিধাও। এরই মধ্যে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিতে বিশ্ব অনেক এগিয়ে গেছে। অথচ প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো প্রশিক্ষণ দিচ্ছে সনাতনী সরঞ্জামের মাধ্যমে। ফলে প্রশিক্ষণ ও বাস্তব কর্মজগতের মধ্যে দক্ষতার বিপুল ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে। তদুপরি প্রশিক্ষণ খাতে অনিয়মও কম নয়। কিছু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রশিক্ষণ না দিয়েই অর্থের বিনিময়ে সনদ বাণিজ্যের অভিযোগ আছে। এমনকি কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সরকারি নিবন্ধনও নেই বলে খবর মিলছে। এতে ভুয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোয় মানুষের প্রতারণার সুযোগও থেকে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।

ইউকে কমিশন ফর এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড স্কিলসবিষয়ক গবেষণায় সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, উচ্চদক্ষতা উৎপাদনশীলতার ওপর ধনাত্মক প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে নিম্ন দক্ষতার প্রভাব ঋণাত্মক হয়। এজন্য দক্ষতা অর্জনে গুরুত্বারোপ করে প্রশিক্ষণের ওপর সর্বোচ্চ জোর দিতে বলা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতাপূর্ণ শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ ৫ শতাংশ বাড়লে উৎপাদনশীলতা বাড়ে ৪ শতাংশ পর্যন্ত। এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে মজুরিও ১ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ে। কারণ উৎপাদন বাড়লে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিট মুনাফা বেড়ে যায়। শুধু তাই নয়, প্রশিক্ষণের পর উৎপাদনশীলতার ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটে বলেও গবেষণায় উঠে এসেছে। যেখানে মজুরি বাড়ে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ। আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের সঙ্গে অদক্ষ শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার পার্থক্য ৮ শতাংশ পর্যন্ত ঘটে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রশিক্ষণই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। দেশে সনদপ্রাপ্ত শিক্ষিত মানুষের অভাব নেই।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার
৫ মে ২০২৩, ২২ বৈশাখ ১৪৩০

শ্রম মজুরি কমল ঢাকা-বরিশালে

ইমদাদ হোসাইন

উচ্চ মূল্যস্ফীতির সময়ে দেশে সার্বিকভাবে শ্রম মজুরি সামান্য বেড়েছে। গত মার্চের তুলনায় এপ্রিলে মজুরি বৃদ্ধির হার মাত্র দশমিক ১২ শতাংশ। কিন্তু আট বিভাগের হিসাবে ঢাকা ও বরিশালের শ্রমিকদের মজুরি আগের মাসের চেয়ে কমেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সিপিআই ও শ্রম মজুরির হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

এপ্রিলে সারা দেশের শ্রমিকদের শ্রম মজুরি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে গড়ে ৭ দশমিক ২৩ শতাংশ। মার্চে তা ছিল ৭ দশমিক ১৮ শতাংশ।

বিভাগীয় শ্রম মজুরির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগের শ্রমিকদের মার্চ মাসের তুলনায় এপ্রিলে মজুরি সূচক দশমিক ৫১ শতাংশ কমেছে। এপ্রিলে এ বিভাগের শ্রম মজুরি কমে দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৮০, মার্চে তা ছিল ৫ দশমিক ৮৩ শতাংশ।

আর বরিশালে মার্চের তুলনায় এপ্রিলে শ্রমিকদের মজুরি মার্চের তুলনায় দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ কমেছে।

প্রতি মাসেই শ্রম মজুরির তথ্য হালনাগাদ করে বিবিএস। এপ্রিলে দেশের গড় শ্রম মজুরির হিসাবে দেখা যায়, পয়েন্ট টু পয়েন্টের ভিত্তিতে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের মজুরি গত মাসের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে। কৃষি খাতে এপ্রিলে গড় মজুরি দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ২৮, আগের মাসে তা ছিল ৭ দশমিক ২২ শতাংশ। শিল্প খাতেও শ্রম মজুরি সামান্য বেড়েছে। আলোচ্য মাসে শিল্প খাতে শ্রম মজুরি ৬ দশমিক ৯৩, আগের মাসে তা ছিল ৬ দশমিক ৯২ শতাংশ। সেবা খাতের মজুরি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ৬০, আগের মাসে তা ছিল ৭ দশমিক ৫৩ শতাংশ।

চট্টগ্রাম বিভাগের মজুরি অপরিবর্তিত রয়েছে। এপ্রিলে এ বিভাগের শ্রম মজুরি ছিল গড়ে ৬ দশমিক ৬৯ শতাংশ। রাজশাহী বিভাগের শ্রমিকদের মজুরি আগের মাসের

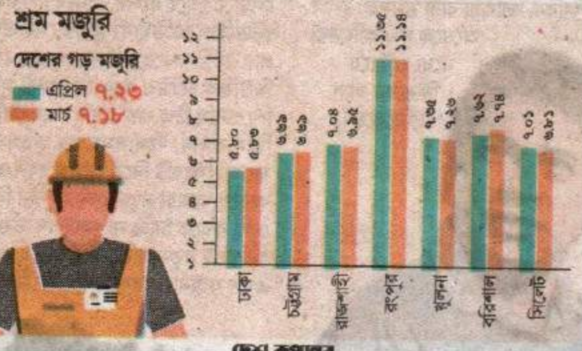

দেশ রূপান্তর

তুলনায় এপ্রিলে কিছুটা বেড়েছে। এপ্রিলে এ বিভাগের মজুরি দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। গত মার্চ মাসের তুলনায় এ বিভাগের মজুরি বেড়েছে দশমিক ২০ শতাংশ। এই বিভাগের কৃষি খাতের মজুরি বাড়লেও শিল্প খাতের মজুরি কমেছে দশমিক ১৫ শতাংশ।

রংপুর বিভাগের মজুরি আগের মাসের তুলনায় এপ্রিলে দশমিক ১৯ শতাংশ বেড়ে ১১ দশমিক ৩৫ শতাংশ হয়েছে। এই বিভাগের কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে সমানতালেই। খুলনা বিভাগের মজুরি গত মার্চের তুলনায় দশমিক ১৬ বেড়ে ৭ দশমিক ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মার্চে এই বিভাগের শ্রম মজুরি ছিল ৭ দশমিক ২৬ শতাংশ। এই বিভাগের কৃষি ও সেবা খাতের শ্রম মজুরি বাড়লেও শিল্প খাতে অপরিবর্তিত রয়েছে।

বরিশাল বিভাগের মজুরির চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, এপ্রিলে শ্রমিকদের মজুরি মার্চের তুলনায় দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ কমেছে। এপ্রিলে এ বিভাগের মজুরির হার ৭ দশমিক ৬২, যা মার্চে ছিল ৭ দশমিক ৭৪ শতাংশ। এ বিভাগের কৃষি খাতের মজুরি আগের মাসের চেয়ে দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ কমে ৭ দশমিক ৪১ হয়েছে। শিল্প খাতের মজুরি দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ কমে ৭ দশমিক ৬৬ শতাংশ হয়েছে। সেবা খাতেও দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ কমে ৮ দশমিক ৬৭ হয়েছে।

সিলেট বিভাগের মজুরি মার্চের চেয়ে দশমিক ১৯ শতাংশ বেড়ে ৭ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ হয়েছে। এই বিভাগের কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত, অর্থাৎ সব খাতেই মজুরি বেড়েছে।

নিম্নতম মজুরি বোর্ডের গেজেট পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, একটি খাত থেকে আরেকটি খাতের মজুরির মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। কোনো কোনো খাতের মজুরি মাত্র তিন হাজার টাকা, আবার কোনো কোনো খাতের মজুরি ১৬ হাজার টাকার বেশি। যেমন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ৮ হাজার টাকা। এর মধ্যে বেসিক হবে ৪ হাজার ১০০ টাকা, বাড়িভাড়া ২ হাজার ৫০ টাকা এবং অন্যান্য ১ হাজার ৮৫০ টাকা। বিদেশি ক্রেতাদের চাপ, সরকারি নজরদারি ও শক্তিশালী শ্রম সংগঠন থাকায় এ খাতে মজুরি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

কিন্তু অন্যান্য খাতে নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে সেটি পুরোপুরি কার্যকর না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। রাবার শিল্প, পাটকল, বিড়ি, ম্যাচশিল্প, জুট প্রেস, সিনেমা হল, হোসিয়ারি, কোল্ড স্টোরেজ, পেট্রলপাম্প, আয়ুর্বেদিক কারখানা, আয়রন ফাউন্ড্রি, অয়েল মিলস অ্যান্ড ভেজিটেবল প্রোডাক্টস, লবণশিল্প ইত্যাদি খাতের মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল বহু বছর আগে। যেমন কোল্ড স্টোরেজ ও ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প খাতের শ্রমিকদের সর্বশেষ মজুরি নির্ধারিত হয়েছিল ২০১২ সালে, ম্যাচশিল্পের ২০১৩ সালে আর বিড়িশিল্পের ২০১৬ সালে।

বাজারে মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তাল রেখে সেগুলো পরে আর সমন্বয় করা হয়নি। তবে কয়েকটি খাতের মজুরি পুনর্নির্ধারণের কাজ চলছে বলে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

আবার পেট্রলপাম্পের শ্রমিকদের মজুরি বহু বছর আগে নির্ধারণ করা হলেও পরে আর সমন্বয় করা হয়নি। তবে এ খাতে এখন শ্রমিকরা ৮-১২ হাজার টাকা পর্যন্ত মাসে আয় করেন বলে জানা গেছে।

বিভিন্ন খাতের মজুরি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, খাতভেদে নিম্নতম মজুরিতে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন হোটেল ও রেস্তোরাঁয় নিম্নতম মজুরি ৩ হাজার ৭১০ টাকা হলেও নির্মাণ ও কাঠশিল্পে এটি ১৬ হাজার টাকার বেশি। কিন্তু অনেক খাতের মজুরি বছরের পর বছর ধরে আর কোনো পরিবর্তন হয়নি। অনেক সময় বিভিন্ন খাতের শ্রমিকরা যেমন মজুরি বোর্ড অনুযায়ী বেতন পান, আবার বাজারের চাহিদাও মজুরি নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে প্রায় ৬ কোটি ৩৫ লাখ শ্রমিক রয়েছে বলে বিলস জানিয়েছে। এর প্রায় অর্ধেক অদক্ষ শ্রমিক।

বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী, শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়। এই আইনে বলা আছে, কীভাবে নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন হবে, কীভাবে কাজ করবে, কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় নেবে এবং কত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করবে, সবই সেখানে বলা হয়েছে।

তবে কোনো পেশার মজুরির ক্ষেত্রে নিম্নতম মজুরি বোর্ড নিজেরা উদ্যোগ নিতে পারে না। এ বিষয়ে শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে তাদের কাছে প্রস্তাবনা পাঠানোর পর এই মজুরি বোর্ড কাজ শুরু করে এবং তাদের পর্যালোচনা শেষে সুপারিশ প্রদান করে।

বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী, পাঁচ বছর পর পর নিম্নতম মজুরি পুনর্বিবেচনা করার বিধান রয়েছে।

DHAKA THURSDAY MAY 4, 2023
BAISHAKH 21, 1430 BS
The Daily Star

Bangladesh retains second position in RMG export to EU

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh retained second position in apparel shipments to the European Union (EU) in the first two months of the current year with a 22.75 per cent share of the trade bloc's overall garment imports, according to data from EUROSTAT.

China remained the top supplier at the time, providing 26.27 per cent of the EU's total apparel imports.

However, the EU's overall apparel imports for January and February declined by $322 million, or 2.03 per cent, compared to the corresponding period of 2022.

In terms of quantity, the EU's clothing imports fell sharply by 10.09 per cent year-on-year, or 70 million kilogrammes (kgs), in the January-February period.

Apparel imports from China fell 13.11 per cent year-on-year to $4.08 billion at the time with shipments from the top sourcing destination having shrivelled by 16.42 per cent, or 32 million kgs.

In contrast, the EU's apparel imports from Bangladesh increased by 5.47 per cent year-on-year, or $183 million, during the January-February period.

However, the quantity of shipments declined by 3.02 per cent, or 6 million kgs, at the same time.

Among the top 10 apparel sourcing countries for the EU, Bangladesh, India, Vietnam and Pakistan showed positive growth while Turkey and some other nations saw decline.

The EU's imports from Turkey, its third largest apparel source, fell by 11 per cent year-on-year during the January-February period, when the country shipped $1.82 billion worth of clothing items.

The global economy and trade scenario are showing signs of depression, which is clearly affecting the European market as evinced by the data, according to Faruque Hassan, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

China remained the top supplier at the time, providing 26.27 per cent of the EU's total apparel imports

Although Bangladesh has been performing relatively better than its major competitors, the growth seen in the first two months of 2023 was largely due to inflated raw material prices and subsequent hikes in the production cost.

So, the value of goods exported went up while the overall volume fell, Hassan said in an email to BGMEA members.

"However, we need to cautiously monitor the trend in major markets, focus on alternative strategies, such as reducing dependence on single markets or products, and ensure balanced investment plans for backward and forward linkages," he added.

Hassan went on to say that the sale of garment items has slowed a bit in western markets due to high inflation stemming from the ongoing Russia-Ukraine war that began on February 24 last year.

It is due to the war that most global apparel retailers and brands are witnessing a significant build-up of inventory at their stores.

"So, they have lowered their work orders for new clothing," he said.

Local exporters had been covering the lower demand for garment items by supplying high-end, value-added clothing to secure better prices for the past few months.

However, this is not possible anymore as the demand for such apparel is falling steeply because of the high bank interest rates and inflation resulting from the war, Hassan added.

The unit price of garment items made in Bangladesh increased by 8.75 per cent year-on-year in the January-February period, EUROSTAT data shows.

As such, clothing from the country sold for $18.26 per kg in the EU during the first two months of the year, up from $16.79 per kg in 2022.

The average price of imported garment items in the EU increased by 8.97 per cent to $24.88 per kg in January-February compared to $22.83 per kg in the corresponding period the year before.

China saw the lowest price hike for its clothes in the EU with a 3.97 percent increase while Indonesia witnessed the highest with 22.97 per cent.

Meanwhile, the price of apparel from Turkey saw growth of 13.95 per cent while Vietnam registered 13.01 percent, Cambodia 12.05 per cent, India 9.16 per cent and Morocco 7.78 per cent.

NEW AGE THURSDAY, MAY 4, 2023,

Export earnings decrease for second month

Staff Correspondent

BANGLADESH'S export earnings in April 2023 registered a negative growth for the second consecutive month due to declining demand for apparel products on the global market amid the ongoing economic slowdown.

The country's export earnings in April declined by 16.52 per cent to $3.95 billion year-on-year compared with those of $4.74 billion in the same month of 2022, according to the Export promotion Bureau data released on Wednesday.

Bangladesh's export earnings in March 2023 witnessed a 2.49-per cent negative growth.

Experts and exporters said that Bangladesh's export earnings registered negative growth due to declining demand for readymade garments on the global market.

Western economy is facing turmoil due to the Russia-Ukraine war and consumers are spending more for buying foods, medicines and other daily essentials, they said.

Exporters said that decreased shipment in April was also another reason for negative growth as the production remained suspend for seven-eight days in the month due to Eid-ul-Fitr holidays.

'The impact of global economic slowdown was reflected in the export data of Bangladesh. It was expected that the western countries would be able to control inflation but unfortunately, they failed to do it and the demand for apparel declined,' Research and Policy Integration for Development chairman Mohammad Abdur Razzaque told New Age on Wednesday.

He said that the economy of European Union and the United States were struggling with high inflation and most probably the western countries would continue with an aggressive monetary policy and demand for apparel might decrease more on the markets.

A file photo shows workers sewing clothes at a garment factory on the outskirts of Dhaka. Bangladesh's export earnings in April 2023 registered a negative growth for the second consecutive month due to declining demand for apparel products on the global market amid the ongoing economic slowdown. — New Age photo

The EPB data showed that Bangladesh's export earnings in July-April of the current financial year 2022-23, however, increased by 5.38 per cent to $45.67 billion compared with those of $43.34 billion in the same period of FY22.

Export earnings from readymade garment in the 10 months of FY23 fetched $38.57 billion, which is 9.09 per cent higher than the earnings of $35.36 billion in FY22.

Export earnings from RMG in April 2023 declined by 15.48 per cent to $3.32 billion year-on-year compared with those of $3.93 billion in the same month of 2022.

Export earnings from woven garments in July-April of FY23 grew by 9.24 per cent to $17.61 billion from $16.12 billion in the same period of the previous financial year.

Export earnings from knitwear in the first 10 months of FY23 grew by 8.97 per cent to $20.96 billion from $19.24 billion in the same period of FY22.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association president Faruque Hassan said that the export orders had decreased for the past few months due to an economic slowdown in the western countries due to the Russia-Ukraine war.

He said that banks in the western countries increased their interest rates to check inflation and it pushed up the rate of the instalments of mortgage.

To cope up with high inflation, consumers in the western countries decreased the consumption of apparel, Faruque said.

The EPB data showed that export earnings from home textiles in July-April of FY23 fell by 29.34 per cent to $940.8 million from $1.33 billion in the same period of FY22.

Earnings from leather and leather goods in the 10 months of FY23 fell by 0.52 per cent to $1.00 billion from $1.01 billion in the corresponding period of FY22.

Earnings from leather-footwear exports in July-April of FY23 declined by 4.38 per cent to $580.40 million from $607 million while the other leather products fetched $322.99 million with a 18.23-per cent growth in the period.

Export earnings from jute and jute goods in the 10 months of FY23, however, fell by 20.25 per cent to $770.82 million from $966.51 million in the same period of FY22.

Export earnings from agricultural products in the period decreased by 28.81 per cent to $741.35 million from $1.04 billion.

Export earnings from frozen and live fish decreased by 19.87 per cent to $371.48 million and the earnings from shrimp exports fell by 24.21 per cent to $266.95 million in the 10 months of FY23.

Export earnings from engineering products in July-April of FY23 declined by 35.01 per cent to $438.11 from $674.11 million in the same period of the previous financial year.

প্রথম আলো • শনিবার, ৬ মে ২০২৩,

রেমিট্যান্সের প্রবাহ কমে গেল কেন

মইনুল ইসলাম

এবারের রমজান মাসের শেষ ১৫ দিনে ফরমাল চ্যানেলে রেমিট্যান্সের (প্রবাসী আয়) প্রবাহ অনেকখানি স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রতি মাসে গড়ে এক লাখের বেশি বাংলাদেশি বিদেশে যাচ্ছেন বলে সরকারি সূত্রে আমরা জানতে পারছি। কিন্তু ২০২২ সালের জুলাই থেকে ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ৯ মাসে বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধির হার ডলারের হিসাবে মাত্র ৫ শতাংশ। এর মানে, সিংহভাগ প্রবাসীই হুন্ডি পদ্ধতিতে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন।

ব্যাংকগুলোর প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা হচ্ছে, বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠালে এক ডলারের বিনিময়ে ১০৭ টাকার বেশি দেওয়া যাবে না। অথচ সম্প্রতি কার্ব মার্কেটে এক ডলারের দাম উঠেছে ১২০ টাকা পর্যন্ত। ফলে প্রবাসীদের কাছে হুন্ডিতে রেমিট্যান্স পাঠানো অনেক বেশি আকর্ষণীয় এখন। অতএব, হুন্ডির তুলনায় বৈধ পথে দেশে রেমিট্যান্সপ্রবাহ ক্রমেই দুর্বল হতে বাধ্য। এর প্রত্যক্ষ ফলাফল হলো, দেশের এ বছরের বাণিজ্যঘাটতি কমানো হয়তো অধরা থেকে যাবে এবং ব্যালান্স অব পেমেন্টসের কারেন্ট অ্যাকাউন্টের ঘাটতিও ২০২৩ সালের জুনের শেষে বিপজ্জনক পর্যায়েই থেকে যাবে। ফলে দেশের ডলার-সংকট ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকট অদূর ভবিষ্যতে কাটানো যাবে না।

আইএমএফ থেকে ৪ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলার ঋণ গ্রহণের সময় আমরা ২০২৩ সালের জুন মাসে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রকৃত রিজার্ভকে বাড়িয়ে আইএমএফের হিসাবপদ্ধতি মোতাবেক ২৪ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও মনে হচ্ছে এই প্রতিশ্রুতি পূরণ আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে নয়। (বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পদ্ধতি অনুসারে দেশের বর্তমান রিজার্ভ ৩১ বিলিয়ন ডলারের বেশি হলেও আইএমএফের হিসাবপদ্ধতিতে দেশের প্রকৃত রিজার্ভ ২২ বিলিয়ন ডলারের কম)।

২০২০-২১ অর্থবছরে বৈধ পথে দেশের রেমিট্যান্সপ্রবাহ ইতিহাসের সর্বোচ্চ ২৪ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গিয়েছিল, রিজার্ভও পৌঁছে গিয়েছিল সর্বোচ্চ ৪৮ দশমিক শূন্য ৬ বিলিয়ন ডলারে। এই কীর্তির প্রধান কারণ করোনা মহামারির সময় হুন্ডি ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। করোনা পরিস্থিতি স্তিমিত হয়ে যাওয়ায় পরের অর্থবছরে হুন্ডিতে রেমিট্যান্স পাঠানো আবার চাঙা হয়ে ওঠে। তখন বৈধ পথে রেমিট্যান্সপ্রবাহ ১৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২১ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন ডলারে নেমে গিয়েছিল। অন্যদিকে মহামারির পর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চার হওয়ায় ২০২১-২২ সালে দেশের আমদানি ব্যয় বেড়ে ৮২ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছিল, ব্যাপক ওভার-ইনভয়েসিং হওয়ায় আমদানিতে এই উল্লম্ফন ঘটেছিল বলেও ধারণা করা হয়। তখন থেকেই আমি হুন্ডি ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে দমন করার কথা বলে আসছি।

অতএব শুধু আমদানি বাণিজ্যের ওভার-ইনভয়েসিং, রপ্তানি বাণিজ্যের আন্ডার-ইনভয়েসিং এবং রপ্তানি আয় বিদেশে রেখে দেওয়ার সমস্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিলেই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পতনের ধারাকে হয়তো থামানো যাবে না। মাঠপর্যায়ের গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে পুরোনো পদ্ধতিগুলোর পাশাপাশি হুন্ডি পদ্ধতিতে রেমিট্যান্স পাঠানোর অভ্যাস পুঁজি পাচারকারীদের একটি সহজ বিকল্প উপহার দিয়েছে।

হুন্ডি পদ্ধতিতে বৈদেশিক মুদ্রা যেহেতু বিদেশেই থেকে যায়, তাই কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রতিবছর হুন্ডিচক্রে প্রবেশ করছে, তার হদিস পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কিছুদিন আগে অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, প্রায় অর্ধেক রেমিট্যান্স এখন হুন্ডি পদ্ধতিতে দেশে আসছে। আমি মনে করি, সিংহভাগ রেমিট্যান্স প্রেরক হুন্ডি পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। অতএব ২১ বিলিয়ন ডলার যদি ফরমাল চ্যানেলে দেশে রেমিট্যান্স আসে, তাহলে কমপক্ষে আরও ২১-২২ বিলিয়ন ডলার বা তার চেয়েও বেশি রেমিট্যান্স (টাকার আকারে) হুন্ডি পদ্ধতিতে দেশের অর্থনীতিতে ঢুকছে। হুন্ডির মাধ্যমে ঢুকলেও এ অর্থ প্রবাসীদের পরিবার ও স্বজনদের জীবনব্যয় এবং বিনিয়োগে ব্যাপক অবদান রাখছে। কিন্তু যে 'হুন্ডি ডলার' বিদেশেই রয়ে যাচ্ছে, সেগুলো কিনছেন কালোটাকার মালিকেরা এবং ব্যাংকের ঋণখেলাপি ব্যবসায়ীরা। এর মাধ্যমেই গড়ে উঠছে দুবাইয়ের ব্যবসাপাতি, টরন্টোর বেগম পাড়া কিংবা মালয়েশিয়ার সেকেন্ড হোমগুলো।

বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণ সত্ত্বেও বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো বড়সড় সংকটে না পড়ার কারণ হচ্ছে, ফরমাল চ্যানেলে কিংবা হুন্ডি পদ্ধতিতে পাঠানো রেমিট্যান্স থেকে উদ্ভূত বিশাল আমানতপ্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারের চমকপ্রদ উল্লম্ফনও ঘটাচ্ছে প্রবাসীদের ক্রমবর্ধমান রেমিট্যান্স। হুন্ডি পদ্ধতির সহায়তায় পুঁজি পাচারের চাহিদার প্রধান গ্রাহক হলো দুর্নীতিবাজ আমলা, প্রকৌশলী, সামরিক কর্মকর্তা, লুটেরা রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী এবং ব্যাংকঋণ গ্রহীতারা যেহেতু এই পুঁজি পাচারকারীরা ব্যাংকঋণ বিদেশে পাচার করার জন্য হুন্ডি ব্যবস্থাকে ব্যবহার করছেন, তাই হুন্ডি ডলারের দাম বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ডলারের দামের চেয়ে ৮-১০ টাকা বেশি থেকেই যাবে। হুন্ডি ডলারের চাহিদা কাঠামোকে শক্তিশালী রেখে এই দুই দামের পার্থক্যকে দূর করা অসম্ভব। সে জন্যই আমি ডলারের দামকে বাজারের কাছে ছেড়ে দেওয়ার বিপক্ষে।

হুন্ডি পদ্ধতিতে পুঁজি পাচার দমনে অবিলম্বে দেশের এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো কিছুদিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হোক। বেশির ভাগ এক্সচেঞ্জ হাউস হুন্ডি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে আমাদের কাছে খবর রয়েছে। দ্বিতীয়ত, পুঁজি পাচারের প্রধান গন্তব্যস্থল দেশগুলোতে তদন্ত দল পাঠানো কিংবা গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করে কিছু পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে : ১. যেসব পুঁজি পাচারকারীর নাম তদন্তে উঠে আসবে, তাঁদের বিভিন্ন ব্যাংকের মালিকানা এবং পরিচালনা বোর্ড থেকে অপসারণ করতে হবে; ২. তাঁদের নতুন কোনো ব্যাংকঋণ থেকে অবিলম্বে খারিজ করতে হবে; ৩. তাঁদের কাছে বছরের পর বছর আটকে থাকা খেলাপি ঋণগুলো আদায়ে 'খেলাপি ঋণ ট্রাইব্যুনাল' প্রতিষ্ঠা করতে হবে; ৪. যেসব চাকরিরত আমলা, প্রকৌশলী, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তার নাম-ঠিকানা পাচারকারী হিসেবে উদ্ঘাটিত হবে, তাঁদের বরখাস্ত করে তাঁদের চাকরি-পরবর্তী সব সুযোগ-সুবিধা বাতিল করতে হবে; ৫. যেসব রাজনীতিবিদের নাম পাওয়া যাবে, তাঁরা যদি সরকারে ক্ষমতাসীন দলের কেউ হন, তাঁদের সব পদ-পদবি থেকে বহিষ্কার করতে হবে; ৬. যেসব রপ্তানিকারকের নাম উঠে আসবে, তাঁদের নামে খেলাপি ঋণ থাকলে, সেগুলো আদায়ের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে। উপরন্তু তাঁরা তাঁদের রপ্তানি আয় নিয়মিতভাবে দেশে ফেরত আনছেন কি না, সেটা কঠোরভাবে পরীক্ষা করতে হবে; ৭. যেসব আমদানিকারকের নাম পাওয়া যাবে, তাঁরা ওভার-ইনভয়েসিং করছেন কি না, তা কঠোরভাবে পরখ করতে হবে; এবং ৮. পুঁজি পাচারকারীর নাম-ঠিকানা সংসদে উত্থাপন এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে। তৃতীয়ত, দেশের শহরগুলোতে কিংবা গ্রামে যেখানেই প্রবাসীদের পরিবার পাকা বাড়ি নির্মাণ করবে, তাদের বাড়ির নির্মাণ-ব্যয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ বৈধ অর্থ দেশে আনার 'ফরেন এক্সচেঞ্জ ব্যাংক-স্টেটমেন্ট' যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে গৃহনির্মাণের পূর্বানুমতির জন্য জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা চালু করতে হবে।

● **ড. মইনুল ইসলাম** অর্থনীতিবিদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ৪ মে ২০২৩ ॥

ঈদের মাসেও প্রত্যাশিত প্রবাসী আয় আসেনি

বেশি মানুষ গেলেও রেমিট্যান্স আসছে কম

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুরুতে প্রতি মাসে ২০০ কোটি ডলার অতিক্রম করলেও দুই মাস পরেই নেমেছে ১৫০ কোটির ঘরে
- জানুয়ারি মাসে ১৯৫ কোটি ডলার পাঠান প্রবাসীরা। হুন্ডির কারণে ফেব্রুয়ারিতে নেমে এসেছে ১৫৬ কোটিতে

বেপরোয়া হুন্ডিতে কমছে রেমিট্যান্স

শাহেদ আলী ইরশাদ

বেপরোয়া হুন্ডি ব্যবসায়ীদের কারণে বৈধপথে আসা প্রবাসী আয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। যে কারণে ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করেও প্রত্যাশিত প্রবাসী আয় দেশে আসেনি। বিশ্লেষকরা বলছেন, হুন্ডি বেড়ে যাওয়ায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুরুর দিকে প্রবাসী আয় প্রতি মাসে ২০০ কোটি ডলার অতিক্রম করলেও দুই মাস পরই তা ১৫০ কোটির ঘরে নেমে আসে। জুলাই মাসে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ ২০৯ কোটি ডলার হলেও পরের মাস থেকেই কমতে থাকে। আগস্টে প্রবাসী আয় ৬ কোটি ডলার কমে ২০৩ কোটি ডলারে নেমে আসে। সেপ্টেম্বর মাসে গিয়ে বড় ধাক্কা খায় প্রবাসী আয়ে। ওই মাসে প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে পাঠিয়েছিলেন আগের মাসের তুলনায় ৫০ কোটি ডলার কম বা ১৫৩ কোটি ডলার। অক্টোবরে আরও কমে ১৫২ কোটি ডলার হয়। তবে নভেম্বর মাসে আবার কিছুটা বাড়ে প্রবাসী আয়।

> অবৈধ চ্যানেলে টাকা পাঠানো বন্ধ করতে.হলে ডলারের ব্যাংক রেট এবং কার্ব মার্কেটের রেট ম্যাচ করে দিতে হবে। দামের পার্থক্য থাকলে হুন্ডি বন্ধ করা অনেক কঠিন ”

ওই মাসে ৭ কোটি ডলার বেড়ে ১৫৯ কোটি ডলার দেশে আসে। ডিসেম্বরে আরও ১০ কোটি ডলার বেড়েছিল। প্রবাসীরা ১৬৯ কোটি ডলার দেশে পাঠিয়েছিল। টানা ছয় মাস পতনের পর চলতি বছরের শুরুতে আবার বাড়ে রেমিট্যান্স। এ বছরের জানুয়ারি মাসে প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে ১৯৫ কোটি ডলার দেশে পাঠিয়েছিলেন। তবে ফেব্রুয়ারিতে গিয়ে আবার হুন্ডি ব্যবসায়ীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। এতে আবারও দেড় শ কোটি ডলারের ঘরে নামে প্রবাসী আয়। ওই মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে আসে ১৫৬ কোটি ডলারের প্রবাসী আয়। তবে পরের মাস মার্চে প্রবাসী আয় আবার ২০০ কোটি ডলার অতিক্রম করে। সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা ছিল ঈদুল ফিতরের কারণে এপ্রিল মাসেও চাঙা থাকবে প্রবাসী আয়। কিন্তু হুন্ডি ব্যবসায়ীদের দেওয়া উচ্চ রেটের কাছে হেরে যান প্রবাসীরা। হুন্ডির মাধ্যমে দেশে অর্থ পাঠানোর কারণে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ১৬৮ কোটি ডলারে নেমে এসেছে। ঈদের মাস এপ্রিলে প্রবাসী আয় আগের মাসের

বেপরোয়া হুন্ডিতে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] চেয়ে কমে গেছে প্রায় ১৭ শতাংশ বা ৩৩ লাখ ডলার। অথচ এর আগের মাস মার্চে দেশে এসেছিল ২০১ কোটি ডলার প্রবাসী আয়।

বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রবাসী আয়ে ডলারের হুন্ডি ব্যবসায়ীরা দাম ব্যাংকের চেয়ে বেশি দিচ্ছে। যে কারণে ঈদের সময়ও ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স কমে গেছে। বৈধপথে রেমিট্যান্স বাড়ানোর জন্য ডলারের দাম বাজারভিত্তিক করতে হবে। ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স আনতে ব্যাংকগুলো এখন সর্বোচ্চ প্রতি ডলার ১০৮ টাকা দরে প্রবাসী আয় কিনতে পারছেন। প্রবাসী আয়ের ডলারের এই দর ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ছিল ১০৭ টাকা। অন্যদিকে কার্ব মার্কেটে বা হুন্ডিতে ডলারের দাম প্রায় ১১০ টাকা। হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠালে প্রতি ডলারে ৩ টাকা বেশি পাওয়ায় প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে ডলার পাঠাতে আগ্রহী হয়েছে।

এ বিষয়ে মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ মাহবুবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, ঈদের মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স আগের চেয়ে অনেক বেশি বাড়বে বলে আমাদের প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু সেটা হয়। হুন্ডির কারণে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স কম এসেছে। হুন্ডি কমিয়ে আনতে পারলে অবৈধ চ্যানেলে টাকা আসা বন্ধ করা যাবে।

হিসাব বলছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে প্রবাসী আয় এসেছে ১ হাজার ৭৭১ কোটি ডলার। সবচেয়ে বেশি এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। দেশটি থেকে এসেছে ২৮০ কোটি ডলার। পরবর্তী অবস্থানে থাকা সৌদি আরব থেকে এসেছে ২৭৩ কোটি ডলার। গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, মানুষ অনেক বেশি গেলেও আয় অনেক কম এসেছে। অভিবাসন বিশ্লেষকরা বলছেন, অবৈধ চ্যানেলে টাকা পাঠানো বন্ধ করতে হলে ডলারের ব্যাংক রেট এবং কার্ব মার্কেটের রেট ম্যাচ করে দিতে হবে। দামের পার্থক্য থাকলে হুন্ডি বন্ধ করা অনেক কঠিন। জানা গেছে, ১৯৭৬ সাল থেকে ২০২৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় দেড় কোটি বাংলাদেশি কাজ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গেছেন। এর মধ্যে ২০২২ সালেই গেছেন ১১ লাখের বেশি বাংলাদেশি।

বণিকবার্তা রোববার, মে ১৪, ২০২৩

তৈরি পোশাকের অপ্রচলিত বাজারে রফতানি বৃদ্ধির চিত্র (কোটি ডলার)

অর্থবছর	রফতানি
২০২২-২৩ (এপ্রিল পর্যন্ত)	৭০০.৫৫
২০২১-২২	৬৩৭.৪৬
২০২০-২১	৫০৮.৩৩
২০১৯-২০	৪৭৭.৯৪
২০১৮-১৯	৫৬৮.৬২
২০১৭-১৮	৪৬৭.০২

সূত্র : ইপিবি

অপ্রচলিত বাজারে বাড়ছে পোশাক রফতানি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

অপ্রচলিত বাজারে তৈরি পোশাকের রফতানি বাড়ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) এ খাতে রফতানি হয়েছে ৭০০ কোটি ডলার। অপ্রচলিত বাজারে পোশাক রফতানি গত বছরের তুলনায় ৩ শতাংশ বেড়ে ১৮ দশমিক ১৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ প্রবৃদ্ধি শুধু চলতি অর্থবছরের নয়, গত ছয় অর্থবছরের তথ্য বিশ্লেষণ করেও রফতানি বৃদ্ধির চিত্র দেখা গেছে। অপ্রচলিত এসব বাজারের মধ্যে রয়েছে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, চীন, তুরস্ক, ব্রাজিলসহ আরো কিছু দেশ। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) ও বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, অপ্রচলিত বাজারের মধ্যে চলতি বছর জাপানে ১৩২ কোটি ডলার মূল্যের পোশাক রফতানি হয়, যা অপ্রচলিত অন্য সব বাজারের তুলনায় সর্বোচ্চ। অস্ট্রেলিয়ায় ৯৬ কোটি ডলার, ভারতে ৮৮ কোটি ডলার, চীনে ২১ কোটি ডলার, কোরিয়ায় ৪৭ কোটি ডলার মূল্যের পোশাক রফতানি হয়েছে। চলতি অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত ১০ মাসে বাংলাদেশ থেকে মোট ৩ হাজার ৮৫৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি হয়েছে। এর মধ্যে অপ্রচলিত বাজারে রফতানি হয়েছে ৭০০ কোটি ডলার, যা মোট পোশাক রফতানির ১৮ দশমিক ১৬ শতাংশ। এর আগের বছর এ খাতে মোট রফতানি হয়েছিল ৩ হাজার ৫৩৬ কোটি ডলার। এর মধ্যে অপ্রচলিত বাজারে রফতানি ছিল ৫৩৫ কোটি ডলার, যা মোট তৈরি পোশাক রফতানির ১৫ দশমিক ১৫ শতাংশ।

গত ছয় অর্থবছর ধরে অপ্রচলিত বাজারে তৈরি পোশাকের চাহিদা বাড়ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৬৭ কোটি ডলারের পোশাক অপ্রচলিত বাজারে রফতানি হয়, যা মোট পোশাক রফতানির ১৫ দশমিক ২৫ শতাংশ। পরের অর্থবছরে তা বেড়ে ৫৬৮ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৭৭ কোটি ডলার, ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫০৮ কোটি ডলার, ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৩৭ কোটি ডলারের পোশাক রফতানি হয়। চলতি অর্থবছর শেষ হওয়ার আগেই অপ্রচলিত বাজারের আগের রেকর্ড ছাড়িয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পথে জিএসপিসহ নানা সুবিধা হাতছাড়া হবে। ফলে রফতানিকারকরা নিরুৎসাহিত হতে পারেন। তাই রফতানি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে অপ্রচলিত বাজারগুলোই ভরসা হতে পারে। অপ্রচলিত বাজারে পণ্য রফতানি বাড়াতে বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

বিজিএমইএর তথ্যে দেখা যায়, অপ্রচলিত বাজারের মধ্যে জাপানে ৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ৭১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ব্রাজিলে। এছাড়া তুরস্কে ৫৮ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ৫৫ শতাংশ, ভারতে ৫০ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়ায় ৩৯ শতাংশ। এদিকে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে রাশিয়ায় ৩৩ শতাংশ ও চিলিতে ১০ শতাংশ। রাশিয়ার বাজারে পোশাক রফতানির হার বরাবরের মতো কমছে। গত অর্থবছর ৫৩ কোটি ডলার রফতানি হলেও চলতি অর্থবছর তা ৩৫ কোটি ডলার রফতানি হয়েছে।

বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বণিক বার্তাকে বলেন, 'নতুন বাজারগুলোতে আমাদের রফতানি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বেশকিছু নতুন পণ্য যেমন আউটারওয়্যার ও অ্যাকটিভ ওয়্যারে আমরা পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট দেখতে পাচ্ছি। যদিও এসব নন-কটন পণ্যের কাঁচামাল উৎপাদনের দিক থেকে আমরা একেবারে পিছিয়ে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বর্তমান সরকার বাজার বহুমুখীকরণের জন্য প্রণোদনা দিয়েছিল। এর ফলে অপ্রচলিত বাজারগুলোতে আমাদের পোশাক রফতানি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। অপ্রচলিত বাজারগুলোতে আমাদের রফতানি বিগত ১৪ বছরে ৮৪৯ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৬ দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে। চলতি অর্থবছরের ১০ মাসে নতুন বাজারগুলোতে আমাদের পোশাক রফতানি আশাব্যঞ্জক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।'

রফতানির তথ্যচিত্র জানিয়ে তিনি বলেন, 'চলতি অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিলে যেখানে প্রচলিত ও অপ্রচলিত মোট পোশাক রফতানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ, এর মধ্যে অপ্রচলিত পোশাক রফতানিতে ৩০ দশমিক ৮০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এ ১০ মাসে নতুন বাজার থেকে আমাদের রফতানি আয় হয়েছে ৭ দশমিক শূন্য ১ বিলিয়ন ডলার। সে হিসেবে চলতি অর্থবছর শেষে রফতানি ৮ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করবে। আমরা মনে করি, নতুন বাজারের জন্য সরকারের এ সহযোগিতা একটি মডেল। টেকসই শিল্প তৈরিতে যে বিষয়গুলোতে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি, সেগুলো অনুকরণ করা যেতে পারে।'

সংবাদ ঢাকা : রোববার ৩১ বৈশাখ ১৪৩০
Dhaka : Sunday 14 May 2023

অপ্রচলিত বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বাড়ছে

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

চলতি অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে অপ্রচলিত বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ৩০ দশমিক ৮০ শতাংশ বেড়ে ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। অপ্রচলিত বাজারগুলোর মধ্যে রয়েছে– জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত এবং দক্ষিণ কোরিয়া।

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) অপ্রচলিত বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে। এসব বাজারে প্রায় ৩০ দশমিক ৮০ শতাংশ রপ্তানি বেড়ে ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। অপ্রচলিত বাজারগুলোর মধ্যে রয়েছে– জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত এবং দক্ষিণ কোরিয়া। তৈরি পোশাকশিল্প মালিক ও রপ্তানিকারক সমিতি বিজিএমইএ সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যানে দেখা যায়, আলোচ্য সময়ে জাপানের প্রধান বাজারগুলোতে বাংলাদেশের পোশাক পণ্যের রপ্তানি ছিল এক দশমিক ৩২ বিলিয়ন ডলার। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার বাজারে ৯৬১ দশমিক ৩০ মিলিয়ন, ভারতীয় বাজারে ৮৮৯ দশমিক শূন্য ৬ মিলিয়ন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার বাজারে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৭৭ দশমিক ৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আলোচ্য সময়ে মোট পোশাক রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ বেড়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ থেকে মোট পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৩৮ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। এর মধ্যে ইউরোপের বাজারে গেছে ১৯ দশমিক ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পোশাক (মোট রপ্তানির ৪৯ দশমিক ৭৮ শতাংশ)।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ৬ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলারের পোশাক যা মোট রপ্তানির ১৮ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ। এ সময়ে কানাডায় রপ্তানি হয়েছে এক দশমিক ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পোশাক, যা মোট রপ্তানির ৩ দশমিক ১৯ শতাংশ।

আলোচ্য সময়ে অপ্রচলিত বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। এটি এ সময়ে মোট পোশাক রপ্তানির ১৮ দশমিক ১৬ শতাংশ।

এ বিষয়ে বিজিএমইএ'র পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, 'ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে ২০২১-২২ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এ বছর পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ। ইইউ অঞ্চলের প্রধান বাজারগুলোর মধ্যে জার্মানিতে আমাদের রপ্তানি কমেছে। এ সময়ে জার্মানিতে রপ্তানি কমে হয়েছে ৫ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় জার্মানিতে ৭ দশমিক ৩৩ শতাংশ রপ্তানি কমেছে।'

তিনি বলেন, 'আলোচ্য সময়ে ফ্রান্স এবং স্পেনে পোশাক রপ্তানি হয়েছে যথাক্রমে ২ দশমিক ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে দেশ দুটিতে পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয় যথাক্রমে ২২ দশমিক ২১ শতাংশ এবং ১৬ দশমিক ৬৯ শতাংশ। ইতালিও ৪২ দশমিক ৪০ শতাংশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির প্রবণতা দেখিয়েছে। দেশটিতে এক দশমিক ৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। তবে, বুলগেরিয়া এবং পোল্যান্ডে রপ্তানি কমেছে। এ সময়ে দেশ দুটিতে যথাক্রমে ৪৬ দশমিক ৪৩ শতাংশ এবং ১৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ পোশাক রপ্তানি কমেছে।'

আলোচ্য সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে বা রপ্তানি কমেছে, যা হতাশাব্যঞ্জক বলে মনে করেন বিজিএমইএ'র এ পরিচালক।

তিনি বলেন, '২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে ৭ দশমিক ১৩ শতাংশ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৬ দশমিক ৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। একই সময়ে যুক্তরাজ্য এবং কানাডায় যথাক্রমে ১০ দশমিক ৮৮ শতাংশ এবং ১৬ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে অপ্রচলিত বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ৩০ দশমিক ৮০ শতাংশ বেড়ে ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। এটা আমাদের জন্য অনেক ইতিবাচক দিক।'

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ৩০ বৈ
১৩ মে ২০২৩

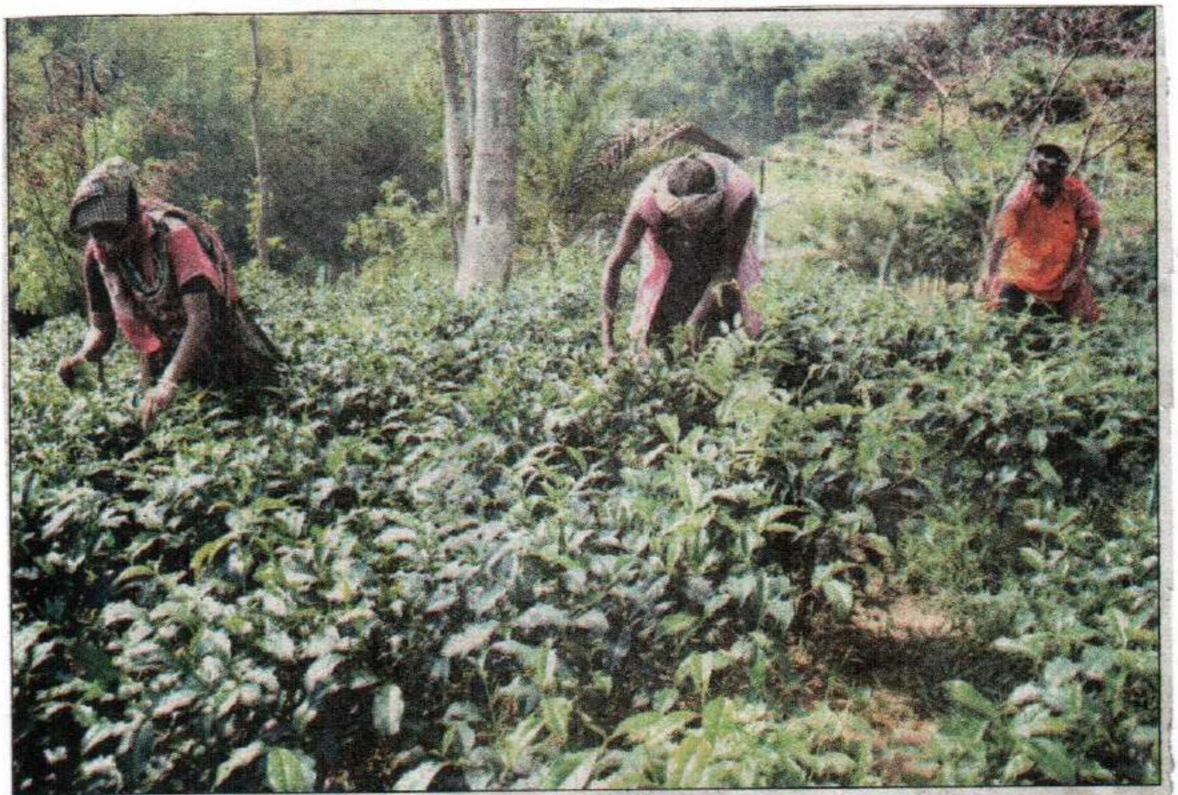

কুমিল্লা : বড় ধর্মপুর এলাকায় বাগান থেকে চা-পাতা সংগ্রহ করছেন শ্রমিকরা —ইত্তেফাক

কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে সম্ভাবনাময় চা চাষ

বিশেষজ্ঞ মতামত পেলে সহায়তা দেবে চা বোর্ড

■ মো. লুৎফুর রহমান, কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে এই প্রথম বারের মতো প্রায় এক একর জায়গায় চা বাগান করে সফলতা এসেছে। তারিকুল ইসলাম মজুমদার নামের স্থানীয় একজন উদ্যোক্তা এখানে ১০ হাজার চা গাছের চারা রোপণ করে এ সাফল্য অর্জন করেন। বাগানে ডানা মেলছে দুটি পাতা একটি কুঁড়ি। প্রচণ্ড গরমেও স্নিগ্ধতা ছড়াচ্ছে সবুজ চা-গাছ। চারা লাগানোর প্রায় দুই বছর পর এখন চা-পাতা সংগ্রহ করা শুরু হয়েছে। এ অঞ্চলে বছরে গড় বৃষ্টিপাত কম হলেও কৃত্রিম উপায়ে সেচের ব্যবস্থা করে তিনি এমন সফলতার মুখ দেখছেন।

সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার লালমাই পাহাড়ের বড় ধর্মপুর এলাকায় ২০২১ সালে চা চাষ করেন তারিকুল ইসলাম মজুমদার নামে স্থানীয় একজন উদ্যোক্তা। বাগানটির নাম দিয়েছেন 'মজুমদার চা বাগান'। সেখানে দুটি পাহাড়ের ওপরে ও ঢালুতে প্রায় এক একর জায়গায় চা-গাছের সারি সারি চারা লাগানো হয়েছে। বাগান থেকে প্রতিদিন চার-পাঁচ জন করে শ্রমিক চা-পাতা তুলছেন। তাদের কাঁধে কাপড়ের তৈরি থলে। চা-গাছ থেকে দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি একসঙ্গে সংগ্রহ করছেন। সংশ্লিষ্টরা জানান, এখানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বৃষ্টি বা পানি। চা-বাগানের জন্য যে পরিমাণ বৃষ্টির প্রয়োজন এখানে তার প্রায় ১০ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়। তাই বৃষ্টির বিকল্প হিসেবে পাহাড়ের ওপরে বসানো হয়েছে ইলেকট্রিক মোটর ও পানির ট্যাংক। সেখান থেকে পাইপ দিয়ে পানি বাগানে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া চা-বাগানে শেড-ট্রি হিসেবে শজনে ও কড়ইগাছ লাগানো হয়েছে, যা চা গাছকে ছায়া দিচ্ছে।

বাগানের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক রাজু সিং জানান, তার বাড়ি শ্রীমঙ্গলে। তার স্ত্রীও এই বাগানে কাজ করেন। তারা বংশপরম্পরায় চা-বাগানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। গত মার্চ মাস থেকে এখানে চা-পাতা তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় দেড় হাজার কেজি পাতা তুলেছেন। চা-বাগানের উদ্যোক্তা তারিকুল ইসলাম মজুমদার জানান, মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার খাসিয়া সম্প্রদায়ের জিডি সান নামে তার এক বন্ধু লালমাই পাহাড়ের ভূমি ঘুরে দেখে এখানে চা-বাগান করার পরামর্শ দেন এবং এ বিষয়ে সার্বিক সহায়তা করেন। এরপর ২০২১ সালের মার্চে তিনি পাহাড়ে ৩ হাজার চা-গাছ' লাগান। এগুলোর অবস্থা ভালো দেখে পর্যায়ক্রমে তিনি ১০ হাজার চারা রোপণ করেন। বাগানটির পাশে তার আরো ছয় একর জায়গা রয়েছে, সেখানে তিনি বাগানটি আরো সম্প্রসারণ করবেন এবং আগামী কিছুদিনের মধ্যে আরো ২০ হাজার চারা লাগাবেন। তিনি আরো বলেন, তার বাগানে বিটি-২ জাতের চারা বেশি। এখন হাতে চা-পাতা তৈরি করা হয়, চা-পাতা প্রস্তুতের মেশিন স্থাপন করবেন। এ ব্যাপারে তিনি সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতা চেয়েছেন।

সদর দক্ষিণ উপজেলার কৃষি অফিসার হাবিবুল বাশার চৌধুরী বলেন, 'লালমাই পাহাড়ের মাটি অত্যন্ত উর্বর। পাহাড়ের বড় ধর্মপুরে এই প্রথম বারের মতো চায়ের চাষ হয়েছে। এখানে চা উৎপাদনে মাটিতে যে পরিমাণ ক্ষার থাকার কথা, তা রয়েছে। আমরা বিভিন্ন সময়ে উদ্যোক্তাকে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি। তিনি বাণিজ্যিকভাবে সফল হবেন বলে আমরা আশা করি।' কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুমিল্লার উপপরিচালক মো. মিজানুর রহমান বলেন, 'আমরা এই পাহাড়ের চা চাষের এলাকাটি কয়েক বার পরিদর্শন করেছি। এখানে বৃষ্টির বিকল্প হিসেবে কৃত্রিম সেচের ব্যবস্থা করেছেন উদ্যোক্তা। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা চাষে অন্যরা এগিয়ে এলে অর্থনীতিতে এক পরিবর্তন আসবে।' বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. আশরাফুল ইসলাম বলেন, 'লালমাই পাহাড়ে চা চাষে আগ্রহীরা যদি আমাদের কাছে আবেদন করেন, তাহলে আমাদের টিম সেখানে গিয়ে মাটি পরীক্ষা করবে, সেখানকার ওয়েদার (আবহাওয়া) পরিস্থিতি কেমন তা দেখবে। ঐ পাহাড়ে স্থায়ী ও টেকসই চা-বাগান করার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত পাওয়া গেলে চা বোর্ড থেকে উদ্যোক্তাদের সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হবে।'

NEW AGE SUNDAY, MAY 14, 2023,

Apparel exports to US, Germany go down

Moinul Haque

BANGLADESH'S apparel exports to its major markets the United States and Germany have been declining for past three months as consumption of clothing decreased in the western countries due to high inflation.

The US was the largest export destination for Bangladeshi readymade garment while Germany was the second largest and the RMG exports to these markets in July-April of the current financial year 2022-23 declined by 7.13 per cent and 7.33 per cent respectively, according to Export Promotion Bureau data.

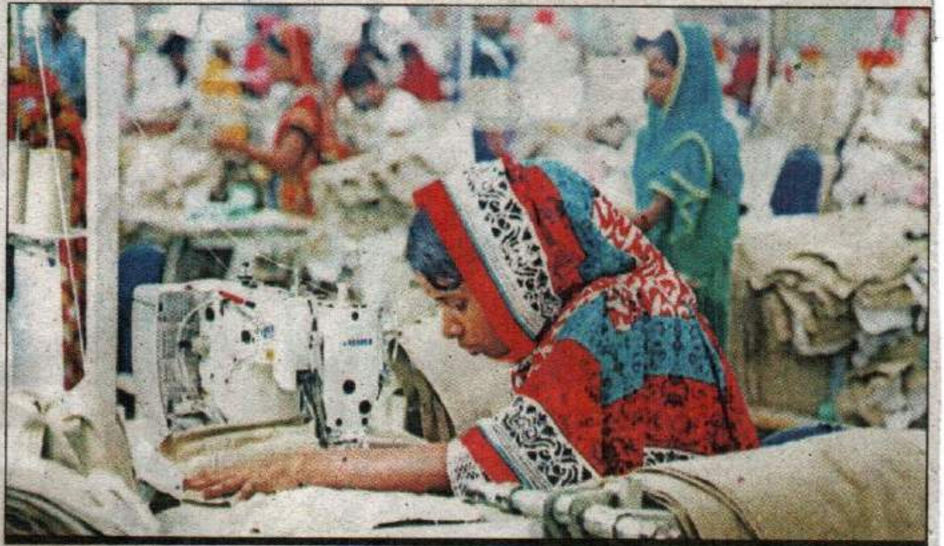

A file photo shows a female worker sewing clothes at a readymade garment factory on the outskirts of Dhaka. Bangladesh's apparel exports to its major markets the United States and Germany have been declining for past three months as consumption of clothing decreased in the western countries due to high inflation. — New Age photo

Bangladesh's apparel exports to non-traditional markets, however, increased by 30.80 per cent in the first 10 months of FY23, data showed.

Country's apparel exports to the US in July-April of FY23 declined by $533.78 million to $6.95 billion from that of $7.48 billion in the same period of FY22.

RMG exports to Germany in the first 10 months of FY23 fell by $437.85 million to $5.53 billion from $5.97 billion in the same period of FY22.

In July-April of FY23, Bangladesh's apparel exports to the European Union increased by 8.58 per cent to $19.20 billion compared with that of $17.68 billion in the same period of FY22.

The global market size of apparel was shrinking due to the economic slowdown caused by the Russia-Ukraine war and it was obvious that Bangladesh's exports to the western countries would decline, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association president Faruque Hassan told New Age.

He said that banks of the western countries increased their interest rate to check inflation and it pushed the cost of living and the rate of installment of mortgage higher.

To cope up with high inflation, the western consumers decreased the consumption of apparel, Faruque said.

Bangladesh's apparel exports to the United Kingdom, the third largest market for the country, increased by 10.88 per cent to $4.19 billion in the first 10 months of FY23 from $3.78 billion in the same period of FY22.

The BGMEA president, however, said that they had taken exclusive measures to increase exports to the non-traditional markets especially in India, Japan and South Korea.

Faruque said that there was a huge potential to grow the exports of Bangladeshi apparel on the Asian market and the BGMEA was working on it.

Bangladesh's apparel exports to non-traditional markets, including Japan, Australia, India, South Korea, United Arab Emirates, China and Brazil, in the first 10 months of FY23 increased to $7 billion from 5.35 billion in the same period of FY22.

The apparel export to Japan in July-April of FY23 grew by 40.73 per cent to $1.32 billion compared with that of $939.18 million in the same period of FY22, the data showed.

RMG export to India in the first 10 months of FY23 increased by 50.33 per cent to $889.06 million compared with that of $591.41 million in the same period of FY22.

The apparel export to Australia in July-April of FY23 grew by 39.06 per cent to $961.30 million compared with that of $691.30 million in the same period of FY22.

Bangladesh's apparel export to South Korea in the first 10 months of FY23 increased by 31.61 per cent to $477.81 million compared with that of $363.04 million in the same period of FY22.

The apparel export to Brazil in the first 10 months of FY23 rose by 71.92 per cent to $139.34 million compared with that of $81.04 million in the same period of FY22.

রবিবার, ৩১ বৈশাখ ১৪৩০
১৪ মে ২০২৩
দৈনিক ইত্তেফাক

অর্থবছরের ১০ মাস

পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ইউরোপে কমেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকপণ্য যুক্তরাজ্য, কানাডা ও ইউরোপের বাজারে রপ্তানি বেড়েছে। পক্ষান্তরে রপ্তানি কমেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ইপিবির ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিলের জন্য দেশভিত্তিক রপ্তানির তথ্যমতে, প্রথম ১০ মাসের তৈরি পোশাক রপ্তানি আয় গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধিসহ ৩৮ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

গত ১০ মাসে তৈরি পোশাকপণ্য যুক্তরাজ্যের বাজারে রপ্তানি বেড়েছে ১০ দশমিক ৮৮ শতাংশ, কানাডার বাজারে বেড়েছে ১৬ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ এবং ইউরোপের বাজারে বেড়েছে ৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যের বাজারে কমেছে ৭ দশমিক ১৩ শতাংশ পণ্য।

উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ইইউতে আমাদের রপ্তানি ২০২১-২২ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ বেড়েছে। ইইউ অঞ্চলের প্রধান বাজারগুলোর মধ্যে জার্মানিতে রপ্তানি উল্লিখিত সময়ে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭ দশমিক ৩৩ শতাংশ কমে ৫ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

ফ্রান্স ও স্পেনে আমাদের পোশাক রপ্তানি ছিল যথাক্রমে ২ দশমিক ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ২২ দশমিক ২১ শতাংশ এবং ১৬ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

ইতালিও ৪২ দশমিক ৪০ শতাংশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির প্রবণতা দেখিয়েছে এবং ১ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। অন্যদিকে বুলগেরিয়া ও পোল্যান্ডে আমাদের রপ্তানি বছরওয়ারীভাবে যথাক্রমে ৪৬ দশমিক ৪৩ শতাংশ এবং ১৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে।

হতাশাব্যঞ্জক প্রবণতা অনুসরণ করে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের রপ্তানিতে ৭ দশমিক ১৩ শতাংশ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে এবং ৬ দশমিক ৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। অধিকন্তু, যুক্তরাজ্য ও কানাডার উভয় বাজারে রপ্তানিতে যথাক্রমে ১০ দশমিক ৮৮ শতাংশ এবং ১৬ দশমিক ০৯ শতাংশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল মাসে অপ্রচলিত বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ৩০ দশমিক ৮০ শতাংশ বেড়েছে এবং ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

অপ্রচলিত বাজারগুলোর মধ্যে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো প্রধান বাজারগুলোতে আমাদের রপ্তানি ছিল যথাক্রমে ১ দশমিক ৩২ বিলিয়ন, ৯৬১ দশমিক ৩০ মিলিয়ন, ৮৮৯ দশমিক শূন্য ৬ মিলিয়ন এবং ৪৭৭ দশমিক ৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

The Financial Express
Monday | May 15, 2023

Non-cotton RMG export
BGMEA seeks 10pc special incentive

FE REPORT

The country's apparel makers want 10 per cent special incentive on export of garments made of non-cotton clothes - to encourage shipment of such items.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) President Faruque Hassan recently requested the Ministry of Commerce (MoC) to chart out the next course of actions for providing the incentive in the next budget.

In the fiscal year (FY) 2021-22, around 73 per cent of the country's total apparel export was cotton-made items. It was 69 per cent in FY 2008-09, which shows that dependency on cotton-made items has increased, according to the BGMEA letter.

There was no material diversification of apparel items, although the country's RMG export gradually reached US$45 billion during the past four decades, it claimed.

'Govt should focus on raising export of non-cotton items'

The BGMEA also mentioned that of the total global textile consumption, non-cotton or man-made fibres (MMF) is around 75 per cent, and 25 per cent is cotton-made items.

The demand for clothing made of such synthetic materials is increasing globally due to increase in the demand of sustainable and environment-friendly clothes as well as gradual change in living standard of consumers, the BGMEA letter noted.

Currently, non-cotton items' share is around 52 per cent in the total global apparel trade, whereas only 26 per cent of Bangladesh's RMG export is non-cotton items.

The BGMEA mentioned that in the last decade, there has been some investment in the country's non-cotton sector, especially MMF. But, the investment was mainly in capital and technology.

A source said, "The government should focus on expanding export of non-cotton apparels for keeping the country's economic growth at a sustainable level."

The BGMEA president sought allocation in the next budget for providing 10 per cent incentive on export of non-cotton apparels to encourage their export and investment in the sector as well as to maintain competitive capacity.

He also claimed that if the government provides such special facility to export of non-cotton items, the RMG sector's export, earning, investment and employment would increase.

rezamumu@gmail.com

প্রথম আলো • সোমবার, ১৫ মে ২০২৩,

বন্ধ কারখানার পেছনে ব্যয় থেমে নেই

বিসিআইসি

ফিরে দেখা ৪

করপোরেশনটির ছয় বন্ধ কারখানা নিয়ে ২০২২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি *প্রথম আলোয়* বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। আজকের প্রতিবেদনে সেগুলোর বর্তমান পরিস্থিতি।

প্রদীপ সরকার, *ঢাকা*

ঢাকার সাভারের নয়ারহাট এলাকায় অবস্থান ঢাকা লেদার কোম্পানি লিমিটেডের। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে ১৮ একর জমির ওপর গড়ে ওঠা বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) কারখানাটি ১৯৯৫ সালে উৎপাদনে যায়। কোটি টাকার কারখানাটি তিন বছরের মাথায় বন্ধ করে দেয় বিসিআইসি। এরপর আর চালু হয়নি।

দুই দশকের বেশি সময় বন্ধ থাকলেও ঢাকা লেদারের পেছনে ব্যয় থেমে নেই। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা জানান, কারখানাটিতে এখনো একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তাঁর অধীনে কর্মচারী, ১২ আনসার সদস্য, ৩ নিরাপত্তাকর্মী, ৫ পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও একজন দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন। এই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন-ভাতা-বোনাসসহ কারখানার রক্ষণাবেক্ষণের নানা খরচ রয়েছে।

গত ২৫ এপ্রিল সরেজমিনে দেখা যায়, কারখানার মূল ফটকে তালা। চারপাশে সীমানাপ্রাচীর। কারখানার ভেতরে ঢোকার অনুমতি পাওয়া যায়নি। বাইরে থেকে দেখা যায়, কারখানার ভেতরের প্রাঙ্গণ নানা ধরনের গাছপালায় ভরে গেছে। জানা যায়, ভেতরে কারখানা ছাড়াও প্রশাসনিক ভবন, রেস্টহাউসসহ কিছু স্থাপনা রয়েছে।

ঢাকা লেদারসহ বিসিআইসির মোট ছয়টি কারখানা দুই দশক ধরে বন্ধ। তবে এর মধ্যে পাবনার পাকশীর নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিমিটেড গত বছর বিলুপ্ত হয়েছে। এসব কারখানায় এখনো দেড় শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নিরাপত্তাকর্মী রয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে ২০২২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি *প্রথম আলোয়* 'কারখানা বন্ধ, আয় নেই, ব্যয় আছে' শিরোনামে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপর বছর পার হয়ে গেলেও কারখানাগুলোর পরিস্থিতির তেমন কোনো হেরফের হয়নি। রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেছনে থেমে নেই অর্থ ব্যয়।

জানতে চাইলে বিসিআইসির চেয়ারম্যান মো. সাইদুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বন্ধ থাকা কারখানাগুলো চালুর উদ্যোগ আছে। কয়েকটি কারখানার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে। তবে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের কাজগুলো আগে শেষ করতে হবে। সংকট কেটে গেলে বন্ধ কারখানাগুলো সচলের উদ্যোগ নেব।'

মানা হচ্ছে না নির্দেশনা

২০০২ সাল থেকে বন্ধ আছে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লিমিটেড, খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লিমিটেড, চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স ও কর্ণফুলী রেয়ন অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড। এরও আগে ঢাকা লেদার বন্ধ করে দেয় করপোরেশনটি। এত দিনে এসব কারখানার যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে পড়েছে।

এভাবে সম্পদের অপচয় না করে তা কাজে লাগাতে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের নির্দেশনা রয়েছে। ২০১৪ সালের ২৪ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক নির্দেশনায় বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত বন্ধ ও বন্ধপ্রায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জমি বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করতে হবে, শিল্পপার্ক তৈরি করতে হবে।

> **করপোরেশনগুলোর যে বার্ষিক ব্যয় ও দেনা, তার ফলে যে সরকারের বার্ষিক ব্যয় বৃদ্ধি হচ্ছে, যা আসলে সামগ্রিকভাবে সরকারের ব্যয় ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাকে ইঙ্গিত করে। বিসিআইসির উচিত হবে এভাবে ফেলে না রেখে বিকল্প শিল্পের চিন্তা করা।**
>
> **খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম**, গবেষণা পরিচালক, সিপিডি

প্রধানমন্ত্রীর এমন নির্দেশনার পরও বিসিআইসির পাঁচ প্রতিষ্ঠান বন্ধ পড়ে আছে। অবশ্য কোনো কোনো কারখানা চালু করতে নানা সময় উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা আলোর মুখ দেখেনি। এখনো কিছু উদ্যোগ আছে। যেমন বিসিআইসির সার কারখানাগুলোয় ব্যবহৃত বিপুলসংখ্যক ব্যাগের চাহিদা বিবেচনায় ঢাকা লেদার কারখানার জায়গায় ব্যাগ কারখানা স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে।

ঢাকা লেদার কোম্পানির মতো চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্সে এখনো ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ৪০ জনের বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমিক ও আনসার সদস্য রয়েছেন। বিসিআইসির প্রধান কার্যালয় থেকে ঋণ নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি। জানা গেছে, এত লোকবল থাকার পরও কারখানার মালামাল রক্ষা করা যাচ্ছে না। প্রায়ই মালামাল চুরি হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স চালুর নামে অর্থ অপচয়ও কম হয়নি। কারখানাটি ২০১৩ সালে চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রায় ১১৫ কোটি টাকা খরচে কারখানাটি পুনরায় চালুর প্রকল্পে চীনের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করে সরকার। ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে পুনঃচালুকরণ প্রকল্পের ৮৬ ভাগ কাজ শেষ হয়। তবে কারখানা চালুর বদলে কাউকে না জানিয়ে ২০১৮ সালে চীনের প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ ছাড়ে। কারখানাটি চালু না হওয়ায় শতকোটি টাকা জলে যায়। এখন আবার নতুন আরেকটি কারখানা স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে।

নিউজপ্রিন্ট কারখানাটি গড়ে উঠেছিল ৮৭ একর জমির ওপর। বন্ধ থাকার একপর্যায়ে ৫০ একর জমি নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানিকে দেওয়া হয়। বাকি জমি নিয়ে কারখানাটি পড়ে আছে। আর খুলনা হার্ডবোর্ড কারখানাটি গড়ে ওঠে প্রায় ১০ একর জমিতে। ২০০২ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মাঝখানে কয়েক বছর চালু করা হয়েছিল এটি। তারপর আবার বন্ধ হয়ে যায়, এখনো বন্ধ আছে। জানা গেছে, ২০০২ সালে বন্ধ হওয়ার পর থেকে কারখানা দুটিতে ৭০ জনের বেশি জনবল রয়ে গেছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, কারখানা দুটির যন্ত্রপাতি ভাঙারি হিসেবে বিক্রি করে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এখানেও নতুন কারখানা স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে।

চট্টগ্রামে অবস্থিত কর্ণফুলী রেয়ন অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড কারখানাটিও দুই যুগের বেশি সময় ধরে বন্ধ আছে। কার্যক্রম না থাকায় এটি কর্ণফুলী পেপার মিলের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। তবে এর সম্পত্তি দেখভালের জন্য এখনো সেখানে লোকবল রয়েছে। এ কারখানাটিও বিভিন্ন সময় চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কিন্তু তা হয়নি। এখন সেখানে নতুন প্ল্যান্ট করার পরিকল্পনা রয়েছে।

অন্যদিকে পাবনার পাকশীর নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিমিটেডের জমি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে দেওয়া হয়েছে। তবে বিলুপ্তি ঘটলেও নর্থ বেঙ্গলের জনবল রয়ে গেছে। গত বছরের ২১ জুলাই নর্থ বেঙ্গল কারখানা ছেড়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঢাকার মতিঝিলে বিসিআইসির কার্যালয়ে ওঠেন।

সরকারের ব্যয় ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার ইঙ্গিত

১৯৭৬ সালে বিসিআইসি প্রতিষ্ঠার পর একপর্যায়ে এর অধীন কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৭। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন বলছে, বিসিআইসির ১৩টি কারখানায় উৎপাদনে ছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরে তা কমে ১০টিতে দাঁড়ায়। একদিকে বিসিআইসির কারখানার সংখ্যা কমছে, অন্যদিকে লোকসানও দিতে হচ্ছে। গত চার বছরে অন্তত ১ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে করপোরেশনটি।

কারখানা বন্ধ রেখে তার পেছনে খরচ করা সরকারের ব্যয় ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাকে ইঙ্গিত করে বলে মনে করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, করপোরেশনগুলোর যে বার্ষিক ব্যয় ও দেনা, তার ফলে যে সরকারের বার্ষিক ব্যয় বৃদ্ধি হচ্ছে, যা আসলে সামগ্রিকভাবে সরকারের ব্যয় ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাকে ইঙ্গিত করে। বিসিআইসির উচিত হবে এভাবে ফেলে না রেখে বিকল্প শিল্পের চিন্তা করা।

[তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *সাভার*]

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১ জৈ
১৫ মে ২০২৩

ঈদের পরের মাসেও রেমিট্যান্স আয়ে গতি কম

প্রথম ১২ দিনে ৭৭ কোটি ৩৯ লাখ ডলার দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

চলতি মে মাসের প্রথম ১২ দিনে প্রবাসী বাংলাদেশিরা মোট ৭৭ কোটি ৩৯ লাখ ডলার দেশে পাঠিয়েছেন। প্রবাসী আয়-সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য মিলেছে।

ফলে ডলার-সংকটের মধ্যে ঈদের পরের মাসেও প্রবাসী আয়ে গতি আসেনি বলে জানাচ্ছেন ব্যাংকাররা। ঈদুল ফিতরের মাসে, অর্থাৎ গত এপ্রিলে পুরো মাসে বাংলাদেশে প্রবাসী আয় এসেছিল ১৬৮ কোটি ৩৪ লাখ ডলার। এই আয় ছিল গত বছরের এপ্রিল মাসের প্রবাসী আয়ের তুলনায় অনেক কম। সে সময় প্রবাসী আয় এসেছিল ২০১ কোটি ডলার।

ব্যাংকগুলো এখন সর্বোচ্চ প্রতি ডলার ১০৮ টাকা দামে প্রবাসী আয় কিনতে পারছে, যা কার্যকর হয়েছে ১ মে থেকে। ঈদের মাসেও প্রবাসী আয় কম আসায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরামর্শে ব্যাংকগুলো প্রবাসী আয়ে ডলারের দাম বাড়িয়েছে। এর আগে প্রবাসী আয়ে ডলারের দাম ছিল ১০৭ টাকা।

সাধারণত প্রবাসী বাংলাদেশিরা ঈদের মাসে অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশি পরিমাণ অর্থ দেশে পাঠিয়ে থাকেন।

ব্যাংকাররা বলছেন, বাজারে হুন্ডিতে পাঠানো ডলারের দাম পাওয়া যায় ১১০ টাকার

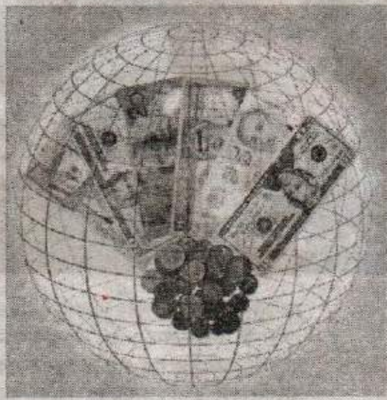

বেশি। অন্যদিকে বেঁধে দেওয়া দামের চেয়ে বেশি দরে প্রবাসী আয়ের ডলার কিনলে ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাস্তির মুখে পড়তে হয়। এ কারণে ব্যাংকগুলো বেশি দাম দিয়ে আয় আনতে পারছে না। এ ছাড়া ঈদের পরের মাসে এমনিতেই আয় কম আসে। এর প্রভাব পড়বে চলতি মাসের প্রবাসী আয়ে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত মার্চে বৈধ পথে ২০২ কোটি ২৪ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় বাংলাদেশে আসে, যা ছিল ফেব্রুয়ারির আয়ের চেয়ে ৪৬ কোটি ডলার বেশি। ফেব্রুয়ারিতে প্রবাসী আয় এসেছিল ১৫৬ কোটি ডলার। সেই পরিমাণ আবার জানুয়ারির তুলনায় ৩৯ কোটি ৭৬ লাখ ডলার বা প্রায় ২০ শতাংশ কম ছিল। জানুয়ারিতে প্রায় ১৯৬ কোটি ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা।

ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে বেশি পরিমাণে প্রবাসী আয় আনতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এরপরও ব্যাংকের মাধ্যমে আসা প্রবাসী আয় প্রত্যাশামতো বাড়ছে না। এমন প্রবণতাও দেখা গেছে যে, এক মাসে প্রবাসী আয় বাড়ছে তো আরেক মাসে কমছে। এ বছরের জানুয়ারিতে প্রবাসী আয়ে কিছুটা গতি এলেও ফেব্রুয়ারিতে কমে যায়। পরের মাসেই, অর্থাৎ মার্চে আবার ভালো অবস্থা দেখা গেছে প্রবাসী আয়ে। এপ্রিলে আবার যা কমেছে।

বাংলাদেশে গত বছরের মার্চ মাস থেকে ডলার-সংকট চলছে। এখন ধীরে ধীরে এই মুদ্রার দাম বাড়ানো হচ্ছে, যাতে দেশে ডলারের প্রবাহ বাড়ে। বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভের ডলার বিক্রিতে এই মুদ্রার দাম ১০৩ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০৪ টাকা ৫০ পয়সা করেছে। রপ্তানি আয়ে ডলারের দাম এখন ১০৬ টাকা। আর আমদানি অর্থায়নে ডলারের আনুষ্ঠানিক দাম এখন ১০৭ টাকা। তবে অনেক ব্যবসায়ীকে ১১০ টাকার বেশি দামে ডলার কিনতে হচ্ছে বলে অভিযোগও রয়েছে।

NEW AGE
)NDAY, MAY 15, 2023,

Govt actions sought to alleviate social stigma of female migrants

Staff Correspondent

RETURNEE female migrant workers and rights activists on Sunday at a discussion asked for government action to break the social stigma of the remittance earners who contributed to their families, society and the state.

Global Alliance Against Traffic in Women and Ovibashi Karmi Unnayan Programme jointly organised the event in a city hotel.

Returnee migrant Jesmin Akter said that a female migrant was disrespected in her family and society whatever success he gained or failed to change the fate of her family.

'Female migrants are targeted to be victim of everything. Female migrants are humiliated socially instead of respecting them,' said Jesmin who returned from Oman.

'I am proud to contribute to my family, society but they failed to respect me,' she said.

Saudi Arabia returnee migrant Runa Begum said that not only she, her daughter also became victims of bulling by her friends in her school.

'I was compelled to change the school of my daughter,' she said.

Female workers demanded pension benefit and services like health and education on priority basis as part of respecting them from the state.

International Coordinator of the GAATW, Bandana Pattanaik, said that they have conducted a study recently among female migrants of Bangladesh, India, Nepal and Sri Lanka and found that female returnees faced same consequences.

'We must take steps to stop the use of bad attitude to female migrants not their migration itself,' she said.

OKUP chairman Shakirul Islam said that government must take action to change the prevailing narrative about female migrant and change stigma and rejection into recognition and respect.

Women Rehabilitation Centre founding chairperson Renu Adhikari said that female migrants contributed huge but their contribution was not recognised.

'If any problems arise, female migration is banned instead of improving their working condition,' she said adding that Nepal banned female migration presently.

Former member of the constituent Assembly in Nepal Binda Pandey suggested signing memorandum of understanding between source and destination country to ensure safe and fair migration.

NEWAGE MONDAY, MAY 15, 2023,

Remittance inflow diverted to hundi by dollar rate gap: WB

Bangladesh 2nd in South Asia in bad loan ratio

Staff Correspondent

MULTIPLE exchange rates and a large deviation between formal and informal rates have diverted remittance inflow from the official to the hundi channel, according to a World Bank report.

The recently published report titled 'Expanding Opportunities: Toward Inclusive Growth' said, 'The widening of the exchange rate gap and the uncertainty about exchange rates in general diverted remittance inflows away from official channels, especially as remitters can obtain more favourable market rates through unofficial channels.'

The World Bank found that in Bangladesh a 1-per cent deviation between the formal and informal exchange rates shift 3.6 per cent of remittances from the formal to the informal financial sector.

The exchange rate gap between the interbank and unofficial rates in Bangladesh varied between 0 and 2 per cent of the interbank rate, but it reached an average of 12 per cent in August 2022.

Additionally, the gap between the interbank and kerb rates, which better reflect the real market rate, reached 18 per cent of the interbank rate, as mentioned in the World Bank report.

In September 2022, Bangladesh implemented a multiple exchange rate regime, favouring remittances over export proceeds.

This policy, along with other factors, further discouraged exports and hindered the repatriation of proceeds.

Policymakers have resorted to imposing import restrictions and tightening capital controls to reduce balance-of-payments pressures.

However, the World Bank report cautioned that such restrictions could be circumvented and might even have unintended consequences.

Bangladesh's banking sector has the second-highest ratio of non-performing loans among the countries in South Asia.

In Bangladesh and Sri Lanka, the NPL ratios reached above the 2021 level — 9.4 per cent in Bangladesh and 10.9 per cent in Sri Lanka in September 2022 — suggesting a deterioration in asset quality, the World Bank report said.

Factors contributing to the rise in NPL ratios in Bangladesh include higher import costs, poor payment discipline among borrowers and weak regulatory enforcement.

In countries heavily reliant on remittances, informal exchange systems like hundi or hawala can facilitate under-invoicing of imports or informal capital outflows, it said.

The report also highlighted the adverse effects of currency depreciation, low foreign reserves, and import restrictions on production in Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh.

These factors, along with a shortage of imported inputs, have limited production capacity. Consequently, industrial production and goods exports experienced declines in Bangladesh during the summer of 2022 and more recently in Pakistan.

In Bangladesh, the financial account has deteriorated since Q2 of 2022, driven by declining net inflows of other investments, such as loan disbursements and trade credit, as foreign banks held off loan, disbursement due to a lack of confidence.

Furthermore, the global deterioration of the US and European banking sectors since mid-March has likely contributed to further capital outflows from the region, as global financial conditions worsened.

Moreover, in both Bangladesh and Bhutan, average deposit growth in Q4 of 2022 fell below the levels observed in Q3 of 2022 and 2021.

High inflation reduces deposit growth by diminishing savings and real deposit rates. Additionally, the slowdown in remittance growth, which serves as a vital source of deposits for Bangladesh, has contributed to the sluggish deposit growth, the report said.

The effectiveness of monetary policy rate increases can also be impaired by rate caps.

In Bangladesh, interest rate caps introduced in 2020 have prevented banks from passing higher rates to borrowers, undermining the effectiveness of monetary tightening, the WB report said.

Currency depreciation in Bangladesh and Pakistan makes importing machinery more expensive, while import restrictions in 2022 have spillover effects on capital goods, limiting the execution of public projects and adding to the uncertainty about project completion, the report said.

www.thefinancialexpress.com.bd Monday, May 15, 2023

Major non-RMG items witness negative Jul-Apr export growth

MONIRA MUNNI

Export earnings from major non-RMG (ready-made garment) sectors like leather and leather goods, jute, agricultural, frozen and live fish and engineering products witnessed negative growth during the first 10 months of the current fiscal year (FY) as compared to the same period of previous FY.

Exporters have attributed internal and external factors, including a decline in global demand mainly due to the Russia-Ukraine war, high inflation and inventory to the fall in export performance.

Amid the war-hit economic sloth in major export destinations, data shows RMG sustained over 9.0 per cent growth during the July-April period of FY 2022-23 and earned US$38.57 billion.

EARNINGS BY MAJOR SECTORS

(JULY-APRIL, 2022-23)

ITEMS	US$	NEGATIVE GROWTH (%)
Leather and leather goods	1.0b	1.0
Jute and jute goods	770.82m	20.25
Agriculture products	74.35m	28.81
Chemical products (including pharmaceuticals)	251.63m	18.99
Engineering goods (including engineering equipment and bicycles)	438.11m	35
Frozen and live fish	371.48m	19.87

According to the Export Promotion Bureau (EPB), leather and leather goods exports fetched $1.0 billion, marking a negative growth of less than 1.0 per cent.

Jute and jute goods exports recorded 20.25 per cent negative growth to $770.82 million during the period under review. The earnings were $1.12 billion in FY22.

Talking to the FE, President of Metropolitan Chamber of Commerce and Industry Saiful Islam said the demand for non-RMG goods including leather and leather goods declined mainly due to high inventory of western buyers as they placed huge work orders and bought accordingly after the post-covid period.

"They now have stock while consumers are conservative in purchasing non-essential items due to high inflation there," said Mr Islam, also former president of Leathergoods and Footwear Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh (LFMEAB).

Besides, the cost of production has gone up significantly due to rise in utilities including gas, electricity, wage hike and high logistic costs, he said, adding that the unit price of leather and leather goods did not, however, increase in line with the production cost.

He apprehended that the overall export target for the current FY might not be achieved.

When asked, Bangladesh Jute Mills Association Secretary General Abdul Barik Khan ascribed multiple factors, including the Indian anti-dumping duty, to this drop in export earnings.

Besides, both Covid and the war have had a negative impact on our exports as the events have squeezed the demands for locally produced jute goods, he said.

Jute goods are losing competitiveness due to high cost fuelled by high bank interest, among others, he noted, adding that quality products needed to be exported at a competitive rate.

The sector is also deprived of required policy support as the mandatory jute packaging act is yet to be implemented fully, Mr Khan alleged.

Again, jute as an agricultural product is yet to enjoy the benefits given to other agri-products, he cited.

Meanwhile, agricultural products, which fetched $1.16 billion in FY22, earned $74.35 million in FY23, marking a 28.81 per cent fall, data showed.

Export of chemical products, including pharmaceuticals, declined by 18.99 per cent to $251.63 million during the first 10 months of FY23 compared to $310.62 million in the corresponding period of FY22.

At the same time, earnings from engineering goods, including engineering equipment and bicycles, witnessed 35 per cent negative growth to $438.11 million, down from $674.11 million in FY 2022, according to EPB data.

When asked, SM Jahangir Hossain, President of Bangladesh Fruits, Vegetables and Allied Product Exporter's Association attributed the decline in export performance to high transportation cost, freight charges and certification issues.

Besides, they are losing competitiveness in the global market due to the rise in production cost in recent times, another exporter said.

Frozen and live-fish exporters attributed the downswing in demand for fish products upmarket, mainly in the European Union, to the influence of hyperinflation amid the war.

They also attributed this failure to the delay in introducing low-cost varieties of shrimp like vannamei despite making several attempts over the years.

After a rise in earnings in the two consecutive fiscal years, frozen and live-fish earnings fell by 19.87 per cent to $371.48 million during the period under review from $463 million in FY22, revealed EPB data.

Former President Bangladesh Frozen Foods Exporters Association Md Amin Ullah said export of the item has been on the decline for over a decade for raw material shortages, reduction in farming area and a fall in global demand.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Major non-RMG items

He said both prices and demand for frozen fish declined in the major markets, especially in the EU, as the global market is flooded with vannamei.

Last month, the government approved commercial production of vannamei, he said, adding that it would take time to cultivate the semi-intensive new species.

Light-engineering sector insiders identified factors like outdated technology, low productivity and lack of industrial facilities as major challenges hindering export growth of the sector.

They also attributed the war-led demand erosion as consumers opt for basic needs such as food and housing amid pinching inflation.

Bangladesh mainly exports bicycles to the European Union, particularly to Germany, where the demand has plummeted significantly due to ongoing economic pressure, bicycle exporters said.

The Covid pandemic had a negative impact on the overseas performance of bicycles while the war has worsened the situation, they said, adding local factors like the power crisis has raised production costs.

While speaking at an event, MMA Tanvir, chief executive officer at bicycle-maker Meghna Group, said that bike markets in the EU and UK are changing as electric bicycles - the latest craze - is now eating up the whole bicycle market.

On the other hand, home textile like bed and kitchen toilet linens, and specialised textile like terry towel witnessed 16 per cent and 29.34 per cent negative growth respectively during the period under review.

Munni_fe@yahoo.com

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, মে ১৮, ২০২৩

যুক্তরাষ্ট্র থেকে এত রেমিট্যান্স কারা পাঠাচ্ছেন?

সাইফুল ইসলাম বাপ্পী ■

উন্নত জীবনযাপনের 'আমেরিকান ড্রিম' চোখে নিয়ে প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমাচ্ছেন বহুসংখ্যক বাংলাদেশী। যুক্তরাষ্ট্রের সেনসাস ব্যুরোর (ইউএসসিবি) সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের শেষে সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লাখ ৬৪ হাজার। এর মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে ১ লাখ ৫২ হাজারের কিছু বেশির। দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশীদের খানাপিছু গড় বার্ষিক আয় ৬৮ হাজার ডলারের কিছু কম।

ইউএস ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিস্টিকসের (ইউএসবিএলএস) হিসাব অনুযায়ী, দেশটিতে ২০২১ সালে খানাপিছু গড় ব্যয় ছিল প্রায় ৬৭ হাজার ডলার। সে অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশী খানাগুলোর উপার্জনকারীরা গোটা বছরজুড়ে আয় করেছেন দেশটির গড় খানাপিছু ব্যয়ের চেয়ে সামান্য বেশি। এ হিসাব আমলে নিলে বাংলাদেশী পরিবারগুলোর উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয়ও খুব বেশি হওয়ার কথা না। যদিও এ যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাংলাদেশীরাই এখন দেশের রেমিট্যান্সের সবচেয়ে বড় উৎস।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৩০৪ কোটি ৭৩ লাখ ৭০ হাজার ডলার। সে অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রত্যেক বাংলাদেশী প্রতি মাসে গড়ে ২ হাজার ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন বাংলাদেশে। যদিও সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশীদের বক্তব্য হলো প্রতি মাসে জীবনযাপনের ব্যয় বহন করে দেশে ২ হাজার ডলার পাঠানো বেশির ভাগ বাংলাদেশী প্রবাসীর পক্ষেই প্রায় অসম্ভব।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরবে। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত সৌদি আরবে শ্রমিক হিসেবে গিয়েছেন ৫৪ লাখের বেশি বাংলাদেশী। এছাড়া দক্ষ পেশাজীবী হিসেবেও সেখানে অবস্থান করছেন আরো অনেকে। অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে এ বিপুলসংখ্যক সৌদিপ্রবাসী বাংলাদেশীর চেয়েও বেশি অর্থ রেমিট্যান্স হিসেবে পাঠিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসীরা।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া বাংলাদেশীদের বড় একটি অংশ সেখানে আছেন শিক্ষার্থী হিসেবে। শিক্ষার্থীদের পক্ষে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টিউশন ফি ও সেখানে বসবাসের খরচ বহন করে দেশে এত বিপুল অংকের অর্থ পাঠানো সম্ভব নয়। উপরন্তু দেশটিতে মূল্যস্ফীতি এখন প্রকট আকার নিয়েছে। এ মূল্যস্ফীতির কারণেই মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ (ফেড) সম্প্রতি আগ্রাসী মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের পথ থেকে সরে এসেছে। সে হিসেবে দেশটি থেকে এত বিপুল পরিমাণ অংক বাংলাদেশে রেমিট্যান্স হিসেবে আসার বিষয়টি বিস্ময়কর।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যটিকেই বলা চলে বিশ্বের চতুর্থ সর্ববৃহৎ অর্থনীতি। অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্যে ভরপুর অঙ্গরাজ্যটিতে কাজের সুযোগ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের চেয়ে তুলনামূলক বেশি। বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া প্রবাসী ও শিক্ষার্থীদের অনেকেই সেখানে বসবাস করছেন। এমনই একজন মোহাম্মদ আবু বকর। ক্যালিফোর্নিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করছেন তিনি। আবু বকর জানালেন, সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশীদের অধিকাংশই মূলত শিক্ষার্থী। তাদের পক্ষে সেখানে পড়াশোনার চাপ সামলে নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি অর্থ উপার্জন করা অনেক কঠিন।

বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'যারা এখানে শিক্ষার্থী ভিসায় আসে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের কাউকে কাউকে টিউশন ফির জন্য দেশে পরিবারের মুখাপেক্ষী হতে হয়। আবার কাজ করে সব সময়ই যে এক রকম আয় হয়, তাও না। সব জায়গায় সব সময়ে কাজ পাওয়া যায় না। বিশেষ করে ইদানীং বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশ থেকে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী-অভিবাসী আসায় কাজ পাওয়া অনেক কঠিন হয়ে গেছে।'

এছাড়া অভিবাসীদের সেখানে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতিরও মুখোমুখি হতে হয়। এমনকি স্বীকৃত-দক্ষ পেশাজীবীদেরও বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছে। এমনই এক ব্যক্তির কঠিন সময়ের মধ্যে দিনযাপনের গল্প উঠে এসেছে এশিয়া সোসাইটির ম্যাগাজিনে 'আমেরিকান ড্রিম অব বাংলাদেশী' শীর্ষক এক নিবন্ধে। মার্কিন গ্রিন কার্ড লটারির বিজয়ী হিসেবে ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান অ্যাকাউন্ট্যান্ট মোহাম্মদ চিশতি শিপু। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি খুপরি ঘরে আরো চারজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করে একটি কক্ষে বসবাস করতে হয়েছে তাকে। সেখানে কিছুদিনের মধ্যে একটি চাকরি পেলেও চাকরিদাতার শর্ত মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। সেখানে তাকে নগদ অর্থে ও বিনা চুক্তিতে বেতন পরিশোধের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বৈধ নিয়োগপত্র ছাড়া এভাবে চাকরি করতে রাজি হননি তিনি। কিন্তু কোনো মার্কিন প্রতিষ্ঠানে অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে চাকরির পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় সে সময় তার জন্য অনেক মুশকিল হয়ে পড়েছিল। ছোটখাটো নানা অড জব করে বেশ কিছুদিন চলতে হয়েছে তাকে। পরে একটি হোটেলে কাজ করার সময় সেখানকার অ্যাকাউন্ট্যান্ট চাকরি ছেড়ে দিলে সেখানে নিজের প্রকৃত পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর সুযোগ পান মোহাম্মদ চিশতি শিপু।

গত দুই-তিন বছরে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছেন। তাদের সিংহভাগই

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ঢাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর

শেষ পৃষ্ঠার পর

ভাতা পাচ্ছেন। সমতাভিত্তিক সুযোগ নিশ্চিত করা গেলে বৈষম্য কমানো সম্ভব। আমরা সেটিই করার চেষ্টা করছি।'

তিনি বলেন, 'আগে মানুষ এত দরিদ্র ছিল যে তখন বৈষম্য নিয়ে চিন্তা ছিল না। এখন সবাই খেতে পারে। এ কারণে বৈষম্য নিয়ে কথা আসছে। আমরা সম্পদ সৃষ্টি করতে চাই। ভাত, মাছ, মাংস, ডিমের মতো সম্পদ গড়তে মানুষের আগ্রহ বাড়ছে।'

ড. শামসুল আলম বলেন, 'করোনার সময় দারিদ্র্য বেড়েছিল। সরকারের সঠিক পরিকল্পনা ও উদ্যোগে দারিদ্র্য নিয়ন্ত্রণ বা কমানো সম্ভব হয়েছে। করোনার সময়ে বিভিন্ন উৎপাদমুখী শিল্প-কারখানা বন্ধ না রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ কারণে অর্থনীতিতে বড় ধরনের ক্ষতির প্রভাব পড়েনি।'

বিআইডিএস রিসার্চ অ্যালমানাকের এবারের প্রতিপাদ্য উন্নয়ন সম্ভাবনা ও চ্যালঞ্জে। গতকাল প্রথম পাঁচটি কর্ম-অধিবেশনে মোট ১০টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রথম দিনের মতো অ্যালমানাকের শেষ দিন আজ দেশ-বিদেশের গবেষকরা প্রবন্ধ উপস্থাপন ও প্যানেল আলোচনায় অংশ নেবেন। যেখানে শিক্ষাবিদ, গবেষক, উন্নয়ন সহযোগী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা থাকবেন।

আজ মোট তিনটি টেকনিক্যাল সেশন অনুষ্ঠিত হবে। এসব অধিবেশনের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে স্কিল অ্যান্ড লেবার মার্কেট আউটকামস। এ বিষয়ে চারটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হবে। আরেকটি টেকনিক্যাল সেশনের প্রতিপাদ্য হলো 'পভার্টি অ্যান্ড হেলদি ইকুইটি'। এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন হবে তিনটি। 'ইমার্জিং ডেভেলপমেন্ট ইস্যুজ' শীর্ষক টেকনিক্যাল সেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হবে চারটি। এরপর অনুষ্ঠিত হবে 'ডেভেলপমেন্ট প্রসপেক্ট অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস' শীর্ষক সমাপনী অধিবেশন।

সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে ড. মসিউর রহমান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকার কথা রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের।

বণিকবার্তা শনিবার, মে ২০, ২০২৩

২০২২ সাল

অভিবাসন বাড়লেও দক্ষ কর্মী পাঠানোর হার কমেছে

শফিকুল ইসলাম ■

করোনার পর আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রবাহ ধীরে ধীরে বাড়ছে। বাংলাদেশ থেকে বিদেশে কর্মী যাওয়ার সংখ্যা এখন উর্ধ্বমুখী। ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে প্রায় দ্বিগুণ কর্মী বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। ১৯৭৬ সালের পর থেকে সবচেয়ে বেশি কর্মী অভিবাসন হয়েছিল গত বছরে। তবে অভিবাসন বাড়লেও ২০২১ সালের তুলনায় দক্ষ কর্মী পাঠানোর হার কমেছে। বেড়েছে অদক্ষ কর্মীর সংখ্যা। কমেছে রেমিট্যান্স প্রবাহ।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে বাংলাদেশ থেকে মোট ৬ লাখ ১৭ হাজার ২০৯ জন বাংলাদেশী কর্মী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিয়েছেন। তার পরের বছর ২০২২ সালে মোট ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩ জন পাড়ি দেন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

২০২১ সালে বাংলাদেশ থেকে মোট ৬ লাখ ১৭ হাজার ২০৯ জন বাংলাদেশী কর্মী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিয়েছেন। তার পরের বছর ২০২২ সালে মোট ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩ জন পাড়ি দেন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ

রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) 'বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতিপ্রকৃতি ২০২২' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২২ সালে দক্ষ কর্মী অভিবাসনের সংখ্যা ২০২১ সালের তুলনায় কমেছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ থেকে ২২ দশমিক ৩৩ শতাংশ দক্ষ কর্মী অভিবাসন হয়েছিল। কিন্তু ২০২২ সালে তা ১৭ দশমিক ৭৬ শতাংশে নেমেছে। তবে অর্ধদক্ষ কর্মী অভিবাসন সংখ্যার তেমন পরিবর্তন হয়নি। ২০২২ সালে ৩ দশমিক ২৬ শতাংশ অর্ধদক্ষ কর্মী অভিবাসন হয়েছে। ২০২১ সালে তা ছিল ৩ দশমিক ২৮ শতাংশ। প্রতি বছরের মতো ২০২২ সালেও অদক্ষ কর্মী পাঠানোর হার বেড়েছে। ২০২২ সালের ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অদক্ষ কর্মীর অভিবাসনের হার ছিল ৭৮ দশমিক ৬৪ শতাংশ। অন্যদিকে ২০২১ সালে ছিল ৭৫ দশমিক ২৪ শতাংশ।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত বাংলাদেশী অভিবাসীদের মধ্যে পেশাদার কর্মীদের হার কম। তবে ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে তা সামান্য বেড়েছে। ২০২১ সালে শূন্য দশমিক ১৪ শতাংশ পেশাজীবী কর্মী অভিবাসন করেন। তবে ২০২২ সালের ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শূন্য দশমিক ৩৩ শতাংশ পেশাজীবীর কর্মী অভিবাসন হয়েছে।

রামরু চেয়ার অধ্যাপক তাসনিম সিদ্দিকী *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'আমাদের দক্ষ অভিবাসী পাঠানোর সংখ্যা বাড়াতে হবে। আমরা বারবার বলে এসেছি এখানে একটি অসংগতি রয়েছে। এটি এমন নয় যে দক্ষ লোক বাংলাদেশে নেই। যে ভিসাগুলো দেশে আসে, ওই দেশে থাকা মধ্যস্বত্বভোগী ও ব্যক্তিগতভাবে যারা পাঠায় সেগুলো সব অদক্ষ ক্যাটাগরির ভিসা। এখানে প্রতারণা করার সম্ভাবনা বেশি। সেজন্য তারা এসব ভিসা বেশি নিয়ে আসেন। পেশাদার বা দক্ষ কর্মীদের জন্য ভিসা আনতে হলে যে ধরনের দক্ষতা, যোগ্যতা বা কাজ করা দরকার সেটা রিক্রুটিং এজেন্সি করছে না। আমরা দক্ষ কর্মী পাঠাতে পারছি না। কারণ রিক্রুটিং এজেন্সির আগ্রহ যে ভিসাগুলো সহজে পাওয়া যায় সেগুলোয়। ফলে দক্ষ ও পেশাজীবী কর্মী পাঠানো যাচ্ছে না। সরকারও রিক্রুটিং এজেন্সির ওপর জোর প্রয়োগ করে না। সরকার যদি রিক্রুটিং এজেন্সিকে কোটা দিয়ে দিত তাহলে এ সমস্যাগুলো সমাধান হতো। তারাও চ্যালেঞ্জ নিয়ে দক্ষ ও পেশাজীবী কর্মী পাঠাতে আগ্রহী হয়ে উঠত।'

দক্ষ কর্মী পাঠানোর সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) মহাপরিচালক মো. শহীদুল আলম *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'এবার বিদেশে কর্মীর যাওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো নিয়মিত কর্মীর সঙ্গে প্রত্যাগত কর্মীও যুক্ত হয়েছে। করোনাকালীন প্রত্যাগত প্রায় তিন-চার লাখ কর্মী ছিল, যারা করোনার পর ২০২২ সালে বিদেশে কাজে ফিরে গেছেন। যারা ছিল অদক্ষ কর্মী। দ্বিতীয়ত, ট্রেনিং সেন্টারগুলো দুই বছর ধরে বন্ধ ছিল। এতদিন বন্ধ থাকলে দক্ষ কর্মী স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া যাবে না। আরেকটি কারণ হলো দক্ষতা কর্মী পাঠানোর ওপর নির্ভর করে না। নিয়োগকারীরা কেমন কর্মী চাচ্ছেন তার ওপরও দক্ষ কর্মী নির্ভর করে। বিষয়টি এমন নয় যে আমরা দক্ষ কর্মী বসিয়ে রেখে অদক্ষ কর্মী পাঠাচ্ছি। চাহিদা যেভাবে আসে সেভাবেই বিদেশে কর্মী যায়।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১৯ মে ২০২৩

সংকটে জাহাজভাঙা শিল্প

যুক্ত হয়েছে লাল শ্রেণিতে, লাগবে অতিরিক্ত সময়, গুনতে হবে বাড়তি সুদ

আজহার মাহমুদ, চট্টগ্রাম

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ডলার ও এলসি সংকট এবং করোনার কারণে দীর্ঘদিন প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করেছে জাহাজভাঙা শিল্প। সাম্প্রতিক সময়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় থাকা সম্ভাবনাময় শিল্পটিকে 'কমলা' থেকে পুনরায় 'লাল' শ্রেণিতে নেওয়ায় উদ্বিগ্ন এ খাতের ব্যবসায়ীরা। তারা বলছেন, এতে জাহাজ কাটতে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হচ্ছে। প্রতিটি জাহাজ কাটতে দুই মাস বাড়তি সময় লাগবে। ব্যাংকে বাড়তি সুদ দিতে হবে। বাংলাদেশ শিপ ব্রেকিং অ্যান্ড রিসাইক্লিং অ্যাসোসিয়েশন (বিএসবিআরএ) প্রেসিডেন্ট আবু তাহের বলেন, 'লাল শ্রেণিতে নেওয়ায় জাহাজ কাটায় জটিলতা তৈরি হচ্ছে। জাহাজ কাটার জন্য ঢাকায় পরিবেশ অধিদফতরের মহাপরিচালক থেকে প্রতিটি জাহাজের জন্য আলাদা ছাড়পত্র নিতে হবে। এতে অন্তত দুই মাস বাড়তি সময় লাগবে। বাড়তি সময়ে বারবার ঢাকায় ধরনা দেওয়াসহ অহেতুক নানা জটিলতা তৈরি হবে। এ সময়ে এলসির বিপরীতে ব্যাংকেও বাড়তি সুদ দিতে হবে।' বিএসবিআরএ ভাইস প্রেসিডেন্ট এস এম আল মামুন বলেন, 'বেশকিছু দিন ঝিমিয়ে থাকার পর ব্যাংক এখন কিছু এলসি দিচ্ছে। ৪০টির মতো জাহাজ আনা হয়েছে। পুরোটাই ব্যাংকের টাকা। কিন্তু ছাড়পত্রের জন্য কাটা যাচ্ছে না। একটা জাহাজ কাটার ছাড়পত্র পেতে যদি দুই মাস লাগে, জাহাজ সাগরে পড়ে থাকে, তাহলে লাভের চেয়ে ব্যাংকের সুদ বেশি আসবে। আমরা পরিবেশ ও শিল্পমন্ত্রী, সচিবদের জানিয়েছি।' পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব বিবেচনায় শিল্প-কারখানা, সেবামুখী প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পকে চার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে যেগুলোর প্রভাব খুব কম সেগুলো সবুজ, যেগুলো মধ্যম মাত্রায় প্রভাব রাখে সেগুলো হলুদ এবং যেগুলোর প্রভাব যথেষ্ট ও পরিবেশগত প্রভাব কমানো দরকার সেগুলো কমলা শ্রেণিভুক্ত। আর

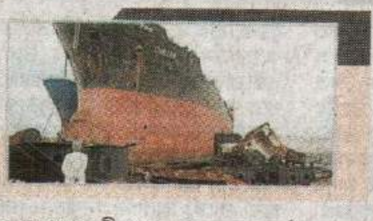

যেগুলোর প্রভাব তীব্র ও দূষণ কমাতে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার সেগুলো লাল শ্রেণিভুক্ত। সবুজ শ্রেণিতে আছে ছাপাখানা, বেকারি, বরফকলসহ ৩২ ধরনের ছোট আকৃতির শিল্প। হলুদ শ্রেণিতে আছে পোলট্রি খামার, দিয়াশলাই মিল, করাতকলসহ ৩৭ ধরনের হালকা মাঝারি শিল্প। কমলা শ্রেণিতে আছে ডকইয়ার্ড, জুট মিল, রিরোলিং মিলসহ ১১৩ ধরনের শিল্প ও প্রকল্প। লাল শ্রেণিতে আছে সমরাস্ত্র কারখানা, রেললাইন নির্মাণ, জাহাজভাঙাসহ ৭২ ধরনের শিল্প ও প্রকল্প। বিএসবিআরএ নেতারা জানান, ১৯৯৭ সালের বিধিমালায় জাহাজভাঙা শিল্প কমলা-খ শ্রেণিভুক্ত ছিল। কিন্তু ২০০৭ সালের নভেম্বরে সরকারের এক নির্বাহী আদেশে এ শিল্পকে লাল শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এর ফলে সম্ভাবনাময় এ শিল্পের কার্যক্রম কঠিন হয়ে পড়ে। শিল্প মন্ত্রণালয় ও ব্যবসায়ীদের অনুরোধে ২০২১ সালের নভেম্বরে এ শিল্পকে পুনরায় কমলা শ্রেণিতে আনলে কার্যক্রম কিছুটা সহজ হয়। বিএসবিআরএ নেতারা বলছেন, গত কয়েক বছর শিল্প ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় এবং এ শিল্পের সার্বিক উন্নতি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, গ্রিন ইয়ার্ড নির্মাণ, শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রদান, ট্রিটমেন্ট স্টোরেজ অ্যান্ড ডিসপোজাল ফ্যাসিলিটি নির্মাণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে মনোযোগী হন ব্যবসায়ীরা। এর অংশ হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের গাইডলাইন অনুযায়ী নরওয়ে সরকারের অর্থায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৭০০ শ্রমিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, তিনটি ইয়ার্ড গ্রিন ইয়ার্ডের স্বীকৃতি পেয়েছে, সাত-আটটি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। ৭৮টি ইয়ার্ড শিল্প মন্ত্রণালয়ের শিপ রিসাইক্লিং ফ্যাসিলিটি প্ল্যানের অনুমোদন পেয়েছে। অন্যগুলোও স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য শর্ত পূরণের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। জাহাজভাঙা কার্যক্রম দিন দিন উন্নত, পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে শিপ রিসাইক্লিং বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসবিআরএর মতামত না নিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ জাহাজভাঙা শিল্পকে আবার লাল শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

The Financial Express
May 17, 2023

Thrust on safe migration

FE REPORT

Speakers at a dialogue on Tuesday stressed the need for inter-governmental dialogue to promote safe and legal migration.

Addressing the dialogue, the visiting director general of the International Centre for Migration Promotion and Development, Michael Spindelegger, said despite resistance against receiving migrants in some European countries, a huge employment opportunity remains in the areas as many EU countries face a lack of manpower.

Ministry of foreign affairs organised the dialogue at the Foreign Service Academy in the city.

"At present, Europe has a good demand of workers from abroad. The previous scenario has been changed dramatically. In Germany, we look for some 4 million workers every year. The manpower is needed there to accelerate the economy," he said.

Focusing on the safe and legal migration process, he said, "However, the labour migration has to be happened in a very legal and organised way to prevent illegal migration."

Michael Spindelegger also said, "We do not want to see any illegal migrants. Many people reach foreign countries irregularly through migration smuggling."

"We should not let this happen. Migration should be held in a legal channel. It will give them (workers) the assurance of a stable income in a decent workplace," he added.

Foreign Secretary Masud Bin Momen said migration has appeared as a key driver of achieving sustainable development, especially for the developing countries.

"Migrants bring skills, knowledge, innovation, as well as cultural diversity with them when they return home. The migrants also play a vital role to help their family members and communities financially by sending remittance," he added.

"According to the Global Report on international displacement 2021, approximately 143 million people will be internal climate migrants by 2050. A large number of them will be from Bangladesh, I'm sure" he said.

Quoting the World Bank report 2021, he said salinity, rising sea levels and other impacts of climate change in Bangladesh may drive 13.3 million climate migrants by 2050.

"We are making an effort to mainstream this issue in the international climate change discourse," he added.

Dr Ahmed Munirus Saleheen, senior secretary, ministry of expatriates welfare and overseas employment, said the government is committed to show zero tolerance to illegal migration.

mirmostafiz@yahoo.com

প্রথম আলো • রোববার, ২১ মে ২০২৩

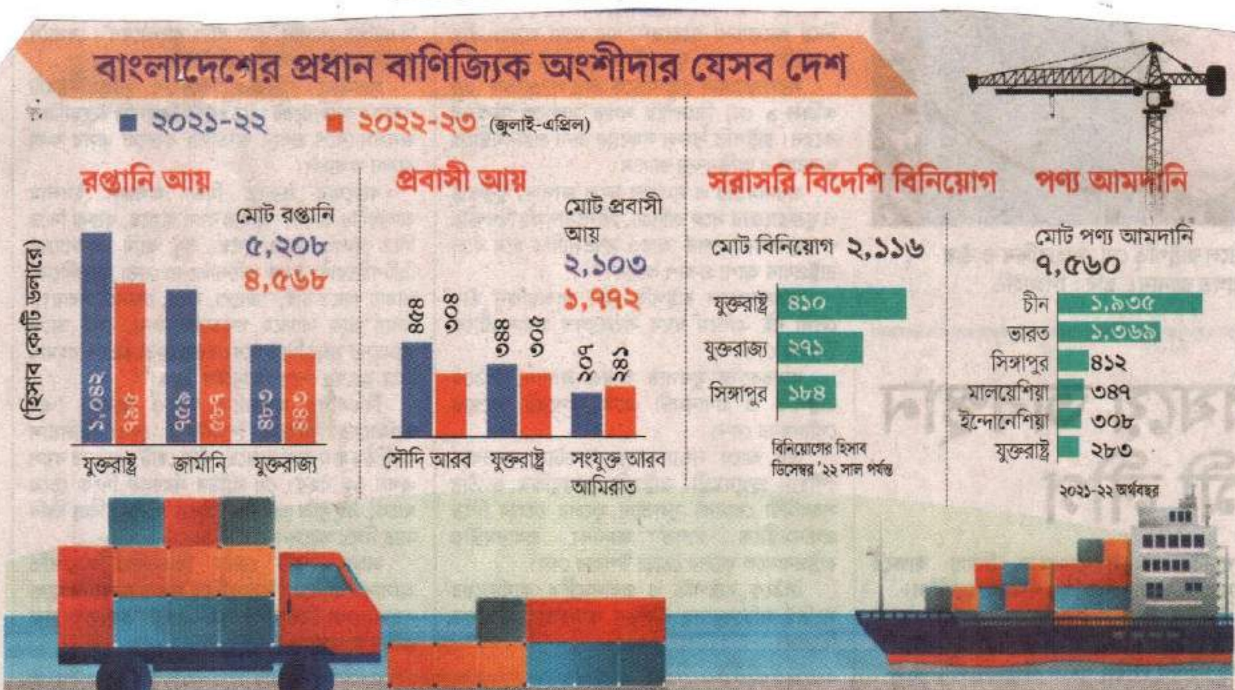

সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)

বাণিজ্যে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র, প্রবাসী আয়ে সৌদি আরব

বাংলাদেশের বাণিজ্য

গত অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানির তুলনায় দেশটিতে রপ্তানি ছিল সাড়ে তিন গুণের বেশি। প্রবাসী আয়ের ১৬ শতাংশ দেশটি থেকে এসেছে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

অর্থনীতি এখনো নানা সংকটে। কমছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। ডলারের দাম এখনো বেশি। বেড়েছে মূল্যস্ফীতির চাপ। এর মধ্যেও রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি কিছুটা হলেও স্বস্তি দিচ্ছে সরকারকে। আবার একই সময়ে কমেছে আমদানি ব্যয়। এতেই চলতি হিসাবের ঘাটতি কমেছে এক-চতুর্থাংশ। অথচ ২০২১-২২ অর্থবছরেই দেশের চলতি হিসাবের ঘাটতি ছিল গত ৫১ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে মূলত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারই বাংলাদেশের রপ্তানি আয়কে বাঁচিয়ে রেখেছে। এর মধ্যে অবশ্য একক বাজার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানই শীর্ষে। অন্যদিকে প্রবাসী আয়ে বরাবরই শীর্ষে থাকত সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। তবে দুই অর্থবছর ধরে এখন আরব আমিরাতকে হটিয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে নেয় যুক্তরাষ্ট্র। আর চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসের প্রবণতা বাকি সময়ে বজায় থাকলে শীর্ষ স্থানও দখল করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র।

বাংলাদেশ মূলত আমদানিনির্ভর দেশ। এখানে রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় অনেক বেশি। বাংলাদেশ মোট আমদানির প্রায় অর্ধেক করে চীন ও ভারত থেকে। ফলে যে বাণিজ্যঘাটতি হয়, তা পূরণ করতে হয় মূলত প্রবাসী আয় দিয়েই। রপ্তানি ও প্রবাসী আয় ছাড়াও দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের আর দুটি উৎস হচ্ছে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও ঋণ। এই বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের (এফডিআই) ক্ষেত্রেও শীর্ষ স্থানে যুক্তরাষ্ট্র।

> আমরা এলডিসি থেকে উত্তরণের পর ছয় বছর বাড়তি সুবিধা চাচ্ছি। সেটি যদি পেতে হয়, তাহলেও যুক্তরাষ্ট্রই বড় নিয়ামক ভূমিকা পালন করবে।
>
> মোস্তাফিজুর রহমান
> বিশেষ ফেলো, সিপিডি

বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, দেশের মোট পণ্য রপ্তানির ২০ শতাংশেরই গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) ১৯ শতাংশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীরা। আর ১৬ শতাংশ প্রবাসী আয় আসছে সেখান থেকে। অন্যদিকে মোট পণ্য আমদানির পৌনে ৪ শতাংশ আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

রপ্তানিতে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র

পণ্য রপ্তানিতে অনেক দিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্র একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় বাজার। মাঝে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে জার্মানি বাংলাদেশি পণ্যের শীর্ষ গন্তব্য হলেও সেটি বেশি দিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে পণ্য রপ্তানির ২০ শতাংশই হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে। যদিও মোট পণ্য রপ্তানির ৪৪ দশমিক ৬০ শতাংশের গন্তব্য ইইউ। এই বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা রয়েছে।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরে বাংলাদেশ ৫ হাজার ২০৮ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করে। তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ রপ্তানি হয়েছে ১ হাজার ৪২ কোটি ডলারের পণ্য। তারপর জার্মানিতে ৭৫৯ কোটি ডলার, যুক্তরাজ্যে ৪৮৩ কোটি ডলার, ফ্রান্সে ২৭১ কোটি ডলার এবং স্পেনে ৩১৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই চার দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ছিল সর্বোচ্চ, ৪৯ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত অর্থবছর ১ হাজার ৪২ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানির মধ্যে তৈরি পোশাকই ছিল ৮৬ শতাংশ, যা পরিমাণে ৯০১ কোটি ডলার। এ ছাড়া ৩১ কোটি ডলারের হোম টেক্সটাইল রপ্তানি হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া তৈরি পোশাকের ২১ শতাংশ এবং হোম টেক্সটাইলের ১৭ দশমিক ৮৫ শতাংশের গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র।

বৈশ্বিক অস্থিরতার কারণে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রপ্তানি ৮ শতাংশ কমেছে। তারপরও দেশটিতে সর্বোচ্চ ৭৯৪ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে তৈরি পোশাকই ছিল ৬৯৫ কোটি ডলার, যা কিনা বাংলাদেশে মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির ১৮ শতাংশের কাছাকাছি।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বাণিজ্যে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র

এক দশকের বেশি সময় ধরে অপ্রচলিত বা নতুন বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নগদ সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে। তারপরও মোট পোশাক রপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, যুক্তরাজ্য ও কানাডার বাইরে অন্যান্য দেশ থেকে রপ্তানি ১৫ শতাংশের ঘরে। গত অর্থবছর নতুন দেশগুলোতে ৬৩৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। অবশ্য শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই এই পণ্যের রপ্তানি তার চেয়ে ২৬৪ কোটি ডলার বেশি।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান গত শুক্রবার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র আমাদের তৈরি পোশাক রপ্তানির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাজার। ইইউ আমাদের অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধা বা জিএসপির অধীনে অস্ত্র ছাড়া অন্য যেকোনো পণ্য শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুযোগ দিয়েছে। সে কারণেই আমাদের প্রায় অর্ধেক তৈরি পোশাক রপ্তানির গন্তব্য বর্তমানে ইইউ। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের জিএসপি সুবিধা না দিলেও দেশটিতে ২১ শতাংশ পোশাক রপ্তানি হচ্ছে। এটিকে আমরা আরও বাড়ানোর চেষ্টাও করছি।'

চীনের সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধের কারণে দেশটি থেকে ক্রয়াদেশ সরাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা। আবার চীনা তুলা ব্যবহার করার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানি কমছে ভিয়েতনামের। এই দুই দেশের ক্রয়াদেশ বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এমন তথ্য দিয়ে ফারুক হাসান বলেন, 'বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদেরা সম্প্রতি বিভিন্ন ধরনের কথা বলছেন। সেটি তাঁদের বিষয়। আমরা আমাদের ব্যবসা চালিয়ে যাব। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র এখনো আমাদের তৈরি পোশাকের বড় বাজার।'

আমদানিতে শীর্ষে চীন

বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭ হাজার ৫৬০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি হয় (রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বা ইপিজেড এবং সেবা খাতের আমদানিসহ মোট আমদানি ৮ হাজার ৯৩৪ কোটি ডলার)। বিপরীতে পণ্য রপ্তানি ছিল ৫ হাজার ২০৮ কোটি ডলার। সেবা খাতের রপ্তানি ৮৮৮ কোটি ডলারের। যদিও গত বছর পণ্য ও সেবা রপ্তানি থেকে ৫ হাজার ২৪৭ কোটি ডলার দেশে এসেছে। আর প্রবাসী আয় এসেছে ২ হাজার ১০৩ কোটি ডলারের। তার মানে রপ্তানি ও প্রবাসী আয় থেকে পাওয়া ৭ হাজার ৩৭৯ কোটি ডলার দিয়ে পুরো আমদানি ব্যয় মেটানো যায়নি। এখানেই ঘাটতি ছিল ১৮১ কোটি ডলারের।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে চীন থেকে। তারপরের অবস্থানে আছে ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ব্রাজিল, কাতার ও সৌদি আরব। অর্থাৎ আমদানিতে ষষ্ঠ অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্র।

বাংলাদেশ গত অর্থবছর চীন থেকে ১ হাজার ৯৩৫ কোটি ডলার এবং ভারত থেকে ১ হাজার ৩৬৯ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করে। আর যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানির পরিমাণ ছিল ২৮৩ কোটি ডলারের পণ্য।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে মূলত বাংলাদেশ আমদানি করেছে খনিজ জ্বালানি (৭৯ কোটি ডলার), লৌহ ও ইস্পাত (৭৩ কোটি ডলার), তেলবীজ ও ফল (৪৪ কোটি ডলার), তুলা (২৯ কোটি ডলার) এবং যন্ত্রপাতি এসেছে ১৩ কোটি ডলারের।

প্রবাসী আয়ে শীর্ষে সৌদি আরব

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশ থেকে ২ হাজার ১০৩ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। তার মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৫৪ কোটি ডলারের জোগানদাতা হচ্ছেন সৌদি আরবে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা। তারপরই সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এর পরিমাণ ৩৪৪ কোটি ডলার। আর ইউএই থেকে গত বছর ২০৭ কোটি ডলারের তৃতীয় সর্বোচ্চ প্রবাসী আয় এসেছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে উচ্চ মূল্যস্ফীতির তোপে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মানুষ চাপে রয়েছে। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতি কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। এর মধ্যেও চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত কিংবা কাতারের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রবাসী আয় বেশি এসেছে। আর প্রথমবারের মতো সৌদি আরবকে পেছনে ফেলে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি থেকে সর্বোচ্চ ৩০৪ কোটি ৭৩ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। সৌদি আরব থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩০৩ কোটি ৯০ লাখ ডলার পাঠিয়েছেন। তবে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষস্থান দখল করতে পারে কি না, তা জানা যাবে চলতি অর্থবছর শেষে।

বিদেশি বিনিয়োগেও শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র

বিদেশি বিনিয়োগ টানতে এক শ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল করছে সরকার। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে চীন, জাপান, ভারতসহ বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীরা শিল্প গড়তে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তবে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগে (এফডিআই) অন্য দেশগুলোর তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রই এগিয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে ২ হাজার ১১৫ কোটি ডলারের এফডিআই এসেছে। তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকেই এসেছে ১৯ দশমিক ৩৮ শতাংশ বা ৪১০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ, এটি সর্বোচ্চ। তারপর যুক্তরাজ্য থেকে ২৭১ কোটি ডলার, সিঙ্গাপুর থেকে ১৮৪ কোটি, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ১৪৬ কোটি এবং চীন থেকে ১৩৫ কোটি ডলারের বিনিয়োগ পেয়েছে বাংলাদেশ।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা ৪১০ কোটি ডলারের এফডিআইয়ের মধ্যে গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম খাতে ২৯১ কোটি ডলার, বস্ত্র খাতে ১২ কোটি ডলার, ব্যাংকিংয়ে ২০ কোটি ডলার, বিদ্যুৎ খাতে ১৭ কোটি ডলার, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ২৪ কোটি ডলার এবং বিমায় ২৭ কোটি ডলার রয়েছে।

গুরুত্ব আরও বাড়বে যুক্তরাষ্ট্রের

সামগ্রিক বিষয়ে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পণ্য রপ্তানিতে ২৭ দেশের জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমাদের বড় বাজার। তবে একক দেশ হিসেবে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। এই বাজারে আমাদের পণ্য গড়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক দিয়েও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রেখেছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যুক্ত হলে বাংলাদেশ আর ইইউ, ভারত, চীন, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে না। তাই এসব বাজারে রপ্তানি নিয়ে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে। এই দুশ্চিন্তা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে নেই। ফলে এলডিসি থেকে উত্তরণের পর যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব আরও বাড়বে।'

মোস্তাফিজুর রহমান আরও বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রপ্তানি বেশি ও আমদানি কম হওয়ায় আমাদের বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত থাকছে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে সহায়তা করছে। তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে এখন সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় আসছে।' তিনি আরও বলেন, 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) ও বিশ্বব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব অনেক বেশি। আমরা এলডিসি থেকে উত্তরণের পর ছয় বছর বাড়তি সুবিধা চাচ্ছি। সেটি যদি পেতে হয়, তাহলেও যুক্তরাষ্ট্রই বড় নিয়ামক ভূমিকা পালন করবে।'

The Daily Star WEDNESDAY MAY 31, 2023

Envoy Textiles' AGM postponed

STAR BUSINESS REPORT

Export-oriented listed company Envoy Textiles Ltd has indefinitely postponed an annual general meeting scheduled to be held on June 26, when a dividend for shareholders was scheduled to be approved, till a case involving its directors was disposed of.

Abdus Salam Murshedy, former managing director and one of its founders, and some other directors filed the case under The Companies (Bangladesh) Act, 1994 against the company and other directors challenging some amendments to an "Article of Association" of the company.

In 1984, Murshedy, then a famous footballer of Mohammedan Sporting Club, started the garment business known as Envoy Group with Kutubuddin Ahmed, a leading busnessman.

Last September, the High Court reconstituted the board of directors of the textile company till disposal of the case.

Yesterday, the company informed through a post on the Dhaka Stock Exchange (DSE) website that the meeting was postponed due to a pending litigation before the Appellate Division of the Supreme Court.

On May 10 the company had proposed a 15 per cent cash dividend for shareholders and this was scheduled to be approved at the June 26 meeting.

The company's shareholders will have to wait for the litigation process to be completed to get the dividend, said a top DSE official.

Becoming a public limited company in 2012 on starting commercial operations in 2008, the thread, fabric and garment maker has a paid-up capital of Tk 167 crore and a reserve of Tk 354 crore.

Its stock price remained the same at Tk 43.90 on the DSE yesterday.

সময়ের আলো   বুধবার। ১৪ মে ২০২৩

শ্রমবাজা র নিয়ে মালয়েশিয়া থেকে ভা লো খবরের আশা

● এমএকে জিলানী

অন্যতম বড় শ্রমবাজার মালয়েশিয়া থেকে ভালো বার্তা পাওয়ার আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। যাতে এই বাজারে কর্মী নিয়োগের জটিলতা দূর করে সহজ এবং কম খরচে মালয়েশিয়ার বাজারে কর্মী পাঠানো যায়। পাশাপাশি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সির সিন্ডিকেট দূর হবে বলেও সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থ
রয়টার্স জানিয়েছে যে, মালয়েশিয়ার কি
উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ থে
ঘোষণা দিয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন যে,
সিদ্ধান্ত না, এটা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু প্রতিষ্ঠা
একাধিক সূত্রে জানা গেছে, মালয়ে
জটিলতা দূর করে সহজে এবং স্বল্প খর
পাঠাতে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা
বার্তা দেন কিন্তু ওইসব বার্তা এখনও বা
এরপর শ্রমবাজার সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষের
গ্রুপের বৈঠক হয়েছে। বাংলাদেশ-মাল
অফিস কনসাল্টেশন বৈঠক হয়েছে, যে
ও জটিলতা দূর করতে দুই পক্ষের মধ্যে
বৈঠকে এই শ্রমবাজার সহজ করতে মা
অনেক উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে

আমরা এখনও মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে বাজার-সংশ্লিষ্ট ইতিবাচক সিদ্ধান্তের আশা করছি

মো. নাজমুস সাদাত সেলিম
মালয়েশিয়া হাইকমিশন বাংলাদেশের শ্রম বিষয়ক মিনিস্টার

হত্তম পাম অয়েল
কর্মী না নেওয়ার
টা রাষ্ট্রীয় কোনো
র সিদ্ধান্ত।
য়ার শ্রমবাজারের
মালয়েশিয়ায় কর্মী
নাসুসন ইসমাইল
করে এসে অনেক
বে কার্যকর হয়নি।
ধ্য জয়েন্ট ওয়ার্কিং
শিয়ার মধ্যে ফরেন
ন শ্রমবাজার সহজ
আলাপ হয়। এসব
য়েশিয়ার পক্ষ থেকে
কথা হয়। এসব

বৈঠকে উপস্থিত একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এই শ্রমবাজার সহজ করার বিষয়টি পুরোটাই নির্ভর করছে মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষের ওপর এবং তারা কথাও দিয়েছে যে বাস্তবভিত্তিক কিছু পদক্ষেপ নেবে। আমরা এখন তাদের দিক থেকে ভালো পদক্ষেপ ঘোষণার আশায় আছি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ঢাকায় বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া দুই পক্ষের মধ্যে তৃতীয় ফরেন অফিস কনসাল্টেশন বৈঠক গত ১০ মে অনুষ্ঠিত হয়। মালয়েশিয়ার ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল দাতো নরমান মোহাম্মেদ ওই বৈঠকে ৫ সদস্যের মালয়েশিয়া প্রতিনিধির পক্ষে নেতৃত্ব দেন। বৈঠকে উভয় পক্ষ আরও নিরাপদ ও সহজ পদ্ধতিতে জনশক্তি ইস্যুতে কাজ করতে সম্মত হয়েছে।

কুয়ালালামপুরে অবস্থিত মালয়েশিয়া হাইকমিশন বাংলাদেশের শ্রম বিষয়ক মিনিস্টার মো. নাজমুস সাদাত সেলিম মঙ্গলবার এই প্রতিবেদককে বলেন, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার সহজ করতে মাস দুই আগে দেশটির সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল। ওই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাজার সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু ঘোষণা দেওয়া বা ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষের। কিন্তু এখনও তা বাস্তবায়ন হয়নি। আমরা এখনও মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে বাজার সংশ্লিষ্ট ইতিবাচক সিদ্ধান্তের আশা করছি। বায়রার যুগ্ম সম্পাদক টিপু সুলতান এই প্রতিবেদককে বলেন, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে এখন নতুন অ্যাপ্রুভাল বন্ধ, আগে যেগুলো অনুমোদন দেওয়া আছে সেগুলো চলছে। কর্মী নিয়োগ দেওয়ার জন্য এজেন্সিগুলো এখনও উন্মুক্ত করা হয়নি। যে কারণে এক ধরনের সিন্ডিকেট সৃষ্টি হয়েছে। আমরা বায়রার পক্ষ থেকে চাই যে যেসব বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি আছে তারা সবাই যেন ব্যবসা করার সুযোগ পায়। যেমন মালয়েশিয়া আরও ১৩ দেশ থেকে কর্মী সংগ্রহ করে। সেখানে অন্য দেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো অবস্থা নেই। আমরাও চাই যে অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সবাই বৈধভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। এরই মধ্যে বায়রার পক্ষ থেকে আমরা প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সচিবের কাছে এই বিষয়ে আবেদন জানিয়েছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং অভিবাসন বিশেষজ্ঞ সিআর আবরার এই প্রতিবেদককে বলেন, জীবন বা জীবিকার কারণে আমাদের অভিবাসীরা বিদেশে যায়। কিন্তু যে খরচ করে যেতে হয় তা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। এ হিসেবে যে ধরনের বেতন বা সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কথা তারা কিন্তু তা পাচ্ছেন না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অদক্ষ কর্মীরা নানা ধরনের বঞ্চনার শিকার হচ্ছে এবং আমাদের অভিবাসী কর্মীরা বিদেশে আইনের সুরক্ষা তেমন পান না। সরকারের দিক থেকে এসব বিষয়ে উন্নতির সুযোগ আছে। বিদেশে দেশের মিশনগুলোকে এই বিষয়ে আরও সক্ষমভাবে গড়ে তোলা, মিশনগুলোকে সরকারের পক্ষ থেকে আরও সহায়তা করা প্রয়োজন।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, মালয়েশিয়ার পাম অয়েল উৎপাদনকারী বেশ কিছু বড় প্রতিষ্ঠান ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেবে না। যার পেছনের কারণ হচ্ছে, বাংলাদেশি কর্মীদের কাজের সঠিক তথ্য না দিয়ে সংগ্রহ করা, বাংলাদেশি কর্মীদের কাজ পেতে হলে অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হয় এবং বাংলাদেশি কর্মীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয়। সিম ডার্বি প্লানটেশন নামক একটি প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে যে, এসব কারণে তারা ২০১৬ সাল থেকে কর্মী নেওয়া বন্ধ রেখেছে। আইওআই প্লানটেশন নামের আরও একটি প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে যে, বাংলাদেশি কর্মীদের কাজ সম্পর্কে সঠিক তথ্য না দিয়েই কর্মী সংগ্রহ করা হয়, এ জন্য তারা ২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ বন্ধ রেখেছে।

মালয়েশিয়ার পাম অয়েল উৎপাদন খাতে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ বন্ধ রাখা নিয়ে রয়টার্সের খবর সম্পর্কে জানার জন্য প্রবাসী কল্যাণ এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে জানতে চাইলে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। কুয়ালালামপুরে অবস্থিত মালয়েশিয়া হাইকমিশন বাংলাদেশের শ্রম বিষয়ক মিনিস্টার মো. নাজমুস সাদাত সেলিম মঙ্গলবার এই প্রতিবেদককে বলেন, বিষয়টি জানা নেই। তিনি আরও বলেন, মালয়েশিয়ার অনেক বড় বড় পাম অয়েল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশি কর্মী নেওয়া বন্ধ রয়েছে।

বায়রার যুগ্ম সম্পাদক টিপু সুলতান এই প্রতিবেদককে বলেন, মালয়েশিয়ার পাম অয়েল উৎপাদন খাতে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ বন্ধ রাখার বিষয়টি রাষ্ট্রীয় কোনো সিদ্ধান্ত নয়। এটা তেল উৎপাদনকারী বড় বড় কিছু প্রতিষ্ঠানের বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্ত।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে পুরোনো সিন্ডিকেটের কারণে এক সময়ে আদালতের নির্দেশে এই বাজার স্থগিত হয়, এখন সেই সিন্ডিকেট আবারও সক্রিয় হওয়ায় মালয়েশিয়ার চাহিদা অনুযায়ী কর্মী পাঠাতে পারছে না বাংলাদেশ। যারা যাচ্ছে তাদের খরচও বেশি হচ্ছে। সবশেষ মালয়েশিয়ার সঙ্গে সমঝোতা স্বাক্ষর হওয়ার পর সিন্ডিকেট করা মাত্র ২৫টি এজেন্সিকে কাজ দেওয়া হয়। এরপর ধাপে ধাপে সিন্ডিকেটের এজেন্সি সংখ্যা বাড়িয়ে ১০০ করা হয়। অথচ দেশে বৈধ এজেন্সির সংখ্যা কমবেশি ১৭০০। যার মধ্যে বর্তমান পদ্ধতির কারণে প্রায় ১৬০০ বৈধ এজেন্সি মালয়েশিয়ায় শ্রমিক প্রেরণ করতে পারছে না। এতে মন্ত্রণালয় থেকে মালয়েশিয়া যাওয়ার খরচ ৭৯ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হলেও কর্মীদের দিতে হচ্ছে প্রায় ৪ লাখ টাকারও বেশি। এসব জটিলতায় মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠাতে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং দেশের গরিব ও নিরীহ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ ছাড়া মালয়েশিয়ার নিয়োগকর্তাও বর্তমান পদ্ধতিতে তার পছন্দ অনুযায়ী কর্মী নিতে পারছেন না।

FRIDAY MAY 26, 2023
JAISHTHA 12, 1430 BS
The Daily Star

Skilled workforce, proper channel key to boost remittance

Speakers tell seminar

STAFF CORRESPONDENT

Upscaling skills training and sending more skilled migrant workers abroad are prerequisites to get more inward remittance, speakers told a seminar yesterday.

In addition, the government must resolve the difficulties faced by migrant workers and encourage them to use official channels to remit money home, they said.

Better Bangladesh Foundation organised the seminar on "Remittance Inflow in Bangladesh: Opportunities, Challenges and Probable Solutions" at the capital's Foreign Service Academy.

According to Bangladesh Bank, the country received $17.71 billion in remittance in the first 10 months of the current fiscal year. In last fiscal, the country received $21.03 billion in remittance.

Addressing the seminar, Ahsan H Mansur, executive director of Policy Research Institute, said Bangladesh's average inward remittance per migrant worker is one of the lowest across the globe.

"We need to take mid and long-term approaches to come out of this," he said, adding, quality of the country's training institutes has to be enhanced to ensure standard training.

He also said cost of migration in Bangladesh is too high compared to a neighbouring labour-sending country, which is another area to look at.

Addressing as chief guest, Expatriates' Welfare Minister Imran Ahmad said there is a need to further increase the existing 2.5 percent incentive for remitting money home through banking channel.

He said to ensure better protection of migrant workers, the ministry has recently upgraded the mandatory "Probashi Kormi" insurance for outbound migrant workers.

Presenting a keynote paper, Prof Tasneem Siddiqui, chair of Refugee and Migratory Movements Research Unit, said between 2001 and 2009, Bangladesh's inward remittance flows have grown annually between 12 percent and 37 percent.

On the other hand, between 2011 and 2020, except for 2013, 2016, and 2017, the annual growth of remittance was between 10 percent and 18 percent, she said.

She said multiple factors including Russia-Ukraine war, the pandemic, inflation and non-payment and irregular payments of wages contributed negatively to remittance inflow.

Besides, domestic factors including difference in exchange rate in formal and informal markets contributed to this end, she added.

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, মে ২৫, ২০২৩

রফতানি বাজারে মন্দা

দুশ্চিন্তায় দেশের জিন্স উৎপাদনকারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশে পোশাক খাতের অন্যতম রফতানি পণ্য ডেনিম (জিন্স) কাপড় ও এতে তৈরি বিভিন্ন ধরনের পোশাক। পশ্চিমা (যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ) বাজারে একক জিন্স পণ্য সরবরাহকারী হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। এ খাতের ব্যবসায় দেশের উদ্যোক্তাদের বড় অংকের বিনিয়োগও রয়েছে। যদিও রফতানির বাজারগুলোয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসৃষ্ট মন্দা ও মূল্যস্ফীতির চাপ এখন বাংলাদেশে জিন্স উৎপাদনকারীদের জন্য বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই মধ্যে বাজারগুলোয় তাদের রফতানি কমে এসেছে। পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন না হলে সামনের দিনগুলোয় বিপত্তির মাত্রা বাড়বে বলে আশঙ্কা তাদের।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) তথ্য অনুযায়ী, দেশী মালিকানাধীন ৪০টির মতো কারখানা এখন ডেনিম ফ্যাব্রিক্স উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। কারখানাগুলোর বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা আট কোটি গজ। এ খাতে উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৬ হাজার কোটি টাকা।

এ বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ নিয়ে এখন শঙ্কা তৈরি করছে রফতানি বাজারগুলোর পরিস্থিতি। ২০২৩ পঞ্জিকাবর্ষের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের ডেনিম পণ্য রফতানি কমেছে ৩৩ শতাংশ। এ ব্যবসা কমার প্রভাব দেখা যাচ্ছে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ডেনিম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক প্রতিবেদনেও।

দেশের শীর্ষ ডেনিম কাপড় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেড, শাশা ডেনিমস লিমিটেড ও আরগন ডেনিমস লিমিটেড। চলতি ২০২২-২৩ হিসাব বছরের (জুলাই-জুন) প্রথম তিন প্রান্তিকের (জুলাই-মার্চ) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ সময়ে কোম্পানি তিনটির আয় কমেছে। এর মধ্যে এনভয় টেক্সটাইলসের ৯ দশমিক ১৬ শতাংশ, শাশা ডেনিমসের ২৪ দশমিক ৭৭ এবং আরগন ডেনিমসের ৭ দশমিক ৫৫ শতাংশ আয় কমেছে। আয় করার পাশাপাশি এ সময়ে এনভয় টেক্সটাইলস ও শাশা ডেনিমসের কর-পরবর্তী নিট মুনাফাও কমে গেছে। তবে এ সময় আরগন ডেনিমসের নিট মুনাফা বেড়েছে।

এনভয় টেক্সটাইলস ২০২২-২৩ হিসাব বছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে (জুলাই-মার্চ) ৮০৭ কোটি ৭৯ লাখ টাকা আয় করেছে। যেখানে এর আগের হিসাব বছরের একই সময়ে আয় ছিল ৮৮৯ কোটি ২৪ লাখ টাকা। এ সময়ে কোম্পানিটির কর-পরবর্তী নিট মুনাফা হয়েছে ২৯ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। যেখানে এর আগের বছরের একই সময়ে নিট মুনাফা ছিল ৩৫ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। এদিকে চলতি হিসাব বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) কোম্পানিটির ২৫৭ কোটি ৮৩ লাখ টাকা আয় হয়েছে। যেখানে এর আগের বছরের একই সময়ে আয় ছিল ৩৩৮ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। এ তিন মাসে কোম্পানিটির নিট মুনাফা হয়েছে ৮ কোটি ৮৪ লাখ টাকা, যা এর আগের বছরের একই সময়ে ছিল ১২ কোটি ৫৩ লাখ টাকায়।

তালিকাভুক্ত আরেক ডেনিম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান শাশা ডেনিমসের আয় ২০২২-২৩ হিসাব বছরের প্রথম তিন প্রান্তিক (জুলাই-মার্চ) শেষে ৬৫৯ কোটি ৬৬ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে। যেখানে এর আগের হিসাব বছরের একই সময়ে আয় ছিল ৮৭৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা। এ সময়ে কোম্পানিটির কর-পরবর্তী নিট মুনাফা হয়েছে ১৭ কোটি ৮৯ লাখ টাকা। যেখানে এর আগের বছরের একই সময়ে নিট মুনাফা ছিল ২০ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। এদিকে চলতি হিসাব বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) কোম্পানিটির ১৯৬ কোটি ৬৭ লাখ টাকা আয় হয়েছে। যেখানে এর আগের বছরের একই সময়ে আয় ছিল ৩১০ কোটি টাকা। এ তিন মাসে কোম্পানিটির নিট মুনাফা হয়েছে ৪৩ লাখ টাকা, যা এর আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৭ কোটি ৩০ লাখ টাকায়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারজনিত লোকসান ও আয়কর বাবদ ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণে মুনাফা কমেছে বলে স্টক এক্সচেঞ্জকে জানিয়েছে কোম্পানিটি।

জানতে চাইলে শাশা ডেনিমসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামস মাহমুদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'কভিডের সময়ে দেয়া প্রণোদনা প্যাকেজের প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি বাড়তে শুরু করে। এরপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে মূল্যস্ফীতিতে আরেক দফায় ঊর্ধ্বমুখিতা দেখা যায়। এ কারণে মানুষ মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে অর্থ ব্যয় করছে বেশি। সে তুলনায় কাপড় কেনায় ব্যয় কমেছে, যার প্রভাব পড়েছে ডেনিমের ক্রয়াদেশে। এছাড়া যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রে মন্দার শঙ্কাও ক্রেতাদের ক্রয়াদেশ দেয়ার গতিতে শ্লথ করে দিয়েছে। আরেকটি বিষয় ২০২১ সালের শেষের দিকে যখন তুলার দাম ঊর্ধ্বমুখী ছিল তখন ভবিষ্যতে আরো দাম বাড়তে পারে এ শঙ্কায় ক্রেতারা বাড়তি ক্রয়াদেশ দিয়েছিলেন। সেসব পণ্য তাদের স্টকে থেকে যাওয়ার কারণেও বর্তমানে ক্রয়াদেশ কমেছে। তবে আশার কথা হচ্ছে এ মাস থেকে আবার ক্রয়াদেশ বাড়তে শুরু করেছে। এর প্রভাব বোঝা যাবে তিন-চার মাস পর।'

২০২২-২৩ হিসাব বছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে (জুলাই-মার্চ) আরগন ডেনিমসের আয় হয়েছে ৩১৪ কোটি ৯৩ লাখ টাকা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে কোম্পানিটির আয় হয়েছিল ৩৪০ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। এ সময়ে কোম্পানিটির কর-পরবর্তী নিট মুনাফা হয়েছে ৬ কোটি ২০ লাখ টাকা। এর আগের বছরের একই সময়ে নিট মুনাফা হয়েছিল ৫৯ লাখ টাকা।

নিট মুনাফা হলেও চলতি হিসাব বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) কোম্পানিটির আয় হ্রাস পেয়েছে। এ সময় কোম্পানিটির আয় হয়েছে ১২৯ কোটি ৮০ লাখ টাকা। যেখানে এর

তালিকাভুক্ত তিন ডেনিম কোম্পানির ব্যবসার চিত্র (জুলাই-মার্চ)

৳ আয় কোটি টাকায়

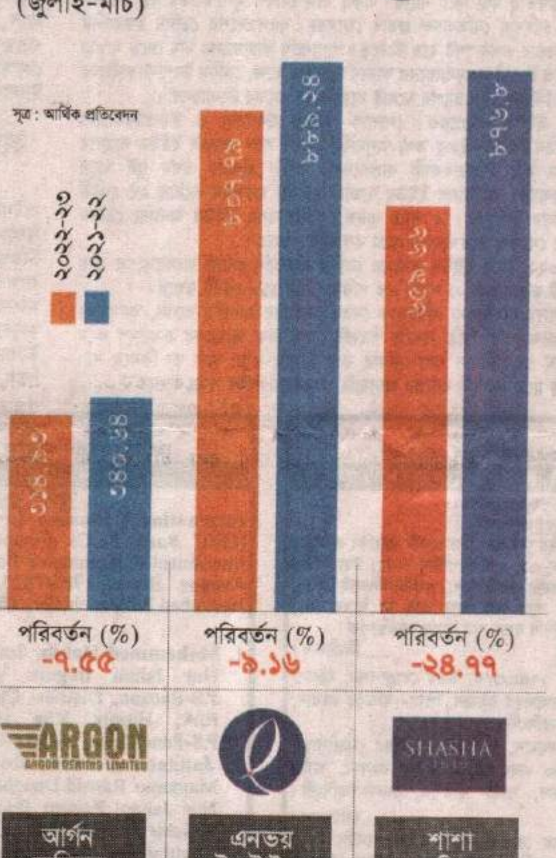

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার ২৫ মে ২০২৩

পরিবেশের ছাড়পত্র পেতে জটিলতা

৪৫ স্ক্র্যাপ জাহাজ কাটতে না পারায় দুই মাসে ক্ষতি ১৯০ কোটি টাকা

দেবব্রত রায় ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপকূলে গড়ে ওঠা জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ডগুলো লাল শ্রেণীর তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান। তাই নতুন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী, এসব ইয়ার্ডে স্ক্র্যাপ জাহাজ কাটার আগে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছ থেকে দুই দফায় ছাড়পত্র নেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ জটিলতায় ৪৫টি জাহাজ গত দুই মাসের বেশি সময় ধরে কাটতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এগুলো আমদানি করায় দৈনিক ক্ষতি গুনতে হচ্ছে ৩ কোটি ১৫ লাখ টাকার মতো। আর দুই মাসে সেই ক্ষতির পরিমাণ ১৯০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

দেশের জাহাজ ভাঙা মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স অ্যান্ড রিসাইক্লার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসবিআরএ) তথ্যমতে, গতকাল পর্যন্ত আমদানি করা হয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ টনের ৪৫টি স্ক্র্যাপ জাহাজ। এতে ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ করতে হয়েছে প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ৫ মার্চ 'পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩' প্রকাশিত হওয়ার পর মধ্য মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩০টি ইয়ার্ডে জাহাজগুলো সৈকতায়ন হয়েছে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, পরিবেশ অধিদপ্তরে ২১ দিন পরপর অনুষ্ঠিত সভায় ছাড়পত্র দেয়া হয়। কোনো কারণে এক সভায় ছাড়পত্র নিতে না পারলে পরের সভার জন্য আরো তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র নিতে এ দীর্ঘসূত্রতার কারণেই গত দুই মাসে ইয়ার্ডগুলোয় জাহাজ কাটিং কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এতে প্রতিদিন ৭ লাখ টাকা ব্যাংককে সুদ পরিশোধ করতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। সেক্ষেত্রে ৪৫টি জাহাজের জন্য ইয়ার্ডগুলোর দৈনিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটি ১৫ লাখ টাকা। এর মধ্যে গত তিনদিনে সৈকতায়ন হয়েছে বড় আকারের তিনটি স্ক্র্যাপ জাহাজ। এগুলোর ক্ষেত্রে আবার প্রতিদিন ১০ লাখ টাকার বেশি ক্ষতি গুনতে হচ্ছে। অন্যদিকে কাজ না করালেও বেতন-ভাতা দিয়ে যেতে হচ্ছে শ্রমিকদের। এতেও বড় অংকের ক্ষতির মুখে পড়ছেন ব্যবসায়ীরা।

বিএসবিআরএর সহকারী সচিব নাজমুল ইসলাম *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'দুই মাসের বেশি সময় কোনো জাহাজই কাটার অনুমোদন দেয়নি পরিবেশ অধিদপ্তর। স্ক্র্যাপ জাহাজগুলো সাধারণত ব্যাংকঋণ নিয়ে কেনা হয়। এমনকি কাস্টমসের নিয়ম মেনে প্রবেশের পরই সৈকতায়ন করতে হয়। এরপর পরিবেশ অধিদপ্তরসহ প্রায় আটটি প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন শেষ হলে এগুলো কাটা শুরু হয়। কিন্তু দুই মাস ধরে বিভিন্ন ইয়ার্ডে জাহাজ সৈকতায়ন হওয়ার পরও অনুমোদন জটিলতায় সেগুলো কাটাই শুরু করা যায়নি। এভাবে জাহাজ বসে থাকার কারণে প্রতিদিন স্ক্র্যাপ জাহাজের সুদ গুনতে হচ্ছে ৫ থেকে ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত।' পরিবেশের নতুন বিধিমালা সংশোধন করে কমলা শ্রেণীতে ফিরিয়ে আনা এবং আইন সংশোধন না করা পর্যন্ত অনুমোদনের বিষয়গুলো সহজীকরণের দাবি জানান নাজমুল ইসলাম।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালায় জাহাজ ভাঙা শিল্পকে লাল থেকে কমলা শ্রেণীতে ফিরিয়ে নিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. মোমিনুর রশীদ গত ১৫ মে এক চিঠির মাধ্যমে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ করেন। কেননা শ্রেণী পরিবর্তনের কারণে জাহাজ ভাঙার কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এতে শিল্প খাতটিতে বিনিয়োগকারীরা আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি স্টিল রড বা ইস্পাত শিল্পের বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে বিএসবিআরএ সভাপতি আবু তাহের *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'সরকার গত ৫ মার্চ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে লাল তালিকায় সর্বশেষ ৭২ নম্বরে রাখা হয়েছে জাহাজ ভাঙা শিল্পকে। আর লাল তালিকায় নেয়ায় ছাড়পত্র দেয়ার ক্ষমতা হারায় পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম কার্যালয়। এখন ছাড়পত্র নিতে হলে দুই-তিন দফায় ঢাকায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে আবেদন করতে হয়। গত দুই মাসে ছাড়পত্র না পাওয়ায় বিভিন্ন ইয়ার্ডে বুধবার পর্যন্ত ৪৫টি জাহাজ আটকে আছে। জাহাজগুলোয় ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ ৬ হাজার কোটি টাকার বেশি। এভাবে চলতে থাকলে ছোট ব্যবসায়ীরা টিকে থাকতে পারবেন না।'

ব্যবসায়ীরা বলছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকেই ডলার কিংবা এলসি জটিলতায় জাহাজ ভাঙা শিল্পে অস্থিরতা চলছে। গত ফেব্রুয়ারির পর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসায় বন্ধ থাকা ইয়ার্ডগুলো ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানি করছে। ছোট-বড় স্ক্র্যাপ জাহাজগুলোয় টনপ্রতি খরচ হয়েছে প্রায় ৫৮০-৬০০ ডলার। কিন্তু নতুন পরিবেশ বিধিমালার কারণে

৪৫ স্ক্র্যাপ জাহাজ

শেষ পৃষ্ঠার পর

জাহাজগুলো সৈকতায়নের পরও অনুমোদন না পাওয়ায় উল্টো প্রতিদিন লোকসান গুনছে। এ জটিলতা দ্রুতই নিরসন করা না হলে আবারো স্থবির হয়ে পড়বে ইয়ার্ডগুলো। শ্রমিকদের বেতন-ভাতাও বন্ধ করে দিতে হবে।

এসএন করপোরেশনের মালিক ও ইস্টার্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান শওকত আলী চৌধুরী বণিক বার্তাকে বলেন, 'এসএন করপোরেশন হংকং কনভেনশন অনুযায়ী গ্রিন শিপইয়ার্ড হিসেবে অনুমোদন পেয়েছে। আমাদের এখানে স্ক্র্যাপ জাহাজ বিক্রি করতে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলো আগ্রহ দেখাচ্ছে। নরওয়ে কিংবা জাপানিজ প্রতিষ্ঠানগুলোও আগ্রহ দেখিয়েছে। কিন্তু পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার কারণে সৈকতায়নের পরও জাহাজ কাটা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বড় ধরনের সংকট তৈরি হয়েছে এ শিল্প খাতে। এ বিষয়গুলো দ্রুত সমাধান জরুরি, নয়তো জাহাজ ভাঙা ব্যবসায়ীরা আগ্রহ হারাবেন, যার প্রভাব পড়বে দেশের ইস্পাত শিল্পের বাজারেও।'

এদিকে নতুন জাহাজ কাটা বন্ধ থাকায় চাহিদা তুঙ্গে থাকার পরও ইয়ার্ডগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী রি-রোলিং মিলগুলোয় স্ক্র্যাপ সরবরাহ করতে পারছে না। গত ৫ মার্চের আগে যেগুলো পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি পেয়েছিল বিভিন্ন ইয়ার্ডে এখন কেবল সে জাহাজগুলোই কাটা হচ্ছে। সেগুলো থেকেই কিছু স্ক্র্যাপ সরবরাহ হচ্ছে রি-রোলিং মিলগুলোয়। এতে ইয়ার্ডগুলোর পাশাপাশি রি-রোলিং মিলগুলোর মালিকরাও বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

জানতে চাইলে চট্টগ্রাম পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক (জেলা) মো. ফেরদৌস আনোয়ার *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'নতুন পরিবেশ বিধিমালা অনুযায়ী ছাড়পত্র বা অনুমোদনের বিষয়গুলো চলছে। বিভিন্ন শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে ৩৮টি জাহাজের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন জমা দিয়েছেন। এর মাধ্যে প্রাথমিক যাচাই-বাছাই শেষে আমরা ৩০টির অনুমোদনপত্র ঢাকায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছি। সম্প্রতি এক সভায় ১১টি স্ক্র্যাপ জাহাজ কাটার অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যেগুলো দ্রুতই আবেদনকারীদের জানিয়ে দেয়া হবে। বাকিগুলোও অনুমোদনের বিষয়ে কাজ চলছে।'

তিনি আরো বলেন, 'জাহাজ ভাঙা শিল্পকে লাল থেকে কমলা শ্রেণীতে আনার জন্য এর মালিকরা শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমাদের (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন) মন্ত্রণালয়ে একটি সুপারিশ পাঠিয়েছেন। এখনো বিষয়টি সমাধান হয়নি। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় যেভাবে নির্দেশনা দেবে সেভাবেই সব কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।'

প্রথম আলো • শুক্রবার, ২৬ মে ২০২৩,

সবচেয়ে বড় দুই বাজারে পোশাক রপ্তানি কমেছে

চলতি বছরের চার মাস

গত বছর পোশাক রপ্তানিতে ২৭.৬৪% প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে প্রবৃদ্ধি কমে হয়েছে দশমিক ৭৭ শতাংশ।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

ডলার-সংকটের মধ্যেও তৈরি পোশাকের রপ্তানি স্বস্তির জায়গায় ছিল। তবে চলতি বছরের প্রথম চার মাস জানুয়ারি-এপ্রিলে দুটি বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে যথাক্রমে ১৮ ও ২১ শতাংশ। এতে সামগ্রিকভাবে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি কমেছে। গত বছর পোশাক রপ্তানিতে ২৭ দশমিক ৬৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। আর চলতি বছরের এপ্রিল শেষে প্রবৃদ্ধি কমে হয়েছে দশমিক ৭৭ শতাংশ।

তৈরি পোশাকশিল্প মালিকেরা বলছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে গেছে। এ কারণে ভোক্তাদের প্রকৃত আয় কমেছে। তাতে তৈরি পোশাক বিক্রি কমেছে। ফলে বিদেশি ব্র্যান্ডগুলোর গুদামে অবিক্রীত পোশাকের স্তূপ জমেছে। তাই ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো পোশাকের ক্রয়াদেশ ২০-২৫ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে। কারখানাগুলোতে ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায় নতুন শ্রমিক নিয়োগও কয়েক মাস ধরে বন্ধ রয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত চার মাসে ১ হাজার ৫৫৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় দশমিক ৭৭ শতাংশ বেশি। গত বছর জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চার মাসে ১ হাজার ৫৪৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছিল।

একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। গত বছর মোট পোশাক রপ্তানির ১৯ দশমিক ৮২ শতাংশের গন্তব্য ছিল এই দেশ। চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ২৬৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ দশমিক ৮৬ শতাংশ কম। গত বছর দেশটিতে রপ্তানি হয়েছিল ৯০৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। তখন প্রবৃদ্ধি ছিল সাড়ে ২৪ শতাংশ।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের দ্বিতীয় শীর্ষ বাজার জার্মানি। গত বছর মোট পোশাক রপ্তানির প্রায় ১৬ শতাংশ হয়েছিল ইউরোপের দেশটিতে। চলতি বছরের জানুয়ারি-এপ্রিল চার মাসে জার্মানিতে ২০৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২১ শতাংশ কম। গত বছর দেশটিতে রপ্তানি হয়েছিল ৭২৯ কোটি ডলারের পোশাক। তখন প্রবৃদ্ধি ছিল ১৭ দশমিক ৬২ শতাংশ।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর পরিচালক আবদুল্লাহ হিল রাকিব *প্রথম আলো*কে বলেন, 'গত মাসে চারটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই বলেছে, মূল্যস্ফীতির কারণে বেসিক পোশাকের বিক্রি কমে গেছে। ফলে গুদামে পণ্যের মজুত রয়ে গেছে। তাই বেসিক পোশাকের ক্রয়াদেশ প্রায় অর্ধেক কমানো হয়েছে।'

আবদুল্লাহ হিল রাকিব আরও বলেন, ফাস্ট ফ্যাশনের বিক্রিও কমেনি, ক্রয়াদেশও কমেনি। ফলে যেসব কারখানা ফাস্ট ফ্যাশনের পোশাক তৈরি করে, তারা কিছুটা ভালো অবস্থায় আছে।

চার মাসে শীর্ষ বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি

দেশ	২০২২	২০২৩	প্রবৃদ্ধি
যুক্তরাষ্ট্র	৩২৫	২৬৭	-১৭.৮৬
জার্মানি	২৬৪	২০৮	-২১.০৮
যুক্তরাজ্য	১৬৪	১৭৯	৯.৫৬
স্পেন	১০৮	১২৪	১৫.৪৫
ফ্রান্স	৯১	৯৯	৯.৪৫

মোট রপ্তানি প্রবৃদ্ধি : ০.৭৭ %

২০২২	১,৫৪৬
২০২৩	১,৫৫৮

হিসাব কোটি ডলারে, জানুয়ারি-এপ্রিল পর্যন্ত

সূত্র : ইপিবি

ইউরোপে জার্মানি ছাড়াও পোল্যান্ডের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে। সে কারণে সামগ্রিকভাবে ইইউর বাজারে তৈরি পোশাকের রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হয়ে গেছে। বছরের প্রথম চার মাসে ইইউতে ৭৭০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ১ দশমিক ৫৫ শতাংশ কম। গত বছর বাংলাদেশের মোট পোশাক রপ্তানির ৫০ শতাংশের গন্তব্য ছিল ইইউ। রপ্তানি হয়েছিল ২ হাজার ৩০৪ কোটি ডলার। তাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল সাড়ে ২৮ শতাংশ।

ইইউতে এ বছরের প্রথম তিন মাসে ভালো অবস্থানেই ছিল বাংলাদেশ। ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুযায়ী, এ সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ২ হাজার ৩৪০ কোটি ডলারের পোশাক আমদানি করেছে ইইউ। এর মধ্যে ৩ দশমিক ৯০ শতাংশ গেছে বাংলাদেশ থেকে। অবশ্য চীন, তুরস্ক, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের রপ্তানিও কমেছে।

জানুয়ারি-এপ্রিল সময়ে যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে। এই সময়ে দেশটিতে রপ্তানি হয়েছে ১৭৯ কোটি ডলারের পোশাক। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি সাড়ে ৯ শতাংশ। তবে রপ্তানি কমেছে কানাডায়। চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত দেশটিতে রপ্তানি হয়েছে ৪৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় দশমিক ২১ শতাংশ কম।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি-এপ্রিল সময়ে জাপান, ভারত, ব্রাজিল, চীনসহ নতুন বাজারগুলোতে ২৯৬ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের তুলনায় ২৯ শতাংশ বেশি। মোট পোশাক রপ্তানিতে এসব নতুন বাজারের হিস্যা ১৯ শতাংশ।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, 'পোশাক খাতে ক্রয়াদেশের অবস্থা খুবই খারাপ। গত জানুয়ারি থেকে কারখানাগুলোতে ক্রয়াদেশ গত বছরের তুলনায় ২০-২৫ শতাংশ কম। সে কারণেই তৈরি পোশাকের রপ্তানি কমছে। বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, আগামী বছরের শুরুতে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। তবে আমার মনে হচ্ছে, আগামী গ্রীষ্মের ক্রয়াদেশ আসতে শুরু করলে সামনের মাসগুলোতে ক্রয়াদেশ বর্তমানের তুলনায় কিছুটা বাড়বে।'

দৈনিক ইত্তেফাক

বুধবার, ১৭ জৈ

৩১ মে ২০২৩

মালয়েশিয়ায় ১ লাখ কর্মী যেতে পারছেন না

সত্যায়নের জন্য ভিসা আবেদন হাইকমিশনে আটকা, মেয়াদ শেষ হচ্ছে অধিকাংশ ভিসার

■ সাইদুল ইসলাম

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে জট লেগেছে। প্রায় ১ লাখ বাংলাদেশি কর্মীর ভিসার সত্যায়নের আবেদন বাংলাদেশ হাইকমিশনে পড়ে আছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে তাগাদা দিলেও বিষয়টির সুরাহা হয়নি। আগামী শুক্রবার এসব ভিসার অধিকাংশের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন, এমন অবস্থা চলতে থাকলে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, চেনদানা মেওয়াহ রিসোর্স নামের মালয়েশিয়ার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিতে চায় ১ হাজার জন। কোটা অনুমোদনের পর এই কর্মীদের নেওয়ার জন্য ভিসা সংগ্রহ করে তারা। গত ডিসেম্বরে তারা সত্যায়নের জন্য আবেদন করে মালয়েশিয়ার বাংলাদেশ হাইকমিশনে। আবেদনের পর পাঁচ মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও সেই সত্যায়ন করেনি হাইকমিশন। এখন ভিসার মেয়াদ শেষ হবে আগামী ২ জুন। ঢাকা থেকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাতেও এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেয়নি হাইকমিশন।

জনশক্তি রপ্তানিকারকরা জানিয়েছেন, সত্যায়নের অপেক্ষায় হাইকমিশনে আবেদনের স্তূপ জমা হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১ লাখ কর্মী নিয়োগের আবেদন জমা আছে সত্যায়নের জন্য। এর মধ্যে মেয়াদ শেষের দিকে প্রায় ১০ হাজারের মতো ভিসার। সত্যায়ন না করায় অনেক ক্ষেত্রে আগ্রহ হারাচ্ছে নিয়োগকর্তারা। সাধারণত ডিমান্ড নোট ও অন্যান্য কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে হাইকমিশনের সত্যায়ন করে দেওয়ার কথা। কিন্তু দীর্ঘ অপেক্ষার পরও ভিসার মেয়াদ শেষের দিকে চলে আসায় চলতি মাসে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে হাইকমিশনের চিঠিও পাঠানো হয়। চেনদানা মেওয়াহ রিসোর্সের সিইও বাংলাদেশ হাইকমিশনের লেবার মিনিস্টারের কাছে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেন—ইতিমধ্যেই দুই ধাপে ৭৫ জন কর্মী কুয়ালালামপুর এসে পৌঁছে কাজে যোগ দিয়েছে। মে মাসের শেষ নাগাদ ৩৫০ জন ও জুন মাসে আরো ৩৫০ জন কর্মী এসে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। তারা সবাই ক্যামেরন হাইল্যান্ড ও জোহর বাহুতে কাজে যোগ দেবেন। তাদের চাকরি, বাসস্থান, যাতায়াত ও বেতনের জন্য সব দায়দায়িত্ব আমার বলে চিঠিতে উল্লেখ করে ক্লিয়ারেন্স দেওয়ার অনুরোধ জানান প্রতিষ্ঠানের সিইও দাতো সানদানাতাভান। কিন্তু এর পরও সত্যায়ন পাওয়া যায়নি হাইকমিশনের। সূত্র জানায়, সাধারণত সত্যায়নগুলো করে থাকে মিশনের লেবার উইং। কিন্তু লেবার উইং অনুমোদন করে দিলেও হাইকমিশনের অন্য অংশে আটকে যায় অনুমোদন। আগামী ২ জুন এই আবেদনের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে, এমন পরিস্থিতির কথা জেনে ঢাকা থেকে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ ব্যক্তি যোগাযোগ করে হাইকমিশনে। কাগজপত্র ঠিক থাকলে ভিসার নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সত্যায়নের আবেদন অনুমোদনের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়।

রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান আবিদ এয়ার ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরের স্বত্বাধিকারী কে এম মোবারক উল্লাহ শিমুল বলেন, বেশির ভাগ কোম্পানির নিজস্ব জমি নেই, তারা লিজ নিয়ে ব্যবসা করে। হাইকমিশন এটা জানে। তাই হাইকমিশন থেকে লিজের কাগজ চাওয়া হয়েছিল। সেই জমির লিজের সব কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে। লিজের কাগজের পর ব্যাংক স্টেটমেন্ট চাওয়া হয়েছে, তাও দেওয়া হয়েছে। এরপর শর্ত দেওয়া হয়েছে, ২৫০ কর্মীকে আগে নিয়ে এসে কাজে যোগ দেওয়ার, তাও করা হয়েছে। কোম্পানির মালিক সব দায়দায়িত্ব নেওয়ার অঙ্গীকারও করেছেন। কিন্তু তার পরও এই ভোগান্তি। তার মতে, সত্যায়নের নামে এই দীর্ঘ ভোগান্তি ও কিছু লোকের বাণিজ্যের অবসান করা দরকার।

জনশক্তি রপ্তানিকারকদের দাবি, কর্মী পাঠাতে কিছু সমস্যা হতে পারে, সেজন্য মন্ত্রণালয় থেকে শাস্তির ব্যবস্থা আছে। অভিযোগ পেলে শাস্তি দেওয়াও হয়।

সময়ের আলো বুধবার। ৩১ মে ২০২৩।

গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকটে বন্ধের শঙ্কায় টেক্সটাইল খাত

সংবাদ সম্মেলনে বিটিএমএ সভাপতির অভিযোগ

- দিনে ৮-১০ ঘণ্টা গ্যাস-বিদ্যুৎ থাকছে না
- বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ছোট-মাঝারি কারখানা
- বড় কারখানাগুলোতে বন্ধ থাকছে অর্ধেক মেশিন
- কারখানায় কাজ না থাকায় শ্রমিকরা গ্রামে গিয়ে ধান কাটছে
- গার্মেন্টস মালিকরা দেশি সুতা না কিনে আমদানি করছে
- দেশীয় বস্ত্রকলগুলোতে স্টকলট হচ্ছে সুতার, লোকসানে মিল মালিকরা
- পাকিস্তানি সুতা-কাপড়ে সয়লাব, বাজার হারাচ্ছে দেশি টেক্সটাইল

● নিজস্ব প্রতিবেদক

গ্যাস-বিদ্যুতের চরম সংকটে দেশের টেক্সটাইল বা বস্ত্র খাত একেবারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েছে। শিল্প কারখানায় এখন দিনে ৮-১০ ঘণ্টা গ্যাস-বিদ্যুৎ থাকছে না। এর ফলে উৎপাদন অর্ধেকে নেমেছে। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ছোট-মাঝারি কারখানা, আর বড় কারখানাগুলোতে বন্ধ থাকছে অর্ধেক মেশিন। কারখানায় কাজ না থাকায় শ্রমিকদের ছুটি দেওয়া হচ্ছে, তারা গ্রামে গিয়ে ধান কাটছে। পাশাপাশি দেশে তৈরি পোশাক বা গার্মেন্টস মালিকরা দেশি সুতা না কিনে আমদানি করে পোশাক উৎপাদন করছে।

এর ফলে দেশীয় বস্ত্রকলগুলোর মালিকরা সুতা বিক্রি করতে পারছেন না, স্টকলট হচ্ছে সুতার। লোকসান দিতে হচ্ছে বস্ত্র মিল মালিকদের। এ ছাড়া শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে পাকিস্তানি সুতা-কাপড় এনে বাজার সয়লাব করা হচ্ছে। এতে বাজার হারাচ্ছে দেশি টেক্সটাইল শিল্প। এভাবে দেশীয় বস্ত্র শিল্পের বিরুদ্ধে একটি পক্ষ গভীর চক্রান্ত শুরু করেছে। এই বহুমুখী সংকটে দেশের টেক্সটাইল খাত এখন অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে।

সুতা উৎপাদনকারী মিল মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন গতকাল মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন। বিটিএমএ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'টেক্সটাইল খাতে বিরাজমান সমস্যা ও উত্তরণ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে বিটিএমএ সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন ছাড়াও বিটিএমএ পর্ষদের সদস্য ও এ খাতের উদ্যোক্তারা উপস্থিত ছিলেন।

নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ নিয়ে তিনি বলেন, গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর সময় আমাদের বলা হলো নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুৎ থাকবে শিল্পে, কিন্তু আমরা পাইনি। আমাদের সদস্য মিলগুলো অধিকাংশই ভারী শিল্প ও ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ। খাতটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন মেশিনারিজ দিয়ে পরিচালিত। তৈরি পণ্যের সুতা ও কাপড়ের মান অক্ষুণ্ন ও মানসম্পন্ন ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিশিংয়ের জন্য মিলগুলো সবসময় চালু রাখতে হয়।

তিনি বলেন, সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারছিল না। তাই আমাদের ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশনে উৎসাহী করা হয়। এ লক্ষ্যে আমাদের বিদ্যুৎ জেনারেশনের জন্য অবকাঠামো নির্মাণে ব্যাপক বিনিয়োগ করতে হয়। এ ছাড়াও বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে জেনারেটর এবং গ্যাস সংযোগের জন্য নিরাপত্তা জামানত হিসেবে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিতে হয়েছে। অন্যদিকে গ্যাস বিল হিসেবে প্রতি মাসে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয়। তিনি বলেন, পাকিস্তানি সুতা ও কাপড়ে বাজার সয়লাব। দেশটিতে ডলারের বিপরীতে রুপির অবমূল্যায়ন হওয়ায় কম দামে এসব কাপড় ও সুতা দিচ্ছে তারা। আর একটি অসাধু মহল লাগেজ ভরে মাল নিয়ে আসছে। এর বিপরীতে দেশীয় টেক্সটাইল খাত বাজার হারাচ্ছে, সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

মোহাম্মদ আলী খোকন বলেন, ২০৩০ সালে টেক্সটাইল ও ক্লথিং থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার রফতানি আয় অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। তবে খাতটির এ নাজুক অবস্থা দীর্ঘদিন থাকলে সরকারের এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে না। তাই সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আমাদের দাবি থাকবে, ব্যাংকের ঋণের কিস্তি ও সুদ, অন্তর্বর্তীকালীন তথা আগামী ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত ব্লক অ্যাকাউন্টে রাখা। একই সঙ্গে পরবর্তী সময় থেকে সহজ কিস্তি সুবিধা প্রদানেরও দাবি জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, করোনা-পরবর্তী সময়ের পর থেকে আমাদের মিলগুলো ঈদুল ফিতরের বাজারটি ফিরে পাবে বলে আশা ছিল। তবে তীব্র ডলার সংকটের পরও এ সময়ে বন্ডেড ওয়্যার হাউসের মাধ্যমে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আমদানি করা বিদেশি সুতা শহরের বড় শপিংমলগুলোতে অবাধে বিক্রি করেন, এতে স্থানীয় মিলগুলোর অবস্থা সংকটে পড়ে। পাকিস্তান ছাড়াও প্রতিবেশী দেশ ভারত ও চীন থেকে আসা সুতা ও কাপড়সহ বিভিন্ন ড্রেস-ম্যাটেরিয়েলও বিভিন্ন নগরীতে অবাধে বিক্রি হচ্ছে। ঢাকার ইসলামপুরের বিক্রমপুর প্লাজা, নারায়ণগঞ্জ, আড়াইহাজার, গাউছিয়া, মাধবদী, নরসিংদীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক বিক্রি হচ্ছে, এতে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। দীর্ঘদিনে গড়ে ওঠা প্রাইমারি টেক্সটাইল খাতে বিদ্যমান ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি আজ অস্তিত্ব সংকটে রয়েছে।

বিটিএমএ সভাপতি বলেন, দেশের স্পিনিং মিলগুলো গত ১৫ মাসে (জানুয়ারি ২০২২-মার্চ ২০২৩) প্রায় চার বিলিয়ন মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকার বেশি) আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। উৎপাদিত সুতা কম দামে বিক্রি এবং অতিরিক্ত গ্যাস বিল পরিশোধের কারণে এ ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে মিলগুলোকে। তিনি বলেছেন, স্পিনিং মিলগুলো তাদের উৎপাদন অব্যাহত রেখে শ্রমিকদের নিয়মিতভাবে বেতন-ভাতাদি পরিশোধসহ ইউটিলিটি বিল নিয়মিত দিতে উৎপাদন খরচ অপেক্ষা ১৮-২০ শতাংশ কম দামে সুতা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এতে গড়ে প্রতিটি মিলকে গ্যাস ব্যবহার না করেও বর্ণিত গ্যাস ট্যারিফে গ্যাস বিল দেওয়ায় বছরে প্রায় ৩৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত বিল দিতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে অস্থিতিশীল দামে তুলা আমদানি, নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ না থাকায় সৃষ্ট প্রোডাকশন লস, গ্যাস ব্যবহার না করে অতিরিক্ত গ্যাস বিল ও অতিরিক্ত নিরাপত্তা জামানত দেওয়ায় স্পিনিং মিলগুলোর এ আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে মোহাম্মদ আলী খোকন বলেন, রফতানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) অনিয়মিত বরাদ্দ, ইডিএফ ঋণের পরিমাণ হ্রাসসহ প্রয়োজনীয় ডলারের অভাবে কাঁচা তুলা আমদানির জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক এলসি ওপেন না করায় সমস্যা হচ্ছে। গত প্রায় এক বছর ধরে এ তহবিল থেকে সংশ্লিষ্ট মিলের অনুকূলে ঋণ বরাদ্দ অনিয়মিত এবং পর্যায়ক্রমে এ তহবিলের আকার প্রতিটি স্পিনিং মিলের ক্ষেত্রে ৩০ মিলিয়ন ডলার থেকে ২০ মিলিয়ন ডলারে নামিয়ে আনা হয়েছে। তিনি বলেন, ঋণের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় মিলগুলো তার পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ কাঁচামাল তথা তুলা আমদানির প্রয়োজন হয় তা করতে পারছে না। অর্থাৎ মিলগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শুধু কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন ক্ষমতার বাইরে থেকে যাচ্ছে, যা উৎপাদন খরচ বাড়াচ্ছে। তিনি আরও জানান, বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি গভীর চক্রান্তের সম্মুখীন। বর্তমানে ঘরে ঘরে পাকিস্তানি কাপড়। সরকার ২০৩০ সালে টেক্সটাইল ও ক্লথিং থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার রফতানি আয় অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। তবে খাতটির এ নাজুক অবস্থা চলতে থাকলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে না।

খোরশেদ আলম নামে এক উদ্যোক্তা সংবাদ সম্মেলনে বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে শ্রমিকদের বসিয়ে বেতন দিতে হচ্ছে। আমার ৩৭ বছরের শিল্পজীবনে এমন গ্যাসের সংকট দেখা যায়নি। ৮-১০ ঘণ্টা গ্যাস থাকে না, এ কারণে আমার একটি ইউনিট বন্ধ, অন্য ইউনিটের ৩৫ শতাংশ কাজ চলছে। বিদ্যুতের সমস্যাও ভয়াবহ।

DHAKA WEDNESDAY MAY 31, 2023
JAISHTHA 17, 1430 BS
The Daily Star

Buy yarn, fabrics from local mills

BTMA urges garment exporters

STAR BUSINESS REPORT

Textile millers in Bangladesh yesterday urged woven and knitwear exporters to buy a portion of their required yarn and fabrics from local markets so that they can overcome the current crisis situation and help save the country's foreign reserve.

The value addition is 60 per cent when local yarn and fabrics are used while it is 30 per cent for imported textile, according to local millers.

And with work orders from international retailers and brands having fallen by nearly 30 per cent, garment makers and exporters are still mainly using imported yarn and fabric.

As a result, the stockpiling of unsold yarn and fabric at local mills has been growing rapidly, pushing the $23 billion primary textile sector under threat.

Most of the yarn and fabrics for export-oriented garment factories in the country come from India and Pakistan, said Mohammad Ali Khokon, president of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA).

He was speaking at a press conference arranged by the BTMA at its office in Dhaka yesterday.

The BTMA held the press conference to explain the current crisis situation of the textile sector stemming from the US dollar crisis, gas crisis and stockpiling of unsold yarn at the mills.

Local weavers and knitters imported 2.75 lakh tonnes of yarn worth Tk 10,616 crore in the January-April period of the current calendar year.

During the same period of 2022, they imported 4.60 tonnes of yarn worth Tk 17,436 crore, as per BTMA data.

Khorshed Alam, chairman of Little Group, said he already shut down one of his units as sales have dropped due to the availability of illegally imported

yarn and garment items from India and Pakistan.

Meanwhile, he is running another unit at only 30 per cent capacity because of low gas pressure.

"The millers are not getting gas with adequate pressure even though the government doubled the gas price last year," he added.

BTMA President Khokon also demanded the government increase the limit of funds available from the Export Development Fund (EDF) for each borrower as many are struggling to maintain their business amid the US dollar shortage.

At present, each borrower can avail $20 million from the EDF while it was $30million during the Covid-19 pandemic.

Besides, the National Board of Revenue should keep conducting frequent drives in areas like Narayanganj, Araihazar, Rupganj, Madhabdi, Baburhaat, Narsingdi, Belkuchi and Sirajganj, where illegally imported yarn is sold at cheaper rates.

The cost of production at textile mills has increased by a maximum of Tk 40 per kilogramme of yarn due to the gas price hike and US dollar shortage.

At the same time, millers are having to operate at 40 to 50 per cent capacity due to low gas pressure.

Khokon went on to say that because of the flood of garment items from Pakistan, the country's $3 billion market for women's apparel is now in trouble.

Most Pakistani garment items are imported through online orders though social media platforms such as Facebook, he said.

This deprives the government of huge sums of revenue as a section of traders are importing Pakistani garment items without paying the customs duty while violating other rules, Khokon added.

NEW AGE SUNDAY, MAY 28, 2023,

Undocumented migrants in panic as Malaysia detains 118

Rashad Ahamad

UNDOCUMENTED migrant workers in Malaysia are passing their time in panic after the country's security agency on Thursday arrested 118 Bangladeshis among 162 such foreign workers in the capital city of Kuala Lumpur.

Bangladeshi migrants said that the authority conducted sudden drives — without prior declaration — despite the ongoing 'Recalibration Plan'.

The Malaysia authorities declared the plan in 2020 and repeatedly extended it, this time till 31 December, to allow employers in the construction, manufacturing, plantation and agriculture sectors to legally employ undocumented foreign workers.

Shuvo Chowdhury, an undocumented Bangladeshi migrant to Malaysia, said that many like him were fearing arrest and went into hiding.

Local media reported that law enforcement agencies of Malaysia, including Kuala Lumpur City Hall, the city council well known as DBKL, on Thursday detained the 162 migrant construction workers from a construction site in Jalan Bukit Kiara in Kuala Lumpur.

The DBKL, which administers the city of Kuala Lumpur, in a Facebook page statement said that 162 foreign workers employed in construction sector were detained for not having any valid documents. Of the detainees, 118 are Bangladeshi, 23 Myanmarese, 11 Indonesian and 10 Pakistani workers.

Labour minister at the Bangladesh High Commission in Malaysia Nazmus Sadat Salim said that they heard the news of arrests informally as the people were taken in custody on a holiday.

'We were not informed of anything officially by the government. We will try to learn more on Monday,' he said.

Malaysia usually informs relevant authorities of foreign national detention details within 14 days of the detention, he added.

The Royal Malaysian Police, Construction Industry Development Board, Fire and Rescue Department, Solid Waste Management and Public Cleansing Corporation, Department of Occupational Safety and Health Malaysia and Immigration Department too joined the operation conducted by the DBKL.

The DBKL said that the drive would be continued to detain illegal immigrants across the federal territory of Kuala Lumpur as per parliamentary constituencies.

Malaysia is presently a major destination for Bangladeshi workers as in the past four months more than 1,00,000 workers, some 25 per cent of the total labour migration from Bangladesh, went to the Southeast Asian country, according to the Bureau of Manpower, Employment and Training.

Malaysia was also one of the top destination countries for Bangladeshi migrant labour until September 2018 when migration to that country was suspended due to huge corruption in the recruitment process.

The suspension lasted for more than three and a half years until August 8, 2022.

The migration process resumed after Malaysia and Bangladesh signed an MoU in December 2021 to reopen the market for Bangladeshi workers.

According to BMET, more than 12 lakh workers have so far migrated to Malaysia from Bangladesh.

The Financial Express Tuesday | May 30, 2023

EPZ battery makers seek 15pc cash incentives to boost export

FE REPORT

Accumulator battery manufacturers in Export Processing Zones (EPZs) have sought a 15 per cent cash incentive on the export of such batteries, aiming to promote the local sector and encourage exports, sources said.

The export earnings of such batteries produced under the EPZ were reduced by around 50 per cent last year due to the deprivation of the existing export incentive offer, they added.

To this effect, President of the Accumulator Battery Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh (ABMEAB) Munawar Misbah Moin in a letter has requested the Ministry of Commerce to take the necessary steps regarding the issue.

The battery-makers want the export incentive facility to be subject to a 20 per cent local value addition, which is being produced in EPZs and also the items that are being exported.

According to the sector people, despite having huge potential in international markets, including Malaysia, Dubai, and Thailand, the sector cannot survive without policy support.

Recently, Nepal has imposed a 100 per cent assessment value on battery imports from Bangladesh and China. However, it has exempted neighbouring country India from this assessment, the letter said.

As a result, the export shipments of the item to Nepal are being largely hampered due to the imposed value, battery-makers claimed.

Accumulator battery producers in EPZs are being deprived of the existing cash incentive facility, despite accounting for 90-95 per cent of the total export volume of the product. As a result, they are falling behind in the export market due to the lack of facilities, read the letter.

On the other hand, producers outside the EPZ account for only 5.0 per cent of the export volume, but they enjoy a 15 per cent cash incentive for exporting the product. Their export growth is progressing because they receive this benefit.

The manufacturers under the EPZ have set a target to earn US$ 65 million in export earnings in the fiscal year 2025-26. They hope that the battery makers under the EPZ will be able to achieve this target by 2026 if the government provides the necessary policy and financial support, including cash incentives.

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ১৪ জৈ
২৮ মে ২০২৩

যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স বাড়ার কারণ খতিয়ে দেখার পরামর্শ সিপিডির

ভিসা নিষেধাজ্ঞা জাতির জন্য অপমানকর : অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার মধ্যপ্রাচ্য। সেখান থেকে রেমিট্যান্সও আসে সবচেয়ে বেশি। করোনার পর সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিক পাঠানো বৃদ্ধি পেলেও রেমিট্যান্স বাড়ছে না। অথচ সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, যা অস্বাভাবিক। পাচার হওয়া অর্থ আড়াই শতাংশ প্রণোদনা নিয়ে দেশে ফিরছে কি না, সে বিষয়টি সরকারকে খতিয়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। গতকাল শনিবার ধানমন্ডিতে সিপিডি কার্যালয়ে 'বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০২২-২৩ : তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা' শীর্ষক ব্রিফিংয়ে সার্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন সিপিডির সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

ফাহমিদা খাতুন বলেন, গত ১০ মাসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ৯ লাখ ২২ হাজার মানুষ বাড়তি গিয়েছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরের ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) সৌদি থেকে ৩ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এলেও চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ে এসেছে ৩ দশমিক ০৪ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ শ্রমিক প্রেরণ বাড়লেও রেমিট্যান্স কমে গেছে। অন্যদিকে গত অর্থবছরের একই সময়ে (জুলাই-এপ্রিল) আমেরিকা থেকে রেমিট্যান্স এসেছিল ২ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন ডলার, চলতি বছরের একই সময়ে তা বেড়ে ৩ দশমিক ০৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ফাহমিদা খাতুন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে যারা যায় তাদের বেশির ভাগই 'হোয়াইট কলার জব' করে। অনেকেই ঘরবাড়ি ও জমিজমা বিক্রি করে দেশ থেকে টাকা নিয়ে চলে যায়। অনেক শিক্ষার্থীও সে দেশে আছে। তারা তো আর টাকা পাঠাতে পারে না। তাহলে বিপুল এ রেমিট্যান্স আসছে কোথা থেকে। তিনি বলেন, এর একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে এমন—যেখান থেকে টাকাটা পাচার হয়েছে সেটা আবার রেমিট্যান্স হয়ে দেশে ফেরত আসছে। রেমিট্যান্সের ওপর যে আড়াই শতাংশ ইনসেনটিভ বা সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে সেটার সুযোগ নেওয়া হচ্ছে। কর্তৃপক্ষকে আরো গভীরে গিয়ে বিষয়টির অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এ বিষয়ে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, মধ্যপ্রাচ্য থেকে রেমিট্যান্স কমে গেলেও স্বর্ণ আসছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, বার্ষিক চাহিদার চেয়ে বেশি স্বর্ণ দেশে আসছে। অর্থাৎ রেমিট্যান্স এখন স্বর্ণ আকারে আসছে কি না সেটাও দেখতে হবে। এগুলো রেমিট্যান্স আকারে এলে রিজার্ভ বাড়ত।

অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে ফাহমিদা খাতুন বলেন, সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে এমন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের শুল্ক সাময়িকভাবে কমানো হলে তারা স্বস্তি পাবে। সেক্ষেত্রে বাজার মনিটরিং প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম নিম্নমুখী হলেও দেশের বাজারে এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, দরিদ্রদের প্রত্যক্ষ সহায়তার আওতা বাড়ানো দরকার। সঠিক ব্যক্তিরা সহায়তা পাচ্ছে কি না, সেটাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। রপ্তানি বৃদ্ধির হার ইতিবাচক নয়। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হচ্ছে। লক্ষ্যপূরণ করতে হলে মে ও জুন মাসে তা ৪১ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে হবে। যেটা খুবই কষ্টসাধ্য। তাছাড়া তৈরি পোশাকবহির্ভূত পণ্য কম রপ্তানি হচ্ছে। টাকার অবমূল্যায়নের কারণে প্রতিযোগিতা বাড়ছে।

ডলারের দরবৃদ্ধির বিষয়ে ফাহমিদা খাতুন বলেন, বাজারভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করা উচিত। এটি অনেক আগেই করা দরকার ছিল। আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ টাকাকে শক্তিশালী রাখতে চেয়েছি। গত বছরের মার্চ-এপ্রিলের দিকে প্রতি ডলারের দাম ছিল ৮৬ টাকা। ইউক্রেন যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এসব কারণে স্থানীয় বাজারে ডলারের সরবরাহে টান পড়ে। ফলে ডলারের দাম বাড়তে থাকে। সবশেষ ১০৮ টাকায় ডলার বিক্রি হচ্ছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে এর বেশি দামেও ডলার বিক্রি হতে দেখা গেছে। এদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) মুদ্রা বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করার শর্ত দিয়েছে। আগামী জুলাইয়ের মধ্যে তা করা হবে বলে সরকারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দিলে প্রতি ডলারের দাম ১০৫ টাকা থেকে ১১৬ টাকার মধ্যে থাকবে, যার সঙ্গে বর্তমান দরের খুব বেশি পার্থক্য নেই। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পদক্ষেপ নিতে পারে।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ডলারের সংকট কমেনি বরং আরো বেড়েছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর পেমেন্ট আটকে আছে। ডেফার্ড বা বকেয়া দায় রিজার্ভ থেকে বাদ দিলে প্রকৃত রিজার্ভ আরো কমে আসবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জ্বালানি তেলের দাম এখন লিটারে ৫-১০ টাকা কমানো যায়: সিপিডির বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, অকটেন, পেট্রোল, ডিজেলসহ জ্বালানি তেলে গ্রাহক পর্যায়ে প্রতি লিটারে এখন ৫ থেকে ১০ টাকা কমানোর সুযোগ রয়েছে আছে।

এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, মার্কিন সরকারের নতুন ভিসা-নীতি শুধু নাগরিক হিসেবে নয়, দেশের জন্যও অপমানজনক। অর্থনীতিতে এর কোনো প্রভাব পড়বে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, একক দেশ হিসেবে সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু সেখানে ইউরোপের মতো সুবিধা পাওয়া যায় না। শুল্ক দেওয়ার পরেও বাংলাদেশি পণ্যের সবচেয়ে বড় গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। এ বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১৮ বৈশাখ ১৪৩০
Dhaka : Monday 1 May, 2023

সিরাজগঞ্জে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বহুলী ইউনিয়নের বাগডুমুর গ্রামে ধান কাটিতে গিয়ে বর্জ্রপাতে ২ কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলো-ওই গ্রামের কৃষক মালেক (৫০) ও সোলেমান (৪২)। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক শোকের ছায়া নেমেছে।

স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ফরহাদ হোসেন জানান, গত শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে শুরু হয় কালবৈশাখী ঝড়। সেইসাথে শুরু হয় কালো মেঘের তর্জন গর্জন ও বৃষ্টিপাত শুরু হয়। এ মেঘের তর্জন গর্জনের ওই ২ কৃষক মাঠে ধান কাটছিল। এ সময় বজ্রপাতে ওই ২ কৃষক ঘটনাস্থলেই মারা যায়। সোলেমান কৃষক মালেকের দিনমজুর হিসেবে কাজ করছিল।

উল্লাপাড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ)

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ধানক্ষেতের শ্যালো মেশিনে পানি সেচ করতে গিয়ে ইউসুফ (৩০) নামের এক যুবক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন। শুক্রবার ভোরে উল্লাপাড়া উপজেলার লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়নের নাদা গ্রামের রাসেলের শ্যালো মেশিন ঘর থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ইউসুফ একই গ্রামের রহিম উদ্দিন সরদারের ছেলে এবং সে ওই শ্যালো মেশিনের ড্রাইভার ছিল। নিহতের পিতা আব্দুর রহিম জানান, বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার নাদা গ্রামে রাসেলের শ্যালো মেশিনে পানি সেচ করতে যায় তার ছেলে ইউসুফ। ধারণা করা হচ্ছে, রাতের কোন এক সময়ে সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছে।

প্রথম আলো • বুধবার, ৩ মে ২০২৩

১০ জেলায় নিহত ২০

সড়ক দুর্ঘটনা

প্রথম আলো ডেস্ক

প্রতিদিনের মতো ছয় বছরের মেয়ে নিশি আক্তারকে স্কুলে পৌঁছে দিতে বের হয়েছিলেন শান্তা বেগম (২৬)। কিন্তু মা-মেয়ের কারোরই স্কুলে পৌঁছানো হলো না। বাসচাপায় প্রাণ গেছে দুজনেরই। গতকাল মঙ্গলবার নরসিংদীর রায়পুরায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে সীতাকুণ্ডে গতকাল এসএসসি পরীক্ষার্থী মেয়েকে কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হন বাবা লোকমান হাকিম (৫০)। এ ছাড়া গত সোমবার ভোর থেকে গতকাল মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত আরও আট জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন ১৭ জন।

রায়পুরার পল্লী বিদ্যুৎ কার্যালয় এলাকায় মেয়েকে নিয়ে থাকতেন শান্তা। স্থানীয় একটি কিন্ডারগার্টেনে প্লেতে পড়ত নিশি। তাকে নিয়ে গতকাল সকালে মরজাল বাসস্ট্যান্ডের কাছে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন শান্তা। এ সময় একটি বাস তাঁদের চাপা দেয়।

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে এসএসসি পরীক্ষার্থী মেয়েকে কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে বানুরবাজারে বাসের ধাক্কায় নিহত হন মোটরসাইকেল আরোহী লোকমান। এদিকে রাউজানের এয়াছিনশাহ সড়কে গতকাল গাড়ির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী মো. আলমগীর (৪০) নিহত হন।

যশোরের কেশবপুরে যশোর-সাতক্ষীরা সড়কের আলতাপোল বুজতলা এলাকায় সোমবার সন্ধ্যায় দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে বাবা-ছেলেসহ তিনজন নিহত হন। তাঁরা হলেন খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার বেতা গ্রামের জাহাঙ্গীর জোয়ারদার (৪০) ও তাঁর ছেলে মোস্তাইন জোয়ারদার (১৭) এবং অপর মোটরসাইকেলের চালক মো. মোস্তফা (২২)।

সিলেটের জকিগঞ্জে সিলেট-জকিগঞ্জ সড়কের গঙ্গাজল এলাকায় গতকাল দুপুরে ট্রলির ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার আরোহী এক শিশু নিহত হয়। নিহত মাহফুজ আহমদ (৯) উপজেলার ঘেছুয়া গ্রামের জমিল আহমেদের ছেলে।

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে গত সোমবার বিকেলে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের রয়হাটি জোড়া ব্রিজ এলাকায় বাসের ধাক্কায় অ্যাম্বুলেন্সের তিন আরোহী নিহত হন। তাঁদের দুজন হলেন পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জের মোস্তাফিজুর রহমানের স্ত্রী রানু বেগম (৩০) ও মানিক উদ্দিনের ছেলে মশিউর রহমান (৪৪)। নিহত অন্যজনের পরিচয় জানা যায়নি। এদিকে সোমবার বেলা ১১টার দিকে একই মহাসড়কের ষোলমাইল এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় শিশু মাহিম (৯) নিহত হয়।

পাবনার সাঁথিয়ার কাশিনাথপুর-ঢাকা মহাসড়কের সাঁটিয়াকোলায় গতকাল বেলা ১১টার দিকে বাস ও শ্যালো ইঞ্জিনচালিত করিমনের সংঘর্ষে করিমনের চালক জুয়েল মৃধা (২৪) ও সহকারী সুরুজ খান (২০) নিহত হন। এদিকে পাবনা সদরের পাবনা-ঢাকা মহাসড়কের পুষ্পপাড়া এলাকায় বাসের ধাক্কায় মিতু খাতুন (১৮) নামের একজন নিহত হন। তিনি পাবনা ইসলামিয়া কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন।

পিরোজপুরের নাজিরপুরে পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের নতুন রাস্তা এলাকায় গতকাল সকালে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী মাহামুদুল হাসান (২৭) নামের এক মাদ্রাসাশিক্ষক নিহত হন।

কক্সবাজারের কুতুবদিয়ার লেমশিখালীতে গতকাল সকালে লবণভর্তি মাহিন্দ্রা উল্টে চালক নিহত হয়েছেন। নিহত গোলাম মোহাম্মদ নাঈম (৩৫) কৈয়ারবিলর মিয়াজির পাড়ার মোহাম্মদ জমিরের ছেলে।

মাদারীপুরের শিবচরে পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেসওয়েতে সোমবার ভোরে থেমে থাকা ট্রাকে আরেকটি ট্রাকের ধাক্কায় দুজন নিহত হন। নিহত বশির হাওলাদার (৩৫) বরিশালের বাকেরগঞ্জের বাসিন্দা ও থেমে থাকা ট্রাকের চালক। নিহত অন্যজন মো. সুজন মিয়া (২৫) যশোরের কোতোয়ালির বাসিন্দা ও ধাক্কা দেওয়া ট্রাকের চালকের সহকারী।

রাজবাড়ী সদরের ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের নারাপচা সেতু এলাকায় থ্রি-হুইলার উল্টে চালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত মিলন মণ্ডল (৩২) উপজেলার ধুলদী জয়পুর গ্রামের আবদুল কাদের মণ্ডলের ছেলে।

সময়ের আলো
বুধবার। ৩ মে ২০২৩।

বন্য হাতির আক্রমণে আরও একজনের মৃত্যু

শেরপুর প্রতিনিধি

শেরপুরের শ্রীবরদী সীমান্তে বন্য হাতির আক্রমণে আবদুল হামিদ (৫৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার রাণীশিমুল ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী হাতিবর টিলাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আবদুল হামিদ ওই এলাকার ছামেদ আলীর ছেলে বলে জানা গেছে। নিহতের পরিবারকে নিয়ম অনুযায়ী সহায়তা করা হবে বলে নিশ্চিত করেন শ্রীবরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইফতেখার ইউনুস। এর আগে শনিবার নালিতাবাড়ী সীমান্তে ফসল বাঁচাতে গিয়ে হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে বিজয় সাংমা নামে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর এক কৃষক মারা যান।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২০ বৈশাখ ১৪৩০
৩ মে ২০২৩

গাজীপুরে কারখানায় গ্যাসলাইনে বিস্ফোরণ ১৬ শ্রমিক আহত

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুর থানার দক্ষিণ জরুন এলাকায় একটি পোশাক কারখানায় গ্যাসলাইন লিকেজ হয়ে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ঐ কারখানার কমপক্ষে ১৬ জন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। সোমবার সকালে জরুন এলাকায় মণ্ডল গ্রুপের কটন ক্লাব বিডি কারখানায় এ ঘটনা ঘটেছে।

বিস্ফোরণের ফলে আগুনে দগ্ধ হয়ে আহতরা হলেন ক্লিনার ফজলু (৫৫), নিরাপত্তা কর্মী সোহেল (২৫), চান মিয়া (২৮), সুইং অপারেটর সবুর (৩০), নিরাপত্তা ইনচার্জ কামাল (৫২), আবুল হোসেন (৪০), ইলেকট্রিসিয়ান আরিফুল ইসলাম (২৫), রাকিব (৩৫), রাসেল (৩৫), রাকিব (৩০), লাইন চিফ হারুন-অর রশীদ (৩৫), মানবসম্পদ অফিসার তসিরুল (৪০), স্যাম্পলম্যান আল-আমিন (৩০), কোয়ালিটি ব্যবস্থাপক আসলাম হোসেন (৩৫), ডেইলি লেবার ফজলুল হক (৩৫), খোকন (৩০) এবং আব্দুল হক (৩০)। তাদের ঢাকা মেডিক্যাল ও শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২০
৩ মে ২০২৩

এক্সপ্রেসওয়েতে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে চালকসহ নিহত ২

শিবচর ও টেকেরহাট (মাদারীপুর) সংবাদদাতা

যাত্রাবাড়ী-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের মাদারীপুরের শিবচরের বাখরেরকান্দিতে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে ট্রাকচালক বশির হাওলাদার (৩৫) এবং হেলপার সুজন (২৫) নিহত হয়েছেন। সোমবার ভোরে এক্সপ্রেসওয়ের শিবচরের মাদবরেরচর ইউনিয়নের বাখরেরকান্দি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শিবচর হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক আব্দুল্লাহ হেল বাকী এ তথ্য নিশ্চিত করেন। শিবচর হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বরিশালের বাকেরগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা বাঙ্গিবাহী ট্রাকটি এক্সপ্রেসওয়ের বাখেরেরকান্দি এলাকায় নষ্ট হলে ট্রাকের চালক বশির ট্রাকের নিচে গিয়ে ত্রুটি মেরামত করছিলেন। এ সময় যশোর থেকে ছেড়ে আসা আমবাহী অপর একটি ট্রাক পেছন থেকে ঐ ট্রাকটিকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই ট্রাকের নিচে থাকা চালক বশির এবং অপর ট্রাকের চালকের সহকারী সুজন নিহত হন।

কালের কণ্ঠ
৩ মে ২০২৩ । ২০ বৈশাখ ১৪৩০
১১ শাওয়াল ১৪৪৪

একই পরিবারের সাত সদস্যসহ দগ্ধ ২৮

ঢাকা-গাজীপুরে গ্যাস বিস্ফোরণ

- গাজীপুরে পোশাক কারখানায় বিস্ফোরণে দগ্ধ ১৯
- পুরান ঢাকার গেণ্ডারিয়ায় বিস্ফোরণে দগ্ধ ৯
- এক বছরে গ্যাস বিস্ফোরণ ৭৯৫
- চলতি বছরও কয়েকটি বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে

রেজোয়ান বিশ্বাস ও সজীব আহমেদ ▷

রাজধানী ঢাকা ও গাজীপুরে একই দিন গত সোমবার তিতাসের গ্যাস সরবরাহলাইনে বিস্ফোরণের ঘটনায় একই পরিবারে সাতজনসহ ২৮ জন দগ্ধ হয়েছে। আহতদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের বার্ন ইউনিট এবং শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল ও দগ্ধ ব্যক্তিদের স্বজনদের সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।

এ বিষয়ে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সমন্বয়ক ডা. সামন্ত লাল সেন বলেন, 'গাজীপুর থেকে দগ্ধ হয়ে আমাদের এখানে ১১ জন এসেছে। ঢাকা মেডিক্যালের বার্ন ইউনিটে আটজন চিকিৎসাধীন। আমরা তাদের পর্যবেক্ষণে রেখেছি।'

দগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ঢাকা মেডিক্যালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন আটজন হলেন তৌসিফ (৩২), আরিফ (২২), আবুল হোসেন (৫৬), রাকিব (৪০), বাবুল (৩৫),

রাজধানীর গেণ্ডারিয়ায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ছবি : কালের কণ্ঠ

অভিমত

তিতাস কর্তৃপক্ষের কাছে জবাব চাওয়া দরকার

অধ্যাপক বদরূল ইমাম

তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে অবহেলার কারণে গ্যাসলাইন থেকে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। তা না হলে গ্যাস থেকে একটি শহরে এত দুর্ঘটনা ঘটবে কেন? পৃথিবীর কোনো শহরেই এভাবে ঘন ঘন দুর্ঘটনা ঘটছে না। অথচ তিতাস গ্যাসের কারণে এখন নাগরিকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এবং শহর খুবই অনিরাপদ হয়ে পড়ছে।

গ্যাসের সঞ্চালন লাইনগুলো ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও মেরামত করা হচ্ছে না। বরং অবৈধ সংযোগ দিতে

একই পরিবারের সাত সদস্যসহ দগ্ধ ২৮

শরিফুল (৩৫), রাশেদ (৩৪) ও রফিকুল ইসলাম (৩০)।

বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন ১১ জন হলো মো. সবুর (৩৫), আসলাম শিকদার (২৮), ফজলুল হক (৫২), ফজলু (৫১), সোহেল রানা (৩০), চান মিয়া (৫০), শাহবুল হাসান (৩৫), হৃদয় (১৭), মো. খোকন (৪৫), আল আমিন গাজী (৩৪) ও আব্দুল হক (৬০)।

গাজীপুরে বিস্ফোরণে দগ্ধ ১৯ : গত সোমবার সকাল ৯টার দিকে গাজীপুরের কাশিমপুর এলাকার কোনাবাড়ীর জরুন বাজারে কটন ক্লাব গার্মেন্টের সামনে গ্যাসলাইনের বিস্ফোরণে ১৯ জন দগ্ধ হয়।

বিস্ফোরণের ঘটনার বিষয়ে তিতাসের সিস্টেম অপারেশন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী আবদুল মোমেন তালুকদার গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গ্যাস সরবরাহ কক্ষ থেকে সেফটি রিলিজ ভাল্‌ভ দিয়ে অতিরিক্ত প্রেশারে দীর্ঘ সময় গ্যাস বের হয়ে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।'

দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে, বিস্ফোরণ ঘটা কক্ষের বাইরে কাচ, উড়ে যাওয়া দেয়ালের ইট ছড়িয়ে আছে। কক্ষটির পেছনের দেয়ালের ওপরের অংশ উড়ে গেছে। মেঝেতে সিমেন্ট আর বালু মেশানো পাওয়া গেছে।

কারখানার মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) প্রকৌশলী আমিনুল ইসলাম জানান, মে দিবসের ছুটির কারণে সোমবার কারখানা বন্ধ ছিল। পরদিন বিদেশি বায়ার আসার কথা ছিল। এ জন্য নিরাপত্তাকর্মী ছাড়াও কয়েকজন বৈদ্যুতিক ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগের এবং ডেইলি লেবার সকাল থেকে কারখানায় কাজ করছিলেন। ৯টার দিকে গ্যাসলাইনের মিটার রেগুলেটরি (আরএমএস) রুমে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ওই রুম ও পাশের স্টোররুমে আগুন ধরে যায়। আরএমএস রুমের পেছন দিকের দেয়াল উড়ে যায়। দগ্ধ হন ১৯ শ্রমিক। তাঁদের প্রথমে নগরীর কোনাবাড়ীর একটি ক্লিনিকে, পরে সেখান থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়।

তিতাস গ্যাসের গাজীপুর বিপণন অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মো. শাহাজাদা ফরাজি কালের কণ্ঠকে জানান, কারখানা কর্তৃপক্ষ বলছে, আরএমএস রুমের পাশে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলছিল। অতিরিক্ত চাপে সেফটি ভাল্‌ভ দিয়ে জমা থাকা গ্যাস বেরিয়ে ওয়েল্ডিং স্পার্কের সংস্পর্শে এসে প্রথমে বিস্ফোরণ ঘটে এবং এরপর আগুন ধরে যায়।

উপমহাব্যবস্থাপক বলেন, গ্যাসের চাপে বিস্ফোরণের সুযোগ নেই। কারণ সেফটি বাল্ব চাপের কারণে আসা অতিরিক্ত গ্যাস বের করে দেয়। ওই গ্যাস আরএমএস রুমের পাশে জমা ছিল সন্দেহ করা হচ্ছে। আরএমএস রুমে অগ্নিকাণ্ডের কথা বললেও সেখানে একটি মাত্র সিল পুড়ে যাওয়া ছাড়া সব কিছু অক্ষত পাওয়া গেছে। মেঝেতে থাকা নির্মাণসামগ্রী কেন রাখা হয়েছে তদন্তে তা বের হয়ে আসবে।

গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন জানান, আরএমএস রুমের সেফটি রিলিজ বাল্ব দিয়ে অতিরিক্ত প্রেসারে গ্যাস বের হয়ে আগুন ধরে যায়। মে দিবসের কারণে কারখানা বন্ধ থাকায় গ্যাস লাইনে চাপ বেড়ে আরএমএস কক্ষের একটি বাল্ব লিকেজ থেকে ওই বিস্ফোরণ ঘটে।

ঢাকার গেণ্ডারিয়ায় দগ্ধ ৯ : ওই ঘটনার আধাঘণ্টা পর সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পুরান ঢাকার গেণ্ডারিয়া ধুপখোলা এলাকায় ওয়াসার নতুন পাইপলাইন সংযোজন করার সময় গ্যাসের পাইপ লাইন বিস্ফোরণে একই পরিবারের সাতজনসহ ৯ জন দগ্ধ হন।

এ ব্যাপারে ডা. সামন্ত লাল সেন বলেন, 'গেণ্ডারিয়ায় দগ্ধ তিনজন আমাদের বার্ন ইনস্টিটিউটে এবং বাকি ছয়জন ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তি।'

এদের মধ্যে একই পরিবারের সাতজন হলেন আব্দুর রহিম, তাঁর মেয়ে মিম আখতার, নাতি আলিফ, ছেলে মেহেদী হাসান, মিমের ভাই মিজানুর রহমান, চাচাতো ভাই রাশেদ মিয়া ও বিয়াই আলী হোসেন। বাকি তিনজন হলেন মো. সোহেল, সাহারা বেগম ও মিজানুর রহমান। গতকাল শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ বার্ন ইউনিটে গিয়ে দেখা যায়, প্রত্যেকের শরীর ব্যান্ডেজে মোড়ানো এবং তাঁরা সবাই যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন।

ধুপখোলা এলাকায় বিস্ফোরণের বিষয়ে তিতাস গ্যাসের জরুরি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মো. শাখাওয়াত হোসেন গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ওয়াসার ঠিকাদারি এক প্রতিষ্ঠান পানির লাইনের কাজ করার সময় গ্যাসের পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গ্যাস বের হচ্ছিল। কিন্তু ওয়াসা থেকে তিতাসকে এ বিষয়ে জানানো হয়নি। এতে সেখানে গ্যাস জমে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে তিতাসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে যান এবং পাইপলাইন মেরামত করেন।'

এক বছরে গ্যাস বিস্ফোরণ ৭৯৫ : ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানিয়েছে, গত এক বছরে, অর্থাৎ ২০২২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে ২৪ হাজার ১০২টি অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে গ্যাস সরবরাহ লাইনে আগুন থেকে ঘটেছে ৭৯৫টি ঘটনা। তবে এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে ৯ হাজার ২৭৫টি। এর মধ্যে স্থিরবিদ্যুৎ থেকে ১৯টি, সিলিন্ডার ও বয়লার বিস্ফোরণ থেকে ঘটেছে ৯৪টি অগ্নিকাণ্ড। চুলা থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে তিন হাজার ৩৬৮টি, যার বেশির ভাগই গ্যাস ও ইলেকট্রিক চুলা থেকে। এ ছাড়া চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বড় অগ্নিকাণ্ডে অনেক প্রাণহানীর ঘটনা ঘটে।

চলতি বছরের বড় ঘটনা : চলতি বছরও এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গত মার্চ মাসেই তিনটি বড় দুর্ঘটনা ঘটে। গত ৭ মার্চ রাজধানীর সিদ্দিকবাজারে সাততলা একটি ভবনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ২৫ জনের মৃত্যু হয়। আহত হন দেড় শতাধিক মানুষ। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা গ্যাস থেকে হয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিসের তদন্ত কমিটি। সিদ্দিকবাজারের ক্যাফে কুইন ভবনের নিচে ছিল গ্যাসের লাইন। সেখানে পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন ছিল না। তাই লাইনের লিকেজ থেকে বের হওয়া গ্যাস জমা হয়ে যায়। সেই গ্যাস থেকেই শর্টসার্কিট বা দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালানোর মধ্য দিয়ে হয় বিস্ফোরণের সূত্রপাত।

এর মাত্র দুই দিন আগে ৫ মার্চ রাজধানীর ধানমণ্ডির সায়েন্স ল্যাব এলাকায় একটি ভবনে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ ছয়জন মারা গেছেন। ৪ মার্চ বিকেলে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের সীমা অক্সিজেন প্লান্টে বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই ছয়জন নিহত হন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরো একজন মারা যান।

দেশ রূপান্তর
বুধবার
৩ মে ২০২৩, ২০ বৈশাখ ১৪৩০

দুই দিনে সড়কে ঝরল ১৭ প্রাণ

রূপান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় দেশের বিভিন্ন স্থানে গত দুদিনে ১৭ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার পাবনা, চট্টগ্রাম, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নরসিংদী ও পিরোজপুরে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন নয়জন। আর সোমবার ভোররাত থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর ও যশোরে নিহত হয়েছেন আরও আটজন। এসব দুর্ঘটনায় দুজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। দেশ রূপান্তরের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো তথ্যে বিস্তারিত–

যশোরে নিহত ৩ : জেলার কেশবপুরে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে বাবা-ছেলেসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। গত সোমবার রাত ৮টার দিকে কেশবপুর-চুকনগর মহাসড়কের বুজতলা নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার বেতগ্রামের আবদুল মান্নানের ছেলে জাহাঙ্গীর জোয়ার্দার ও তার ছেলে মোস্তাইন (২২) এবং একই উপজেলার মালগ্মী গ্রামের আবদুস সাত্তারের ছেলে মোস্তফা (২২)।

কেশবপুর থানার ওসি মফিজুল ইসলাম জানান, দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে বাবা-ছেলে এবং কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার পর মোস্তফার মৃত্যু হয়।

সিরাজগঞ্জে বাস-অ্যাম্বুলেন্স মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩ : জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার ঘুড়কা ইউনিয়নের ঘুড়কা রয়হাটি জোড়া ব্রিজ এলাকায় সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বাস ও অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের তিনজন নিহত ও চালকসহ দুজন আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা নিহতদের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান। আহতদের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতরা সবাই অ্যাম্বুলেন্সের যাত্রী। নিহতরা হলেন– পঞ্চগড় জেলার দেবিগঞ্জ থানার লক্ষ্মীরহাট গ্রামের মানিক উদ্দিনের ছেলে মশিউর রহমান (৪০), আবদুল বাতেন (৪০) ও মেয়ে রানু আক্তার (২২)।

হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ওসি বদরুল কবির জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বগুড়াগামী একটি যাত্রীবাহী বাস রায়গঞ্জ উপজেলার ঘুড়কা রয়হাটি এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

শিবচরে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে নিহত ২ : ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের মাদারীপুরের শিবচরে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে বশির হাওলাদার (৩৫) নামে ট্রাকচালক ও সুজন (২৫) নামে এক হেলপার নিহত হয়েছেন। সোমবার ভোররাতে এক্সপ্রেসওয়ের শিবচরের মাদবরেরচর ইউনিয়নের বাখরেরকান্দি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত বশির বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার শ্যামপুর এলাকার মৃত্যু রশিদ হাওলাদারের ছেলে ও সুজন যশোর জেলার কোতোয়ালি থানার বেথুটিয়া সজলপুর এলাকার মো. মিজানের ছেলে। শিবচর হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক আবদুল্লাহ হেল বাকি সকাল ৭টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

সীতাকুণ্ডে নিহত ১ : চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সড়ক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার ভাটিয়ারী ইমামনগর স্কুলের সামনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আরেকটি প্রাইভেট কারকে ধাক্কা দেয়। পরে প্রাইভেট কারটি একটি মোটরসাইকেলে ধাক্কা দিলে তার আরোহী লোকমান হোসেন নামে এক ব্যক্তি নিহত হন।

ঝিনাইদহে ট্রাকচাপায় নারী নিহত : মহেশপুর উপজেলায় ট্রাকচাপায় রাফেজা খাতুন (৫৫) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ওই উপজেলার ডাকবাংলা জামে মসজিদসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাফেজা একই উপজেলার বাগদিয়া আইট গ্রামের দেলোয়ার হোসেন স্ত্রী।

মাগুরায় ভ্যানচালক নিহত : সদর উপজেলার ইছাখাদা বাজার এলাকায় গতকাল দুপুরে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় আবুল হোসেন (৫০) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। মাগুরা সদর থানার ওসি শেখ সেকেন্দার আলী জানান, ইছাখাদা গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দা আবুল হোসেন দুপুরে মাগুরার-ঝিনাইদা সড়কের আলমখালী এলাকা থেকে নিজের ভ্যান চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে ইছাখাদা বাজারের অদূরে বিপরীত দিক থেকে আসা রয়েল পরিবহনের একটি বাস তাকে ধাক্কা দেয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ৩ মে ২০২৩

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক পোশাক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার চাপাইর ইউনিয়নের বিলবাড়িয়া এলাকায় সোমবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম ফরিদা বেগম। তিনি কালিয়াকৈর উপজেলার বিলবাড়িয়া এলাকার মুখছেদ হোসেনের স্ত্রী। কাজ করতেন টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার একটি পোশাক কারখানায়।

এলাকাবাসী জানান, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের ছুটি থাকায় পোশাক শ্রমিক ফরিদা পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সময় পার করছিলেন। দুপুরে ঘরের ভিতর মোটর চালু করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। স্থানীয় ইউপি সদস্য জোবায়ের পালোয়ান বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নারী পোশাক শ্রমিকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৪ মে ২০২৩,

মানিকগঞ্জ

বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

মানিকগঞ্জের শিবালয়ে বজ্রপাতে গোকল মোল্লা (৭০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকেলে গরুর ঘাস কেটে ফেরার পথে বজ্রপাতে নিহত হন তিনি। শিবালয় থানার ওসি শাহ নুরে আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গোকল মোল্লা শিবালয় উপজেলার বোয়ালীপাড়ার মৃত নাজিমুদ্দিনের ছেলে।

নিহত ব্যক্তির পরিবারের বরাতে শিবালয় থানা-পুলিশ জানায়, শিবালয় উপজেলার বোয়ালীপাড়া এলাকায় বিকেলে বাড়ির অদূরে মাঠ থেকে গরুর জন্য ঘাস কেটে বাড়ি ফিরছিলেন গোকল মোল্লা। এ সময় বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হয়। বজ্রপাতে গোকলের শরীর ঝলসে যায়। তাঁকে উদ্ধার করে শিবালয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন শিবালয় থানার ওসি শাহ নুরে আলম।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

প্রথম আলো • শনিবার, ৬ মে ২০২৩,

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দিনমজুরের মৃত্যু

গাজীপুরের টঙ্গীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সাদিকুল ইসলাম (৩৫) নামের এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে টঙ্গীর সাতাইশ শরিফ মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সাদিকুলের গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলায়। তিনি মা ও এক বোন নিয়ে টঙ্গীর খাঁপাড়া এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। টঙ্গী পশ্চিম থানা-পুলিশ জানায়, সাদিকুল ঘটনার সময় একটি মাদ্রাসার তিনতলায় ব্যানার লাগাচ্ছিলেন। ওই ভবনের পাশ দিয়েই বিদ্যুতের তাঁর গেছে। ওই ব্যানার টাঙানোর একপর্যায়ে ওই তারের সঙ্গে সংস্পর্শ এলে সাদিকুল নিচে পড়ে যান। ওসি মো. শাহ আলম বলেন, সাদিকুল ঘটনাস্থলেই মারা যান। তাঁর পুরো শরীর পুড়ে গেছে।

সংবাদদাতা, *গাজীপুর*

কালের কণ্ঠ
। বৃহস্পতিবার । ৪ মে ২০২৩

হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে আরেক কৃষকের মৃত্যু

হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ▷

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে বন্য হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে আরো এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার সীমান্তবর্তী গাজিরভিটা ইউনিয়নের কান্দাপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম ইদ্রিস মিয়া (৫০)। তিনি ওই এলাকার মৃত তৈমুর রহমানের ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন হালুয়াঘাট থানার ওসি শাহিনুজ্জামান খান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, খাবারের সন্ধানে প্রায় ৪০-৫০টি বন্য হাতির দল ধানক্ষেতে হানা দেয়। ফসল রক্ষায় গ্রামের মানুষ লাঠি-মশাল নিয়ে হাতির দলটিকে তাড়াতে ধাওয়া করেন। এ সময় দলবদ্ধ হাতির পাল থেকে একটি তেড়ে আসা হাতি ইদ্রিস মিয়াকে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে পদপিষ্ট করে ফেলে রেখে চলে যান। এর আগে গত ২২ মার্চ একই উপজেলার কৃষক ফরজুল ও কিশোর সুমন মিয়া হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা যান।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৪ মে ২০২৩
২১ বৈশাখ ১৪৩০

সৌদিতে দুর্ঘটনায় ভাঙ্গার যুবক নিহত

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) প্রতিনিধি

সৌদি আরবে পুরোনো ঘর ভাঙতে গিয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গার কাউলীবেড়া ইউনিয়নের পড়ারন গ্রামের হাবিবুর রহমান হাবিব (৩২) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টায় ১টি লোহারপাত ছিটকে হাবিবের মাথায় ঢুকলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর সংবাদ হাবিবের গ্রামের বাড়ি পৌঁছলে স্ত্রী ও বাবা-মাসহ আত্মীয়স্বজনরা কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং বারবার মূর্চ্ছা যান। হাবিব পড়ারন গ্রামের নুরুল হক খালাসির ছেলে। জানা যায়, ২০১৮ সালে হাবিবুর রহমান হাবিব সৌদি আরবের রিয়াদে পাড়ি জমান। সেখানে ৪ বছর চাকরি করে হাবিব বাংলাদেশে এসে ফের তিন মাস আগে সৌদি আরবে চলে যান। নিহতের বাবা নুরুল হক খালাসি জানান, আমার কলিজার টুকরা ছেলেকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও। প্রধানমন্ত্রী কাছে আকুল আবেদন দ্রুত আমার ছেলের লাশ বাংলাদেশে আনার ব্যবস্থা করে দিন।

The Financial Express Friday | May 5, 2023

Farmer electrocuted in Satkhira

A farmer died after being electrocuted in Bakchara area under Sadar upazila of Satkhira on Thursday. The farmer is Yakub Ali (50), hailed from the area. Local people said Yakub was electrocuted around 9:00 am while thrashing paddy by an electric motor. He was rushed to Satkhira Sadar Hospital where the duty doctor declared him dead. Officer-in-charge (OC) of Satkhira Sadar thana Abu Jihad Md Fakrul Alam confirmed the matter. — BSS

বণিক বার্তা
শুক্রবার, মে ৫, ২০২৩ ■ বৈশাখ ২২, ১৪৩০

তিন জেলায় বজ্রপাতে সাতজনের মৃত্যু

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বজ্রপাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জে তিন, নরসিংদীতে তিন, ও বগুড়ায় একজনসহ সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : জেলায় পৃথক বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকালে বৃষ্টির সময় সদর উপজেলার দেবীনগর, চরবাগডাঙ্গা ও শাহজাহানপুর ইউনিয়নে বজ্রপাতের এ ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রওশন আলী ও সদর মডেল থানার ওসি সাজ্জাদ হোসেন।

মৃতরা হলেন সদর উপজেলার দেবীনগর ইউনিয়নের হড়মা গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে ইসারুল (৪২), শাহজাহানপুর ইউনিয়নের নরেন্দ্রপুর ট্যাংড়াপাড়া গ্রামের মফিজ উদ্দিনের ছেলে মো. জাহাঙ্গীর (৩৫) ও চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়নের সোনাপট্টি গ্রামের ফরিদ উদ্দিনের ছেলে রফিকুল ইসলাম (৩৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বিকালে বৃষ্টি শুরু হলে ধান কাটা ফেলে মাঠ থেকে বাসায় ফেরার পথে বজ্রপাতে মারা যান চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়নের রফিকুল ইসলাম।

অন্যদিকে পদ্মা নদীতে মাছ ধরার সময় বৃষ্টি শুরু হলে বাসায় ফেরার পথে বজ্রপাত হলে মারা যান দেবীনগর ইউনিয়নের হড়মা এলাকার ইসারুল। তার চাচাতো ভাই শহিদুল ইসলাম জানান, বজ্রপাতের সময় ইসারুল নৌকাতেই অবস্থান করছিল। নৌকায় ইসারুলের ছেলে, ভাই ও ভাতিজা থাকলেও তার ওপর বজ্রপাত হয়েছে। ঘটনাস্থলেই ইসারুলের মৃত্যু হয়।

শাহাজাহানপুর ইউনিয়নে মারা যাওয়া জাহাঙ্গীরের প্রতিবেশী আব্দুল মজিদ জানান, জাহাঙ্গীরের বাড়ি নরেন্দ্রপুর নরেন্দ্রপুর ট্যাংড়াপাড়া হলেও বৃষ্টির কারণে তিনি চাঁদতারা মসজিদের পাশের একটি দোকানে আশ্রয় নেন। এ সময় বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি সাজ্জাদ হোসেন জানান, গতকাল বিকালে বৃষ্টি শুরু হওয়ার কিছু সময় পর সদর উপজেলার তিন ইউনিয়নে প্রায় একই সময়ে বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রওশন আলী জানান, উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করা হবে।

নরসিংদী : জেলার রায়পুরা উপজেলায় বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরো একজন। গতকাল বেলা ২টার দিকে উপজেলার লোচনপুর গ্রামে এ বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলেন উত্তর বাখরনগর ইউনিয়নের লোচনপুর গ্রামের জালাল উদ্দীনের ছেলে আফরান আহাদ (১৭) ও বাছেদ মিয়ার ছেলে রানা আহমেদ (২০)।

এলাকাবাসী জানান, গতকাল দুপুরে লোচনপুর গ্রামের আফরান আহাদ, রানা আহমেদ ও শিমন আহমেদ বাড়ির পাশে একটি গাছে আম পাড়তে গেলে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। এ সময় তারা গাছ থেকে নেমে বাড়ি ফেরার সময় বজ্রপাত হয়। এতে তিনজনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা আহত তিনজনকে উদ্ধার করে রায়পুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আফরান আহাদ ও রানা আহমেদকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্য আহত শিমন আহমেদকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নরসিংদী সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

রায়পুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক গাজী সিদ্দিক জানান, বজ্রপাতের ঘটনায় দুজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। শিমন নামের একজনকে আহত অবস্থায় নরসিংদী জেলা হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে জেলার বেলাব উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের চরলক্ষীপুর গ্রামের মাঠে কৃষিকাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে রেহেনা বেগম (৪০) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই গ্রামের তাজুল ইসলামের স্ত্রী। বেলাব থানার ওসি তানভীর আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বগুড়া : জেলার আদমদীঘিতে বজ্রপাতে ছোলায়মান আলী (৪৩) নামের এক কৃষি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বিকাল ৫টার দিকে উপজেলার কুন্দুগ্রাম ইউনিয়নের বাগিচাপাড়া গ্রামে ধানখেতে কাজ করার সময় এ বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া ছোলায়মান আলী কাহালু উপজেলার চকদাহা গ্রামের বাসিন্দা। আদমদীঘি থানার ওসি রেজাউল করিম রেজা বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ৫ মে ২০২৩,

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ

স্টিল কারখানায় চুল্লি বিস্ফোরণে ১ শ্রমিকের মৃত্যু, দগ্ধ আরও ৬

সংবাদদাতা, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে একটি স্টিল কারখানায় লোহা গলানোর সময় চুল্লি বিস্ফোরণে এক শ্রমিক মারা গেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে উপজেলার ভুলতা এলাকার রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেডের কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

চুল্লি বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে আরও ছয় শ্রমিক রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক বাচ্চু মিয়া বিষয়টি *প্রথম আলোকে* নিশ্চিত করেছেন।

নিহত শ্রমিকের নাম শঙ্কর (৪০)। দগ্ধ শ্রমিকেরা হলেন জুয়েল (২৫), রাব্বি (৩৫), ইব্রাহিম (৩৫), ইলিয়াস (৩৫), নিয়ন (২০) ও আলমগীর হোসেন (৩৩)। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।

শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন এস এম আইয়ুব হোসেন বলেন, দগ্ধ সাতজনের মধ্যে একজন মারা গেছেন। অন্য ছয় শ্রমিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের মধ্যে রাব্বির শরীরের ৯৮ শতাংশ; নিয়ন, জুয়েল ও ইলিয়াসের ৯৫ শতাংশ; আলমগীরের ৯০ শতাংশ এবং ইব্রাহিমের শরীরের ২৮ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।

বিকেলে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, কারখানাটি এখনো নির্মাণাধীন। পরীক্ষামূলকভাবে লোহা গলানোর কাজ করা হচ্ছিল। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে লোহা গলানোর চুল্লিতে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের পর গলিত উত্তপ্ত লোহা শরীরে পড়ে সাতজন গুরুতর দগ্ধ হন।

ঘটনার পর আড়াইহাজার ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। আড়াইহাজার ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা শহীদ আলম বলেন, বেলা সাড়ে তিনটায় ঘটনা ঘটলেও পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে ঘটনাটি পরে জানানো হয়। যেখানে ঘটনা ঘটেছে, সেখানে কোনো অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র দেখতে পাননি তাঁরা। শ্রমিকদের যে ধরনের নিরাপত্তার সরঞ্জাম ব্যবহার করার কথা, সেগুলো ব্যবহার করা হয়নি বলে কারখানা সূত্রে তিনি জানতে পেরেছেন।

কারখানার দুজন শ্রমিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, শ্রমিকদের নিরাপত্তার পোশাক দেওয়া হয় না।

সব অভিযোগ অস্বীকার করে রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেডের তত্ত্বাবধায়ক শফিকুল ইসলাম বলেন, ছয় মাস ধরে কারখানায় লোহা উৎপাদনের কাজ করা হচ্ছে। কারখানাটিতে সব ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা আছে। শ্রমিকেরাও সেফটি জ্যাকেট (নিরাপত্তা পোশাক) পরিহিত ছিলেন। তিনি বলেন, গলিত লোহার কারণে শ্রমিকেরা দগ্ধ হন।

শুক্রবার, মে ৫, ২০২৩ ■ বৈশাখ ২২, ১৪৩০ বণিকবার্তা

ঝিনাইদহে পিকআপচাপায় পাঁচ ভ্যানযাত্রী নিহত

তিন জেলায় সড়কে আরো ৩ প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পিকআপ ও ব্যাটারিচালিত ভ্যানের সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় ফরিদপুর, ময়মনসিংহের ভালুকা ও ঠাকুরগাঁওয়ে আরো তিনজনের প্রাণহানি হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঝিনাইদহ: জেলার কোটচাঁদপুরে ব্যাটারিচালিত ভ্যান ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই শিশুসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো তিনজন।

গতকাল সকাল সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার কোটচাঁদপুরে কাশিপুর পৌর কলেজের সামনে কোটচাঁদপুর-জীবননগর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বলাকান্দর গ্রামের শাহিন উদ্দিনের মেয়ে খুকু মণি (৭), একই উপজেলার শাহাপুর ঘিঘাটি গ্রামের মখলেছ উদ্দিনের ছেলে ভ্যানচালক সলেমান উদ্দিন (৬০) ও কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের রুবেল হোসেনের ছেলে রাফান (১১ মাস), শিউলী বেগম (৫৫) এবং অজ্ঞাতনামা আরো একজন।

কোটচাঁদপুর থানার ওসি মঈন উদ্দিন জানান, সকালে কালীগঞ্জ থেকে হতাহতরা ব্যাটারিচালিত ভ্যানে কোটচাঁদপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হন। আহত হন আরো পাঁচজন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থল থেকে তাদের উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সেখান থেকে চারজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসক। এর মধ্যে যশোর নেয়ার পর পরই একজনের মৃত্যু হয়। সন্ধ্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিউলী বেগম নামের আরো একজনের মৃত্যু হয়।

ভালুকা: ময়মনসিংহের ভালুকায় দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে ইমরান হোসেন (২৮) নামের এক পিকআপচালক নিহত হন। গতকাল সকাল ১০টার দিকে উপজেলার আমিতলী এলাকার কোকা কোলা কোম্পানির গেটের সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকালে ঢাকাগামী পিকআপটি মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কাভার্ড ভ্যানকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এ সময় পিকআপচালক ইমরান ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা মরদেহ উদ্ধার করে ভরাডোবা হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। নিহত ইমরান হোসেন নায়ারণগঞ্জ সদর উপজেলার হালিরটেক গ্রামের আঃ মতিন মিয়ার ছেলে।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার। ৪ মে ২০২৩

বেড়েছে সড়ক দুর্ঘটনা

কুমিল্লায় ১২ দিনে ঝরল ১৪ প্রাণ

জহির শান্ত কুমিল্লা

সম্প্রতি কুমিল্লায় সড়কে দুর্ঘটনার প্রবণতা বেড়েছে। কুমিল্লায় ঢাকা-চট্টগ্রাম, কুমিল্লা-সিলেট, কুমিল্লা-নোয়াখালী মহাসড়কসহ অন্যান্য সড়কে এসব দুর্ঘটনায় গত ১২ দিনে অন্তত ১৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম অংশে। মহাসড়কের এ অংশে ঈদুল ফিতরের আগের দিন থেকে এ পর্যন্ত ঝরে গেছে ৬টি প্রাণ। এ ছাড়া মুরাদনগরে দুজন, লালমাইয়ে দুজন, দাউদকান্দিতে দুজন, সদর উপজেলায় একজন ও চান্দিনায় একজন মারা গেছে এই সময়ে। ২১ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত ঘটে যাওয়া এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অর্ধশতাধিক মানুষ। আহতদের বয়ে বেড়াতে হচ্ছে অভিশপ্ত জীবন। সংশ্লিষ্ট থানা ও হাইওয়ে পুলিশ এসব দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির বিষয় নিশ্চিত করেছে।

সর্বশেষ বুধবার সকালেও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আমতলী এলাকায় শ্যামলী বাসের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন এক পথচারী। দুপুর পর্যন্ত তার নাম পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। তার আগের দিন মঙ্গলবার বিকালে একই মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম অংশে স্টারলাইন পরিবহনের বাসের চাপায় নিহত হয়েছেন এরশাদ (৩২) নামে এক দিনমজুর। এ ঘটনায় মহাসড়কে স্টারলাইন পরিবহনের ১৫টি গাড়ি আধা ঘণ্টা আটকে রাখে উত্তেজিত জনতা। একই সঙ্গে ওই পরিবহনের কাউন্টারে তালা ঝুলিয়ে দেয় তারা। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। চৌদ্দগ্রাম থানার ওসি শুভরঞ্জন চাকমা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর দুদিন আগেই গত শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে দাউদকান্দিতে গাড়িচাপায় প্রাণ হারিয়েছেন অজ্ঞাত আরেক নারী পথচারী। বুধবার পর্যন্তও তার নাম-পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ওসি মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, নিহত ওই নারীর পরিচয় শনাক্তে চেষ্টা চলছে এখনও।

তার আগের দিন শুক্রবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বাতিসা-কালিকাপুর এলাকায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ঝরে গেছে সাদেকা সারোয়ার রাইয়ান নামে ফেনী ক্যাডেট কলেজের এক ছাত্রীর প্রাণ। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন গাড়িতে থাকা তার মা মেজর শামীমা সুমি ও পিতা লে. কর্নেল গোলাম কিবরিয়া সারোয়ার এবং গাড়ির চালক উজ্জল খান।

এর আগের দিন বৃহস্পতিবার কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার কুটুম্বপুরে মহাসড়ক পারাপারের সময় বাসচাপায় মৃত্যু হয় নাজমা বেগম (৫০) নামে এক নারীর। তার আগের দিন বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে কুমিল্লার লালমাই উপজেলার হরিশ্চর-ভূশ্চি সড়কের কামারকুয়া বুশ মার্কেটের সামনে অটোরিকশার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হন জাহিদ হোসেন (২৭) নামে মোটরসাইকেলের চালক। আগের দিন মঙ্গলবার লালমাইয়ে বাসচাপায় মারা যান রাহুল সিংহ (৫৫) নামে এক গ্রাম পুলিশ। তিনি লালমাই উপজেলা কমপ্লেক্সে ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক সড়কের বাগমারা অশ্বখতলা উপজেলা কৃষি অফিসের সামনে এসে পৌছালে ঢাকা থেকে রায়পুরগামী ঢাকা এক্সপ্রেসের একটি বাস তাকে চাপা দেয়। দুর্ঘটনার পর কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এর আগে গত ২১ এপ্রিল শুক্রবার সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রামে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয় বাবা মেয়েসহ তিনজন। উপজেলার বাতিসা ইউনিয়নের কালিকাপুর ও দুপুরে ঘোলপাশা ইউনিয়নের সৈয়দপুর রাস্তার মাথায় দুর্ঘটনাগুলো ঘটে।

২৪ এপ্রিল সোমবার রাতে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে মাইক্রোবাস ও প্রাইভেট কারের চাপায় নিহত হয় শাওন (১২) নামে এক শিশু পথচারী। সেদিনের এ ঘটনায় আহত হয় আরও ৭ জন। উপজেলার ঘোলপাশা ইউনিয়নে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আমানগন্ডা বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। একই দিন দাউদকান্দির আমিরাবাদে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ওপর বাসচাপায় তানহা নামে ৭ বছর বয়সি এক শিশু ঘটনাস্থলেই মারা যায়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয় শিশুটির বাবা-মা। মোটরসাইকেলে দাউদকান্দির দিকে যাচ্ছিলেন তারা তিন জন।

এ ছাড়াও কুমিল্লার মুরাদনগরে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় ইমরুল কায়েস পিয়াস (৩১) নামে এক পুলিশ সদস্যসহ দুজন নিহত ও ৪ জন আহত হন। ২১ এপ্রিল সন্ধ্যায় উপজেলার নহল চৌমুহনী এবং ২২ এপ্রিল দুপুরে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের খোল্লার মোড় এলাকায় ওই দুর্ঘটনা দুটি ঘটে।

এদিকে হঠাৎ করে কুমিল্লায় সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। এ বিষয়ে নিরাপদ সড়ক চাই কুমিল্লা উত্তর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক লিটন সরকার বাদল বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে কুমিল্লায় সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মাঝের কিছুদিন কুমিল্লার সড়কে শৃঙ্খলা ছিল, দুর্ঘটনা ও প্রাণহানিও কম ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে দুর্ঘটনা আবার বেড়ে গেছে। বিশেষ করে ঈদের আগের দিন থেকে এ পর্যন্ত কুমিল্লার সড়কে প্রায় ১৪ জনের প্রাণহানির খবর আমরা পেয়েছি, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। দুর্ঘটনা প্রতিরোধে চালক ও পথচারী সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে। মনে রাখতে হবে–একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কুমিল্লার ময়নামতি ক্রসিং হাইওয়ে থানার ওসি মো. মিজানুর রহমান বলেন, দুর্ঘটনা প্রতিরোধে হাইওয়ে পুলিশ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। মহাসড়ককে মোবাইল ডিউটি বাড়ানো হয়েছে, চালকদের প্রশিক্ষণ ও তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রতি মাসে বিভিন্ন এলাকায় অন্তত ৪-৫টি করে আলোচনা সভা করা হচ্ছে চালকদের সঙ্গে। এ ছাড়াও প্রতিদিনই বিশেষ করে রাতের বেলায় গাড়ি থামিয়ে আমরা চালকদের বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছি, যেন কোনো প্রকার দুর্ঘটনা কিংবা প্রাণহানির ঘটনা না ঘটে। এ ছাড়াও পথচারীদেরও সতর্ক করা হচ্ছে; তারা যেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হুট-হাট সড়ক পারাপার না হয়, পদচারী সেতু ব্যবহার করে। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতার বিকল্প নেই।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ৫ মে ২০২৩,

তিন যানের সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

৫ জেলায় ১ দিনে সড়কে ঝরল ১০ প্রাণ। গতকাল ভোর সোয়া পাঁচটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের ৫ জেলায় ১ দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর সোয়া পাঁচটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে তিনটি যানের সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী, পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রের বরাতে প্রথম আলোর **নিজস্ব প্রতিবেদক** ও **প্রতিনিধি**দের পাঠানো খবর :

কোটচাঁদপুরে কালীগঞ্জ-কোটচাঁদপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের কাশিপুর পৌর ডিগ্রি কলেজের সামনে বেলা ১১টার দিকে ইঞ্জিনচালিত ভ্যান, মাইক্রোবাস ও কাভার্ড ভ্যানের সংঘর্ষে নিহত হন ৫ জন। তাঁরা হলেন কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গি গ্রামের তোরাব আলীর স্ত্রী শিউলী খাতুন (৫০), তাঁর নাতনি খুকুমনি (৭) ও একই এলাকার রুবেল হোসেনের ছেলে রাফান (২), কালীগঞ্জের ঘিঘাটি গ্রামের সলেমান আলী (৬২) ও একই উপজেলার মাজেদ শেখের ছেলে টিটু শেখ (৪০)।

এ দুর্ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন। কাভার্ড ভ্যানটি হাসপাতালের সার্জিক্যাল মালামাল নিয়ে কোটচাঁদপুর শহরে যাচ্ছিল। পথে ওই কলেজের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা মাইক্রোবাস ও একটি ইঞ্জিনচালিত ভ্যানের সঙ্গে এটির সংঘর্ষ হয়। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সলেমান আলী ইঞ্জিনচালিত ভ্যানটির চালক ও অপর চারজন এটির আরোহী ছিলেন।

ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট মহল্লার আলীপুর সেতুর কাছে দুপুরে ট্রাকচাপায় পলাশ শেখ (৪২) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি শহরের হাড়োকান্দি এলাকার মৃত মিলন ব্যাপারীর ছেলে। রাস্তা পার হওয়ার সময় মোটরসাইকেল ধাক্কা দিলে পলাশ রাস্তার ওপর পড়ে যান। এ সময় ট্রাকটি তাঁকে চাপা দেয়। এদিকে, বিকেলে সালথা উপজেলায় ট্রলি গাড়ি থেকে পড়ে মো. আয়নাল শেখ (৫০) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। তিনি পুটিয়া গ্রামের বাসিন্দা।

গোপালগঞ্জে কাশিয়ানীতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ফুকরা বাসস্ট্যান্ডের পাশে সকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগে। এতে খাদে পড়ে নিহত হন রফিকুল ইসলাম (৩৬) নামের মোটরসাইকেলটির আরোহী। তিনি খুলনার খালিশপুর প্লাটিনাম জুটমিল শ্রমিক কলোনীর আবদুর রহমানের ছেলে। এ ঘটনায় আহত হন মোটরসাইকেলের অপর আরোহী মো. জাহিদ হাসান। রফিকুল ও জাহিদ কক্সবাজারে ভ্রমণ শেষে খুলনা ফিরছিলেন।

ঠাকুরগাঁও সদরের ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় মহাসড়কের সালন্দর এলাকায় ভোরে গাছের সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কা লেগে এক গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। নিহত মো. মাসুদ (৩৪) সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার বাসিন্দা। এ ঘটনায় আরও তিনজন আহত হন। তাঁরা গরু কেনার জন্য পঞ্চগড় যাচ্ছিলেন।

কুড়িগ্রাম সদরের কুড়িগ্রাম-ভূরুঙ্গামারী মহাসড়কের ধরলা ব্রিজ এলাকায় বিকেলে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মো. হজরত আলী (৪৪) নামের একজন নিহত হয়েছেন। তিনি উলিপুরের দুর্গাপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা।

দেশ রূপান্তর শুক্রবার ৫ মে ২০২৩, ২২ বৈশাখ ১৪৩০

সড়কে প্রাণ গেল ১০ জনের

রূপান্তর ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন নিহত হয়েছে। এসব ঘটনায় আহত হয়েছে ৫৫ জন। এর মধ্যে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পিকআপ ভ্যান ও ব্যাটারিচালিত ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে দুই শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত সাতজন। গোপালগঞ্জের কাশিয়ানিতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খাদে পড়ে চালক নিহত ও এক আরোহী আহত হয়েছেন। তারা মোটরসাইকেলে খুলনা থেকে কক্সবাজার ভ্রমণে গিয়ে ফিরছিলেন। অন্যদিকে মুকসুদপুরে নিশাতলায় বাসের ধাক্কায় এক নসিমন চালক নিহত হয়েছেন। ঠাকুরগাঁওয়ে গাছে ট্রাকের ধাক্কায় মাসুদ রানা নামে এক গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। ময়মনসিংহের ভালুকায় দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানে ধাক্কা মেরে এক পিকআপচালক নিহত হন। ফরিদপুরে সড়কে প্রাণ গেছে দুজনের। কুড়িগ্রামের সদর উপজেলায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যুবক নিহত হয়েছে। এদিকে বগুড়ার শেরপুরে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছে।

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক উল্টে আহত হয়েছে আরও পাঁচজন। বিস্তারিত প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

ঝিনাইদহের ২ শিশুসহ ৩ জন নিহত : ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পিকআপ ভ্যান ও ব্যাটারিচালিত ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে দুই শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে সাতজন। গতকাল দুপুরে কালীগঞ্জ-কোটচাঁদপুর সড়কের কাশিপুর পৌর কলেজের সামনে এ ঘটনা ঘটে। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কালীগঞ্জ থেকে হতাহতরা ব্যাটারিচালিত ভ্যানে করে কোটচাঁদপুরের দিকে যাচ্ছিল।

নিহতরা হলো কালীগঞ্জ উপজেলার শাহপুর ঘিঘাটি গ্রামের ভ্যানচালক সলেমান (৬০), বলাকান্দা গ্রামের শাহিন হোসেনের মেয়ে খুকুমনি (৭) ও কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের রুবেল আহমেদের দেড় মাসের ছেলেশিশু রাফান হোসেন। আহতদের মধ্যে পাঁচজনকে যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও দুজনকে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

ফরিদপুরে ২ জন নিহত : ফরিদপুর শহরের আলীপুর বড় ব্রিজের ঢালে রাস্তা পার হতে গিয়ে ট্রাকচাপায় এক পথচারী ও সালথা উপজেলায় ট্রলি থেকে পড়ে এক যুবক নিহত হয়েছেন। তার নাম পলাশ শেখ (৪২)। গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে পৃথক ঘটনায় ফরিদপুরের সালথায় ট্রলি গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মো. আয়নাল শেখ (৫০) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকেলে উপজেলার আটঘর ইউনিয়নের পুটিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আয়নাল পুটিয়া গ্রামের মৃত খোরশেদ শেখের ছেলে।

গোপালগঞ্জে যুবক নিহত : গোপালগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খাদে পড়ে রফিকুল ইসলাম রাসেল নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় জাহিদ হাসান (৩৮) নামে এক আরোহী আহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানী উপজেলার ফুকরায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

কাশিয়ানী উপজেলার ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে থানার ওসি শরিফুল ইসলাম জানান, রাসেল ও জাহিদ মোটরসাইকেলে করে খুলনা থেকে কক্সবাজার ভ্রমণে গিয়েছিলেন। কক্সবাজার ভ্রমণ শেষে খুলনা ফিরছিলেন তারা। আহত জাহিদকে সংকটজনক অবস্থায় খুলনায় পাঠানো হয়েছে।

ঠাকুরগাঁওয়ে গাছে ট্রাকের ধাক্কা, নিহত ১ : ঠাকুরগাঁওয়ে গাছে ট্রাকের ধাক্কায় মাসুদ রানা নামে এক গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন। গতকাল সকালে সদর উপজেলার ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় মহাসড়কের সালন্দর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মাসুদ রানার বাড়ি সিজারগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়ায়।

ভালুকায় পিকআপচালক নিহত : ময়মনসিংহের ভালুকায় দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানে ধাক্কা মেরে এক পিকআপচালক নিহত হয়েছেন। তার নাম ইমরান হোসেন (২৮)। গতকাল সকাল ১০টায় উপজেলা হবিরবাড়ী ইউনিয়নে আমতলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার হালিরটেক গ্রামের আ. মতিন মিয়ার ছেলে।

শেরপুর দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৪০ : বগুড়ার শেরপুরে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছে। গতকাল বেলা ৩টার দিকে উপজেলার ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের ভবানীপুর ইউনিয়নের ধুনকুণ্ডি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

ঈশ্বরগঞ্জ গিয়ে ট্রাক উল্টে আহত ৫ : ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক উল্টে অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছে। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার মাইজবাগ ইউনিয়নের হারুয়া বাজারসংলগ্ন এ দুর্ঘটনা ঘটে।

DHAKA FRIDAY MAY 5, 2023
BAISHAKH 22, 1430 BS
The Daily Star

Three of a family among six killed in road accidents

STAR REPORT

Six people were killed and three others injured in road accidents in two districts yesterday, according to reports from our correspondents.

In Jhenidah, five people -- including three of a family -- were killed and three others injured as a battery-run auto-rickshaw and a pickup collided head-on in front of Kashipur Poura College in Kotchandpur.

The deceased are Solaiman Hossain, 65, the auto-rickshaw driver; Shiuly Khatun, 50, and one-year-old Rafan Hossain and his cousin Khukumoni, 7, said police.

They were travelling in the auto-rickshaw. Another passenger, aged 45, succumbed to injuries on the way to Jashore Sadar Hospital.

The injured -- Rima Khatun, 25, Alamin Hossain, 50, and Antor Hossain -- were referred to the hospital. Eyewitnesses and police said Rima and her mother Shiuly along with Rafan and Khukumoni were returning to their village Elangi after seeing a doctor in Kotchandpur by the auto-rickshaw.

In Faridpur, a physically-challenged man was killed as a motorbike hit him and later a truck ran him over at the town's Goalchamot.

The accident happened when Palash Sheikh, 42, was crossing a road, said police.

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ২৩
৬ মে ২০২৩

সড়কে ঝরল তিন প্রাণ

ইত্তেফাক ডেস্ক

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতার পাঠানো খবর :

গোপালগঞ্জ : গোপালগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানী উপজেলার ঘোনাপাড়া ও মুকসুদপুর উপজেলার রিশাতলা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। নিহতরা হলেন গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার রাতইল গ্রামের মৃত ইসমাইল মোল্লার ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন (৭৫) ও ফরিদপুরের সালথা উপজেলার চর বাগরাইল গ্রামের মৃত নালা কারিগরের ছেলে আজিজুল কারিগর (৫২)।

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে থানার এসআই সিরাজুল ইসলাম জানান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন খুলনা যাওয়ার জন্য রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানী উপজেলার ঘোনাপাড়া বাসস্ট্যান্ডে আসেন। খুলনাগামী একটি বাসকে দাঁড়ানোর জন্য ইশারা দেন। বাসটি ঐ স্থানে গতি কমালে বীর মুক্তিযোদ্ধা বাসের ধাক্কায় আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে কাশিয়ানী ১০০ শয্যা হাসপাপতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় বীর মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে নার্গিস আক্তার বাদী হয়ে রাতেই হাইওয়ে থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। বাসটি আটক ও চালক শাহ আলমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদিকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার এসআই আল মামুদ জানান, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে নছিমন ও অজ্ঞাত বাসের সংঘর্ষে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মুকসুদপুর উপজেলার রিশাতলা নামক স্থানে নছিমন যাত্রী আজিজুল কারিগর ঘটনাস্থলেই মারা যান। আবেদনের প্রেক্ষিতে আজিজুলের লাশ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মদন (নেত্রকোনা) : মদনে সড়ক দুর্ঘটনায় সবুজ মিয়া (৪৮) নামের এক চা-বিক্রেতার মৃত্যু হয়েছে। রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি। সবুজ মিয়া উপজেলার কাইটাইল গ্রামের মিরাজ আলীর ছেলে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সবুজ মিয়া কাজের সন্ধানে বাড়ি থেকে ঢাকার উদ্দেশে অটোরিকশায় করে রওনা হন। মদন বাসস্ট্যান্ডে নামার সময় একটি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দেয়। পরে লোকজন তাকে মদন হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সবুজ মিয়া। মদন থানার ওসি মোহাম্মদ তাওহীদুর রহমান বলেন, এ ব্যাপারে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ২৩
৬ মে ২০২৩

রূপগঞ্জে স্টিল মিলে বিস্ফোরণে মৃত বেড়ে ৪

ইত্তেফাক রিপোর্ট

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে স্টিল মিলে গত বৃহস্পতিবার বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ আরো তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তারা। এ নিয়ে এ ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি রয়েছেন আরো তিন জন। মৃতরা হলেন আলমগীর হোসেন (৩০), নিয়ন শেখ (২০) ও ইলিয়াস আলী (৩৫)। এদের মধ্যে শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় মারা যান নিয়ন শেখ, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আলমগীর আর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মারা যান ইলিয়াস। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে পরপারে পাড়ি জমান তারা।

বার্ন ইনস্টিটিউটের প্রধান সমন্বয়ক ডা. সামন্ত লাল সেন জানান, নিয়নের ৯৫ শতাংশ, ইলিয়াসের ৯৮ শতাংশ দগ্ধ আর আলমগীরের শরীরে ৯০ শতাংশ দগ্ধ ছিল। শুরু থেকেই তাদের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন ছিল। এ ঘটনায় ভর্তি থাকা তিন জনের মধ্যে জুয়েলের ৯৭ শতাংশ, গোলাম রব্বানি রাব্বির ৯৫ শতাংশ আর ইব্রাহিমের ২৮ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তাদের শারীরিক অবস্থাও ভালো নয়। তাদের সারিয়ে তুলতে বার্ন ইনস্টিটিউটের চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গত বৃহস্পতিবার রূপগঞ্জে বিকালে উপজেলার গাউছিয়া সাউঘাট এলাকার 'আরআইসিএল স্টিল মিলে' লোহা গলানোর ভাটিতে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে গলিত তরল লোহা শ্রমিকদের গায়ের ওপর ছিটকে পড়লে ঝলসে যান সাত জন। হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মারা যান শংকর (৪০) নামে এক জন।

শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চিকিৎসকরা আলমগীরকে মৃত ঘোষণা করেন। তার বাড়ি হবিগঞ্জের আজমেরিগঞ্জ উপজেলার জলশুকা গ্রামে। বাবার নাম আজাদ আলী। তার স্ত্রী নিপা আক্তার ও মায়ের আর্তচিৎকারে হাসপাতালটির ৫ম তলায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

আলমগীরের নানি আনিকা বেগম জানান, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা শাহীবাজার এলাকায় স্ত্রী নিপাসহ পরিবার নিয়ে থাকতেন আলমগীর। অনেক বছর ধরে নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন রুলিং মিলে কাজ করে আসছিলেন। তবে গত দুই মাস আগে রূপগঞ্জের ঐ স্টিল মিলে কাজ শুরু করেন তিনি। কে জানত, তার মৃত্যু এভাবে এই কারখানায়ই হবে। হয়তো নিয়তির টানেই মাস দুয়েক আগে এই কারখানায় চাকরি হয় আলমগীরের।

যুগান্তর
শনিবার ৬ মে ২০২৩
২৩ বৈশাখ ১৪৩০

রূপগঞ্জে বয়লার বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও তিন শ্রমিকের মৃত্যু

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে রহিমা স্টিল মিলে বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ আরও তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এ ঘটনায় চার শ্রমিকের মৃত্যু হলো। বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার ভুলতার শাওঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বিস্ফোরণে সাতজন দগ্ধ হন। ঘটনার পর তাদের রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে আনার পর বৃহস্পতিবার শঙ্কর সাহা নামের এক শ্রমিক মারা যান।

ইনস্টিটিউট সূত্র জানায়, ইলিয়াস আলী (৩৫) নামের এক শ্রমিক বৃহস্পতিবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মো. নিয়ন (২০) নামের আরেক শ্রমিক মারা যান শুক্রবার সকালে। এছাড়া শুক্রবার দুপুরে মারা যান আলমগীর হোসেন (৩৩) নামের এক শ্রমিক।

শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. এসএম আইউব হোসেন জানান, ইলিয়াসের শরীরের ৯৮ শতাংশ, নিয়নের ৯৭ শতাংশ ও আলমগীরের ৯৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল।

এখন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন আছেন তিন দগ্ধ শ্রমিক। তারা হলেন—জুয়েল মিয়া, রাব্বি হোসেন ও ইব্রাহিম।

ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. আইউব হোসেন বলেন, জুয়েলের শরীরের ৯৫ শতাংশ, রাব্বির ৯৮ শতাংশ ও ইব্রাহিমের ২৮ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।

সূত্রে জানা গেছে, মারা যাওয়া ইলিয়াস ও আলমগীরের বাড়ি কিশোরগঞ্জে। নিয়নের বাড়ি রাজবাড়ী সদর থানার রামাকান্তপুরে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক বাচ্চু মিয়া জানান, ইলিয়াস, নিয়ন ও আলমগীরের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

সমকাল
শুক্রবার। ৫ মে ২০২৩

বজ্রপাতে ৩ জেলায় সাতজনের মৃত্যু

সমকাল ডেস্ক

তিন জেলায় বজ্রপাতে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে নরসিংদীর রায়পুরায় দুই তরুণ ও বেলাবতে এক গৃহবধূ, বগুড়ার আদমদীঘিতে একজন এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার তিনজন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিভিন্ন সময়ে মর্মান্তিক ঘটনাগুলো ঘটে। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন।

গতকাল বিকেলে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার শাজাহানপুর ইউনিয়নের হরিশপুর গ্রামের চাঁদতারা মসজিদের সামনে বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন পার্শ্ববর্তী নরেন্দ্রপুর ভোলাপাড়া গ্রামের মফিজ উদ্দিনের ছেলে জাহাঙ্গীর। উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। অপর নিহতরা হলেন– সদর উপজেলার দেবীনগর ইউনিয়নের হড়মা গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে ইসারুল ও চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়নের সোনাপট্টি গ্রামের ফরিদ উদ্দিনের ছেলে রফিকুল ইসলাম। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সদর থানার ওসি সাজ্জাদ হোসেন।

নরসিংদীর রায়পুরার উত্তর বাখরনগর ইউনিয়নের লোচনপুর গ্রামে গতকাল বজ্রপাতের শিকার হন তিন তরুণ। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে লোচনপুরের জালাল উদ্দীনের ছেলে আফরান আহাদ ও একই গ্রামের বাছেদ মিয়ার ছেলে রানা আহমেদকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। তাঁরা উভয়েই ঢাকায় ব্যাগের ব্যবসা করতেন। গুরুতর আহত অবস্থায় একই গ্রামের নাসির মিয়ার ছেলে শিমন আহমেদ বাবুকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরে বজ্রসহ বৃষ্টি শুরু হলে ওই তিন বন্ধু বৃষ্টিতে ভিজে গাছ থেকে আম পেড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় আফরান আহাদের বাড়ির কাছে পৌঁছালে বজ্রপাতে তিনজন আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে রায়পুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান স্থানীয়রা।

এদিকে বেলাব উপজেলার বেলাব ইউনিয়নের চর লক্ষ্মীপুর গ্রামের তাজুল ইসলামের স্ত্রী রেহেনা গতকাল দুপুরে বাড়ির পাশে জমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতের শিকার হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বেলাব ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী সাফি। বেলাব থানার ওসি তানভীর আহমেদ জানান, বজ্রপাতে একজনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি।

বগুড়ার আদমদীঘিতে ধানক্ষেতে বজ্রপাতে ছোলায়মান আলী নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার কুন্দগ্রাম ইউনিয়নের বাগিচাপাড়া গ্রামে এ বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। নিহত ছোলায়মান আলী ওই গ্রামের আয়েজ উদ্দিনের ছেলে।

[প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার সমকাল অফিস ও প্রতিনিধিরা]

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার
৫ মে ২০২৩, ২২ বৈশাখ ১৪৩০

স্টিল মিলে বিস্ফোরণে শ্রমিক নিহত

ঢামেক ও রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে একটি স্টিল মিলে লোহা গলানোর সময় চুল্লিতে বিস্ফোরণে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও ছয়জন দগ্ধ হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার ভুলতায় এলাকায় রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেড নামক কারখানায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ভুলতা ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মোস্তাফিজুর রহমান জানান, দগ্ধ ছয়জন রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন। তিনি জানান, নিহত শ্রমিকের নাম শংকর (৪০)। আর দগ্ধরা হলেন– জুয়েল (২৫), রাব্বি (৩৫), ইব্রাহিম (৩৫), ইলিয়াস (৩৫), নিয়ন (২০) ও আলমগীর (৩৩)। তারা প্রত্যেকেই ওই কারখানার শ্রমিক।

এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) বাচ্চু মিয়া জানান, দগ্ধদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের মধ্যে

আশঙ্কাজনক ৫ জন

পাঁচজনের শরীরের ৯০ থেকে ৯৭ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।

পুলিশ পরিদর্শক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, লোহা গলানোর কারখানাটি এখনো নির্মাণাধীন। পরীক্ষামূলকভাবে লোহা গলানোর কাজ চলছিল। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে লোহা গলানোর চুল্লিতে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের পর উত্তপ্ত গলিত লোহা পড়ে সাতজন গুরুতর দগ্ধ হন। তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের সুপারভাইজার শফিকুল ইসলাম জানান, ছয় মাস আগে এখানে লোহা উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে। কারখানাটিতে সব ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা আছে। শ্রমিকরাও সেফটি জ্যাকেট পরে ছিল। আড়াইহাজার ফায়ার সার্ভিস দলের সাব অফিসার শহীদ আলম বলেন, বিকেল ৩টায় ঘটনা ঘটলেও পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসকে তারা অনেক পরে জানায়। রূপগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) আতাউর রহমান বলেন, এখন পর্যন্ত একজন মারা গেছেন।

DHAKA FRIDAY MAY 5, 2023
BAISHAKH 22, 1430 BS
The Daily Star

1 killed as steel mill furnace explodes

Six suffer life-threatening burn injuries

OUR CORRESPONDENT, *Narayanganj*

A worker was killed and at least six others suffered life-threatening burns after the furnace of a steel mill exploded in Narayanganj's Rupganj upazila yesterday afternoon.

The deceased was identified as Shankar, 40, said police.

The blast happened around 4:00pm at Rahima Industrial Complex Limited Steel Mill in Gausia Saughat area.

Around 15 workers

1 killed as steel mill furnace explodes

FROM PAGE 1

were working when the furnace exploded, spilling molten iron on the bodies of at least seven workers, said Shafiqul Islam, a supervisor of the factory.

They were rushed to Sheikh Hasina National Institute of Burn and Plastic Surgery where Shankar was declared dead, he said.

The injured are Jewel, 25, Golam Rabbi, 35, Ibrahim, 35, Elias alias Yeasin, 35, Niyon, 20 and Alamgir, 33.

Jewel and Elias sustained 97 percent burns on their bodies, Rabbi and Niyon 95 percent, Alamgir 90 percent, while Ibrahim suffered 28 percent burns on his body, hospital sources said.

The condition of all the injured workers is critical.

Inspector Mustafizur Rahman, in-charge of Bhulta Police Outpost, said the factory is still under construction and they suspected that the explosion took place as the factory authorities were melting iron on a trial basis.

সময়ের আলো
শনিবার। ৬ মে ২০২৩।

রামপুরায় আমগাছ থেকে পড়ে নিরাপত্তা কর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর রামপুরার জামতলা এলাকায় গাছে আম পাড়ার সময় অসাবধানতাবশত ডাল ভেঙে নিচে পড়ে গিয়ে মোয়াজ্জেম ভূঁইয়া (৫০) নামে এক নিরাপত্তা কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মোয়াজ্জেম ভূঁইয়ার স্ত্রী সালমা বেগম বলেন, আমার স্বামী রামপুরার জামতলায় হেলু মিয়ার বাড়িতে দারোয়ানের কাজ করতেন। গতকাল বিকালে পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধ মহিলা তাকে কিছু আম পেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এ সময় তিনি গাছে উঠে আম পাড়ার সময় অসাবধানতাবশত ডাল ভেঙে নিচে পড়ে যান। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন।

সমকাল
রোববার। ৭ মে ২০২৩

এক বছরে নিহত ১৬ জন, ১১ জনই ছাত্র

মোটরসাইকেলকেন্দ্রিক ঘটনা

- অভিভাবকদের অসচেতনতা বেশি দায়ী, বলছেন সংশ্লিষ্টরা
- আইন বাস্তবায়ন ও প্রশাসনকে আন্তরিক হওয়ার পরামর্শ

শামীমুল ইসলাম, নড়াইল

মোটরসাইকেল কিনতে দেরি করায় বাবা-মায়ের ওপর অভিমান হয় কলেজছাত্র ফারহান ফাহিমের। একপর্যায়ে গত ৪ মে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। ঘটনাটি নড়াইল সদরের আউড়িয়া গ্রামের। গত ২৭ এপ্রিল কলেজছাত্র রাকেশ গাইন তিন সহপাঠীকে নিয়ে মধুমতী সেতুতে যান টিকটক ভিডিও করতে। বেপরোয়া গতি ও নানা ভঙ্গিতে মোটরসাইকেল চালানোর সময় পথচারীকে আঘাত করে সিটকে পড়ে নিহত হন তিনি।

এ ঘটনায় অন্য আরোহী প্রীতম ও পথচারী তমাল মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। নড়াইলে মোটরসাইকেলকেন্দ্রিক এমন ঘটনায় এক বছরে অন্তত ১৬ জনের প্রাণ গেছে। এর মধ্যে স্কুল ও কলেজছাত্র অন্তত ১১ জন। আহতের সংখ্যাও অনেক। পুলিশ বলছে, বেপরোয়া গতি, অবৈধ ড্রাইভিং ও ১৮ বছরের কম বয়সীদের হাতে দুর্ঘটনা ঘটছে। এর বিরুদ্ধে এক বছরে ১৬২টি মোটরসাইকেল জব্দ, ২১০টি মামলা এবং ৬ লাখ ৬৭ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরাও অসহায়। নড়াইল জজ আদালতের অতিরিক্ত পিপি সুনীল কুমার বিশ্বাস বলেন, তাঁর ছেলে কলেজছাত্র হলেও মোটরসাইকেল কিনে দিতে বাধ্য হয়েছেন। কিনে না দেওয়ায় অনশন শুরু করে। পরে পরিবারের অন্য সদস্যদের কারণে কিনে দেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সদরের কলেজছাত্র বাঁধন ও মেহেদী হাসান মোটরসাইকেলে ঘুরতে গিয়ে নড়াইল-মাগুরা সড়কে ট্রলিচাপায় নিহত হন। ২৪ ফেব্রুয়ারি কলেজছাত্র দীপ্ত সাহাকে হত্যা করে মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বন্ধুদের বিরুদ্ধে।

১৯ জানুয়ারি কালিয়ার রুবেল মোল্যা মোটরসাইকেলে যাওয়ার পথে ট্রলিচাপায় নিহত হন। আহত হন তাঁর শ্যালক রাসেল মোল্যা। ১৬ জানুয়ারি ইয়াসিন মোল্যাকে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে বন্ধুরা হত্যা করে মোটরসাইকেল নিয়ে যায়।

গত ১৫ ডিসেম্বর নড়াইল-লোহাগড়া সড়কের বসুপটিতে ট্রাকের ধাক্কায় ব্যবসায়ী আশরাফ আলী নিহত হন। ৬ ডিসেম্বর যশোরের নোয়াপাড়ার মেহেদী হাসান রনি নড়াইলে ট্রাকচাপায় মারা যান। ২ ডিসেম্বর কলেজছাত্র হৃদয় মোল্যা নড়াইল-মির্জাপুর সড়কে নসিমনের ধাক্কায় নিহত হন।

সদরের বামনহাট গ্রামের দশম শ্রেণির ছাত্র স্বাধীন মোটরসাইকেলে তুলারামপুর বাজারে আসার পথে নড়াইল-ঢাকা সড়কে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় প্রাণ হারায় গত ২৭ অক্টোবর। ২৪ আগস্ট লোহাগড়ায় অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় এসএসসি পরীক্ষার্থী তামিম মোল্যা হৃদয় নিহত হয়। আহত হয় তার দুই সহপাঠী।

২৩ আগস্ট মোটরসাইকেল কিনে না দেওয়ায় শহরের এসএসসি পরীক্ষার্থী ইলাফি আহমেদ শুদ্ধ আত্মহত্যা করে। ১৮ জুলাই এসএসসি পরীক্ষার্থী এমএ হাকিম দুই বন্ধুকে নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছিল। নড়াইল-নওয়াপাড়া সড়কের নলদীরচরে ট্রাকচাপায় নিহত হয় সে। আহত হয় দুই বন্ধু। এক দিন আগে পরিবার মোটরসাইকেলটি কিনে দেয়।

গত ৬ জুন নড়াইল-ঢাকা সড়কের তুলারামপুর এলাকায় ট্রাকচাপায় প্রতাপ বিশ্বাস নামে এক চালক নিহত হন। ১৫ মে নড়াইল পৌরসভার উজিরপুরের এইচএসসি পরীক্ষার্থী শান্ত মণ্ডল নড়াইলে আসার পথে ধোপাখোলা মোড়ে ভ্যানের ধাক্কায় নিহত হয়। আহত হয় চার যাত্রী।

সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজের এইচএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্র অনির্বাণ মোল্যা হৃদয় বলে, তার নিজের মোটরসাইকেল না থাকলেও কেনার শখ আছে। কারণ বিভিন্ন জায়গায় ঘোরা যায়, দেখতে ভালো লাগে। তবে সতর্কতার সঙ্গে হেলমেট ও সেফগার্ড পরে চালানো উচিত।

নড়াইল নিরাপদ সড়ক ও রেলপথ বাস্তবায়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সৈয়দ খায়রুল আলম এ জন্য পারিবারিক অসচেতনতাকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, সড়ক নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়ন এবং প্রশাসন আন্তরিক হলে দুর্ঘটনা কমবে।

নড়াইলের ট্রাফিক পরিদর্শক কাজী হাসানুজ্জামান বলেন, দুর্ঘটনা রোধে আটক, মামলা ও জরিমানা করা হচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস চলছে। পথচারী ও চালকদের সচেতন করা হচ্ছে। তবে অভিভাবকদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। রবিবার। ৭ মে ২০২৩

দগ্ধ শ্রমিকের মৃত্যু বেড়ে ৬

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে স্টিল মিলে বিস্ফোরণের ঘটনায় জুয়েল (২৫) নামের এক দগ্ধ যুবক মারা গেছেন। গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে তিনি মারা যান। এ নিয়ে এই ঘটনায় দগ্ধ সাতজনের মধ্যে ছয়জনের মৃত্যু হলো। ইব্রাহিম নামের একজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি রয়েছেন। চিকিৎসকের বরাত দিয়ে তাঁর মৃত্যুর তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. বাচ্চু মিয়া। তিনি জানান, জুয়েলের শরীরের ৯৭ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেলে তাঁর মৃত্যু হয়। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। জুয়েলের চাচাতো ভাই মো. ইদ্রিস মিয়া জানান, জুয়েল কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার করিয়াইল গ্রামের লাবু মিয়ার ছেলে। রূপগঞ্জের গাউছিয়া গুপতা এলাকায় থাকতেন তিনি।

যুগান্তর
রোববার ৭ মে ২০২৩

রূপগঞ্জে স্টিল মিলে বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬

যুগান্তর প্রতিবেদন

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে স্টিল মিলে বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বিকাল সাড়ে ৫টায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দগ্ধ জুয়েলের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ছয়। চিকিৎসাধীন ইব্রাহিমের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। চিকিৎসকের বরাত দিয়ে জুয়েলের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বাচ্চু মিয়া।

জুয়েলের চাচাতো ভাই মো. ইদ্রিস মিয়া জানান, জুয়েলের বাবার নাম লাবু মিয়া। তাদের বাড়ি কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার করিয়াইল গ্রামে। এক ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সবার বড় ছিলেন তিনি। রূপগঞ্জের গাউছিয়া গুপতা এলাকায় তিনি বাস করতেন। ছয় মাস ধরে তিনি স্টিল মিলটিতে শ্রমিকের কাজ করছিলেন।

এর আগে, বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় উপজেলার গাউছিয়া সাউঘাট এলাকার 'আরআইসিএল স্টিল মিলে' লোহা গলানোর ভাট্টিতে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে তরল লোহা শ্রমিকদের ওপর ছিটকে পড়লে গুরুতর দগ্ধ হন সাত জন। হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মারা যান শংকর নামে একজন। আর বৃহস্পতিবার রাত ১২টায় মারা যান ইলিয়াস। শুক্রবার সকাল সোয়া ১০টায় নিয়ন, বেলা সাড়ে ১২টায় আলমগীর, আর রাতে মারা যান গোলাম রব্বানী রাব্বী।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৭ মে ২০২৩

গার্মেন্ট কর্মীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

ইউপি সদস্যসহ আটক ৭

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

শরীয়তপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ চরসুন্ধি গ্রামে শুক্রবার রাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এক গার্মেন্ট কর্মী। এ ঘটনায় ভিকটিমের মামা থানায় মামলা করেছেন। স্থানীয় ইউপি সদস্যসহ সাতজনকে আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয় ও পারিবার সূত্র জানায়, চাচাতো বোনের বিয়ে উপলক্ষে বেড়াতে আসেন ওই গার্মেন্ট কর্মী। শুক্রবার রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘর থেকে বের হলে বখাটেরা মেয়েটিকে পরিত্যক্ত এক বাড়িতে নিয়ে সাত-আটজন পালাক্রমে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পরে তাকে মারপিট করা হয় বলে ভিকটিম জানান। পালং মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আক্তার হোসেন বলেন, ধর্ষণের বিষয়টি শুনেছি এবং মামলা নিয়েছি। ভিকটিমের বাবা সাতজনকে আসামি করে মামলা করেছেন। মামলার পর গতকাল দুপুরে রুদ্রকর এলাকা থেকে এক ইউপি সদস্যসহ সাতজনকে আটক করা হয়েছে। শারীরিক পরীক্ষার জন্য ভিকটিমকে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গার্মেন্ট কর্মীর বাবা বলেন, আমার মেয়ের বান্ধবীকে পার্শ্ববর্তী রুমে মুখ বেঁধে রেখে মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে। মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করি। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আইনের আশ্রয় নিতে বলায় থানায় মামলা করেছি।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ৭ মে ২০২৩।

সেপটিক ট্যাংকে দুজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা ▷

খুলনা নগরের খালিশপুরে নির্মাণাধীন একটি ভবনের সেপটিক ট্যাংকের বিষাক্ত গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় দুই নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার বিকেল ৫টার দিকে খালিশপুর থানার পুলিশ লাশ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। খালিশপুর থানার ওসি মুনির উল গিয়াস কালের কণ্ঠকে জানান, এলাকাবাসীর কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে গিয়ে দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে। বিষাক্ত গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি খালিশপুরের ১৯ নম্বর রোডে ঘটেছে। সেখানে নির্মাণাধীন একটি ভবনের সেপটিক ট্যাংকের ঢাকনা খুললে এই প্রতিক্রিয়া হয়। নিহত ব্যক্তিরা হচ্ছেন মো. নাজির হোসেন সরদার (২৫) ও সাদ্দাম হোসেন (২৭)। তাঁরা দুজন নগরীর রায়েরমহল এলাকার বাসিন্দা।

NEW AGE SUNDAY, MAY 7, 2023,

Rupganj re-rolling mill blast death reaches 6

JnU student burnt in Titas line explosion also dies

Staff Correspondent

TWO more workers, who were burnt in an explosion at a re-rolling mill in Bhulta Gauchia area of Rupganj upazila in Narayanganj on Friday night died at Sheikh Hasina National Institute of Burn and Plastic Surgery on Friday night, taking the death toll to five.

The deceased are as Golam Rabbani, 35, and Md Jewel, 36.

Rabbani, who suffered 95 per cent burn injuries died at the burn institute at about 11:30pm Friday, said inspector Bachchu Mia, in-charge of Dhaka Medical College and Hospital police outpost.

Jewel, who suffered 97 per cent burn injuries, died in the evening.

Institute resident surgeon SM Ayub Hossain said that seven workers were injured and rushed to the hospital.

Of them, six have died and one is undergoing treatment in critical condition.

All the deceased had suffered burns all over their bodies.

The injured worker is Ibrahim, 35.

The explosion took place on Thursday when workers were melting iron at the re-rolling mill in Rupganj.

A three-member probe body has been formed to look into the explosion.

Meanwhile, a student of Jagannath University, who sustained burn injuries in a gas pipeline explosion during maintenance work of Titas Gas Transmission and Distribution Company Limited at Dhupkhola Bazar in Gandaria area on Monday, succumbed to his injuries at the burn institute early Saturday.

The deceased is Mehedi Hasan Shaon, 22, a student of the botany department at the university.

He hailed from Natore.

Doctor Ayub said that Mehedi suffered 30 per cent burns and was undergoing treatment at the intensive care unit of the hospital where he succumbed to his injuries at about 6:15am.

Earlier on Monday, at least eight people, including three of a family, sustained burn injuries in a gas pipeline explosion in Dhupkhola Bazar area.

Mehedi's friend Hasan said that Mehedi went to Dhupkhola Bazar for shopping when the blast in the gas line took place leaving him critically burnt.

According to a statement of Titas Gas Transmission and Distribution Company Limited, a contractor of WASA was setting up pipes for water supply in the area on Monday morning, UNB reported.

The explosion occurred in the morning when the gas pipelines were damaged during digging by the WASA contractor, it said.

Responding to the call, an emergency team from Titas Gas rushed to the spot and fixed the problem, it read.

DHAKA SATURDAY MAY 6, 2023
BAISHAKH 23, 1430 BS
The Daily Star

BLAST AT N'GANJ STEEL MILL

It ran without valid papers, safety measures

RAFIUL ISLAM

The steel mill factory in Narayanganj, where an explosion killed four workers and injured three others on Thursday, had been melting iron for the last six months without approval from the authorities, said officials.

Rahima Industrial Complex Steel Mill went into production without clearance certificates from the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) and the Department of Environment (DoE), said officials of those departments.

Besides, a fire service official said there were no fire extinguishers at the factory. He also alleged that workers were not provided with proper safety gear.

An explosion inside the furnace of the factory spilled molten iron on seven workers on Thursday, killing three of them -- Shanker, 40, Elias Ali alias Yeasin, 35, and Niyon, 20.

Another injured worker Md Alamgir, 33, died at Sheikh Hasina National Institute of Burn and Plastic Surgery in Dhaka yesterday.

He had 90 percent burns, said Inspector Bachchu Miah, in-charge of Dhaka Medical College Hospital police outpost.

The condition of three other injured is critical, said hospital sources.

The factory did not get any clearance certificate from DIFE as it lacked safety measures, Mehedi Hasan, an inspector of the department who visited the factory after the explosion, told The Daily Star yesterday.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৮ মে ২০২৩ ॥

তিন জেলায় সড়কে নিহত ৩

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক মাদরাসাছাত্রসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ঝিনাইদহে মাদরাসাছাত্র, বাগেরহাটে কৃষক ও লক্ষ্মীপুরে কৃষক দল নেতার মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

ঝিনাইদহ : কোটচাঁদপুরে ইজিবাইক ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে আবু সাইদ নামে এক মাদরাসাছাত্র নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার গুড়পাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সাইদ উপজেলার গুড়পাড়া গ্রামের প্রবাসী গোলাম মোস্তফার ছেলে। **বাগেরহাট :** চিতলমারীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ভোলা মণ্ডল নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালক এসএসসি পরীক্ষার্থী সজীব ফরাজী মারাত্মক আহত হয়। গতকাল সকালে উপজেলার খাসেরহাট বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। **লক্ষ্মীপুর :** সদর উপজেলায় পিকআপের চাপায় আলমগীর হোসেন নামে কৃষক দলের এক নেতা নিহত হয়েছেন। শনিবার রাতে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। আলমগীর সদর উপজেলা কৃষক দলের সহসভাপতি ও তেওয়ারীগঞ্জ ইউনিয়নের তেওয়ারীগঞ্জ গ্রামের শাহ আলমের ছেলে।

প্রথম আলো • সোমবার, ৮ মে ২০২৩

চার জেলায় দুই শিশুসহ নিহত ৪

সড়ক দুর্ঘটনা

প্রথম আলো ডেস্ক

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিশুসহ চারজন নিহত হয়েছে। গত শনিবার ও গতকাল রোববার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া গতকাল ৩টি দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৩৮ জন আহত হয়েছেন।

এলাকাবাসী, পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রের বরাত দিয়ে *প্রথম আলোর* সংশ্লিষ্ট এলাকার **প্রতিনিধিদের** পাঠানো খবর :

পঞ্চগড় সদর উপজেলার কামাত কাজলদিঘী ইউনিয়নের খঙ্গাপাড়া এলাকায় গতকাল বেলা ১১টার দিকে পঞ্চগড়-টুনিরহাট সড়ক পার হওয়ার সময় ইজিবাইকের ধাক্কায় ইশি মনি (৬) মারা যায়। এ সময় তার সহপাঠী ইলমা আক্তার (৭) গুরুতর আহত হয়েছে। ইশি মনি কামাত কাজলদিঘী ইউনিয়নের কুচিয়া মোড় এলাকার ইউসুফ আলীর মেয়ে ও জালাসী এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের ছাত্রী।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার চুন্টা ইউনিয়নের ঘাগড়াজুর গ্রামে সরাইল-অরুয়াইল সড়ক পার হওয়ার সময় সিএনজিচালিত একটি অটোরিকশার নিচে চাপা পড়ে শনিবার আহত হয় ইমন মিয়া (৮)। স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

যাত্রীবাহী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গিয়ে আহত হন অন্তত ২০ যাত্রী। গতকাল ঝালকাঠির নলছিটির ষাইটপাকিয়া এলাকায়। প্রথম আলো

পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলার জয়কুল বেইলি সেতুতে ট্রলির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী মাইনুল ইসলাম (২০) আহত হন। উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার উত্তর লুধুয়া এলাকায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় শনিবার দুপুরে আহত হন, সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক মাহবুব হোসেন (৩০)। গতকাল দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। মাহবুব হোসেন (৩০) উপজেলার উত্তর লুধুয়া গ্রামের বাসিন্দা।

৩ দুর্ঘটনায় আহত ৩৮

মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলা সদরের কণ্ঠিনালা সেতু এলাকায় মৌলভীবাজার-বড়লেখা আঞ্চলিক মহাসড়কে গতকাল বিকেলে শিহাব এন্টারপ্রাইজের একটি বাস উল্টে অন্তত ১৫ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। কণ্ঠিনালা সেতু অতিক্রমের পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়ে বাসটি উল্টে যায়। গাড়ির ভেতরে প্রায় ৫০ জন যাত্রী ছিলেন।

ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার ষাইটপাকিয়া এলাকায় ঝালকাঠি-বরিশাল আঞ্চলিক মহাসড়কে মিজান পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। এতে বাসের সুপারভাইজারের ডান পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং অন্তত ২০ যাত্রী আহত হন। যাত্রীবাহী বাসটি ঢাকা থেকে ভান্ডারিয়ায় যাচ্ছিল।

কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলার বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটি সড়কের মামা-ভাগিনার দোকান এলাকায় গতকাল সকাল সাড়ে নয়টার দিকে পিকআপ ভ্যান ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন এসএসসি পরীক্ষার্থী আফনান বেগম, আইরিন জান্নাত ও সাইমা সোলতানা আহত হয়। দুর্ঘটনায় আহত দুই শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারলেও আফনান বেগম পরীক্ষা দিতে পারেনি। তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর | সোমবার ৮ মে ২০২৩
২৫ বৈশাখ ১৪৩০

ছয় জেলায় সড়কে প্রাণ গেল ৮ জনের

যুগান্তর ডেস্ক

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে রাজধানীতে অজ্ঞাতনাম ব্যক্তি ও ধামরাইয়ে মোটরসাইকেল আরোহী, কুমিল্লার চান্দিনায় বাস হেলপার ও হোমনায় শিক্ষক, লক্ষ্মীপুরে কৃষক দলের নেতা, রাজশাহীর পুঠিয়ায় ব্যবসায়ী, বাগেরহাটের চিতলমারীতে কৃষক ও পিরোজপুরের কাউখালীতে তরুণ রয়েছে। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা ও ধামরাই : কমলাপুর মোড়ের ট্রাফিক বক্সের সামনে গাড়ির ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি (৪০) নিহত হয়েছেন। রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন অটোরিকশাচালক মো. রাসেল। সেখানে বেলা ১১টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ছাড়া ধামরাইয়ে বাসচাপায় প্রাণ গেছে কাবুল হোসেন নামে এক মোটরসাইকেল আরোহীর। রোববার দুপুর ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ধামরাইয়ের শ্রীরামপুরে।

চান্দিনা ও হোমনা (কুমিল্লা) : চান্দিনায় লড়ির ধাক্কায় মো. মকুল নামে এক বাস হেলপার নিহত হয়েছে। তিনি রাজশাহীর জঙ্গলিয়া এলাকার বাসিন্দা ও ভাই-ভাই পরিবহণ নামে বাসের সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। রোববার সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চান্দিনার পালকি সিনেমা হলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া হোমনায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত শিক্ষক মো. মাওলা হোসেন মারা গেছেন। রোববার বিকাল সাড়ে ৩টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। মাওলা হোসেন ঘনিয়ারচরের মো. আবদুস সালামের ছেলে ও ঘনিয়ারচর দক্ষিণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ছিলেন।

লক্ষ্মীপুর : লক্ষ্মীপুরে পিকআপ ভ্যানের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী পল্লি চিকিৎসক ও সদর উপজেলা কৃষকদল সহসভাপতি আলমগীর হোসেন নিহত হয়েছেন। শনিবার রাত সাড়ে ৮টায় ঢাকার একটি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। এর আগে বেলা সাড়ে ১১টায় সদর উপজেলার নতুন তেওয়ারীগঞ্জে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুঠিয়া (রাজশাহী) : পুঠিয়ায় নসিমন উলটে সাদ্দাক হোসেন নামের এক গরু ব্যাপারী নিহত হয়েছেন। তিনি নাটোর জেলার হালসা চিরাকন্দা গ্রামের মাদার আলীর ছেলে। এ সময় নসিমনে থাকা আজমদাজ আলী, কবির হোসেন, লাবু, হাসেম আলী, আব্দুল হাই, হারুল ও হাতেম আলী নসিমন থেকে মহাসড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। রোববার বেলা ১১টায় ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কের পুঠিয়া পৌরসভার গোপালহাটী ওয়ার্ডের ফকিরপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

চিতলমারী (বাগেরহাট) : চিতলমারীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় হরিপদ মণ্ডল নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলচালক এসএসসি পরীক্ষার্থী সজীব ফরাজী গুরুতর আহত হলে তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উপজেলার কীর্তনখালী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কাউখালী (পিরোজপুর) : কাউখালীতে ট্রলির সঙ্গে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেল আরোহী মো. মাইনুল ইসলাম নামে এক তরুণ নিহত হয়েছে। সে উপজেলার জয়কুল গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে। রোববার সকালে কাউখালী-নৈকাঠী সড়কের জয়কুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর
রোববার ৭ মে ২০২৩
E-mail: anandona

রূপগঞ্জে কয়েল ফ্যাক্টরীতে আগুন

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে একটি কয়েল ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার ভোরে উপজেলার তারাব পৌরসভার মৈকুলি এলাকায় সানমুন নামক কয়েল ফ্যাক্টরিতে এই আগুন লাগে। খবর পেয়ে ডেমরা ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দুই ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কারখানার ভেতরে কয়েল হিট দেওয়ার স্থানে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় শ্রমিকরা বেরিয়ে পড়েন। হতাহতের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। আগুনে কারখানায় থাকা কয়েলসহ কাঁচামাল পুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৮ মে ২০২৩

টঙ্গীতে আগুনে পুড়ল দুই কারখানা

টঙ্গী প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গী সাতাইশ এলাকায় জি জে ক্যাপ অ্যান্ড হেড ওয়ার লি. নামক একটি কারখানায় আগুন ধরিয়ে দেন শ্রমিকরা। ঘটনাটি ঘটে

গতকাল রাতে। অন্যদিকে, গতকাল দুপুরে টঙ্গীর পাগার পাঠানপাড়া এলাকায় আনোয়ার গ্রুপের মেহমুদ ইন্ডাস্ট্রিজ লি-এর স্পিনিং ইউনিটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

শ্রমিক সূত্রে জানা যায়, জি জে ক্যাপ অ্যান্ড হেড ওয়ার লি. কারখানায় বকেয়া বেতন ভাতা ও অতিরিক্ত কাজের টার্গেটের জন্য কয়েক দিন ধরে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। এরই জেরে গতকাল অতিরিক্ত কাজের টার্গেট নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের বাগবিতণ্ডা হয়। পরে শ্রমিকরা দুপুরে উৎপাদন বন্ধ রেখে আন্দোলনে নামলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনার পর ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ওই কারখানায় আগুন ধরিয়ে দেন। এ ব্যাপারে কারখানার প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান বলেন, বেতন নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। তবে কাজের টার্গেট নিয়ে কয়েক দিন ধরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের মতবিরোধ চলছিল। এরই জের হিসেবে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়। টঙ্গী পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শাহ আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

অন্যদিকে, গতকাল দুপুরে টঙ্গীর পাগার পাঠানপাড়া এলাকায় আনোয়ার গ্রুপের মেহমুদ ইন্ডাস্ট্রিজ লি-এর স্পিনিং ইউনিটে হঠাৎ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ততক্ষণে প্রায় ১২ কোটি টাকার সুতাসহ অন্যান্য মালামাল পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে বলে কারখানা কর্তৃপক্ষ দাবি করে।

কারখানার সূত্রে জানা গেছে, ওই কারখানার ভিতরে একটি ভবনের দ্বিতীয় তলায় সুতা ও তুলার মজুদ করা গুদামে আগুন লাগে। প্রথমে কারখানার শ্রমিকরা আগুন নেভাতে চেস্টা করে। এক পর্যায়ে আগুন পুরো গুদামে ছড়িয়ে পড়লে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। পরে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালায়। এ বিষয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা ইকবাল হাসান বলেন, 'আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে'।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৯ মে ২০২৩

গেটম্যান নেই, ট্রেনের ধাক্কায় পিকআপের হেলপার নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা

খুলনার গিলাতলায় রেললাইনের ওপরে ট্রেনের ধাক্কায় পিকআপের হেলপার আফজাল হোসেনের (৬০) মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় চালক নুর শেখ (৪০) আহত হয়েছেন। গতকাল ভোর ৪টার দিকে গিলাতলা আফিল গেটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত চালককে স্থানীয়রা উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। নিহত হেলপার গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার পাথরকাটা এলাকার মুনসুর আলীর ছেলে। খুলনা রেলওয়ে থানার ওসি মোল্লা খবির আহমেদ জানান, দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপটি বাইপাস সড়কের রেললাইনের ওপর ছিল। চিলাহাটি থেকে খুলনাগামী ট্রেনটি ওই পিকআপকে ধাক্কা দেয়। ট্রেনের ধাক্কায় পিকআপটি অনেক দূরে ছিটকে পড়ে। চালক ও হেলপার পিকআপের মধ্যে ছিল। ঘটনাস্থলেই হেলপার আফজাল হোসেন মারা যান।

খানজাহান আলী থানার ওসি মো. কামাল হোসেন খান বলেন, দুর্ঘটনার সময় রেল ক্রসিংয়ের গেটে কেউ ছিল না। গেটম্যানকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। রেলক্রসিংয়ে কেউ না থাকায় পিকআপটি তাড়াহুড়ো করে রেললাইন ক্রস করতে যায়। একই সময় চলন্ত ট্রেন পিকআপটিকে ধাক্কা দেয়।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২৬ বৈশাখ ১৪৩০
Dhaka : Tuesday 9 May 2023

ইটভাঙ্গার গাড়ি উল্টে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, নাজিরপুর (পিরোজপুর)

পিরোজপুরের নাজিরপুরে ইটভাঙ্গা মেশিন উল্টে রমজান মৃধা (১৮) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় মেশিনটির চালক আজিজুল শেখ (১৯) নামের অপর এক শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল সোমবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার শ্রীরামকাঠী-পিরোজপুর সড়কের বকুলতলা নামক স্থানে।

নিহত রমজান মৃধা উপজেলার শেখমাটিয়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের চরখালী গ্রামের নুরুল ইসলাম মৃধার ছেলে এবং আহত আজিজুল শেখ পিরোজপুর সদর উপজেলার কলাখালী গ্রামের ছরোয়ার শেখের ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় টিটু ফকির জানান, ইটভাঙ্গা মেশিনটি পিরোজপুরের সদর উপজেলার কলাখালী থেকে নাজিরপুরের শ্রীরামকাঠীর দিকে যাচ্ছিলো। এ সময় ইটভাঙ্গা মেশিন গাড়িটি স্থানীয় বকুলতলা নামক স্থানে পৌছালে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। এতে ওই গাড়িতে থাকা রমজান মৃধা ও চালক আজিজুল শেখ গুরুতর আহত হয়।

DHAKA MONDAY MAY 8, 2023
BAISHAKH 25, 1430 BS
The Daily Star

Dyeing factory depot gutted in Gazipur fire

UNB, *Gazipur*

A warehouse of a dyeing factory was gutted in a fire at Pagar in Tongi area of Gazipur district yesterday.

The fire broke out at the warehouse of Hossain Dyeing and Printing Mills Ltd around 1:30pm and spread soon, said senior officer of Tongi fire service Iqbal Hasan.

On information, five firefighting units rushed to the spot and extinguished the blaze after one and a half hours of frantic effort.

However, reason behind the fire could not be known immediately.

সমকাল
● মঙ্গলবার । ৯ মে ২০২৩

প্রাণ গেল পাঁচ বাইক আরোহীর

তিন শিশুসহ নিহত আরও ৪

সমকাল ডেস্ক

পুরান ঢাকার গেণ্ডারিয়ায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবক নিহত হয়েছেন। গোপালগঞ্জে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ গেছে মোটরসাইকেল আরোহী তিন কিশোরের। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে মায়ের সামনেই নছিমনের চাকায় পিষ্ট হয়েছে শিশু। গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে এক শিশু ও পঞ্চগড়ে শিশুসহ দু'জনের প্রাণ গেছে।

পুরান ঢাকার গেণ্ডারিয়ায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবক ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়েছেন। তাঁরা হলেন আসবাবপত্র ব্যবসায়ী আবুল খায়ের (৩০) ও তাঁর কর্মচারী সাব্বির (২৬)। এ দুর্ঘটনায় নাইম নামে অপর যুবক আহত হয়েছেন।

গোপালগঞ্জে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে তিন কিশোর নিহত হয়েছে। গত রোববার রাত ১২টায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার সোনাগুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলো– জালালাবাদ ইউনিয়নের ছুটফা গ্রামের জামি শেখ (১৭), হাসান সরদার (১৬) ও তাজিম শেখ (১৬)।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে মায়ের সামনেই নছিমনের চাকায় পিষ্ট হয়েছে হাফেজা খাতুন (২)

আবুল খায়ের

সাব্বির

নামে এক শিশু। সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন মা রোজিনা বেগম। গতকাল উপজেলার মোবারকপুর ইউনিয়নের গোয়াবাড়ি চাঁদপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধা মহাসড়কে শফিকুল ইসলাম (৪৫) নামে এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি গাড়ির ধাক্কায় নিহত হয়েছেন। গত রোববার রাতে মহাসড়কের মাঝিপাড়ায় লাশটি উদ্ধার হয়।

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর মেরীরহাটে গতকাল ইজিবাইকচাপায় সানাউল্লাহ (৫) নামে এক শিশু শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। সে দিগদারী গ্রামের বেলায়েত হোসেনের ছেলে।

মঙ্গলবার, মে ৯, ২০২৩ ■ বৈশাখ ২৬, ১৪৩০ বণিকবার্তা

বান্দরবানে বুনোহাতির আক্রমণে কৃষক নিহত

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ বান্দরবান

বান্দরবানের লামা উপজেলায় হাতির আক্রমণে আকতার হোসেন (৩৮) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। রোববার মধ্যরাত আড়াইটার দিকে উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের কুমারী চাককাটা পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আকতার ওই এলাকার মৃত ছিদ্দিক আহমদের ছেলে।

পুলিশ জানায়, রোববার রাত আড়াইটার দিকে বুনোহাতির পাল এসে আকতার হোসেনের বাড়ির উঠানে আম গাছ খেতে শুরু করে। বিষয়টি বুঝতে পেয়ে তিনি হাতি তাড়াতে যান। সে সময় হাতির আক্রমণের শিকার হন তিনি। ঘটনাস্থলে মানুষের উপস্থিতি বাড়লে হাতির পাল স্থান ত্যাগ করে জঙ্গলে ফিরে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ২৫ বৈ
৮ মে ২০২৩

টঙ্গীতে টুপি কারখানায় আগুন পুড়ে গেছে মালামাল

আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার কর্মীদের সহায়তা করেছে সেনাবাহিনী

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

টঙ্গীর গাজীপুরা সাতাইশ এলাকার জিজে ক্যাপ অ্যান্ড হেডওয়্যার লিমিটেড নামক কারখানাটিতে আগুন লেগেছে। গতকাল রবিবার রাত ৮টায় ঐ কারখানাটিতে আগুন লাগলে আগুন নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর সদস্যরা সহায়তা করেন। ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট সাড়ে ৩ ঘণ্টার চেষ্টায় রাত সাড়ে ১১টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয়রা জানান, রাত ৮টার দিকে কারখানাটির সাততলা ভবনের পাঁচতলায় আগুনের সূত্রপাত হয়। এ সময় কারখানার ভেতরে কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। কারখানার ভেতর আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়লে শ্রমিকরা তাড়াহুড়ো করে কারখানা থেকে নেমে এসে সড়কে অবস্থান নেয়। পরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে প্রথমে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। গাজীপুর ও উত্তরা ফায়ার সার্ভিসের আরো পাঁচটিসহ মোট আটটি ইউনিটের কর্মীরা আগুন নেভাতে কাজ করেন। টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মো. ইকবাল হোসেন বলেন, কারখানার ভেতরে কোনো শ্রমিক নেই।

কারখানাটির মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, কারখানাটিতে প্রায় ১ হাজার ৬৫০ জন শ্রমিক রয়েছে। আগুন লাগার পর শ্রমিকরা কারখানা থেকে বেরিয়ে সড়কে অবস্থান নেন। এখনো কোনো শ্রমিক নিখোঁজের সংবাদ পাইনি। টঙ্গী থানার ওসি শাহ আলম জানান, কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে কর্মকর্তাদের অসৌজন্যমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদে গতকাল রবিবার দুপুর ১২টা থেকে কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ করে আসছিল শ্রমিকরা। এক পর্যায়ে রাত ৯টার দিকে সাততলা ভবনের পঞ্চম তলায় কাপড়ের মধ্যে শ্রমিকরা আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে আগুন কারখানার ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের ঘটনায় রাতে কারখানায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

সুতার কারখানা ও তুলার গুদামে আগুন

গতকাল গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গীর পাগাড় এলাকায় হোসেন ডায়িং অ্যান্ড প্রিন্টিং মিলস লিমিটেড নামক সুতার কারখানায় এবং মিলগেট নামার বাজার এলাকায় একটি তুলার গুদামে পৃথক এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের টঙ্গী ও উত্তরা থেকে ছয়টি ইউনিটের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়। বেলা আড়াইটার দিকে সুতা তৈরির কারখানা ও বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে তুলার গুদামের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। আগুনে ঐ কারখানা এবং তুলার গুদামে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা ইকবাল হাসান পৃথক তিনটি স্থানে আগুন লাগার বিষয় নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তবে আগুনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে কারখানা সূত্রে জানা গেছে। তিনি আরো জানান, বেলা সোয়া ৩টার দিকে টঙ্গী পশ্চিম থানার মিলগেট নামার বাজার এলাকায় তুলার গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে টঙ্গী থেকে দুটি, গাজীপুর থেকে দুটি এবং উত্তরা থেকে দুটিসহ মোট ছয়টি ইউনিটের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে। বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৈশাখ ১৪৩০
৮ মে ২০২৩

সড়কে ঝরল চার প্রাণ

ছয় এসএসসি পরীক্ষার্থী আহত

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে রবিবার সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে ছয় এসএসসি পরীক্ষার্থী। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

চিতলমারী (বাগেরহাট) : চিতলমারীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম হরিপদ মন্ডল (৫০)। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালক এসএসসি পরীক্ষার্থী সজীব ফরাজী (১৭) গুরুতর আহত হলে তাকে চিতলমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। উপজেলার কীর্ত্তনখালী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। চিতলমারী থানার ওসি এ এইচ এম কামরুজ্জামান জানান, দুর্ঘনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১১ মে ২০২৩,

সড়ক দুর্ঘটনা

ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্স সংঘর্ষ, নিহত মা ও নবজাতক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাতক্ষীরা*

সাতক্ষীরার তালা উপজেলায় ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক নারী ও তাঁর পাঁচ দিন বয়সী সন্তান নিহত হয়েছে। উপজেলার পাটকেলঘাটা থানার মির্জাপুর শ্মশানঘাট এলাকায় গতকাল বুধবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় আহত হয়েছেন আরও ছয়জন।

নিহত নারীর নাম তানজীলা খাতুন (৪০)। তিনি আশাশুনি উপজেলার খলিশানী গ্রামের আলাউল ইসলামের স্ত্রী। আলাউল ইসলাম বলেন, কয়েক দিন আগে তাঁদের একটি কন্যাসন্তান হয়। গত মঙ্গলবার রাতে শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। গতকাল দুপুরে চিকিৎসার জন্য শিশুটিকে অ্যাম্বুলেন্সে করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছিল। অ্যাম্বুলেন্সটি মির্জাপুর শ্মশানঘাট এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি তেলবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে মা ও নবজাতকের মৃত্যু হয়।

ঘটনার সময় সেখানে ছিলেন স্কুলশিক্ষক সূর্য কান্ত পাল। তিনি বলেন, ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই নিহত হন মা ও নবজাতক। আহত হন অ্যাম্বুলেন্সের চালকসহ আরও ছয়জন। তাঁদের উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে খুলনার চুকনগর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শওকত হোসেন জানান, দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের খুলনায় নেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন দুটি জব্দ করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

সমকাল
১১ মে ২০২৩ । ২৮ বৈশাখ ১৪৩০

চলন্ত লরি থেকে কনটেইনার ছিটকে চাপা পড়ে বাবা ছেলের মৃত্যু

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

দীর্ঘদিন নানা অসুখে ভুগছিলেন ইউনুছ মাঝি (৫৯)। ছেলে রহিম মাঝিকে (৩২) নিয়ে গতকাল বুধবার দুপুরে গিয়েছিলেন চিকিৎসকের কাছে। বাসায় ফেরার সময় চলন্ত লরি থেকে পণ্যবাহী একটি কনটেইনার ছিটকে তাঁদের রিকশার ওপর পড়ে। রিকশাচালক লাফিয়ে প্রাণে রক্ষা পেলেও কনটেইনারের নিচে চাপা পড়েন বাবা ও ছেলে। পরে ক্রেন দিয়ে কনটেইনার সরিয়ে তাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয়। গতকাল দুপুরে চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা স্টিল মিল বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত রিকশাচালককে মুমূর্ষু অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহতদের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর সদর উপজেলার মুন্সিরহাট বিষ্ণুপুর এলাকায়। নগরের পতেঙ্গা এলাকায় বসবাস করতেন তাঁরা। নিহত ইউনুছ মাঝি খাদ্য বিভাগের অধীনে পরিচালিত পতেঙ্গার সাইলো অপারেটিং জেটিতে কর্মরত ছিলেন। আহত রিকশাচালক মোরশেদ আলম (২৭) নগরের পূর্ব পতেঙ্গা এলাকার নূর আমিনের ছেলে। তিনি চমেক হাসপাতালের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন।

নগরের ইপিজেড থানার ওসি আব্দুল করিম সমকালকে বলেন, চলন্ত লরি থেকে একটি কনটেইনার ছিটকে রিকশার ওপর পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই রিকশা আরোহী বাবা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। কাউকে আটকও করা যায়নি।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক আবদুল মালেক বলেন, পণ্যবাহী হওয়ায় কনটেইনারটি অনেক ভারী। পরে দুপুর ১টার দিকে নৌবাহিনীর ক্রেনের সাহায্যে কনটেইনারের নিচে চাপা পড়া রিকশার দুই যাত্রীকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করি আমরা।

নগর পুলিশের বন্দর জোনের উপকমিশনার শাকিলা সোলতানা জানান, লরিটি পণ্যবোঝাই কনটেইনার নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পতেঙ্গা থানার কাটগড় এলাকায় এসএপিএল কনটেইনার ডিপোতে যাচ্ছিল। লরিচালক সাজ্জাদ হোসেন (২৪) বেপরোয়া গতিতে যাওয়ার সময় কনটেইনারটি পড়ে যায় বলে জানতে পেরেছি আমরা। এ ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয়রা জানান, বেশিরভাগ সময় লরিতে কনটেইনার ভালোভাবে বাঁধা ছাড়াই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। তা ছাড়া ওই এলাকার সড়কের বেশিরভাগ অংশে বড় ধরনের গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এটিও দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন তাঁরা।

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, মে ১১, ২০২৩

বজ্রপাতে মাগুরা ও রাজবাড়ীতে পাঁচ কৃষকের মৃত্যু

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ মাগুরা ও রাজবাড়ী

মাগুরার শ্রীপুরে বজ্রপাতে তিন কৃষি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকাল পৌনে ৪টার দিকে উপজেলার চরচৌগাছি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া কৃষকরা হলেন উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের চরচৌগাছি গ্রামের শাহাদত আলী বিশ্বাস (৬০), নিজাম শেখ (৫৫) ও পাশের রাজবাড়ী জেলার নাড়ুয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা মোহাম্মদ আলী (৪৫)।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গতকাল তিনজনই চরচৌগাছি গ্রামের মাঠে একটি আখখেতে কাজ করছিলেন। দুপুর থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টির মধ্যেই তারা কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। বিকালে হঠাৎ বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই শাহাদত আলীর মৃত্যু হয়। স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় নিজাম ও মোহাম্মদ আলীকে দ্রুত শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

শ্রীপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) লিটন সরকার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আখখেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলে একজন ও হাসপাতালে দুজনের মৃত্যু হয়। এ বিষয়ে থানায় অপমৃত্যুর একটি মামলা হয়েছে। সুরতহাল শেষে তাদের মরদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি ও কালুখালী উপজেলায় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্য হয়েছে। মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন বালিয়াকান্দি উপজেলার বিলপাকুরিয়া এলাকার সামাদ জোয়ার্দ্দারের ছেলে ইমদাদুল হক ও কালুখালী উপজেলার মদাপুর এলাকার বাসুদেব সিংয়ের ছেলে কুমত সিং।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন এলাকায় ঝড়ো বাতাস, বৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়। এ সময় বালিয়াকান্দি উপজেলার বিলপাকুরিয়া এলাকার সামাদ জোয়ার্দ্দারের ছেলে ইমদাদুল হক বাড়ির পাশে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় বজ্রপাত হলে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বালিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

একই সময় কালুখালী উপজেলার মদাপুর এলাকার বাসুদেব সিংয়ের ছেলে কুমত সিং তার বাড়ির পাশে ভুট্টাখেতে কাজ করছিলেন।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১১ মে ২০২৩,

মাগুরায় বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যু

প্রতিনিধি, *মাগুরা*

মাগুরায় আখের খেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে তিন কৃষিশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। জেলার শ্রীপুর উপজেলার চরচৌগাছী গ্রামে গতকাল বুধবার বিকেল পৌনে চারটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের চরচৌগাছি গ্রামের শাহাদত আলী বিশ্বাস (৬০), নিজাম শেখ (৫৫) ও পাশের রাজবাড়ীর নাড়ুয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা মোহাম্মদ আলী (৪৫)।

পরিবারের লোকজন ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই শাহাদত আলীর মৃত্যু হয়। স্থানীয় লোকজন গুরুতর অবস্থায় নিজাম শেখ ও মোহাম্মদ আলীকে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২
১১ মে ২০২৩

মাগুরা ও রাজবাড়ীতে বজ্রপাতে পাঁচ জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

মাগুরা ও রাজবাড়ীতে বজ্রপাতে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে শুধু মাগুরার শ্রীপুরের চর চৌগাছী গ্রামে গতকাল বুধবার বিকালে আখের জমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে তিন কৃষিশ্রমিক রয়েছেন। জেলা প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর-

মাগুরা : শ্রীপুরের চর চৌগাছী গ্রামে মৃত তিন কৃষি শ্রমিক হলেন শাহাদৎ, নিজাম ও মোহামামদ আলী। তাদের বাড়ি একই গ্রামে।

রাজবাড়ী : জেলার নবাবপুর ও মদাপুর ইউনিয়নে পৃথক দুই স্থানে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকালে বালিয়াকান্দি উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের বিল পাকুরিয়া গ্রামে এমদাদুল জোয়াদ্দার (২৮) নামে একজন এবং কালুখালী উপজেলার মদাপুর ইউনিয়নের মদাপুর গ্রামে কুমোদ সিং (৪৫) নামে অপর এক কৃষক মারা গেছেন।

চৌহালী (সিরাজগঞ্জ) : চৌহালীতে বজ্রপাতের সময় যমুনায় পড়ে সাদ্দাম হোসেন (৩৪) নামে এক মাঝি নিখোঁজ হয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ মে ২০২৩

কুষ্টিয়ায় ট্রেনের ধাক্কায় কৃষকের মৃত্যু

■ কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ায় ট্রেনের ধাক্কায় এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম সোবহান মণ্ডল (৭৫)। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সোয়া ৮টার দিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জগতি রেল স্টেশনের অদূরে কলাবাড়িয়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পোড়াদহ রেলওয়ে থানার ওসি এমদাদুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানার ওসি এমদাদুল হক এর সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ময়নাতদন্তের জন্য লাশ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন বলেও ওসি জানান।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১১ মে ২০২৩
২৮ বৈশাখ ১৪৩০

আশুলিয়ায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু

আশুলিয়া (ঢাকা) প্রতিনিধি

আশুলিয়ায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের ১১তলা থেকে পড়ে মাহবুবুর রহমান (৪০) নামের এক রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বিকালে নালিজা মোড় বগাবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মাহবুবুর নাটোরের বাগাতি পাড়ার বাঁশবাড়ি গ্রামের জলিল মিয়ার ছেলে। তিনি ঠিকাদার শহিদুল ইসলামের অধীনে কাজ করছিলেন। স্থানীয়রা জানায়, ঠিকাদার শহিদুল বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ করেন। এতে কোনো প্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। তাই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। ভবন মালিকরা প্রভাবশালী হওয়ায় কারও কথা শোনেন না। আমরা মালিকদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক হাসিব সিজদার বলেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে কাউকে পাইনি। কীভাবে মৃত্যু হয়েছে খতিয়ে দেখে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২
১১ মে ২০২৩

চট্টগ্রামে কনটেইনার চাপা পড়ে রিকশারোহী বাবা-ছেলের মৃত্যু

তালায় ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্স সংঘর্ষে মা ও নবজাতকের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

গতকাল বুধবার দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছেন। চট্টগ্রামে কনটেইনার চাপা পড়ে রিকশারোহী বাবা-ছেলে মারা গেছেন। সাতক্ষীরার তালা উপজেলায় ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্স সংঘর্ষে মা ও নবজাতক কন্যার মৃত্যু ঘটেছে। হবিগঞ্জে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় অটোরিকশাচালক-সহ তিন আরোহী নিহত হয়েছেন। বাউফলে বাবার গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে ছেলের মৃত্যু হয়েছে। হোমনায় অটোরিকশার চাপায় মারা গেছেন এক সাবেক ইউপি সদস্য।

চট্টগ্রাম অফিস জানায়, চট্টগ্রামে চলন্ত লরি থেকে ছিটকে পড়া কনটেইনার চাপা পড়ে রিকশাযাত্রী বাবা-ছেলের মৃত্যু ঘটেছে। গতকাল বুধবার নগরীর ইপিজেড থানার স্টিলমিল বাজারের খালপাড় রোডের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মো. ইউনুস মাঝি ও তার ছেলে আব্দুর রহিম। তাদের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর জেলায়। মো. ইউনুস মাঝি চট্টগ্রামের সাইলো অপারেটিং জেটিতে কর্মরত ছিলেন। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত রিকশাচালক মোরশেদ আলম চমেক হাসপাতালের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন আছেন। সিএমপির বন্দর জোনের উপকমিশনার শাকিলা সুলতানা এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা হবে বলে জানিয়েছেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কনটেইনার নিয়ে একটি লরি পতেঙ্গার কাটগড় এলাকায় এসএপিএল কনটেইনার ডিপোর দিকে যাচ্ছিল। লরিটি স্টিলমিল বাজারের খালপাড় রোডের সামনে মূল সড়কে পৌঁছালে নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারের নিচে হঠাৎ একটি কনটেইনার ছিটকে রিকশার ওপর পড়ে। কনটেইনার চাপা পড়ে রিকশাটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান রিকশার দুই আরোহী ইউনুস ও তার ছেলে আব্দুর রহিম। রিকশাচালক মোবারক লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচাতে পারলেও গুরুতর আহত হন। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্রেনের সাহায্যে কনটেইনার সরিয়ে হতাহতদের উদ্ধার করে। এসময় উৎসুক জনতার ভিড়ে স্টিলমিল সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

তালা (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা জানান, গতকাল দুপুরে তালা উপজেলার মির্জাপুর শ্মশানঘাট এলাকায় সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কে তেলবাহী ট্রাকের সঙ্গে একটি অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে অ্যাম্বুলেন্সের আরোহী মা ও নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অ্যাম্বুলেন্স চালকসহ আরো পাঁচ আরোহী। নিহতরা হলেন আশাশুনি উপজেলার খলিশানী গ্রামের আলাউল ইসলামের স্ত্রী তানজিলা খাতুন (৪০) ও তার এক দিন বয়সি নবজাতক কন্যা। তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের পরিচয় জানা যায়নি। নিহতের স্বামী আলাউল ইসলাম জানান, বাড়িতে তার স্ত্রী সন্তান প্রসবের পর নবজাতক অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিক্যাল কলেজে নেওয়া হচ্ছিল তাদের। প্রত্যক্ষদর্শী মির্জাপুর স্কুলের শিক্ষক সূর্য কান্ত পাল জানান, বেলা আড়াইটার দিকে তেলবাহী ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলেই মা ও নবজাতক কন্যার মৃত্যু হয়। এ সময় অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভারসহ পাঁচ জন আহত হন। আহতদের চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিক্যালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানান তিনি। চুকনগর হাইওয়ে পুলিশের অফিসার ইন চার্জ মো. শওকাত হোসেন জানান, দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

হবিগঞ্জে গাড়ির ধাক্কায় অটোরিকশা চালকসহ নিহত তিন

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় এক অটোরিকশার চালকসহ তিন আরোহী নিহত হয়েছেন। নারী ও শিশুসহ আহত হয়েছেন চার জন। বুধবার বিকালে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে নবীগঞ্জ উপজেলার গজনাইপুর ইউনিয়নের ফুলতলী বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন গজনাইপুর ইউনিয়নের মুরাউড়া গ্রামের মৃত আব্দুল সত্তারের ছেলে মানিক মিয়া (৭০), চুনারুঘাট উপজেলার বাদশারগাঁও গ্রামের ছানু মিয়ার ছেলে সোহেল মিয়া (৪২) এবং অটোরিকশা চালক আব্দাল মিয়া (৪৫)। শেরপুর হাইওয়ে থানার ওসি পরিমল চন্দ্র দে জানান, দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি উদ্ধার করে হাইওয়ে থানায় নেওয়া হয়েছে।

বাউফলে বাবার গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে ছেলের মৃত্যু

বাউফল (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা জানান, পটুয়াখালীর বাউফলে বাবার গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মো. ইয়ামিন হোসেন (৭) নামে এক শিশু শিক্ষার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বেলা পৌনে ১১টার দিকে কনকদিয়া ইউনিয়নের হোগলা ব্রিজের উত্তর পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইয়ামিন ঐ গ্রামের ট্রলিচালক মো. জাকির হোসেন খানের ছেলে। সে হোগলা দীনিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ছিল।

জানা গেছে, মাদ্রাসা ছুটির পর ছেলে ইয়ামিনকে নিয়ে নিজের ট্রলি গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন বাবা জাকির হোসেন। এ সময় হোগলা ব্রিজের উত্তর পাশে পৌঁছালে অসাবধানতাবশত ছেলে ইয়ামিন গাড়ি থেকে ছিটকে নিচে পড়ে গেলে চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায় ইয়ামিন।

হোমনায় অটোরিকশা চাপায় সাবেক ইউপি সদস্য নিহত

হোমনা (কুমিল্লা) সংবাদাতা জানান, হোমনায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চাপায় এক সাবেক ইউপি সদস্য নিহত হয়েছেন। নিহত মো. কিরন সরকার হোমনা উপজেলার আসাদপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য ছিলেন। তিনি খোদেদাউদপুর গ্রামের বাঘাই সরকার বাড়ির মরহুম সুরুজ সরকারের ছেলে। মরহুমের ছোট ভাই বাদল মিয়া জানান, বুধবার বিকালে বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার সময় হায়দরনগর গ্রামে অটো উলটে তার ওপর পড়ে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে বাঞ্ছারামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কিরন সরকারকে মৃত ঘোষণা করেন। হোমনা থানার ওসি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার। ১১ মে ২০২৩।

মাগুরায় বজ্রপাতে ৩ কৃষকের মৃত্যু

● মাগুরা প্রতিনিধি

মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার চরচৌগাছী মাঠে বুধবার বিকালে বজ্রপাতে ৩ কৃষক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও এক কৃষক। নিহতরা হলেন-নিজাম শেখ (৬০), মোহাম্মাদ আলী বিশ্বাস (৫০) ও শাহাদাত আলী (৬০)। তাদের দুজনের বাড়ি উপজেলার চরচৌগাছী ও অপরজনের বাড়ি রাজবাড়ী জেলার শোলাবাড়িয়া গ্রামে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, চরচৌগাছী গ্রামের ফসলের মাঠে ওই গ্রামের মৃত আ. মালেক বিশ্বাসের ছেলে নজরুল বিশ্বাসের জমিতে কাজ করছিলেন। বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে হঠাৎ উত্তর আকাশে মেঘ করে ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে তারা পার্শ্ববর্তী গাছতলায় গিয়ে আশ্রয় নেন। এ সময় বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই শাহাদাত আলী মারা যান। পরে এলাকাবাসী গুরুতর আহত চরচৌগাছী গ্রামের মৃত জুলমত শেখের ছেলে নিজাম ও রাজবাড়ী জেলার সোলাবাড়িয়া গ্রামের আজমত আলী বিশ্বাসের ছেলে মোহাম্মদ আলীকে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে মৃত ঘোষণা করেন।

দেশ রূপান্তর বৃহস্পতিবার
১১ মে ২০২৩, ২৮ বৈশাখ ১৪৩০

রূপগঞ্জে বিস্ফোরণের ঘটনায় ৭ জনেরই মৃত্যু

ঢামেক প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে স্টিল মিলের চুল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ ইব্রাহিম হাওলাদারও (৩৪) মারা গেছেন। এই নিয়ে ঘটনাটিতে দগ্ধ সাতজনের সবার মৃত্যু হলো। গতকাল বুধবার সকাল ৯টার দিকে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে তার মৃত্যু হয়।

চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বাচ্চু এই তথ্য জানান।

ইব্রাহিমের ভায়রা ভাই মো. আল মামুন জানান, তার বাড়ি বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার গজালিয়া গ্রামে। তার বাবার নাম মৃত মোকলেসুর রহমান হাওলাদার। স্ত্রী ও দুই মেয়ে নিয়ে রূপগঞ্জের গাউছিয়া চুঙ্গিপাড়ায় থাকতেন।

গত ৪ মে বিকেল ৪টার দিকে রূপগঞ্জের গাউছিয়া সাউঘাট এলাকার 'আরআইসিএল স্টিল মিলে' লোহা গলানোর ভাট্টিতে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে গলিত তরল লোহা শ্রমিকদের ওপর ছিটকে পড়লে গুরুতর দগ্ধ হন সাতজন। হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মারা যান শংকর নামে একজন। আর বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে মারা যান ইলিয়াস। শুক্রবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে নিয়ন, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আলমগীর, মধ্য রাতে মারা যান রাব্বি। আর শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মারা যান জুয়েল।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ৩১ বৈশ
১৪ মে ২০২৩

ভবন থেকে পড়ে দুই নির্মাণশ্রমিক নিহত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর পোস্তগোলায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে নিচে পড়ে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। নিহত দুই জনের নামই রাব্বি। গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে এক জনকে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। অপর জন চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরে মারা যান।

জানা গেছে, তারা পোস্তগোলা এলাকায় খাদিজা টেক্সটাইল মিলের নির্মাণাধীন ভবনে রডমিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। গতকাল সকালে তৃতীয় তলায় দাঁড়িয়ে ছাদের সেন্টারিংয়ের বাঁশ ও কাঠ খুলছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত সেখান থেকে নিচে পড়ে যায় দুই জন। তাদের গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলায়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১১ মে ২০২৩

তিন জেলায় বজ্রপাতে ছয়জনের মৃত্যু

প্রতিদিন ডেস্ক

বজ্রপাতে মাগুরায় তিন, রাজবাড়ীতে দুই ও সিরাজগঞ্জে একজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকালে এ ঘটনা ঘটে। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

মাগুরা : মাগুরা শ্রীপুর উপজেলার চৌগাছি গ্রামে গতকাল বিকালে পাট খেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে তিন কৃষি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন- দ্বারিয়াপুর ইউনিয়নের চর চৌগাছি গ্রামের মৃত ছাদেক আলীর ছেলে শাহাদত আলী বিশ্বাস (৬০), জুলমত আলীর ছেলে মিজান শেখ (৫০) ও রাজবাড়ী জেলার বালিয়া কান্দির চরবিলা গ্রামে আছমত বিশ্বাসের পুত্র মোহাম্মদ আলী (৫৫)। নিহত মোহাম্মদ আলী চর চৌগাছি গ্রামে শ্বশুর বাড়িতে থাকতেন। দ্বারিয়াপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবদুস সবুর জানান, ওই তিন কৃষি শ্রমিক বিকালে চৌগাছি গ্রামের নজরুল বিশ্বাসের জমিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন। এ সময় হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়।

রাজবাড়ী : গতকাল বিকালে জেলার কালুখালী উপজেলার মদাপুর ইউনিয়নে বজ্রপাতে কৃষক কুমোদ সিং (৪৫) ও বালিয়াকান্দি উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের বিল পাকুরিয়া গ্রামের ইমদাদুল জোয়াদ্দার (২৮) নিহত হয়েছেন। কুমোদ সিং মদাপুর গ্রামের বসুদেব সিংয়ের ছেলে। ইমদাদুল জোয়াদ্দার উপজেলার বিলপাকুরিয়া গ্রামের সামাদ জোয়াদ্দারের ছেলে। স্থানীয়রা জানান,

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] বিকাল ৪টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে ইমদাদুল জোয়াদ্দার লিচু বাগান দেখার জন্য বের হন। এ সময় বজ্রপাত শুরু হলে তিনি বাড়ি ফেরার উদ্দেশে দৌড় দেন। তখন বজ্রপাতে তিনি গুরুতর আহত হন। স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে বালিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে কুমোদ সিং বেলা ৩টার দিকে বাজারে ছিলেন। সামান্য মেঘ-বৃষ্টি শুরু হলে তিনি বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। হঠাৎ বজ্রপাতে সেখানেই তিনি নিহত হন। সিরাজগঞ্জের চৌহালীতে বজ্রপাতে সাদ্দাম হোসেন (৩৪) নামে এক মাঝির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকালে উপজেলার বাঘুটিয়া ইউনিয়নের হাটাইল চর এলাকার যমুনা নদীতে এ ঘটনা ঘটে। মৃত ব্যক্তি ওই এলাকার আজাহার সিকদারের ছেলে। বাঘুটিয়া ইউপি চেয়ারম্যান মো. আবুল কালাম মোল্লা জানান, উপজেলার ভূতের মোড় থেকে নৌকা নিয়ে হাটাইল আসার সময় বজ্রপাত হয়। এতে সাদ্দাম নৌকা থেকে নদীতে পড়ে নিখোঁজ হন। পরে স্থানীয়রা সন্ধ্যায় তার লাশ উদ্ধার করেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ১০ মে ২০২৩।

সড়কে এক শিক্ষার্থীসহ চারজনের মৃত্যু

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

সড়ক দুর্ঘটনায় ঢাকার কেরানীগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান, টাঙ্গাইলের মধুপুর এবং নীলফামারীর ডিমলায় এক শিক্ষার্থীসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার কেরানীগঞ্জ বাবুবাজার ব্রিজে গাড়ির ধাক্কায় লোকমান হোসেন (৩০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। লোকমান ভোলার দৌলতখান উপজেলার মধ্য জয়নগর এলাকার আব্দুস কুদ্দুসের ছেলে। বর্তমানে তিনি বাবুবাজার এলাকায় থাকতেন।

এদিকে মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের কুচিয়ামোড়া ফ্লাইওভারে ঢাকা-মাওয়া বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেসওয়েতে মালবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় অপর এক কাভার্ড ভ্যানের চালক মো. ইব্রাহীম (৩৫) নিহত হন। ইব্রাহীম ভোলার বাসিন্দা। হাসাড়া হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক মো. জামিল হোসেন বলেন, ঢাকাগামী একটি কাভার্ড ভ্যানকে ঢাকাগামী অপর একটি মালবোঝাই ট্রাক পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দিলে ভ্যানটি উল্টে যায়। এ সময় ভ্যানের চালক ঘটনাস্থলেই মারা যান।

টাঙ্গাইলের মধুপুরে ইদিলপুর গোরস্থান এলাকায় কাকরাইদ-গারোবাজার আঞ্চলিক সড়কে পিকআপের ধাক্কায় স্বপন মিয়া (২৪) নামের এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। স্বপন মধুপুরের অরণখোলা ইউনিয়নের রামকৃষ্ণবাড়ির বাসিন্দা। মধুপুর শিল্প ও বণিক সমিতির সদস্য সাকের আহমেদ জানান, গারোবাজার এলাকায় কাজ শেষে মোটরসাইকেলে করে কাকরাইদ বাজারের দোকানে ফেরার পথে মৃত্যু হয় স্বপনের।

এদিকে নীলফামারীর ডিমলা উপজেলা শহরের উত্তর তিতপাড়ায় বাইসাইকেলে করে স্কুলে যাওয়ার পথে বালুবাহী ট্রলির চাপায় নিহত হয় নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী শাহিন ইসলাম (১৬)। শাহিন উপজেলার সদর ইউনিয়নের উত্তর তিতপাড়া গ্রামের মো. আজিজুল ইসলামের ছেলে ও উপজেলা শহরের জেলা পরিষদ স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র। (প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন কালের কণ্ঠ'র জেলা ও উপজেলা প্রতিনিধিরা)

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১১ মে ২০২৩
২৮ বৈশাখ ১৪৩০

স্টিল মিলে বিস্ফোরণ

একে একে মারা গেলেন দগ্ধ ৭ শ্রমিক

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেডে বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মো. ইব্রাহিম হাওলাদার (৩৫) নামে আরও এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এর ফলে এ বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ সাত শ্রমিকই করুণ মৃত্যুবরণ করলেন। গত বৃহস্পতিবার (৪ মে) বিকাল ৪টার দিকে উপজেলার ভুলতা এলাকার এই কারখানায় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। এতে কারখানার ৭ জন শ্রমিক দগ্ধ হন। তাদের উদ্ধার করে রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা দেওয়া হয়। সেখানে শংকর (৪০) নামে একজনের মৃত্যু হয় ওই দিনই। এছাড়া মো. ইলিয়াস (৩৫) নামে আরও একজনের মৃত্যু হয় বৃহস্পতিবার রাতে। গত শুক্রবার সকালে নিয়ন (২০) নামে আরও একজনের মৃত্যু হয়। শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মারা যান আলমগীর হোসেন (৩৩) ও রাতে মো. রাব্বি (৩৫)। ৬ মে দুপুরে মারা যান জুয়েল মিয়া (৩৫)।

রূপগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) আতাউর রহমান বলেন, এ ঘটনায় দগ্ধ ৭ জনেরই মৃত্যু হয়েছে। তাদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে মামলা নেওয়ার চেষ্টা চলছে। তারা মামলা না করলে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করবে।

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার
১১ মে ২০২৩, ২৮ বৈশাখ

বজ্রপাতে রাজবাড়ী মাগুরায় নিহত ৫

মাগুরা ও রাজবাড়ী প্রতিনিধি

বজ্রপাতে মাগুরার শ্রীপুর উপজেলায় গতকাল বুধবার তিন কৃষিশ্রমিক ও রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

শ্রীপুরে নিহতরা হলেন দ্বারিয়াপুর ইউনিয়নের চর চৌগাছি গ্রামের শাহাদত আলী বিশ্বাস (৬০), মিজান শেখ (৫০) ও রাজবাড়ীর চরবিলা গ্রামের মোহাম্মদ আলী (৫৫)। মোহাম্মদ আলী চর চৌগাছি গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন।

এলাকাবাসী ও দ্বারিয়াপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবদুস সবুর জানান, বুধবার বিকেলে চর চৌগাছি গ্রামের জমিতে ওই তিন শ্রমিক কাজ করছিলেন। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে তারা পার্শ্ববর্তী গাছতলায় আশ্রয় নেন। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই শাহাদত হোসেনের মৃত্যু হয়। এলাকাবাসী গুরুতর অবস্থায় নিজাম ও মোহাম্মদ আলীকে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। এছাড়া আহত নজরুল বিশ্বাস উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন আছেন।

শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) শ্যামানন্দ কুণ্ডু ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কোহিনুর জাহান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

রাজবাড়ীতে গতকাল বিকেলে ভুট্টাক্ষেতে ঘাস কাটার সময় একজন এবং গোসল করার সময় একজন বজ্রপাতে নিহত হন। তারা হলেন রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলার মদাপুর গ্রামের কমুদ সিং (৪৫) ও বালিয়াকান্দি উপজেলার বিলপাকুরিয়া গ্রামের এমদাদুল হক (৩০)। মদাপুর ইউপির চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মজনু বলেন, বেলা তিনটার দিকে বাড়ির পাশে বৃষ্টি চলাকালে কমুদ সিং ভুট্টাক্ষেতে ঘাস কাটছিলেন। এ সময় তিনি বজ্রপাতে আহত হন। হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। এ ছাড়া নবাবপুর ইউনিয়নের বড় পাকুড়িয়া গ্রামে বাড়ির পাশে এমদাদুল বৃষ্টির মধ্যে গোসল করছিলেন। এসময় বজ্রপাতে আহত হন তিনি। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার। ১১ মে ২০২৩।

গারো পাহাড়ের আতঙ্ক বন্য হাতি, এক মাসে ৬ কৃষকের মৃত্যু

শেরপুর ও হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

গারো পাহাড়ে আতঙ্কের আরেক নাম হয়ে উঠেছে বন্য হাতি। দিনের পর দিন নির্ঘুম রাত কাটাতে হচ্ছে গারো পাহাড়ের মানুষকে। হাতির তাণ্ডবে সীমান্ত এলাকায় একের পর এক ঝরছে প্রাণ। ময়মনসিংহ বিভাগের আওতায় ভারত সীমান্তবর্তী জেলা শেরপুরের তিনটি এবং ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া মিলে গারো পাহাড় অধ্যুষিত পাঁচ উপজেলায় গত এক মাসে বন্য হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে ৬ কৃষকের।

মানুষের প্রতিরোধে বন্য হাতি মারা গেছে একটি। আর বন্য হাতি হত্যার অভিযোগে দায়ের করা হয়েছে মামলাও। মানুষ-হাতির অব্যাহত এ দ্বন্দ্বে এভাবে মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে, লম্বা হচ্ছে ঘরবাড়ি বিনষ্টসহ ফসলহানির তালিকা। আবার বন্য হাতি হত্যার মামলায় জড়িয়েও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষক। আরেকদিকে সরকারের বন বিভাগসহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে হাতির আক্রমণ দমনে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নানা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হলেও সব কর্মসূচি ও উদ্যোগ ভেস্তে যাচ্ছে।

বন বিভাগ ও স্থানীয় সূত্র মতে, ২০০২ সাল থেকে বন্য হাতির উপদ্রব বেড়ে যায় শেরপুরের সীমান্তবর্তী উপজেলার পাহাড়ি গ্রামগুলোতে। ফসল, ঘরবাড়ি, গাছপালা ও গবাদি পশুসহ নানা ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি বাড়তে থাকে মৃত্যুর মিছিল। নারী থেকে শিশু কেউ বাদ পড়েনি এ মৃত্যুর মিছিল থেকে। গত প্রায় দুই যুগে শেরপুর সীমান্তে বন্য হাতির আক্রমণে নিহতের সংখ্যা ৭০-এর ওপরে। আহতের সংখ্যা কয়েকশ। হাতির উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় পতিত জমির সংখ্যাও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচতে মানুষের পাতা বৈদ্যুতিক ফাঁদে পড়ে বন্য হাতির মৃত্যুর সংখ্যাও দশের অধিক। গত বছর বন্য হাতি হত্যা মামলায় প্রথমবারের মতো কয়েকজন কৃষক হাজতবাসও করেন। আগে সন্ধ্যা বা রাতে তাণ্ডবলীলা চালালেও সম্প্রতি দিনের বেলায়ই লোকালয়ে হানা দিচ্ছে বন্য হাতির পাল। তবে গত এক মাসে বন্য হাতির তাণ্ডব ও বন্য হাতি দ্বারা কৃষক মৃত্যুর মিছিল আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে।

গত ১৪ এপ্রিল শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলার মালাকোচা গ্রামে হাতির আক্রমণে প্রাণ হারান কৃষক আবদুল করিম (২৮)। ১৯ এপ্রিল ধোবাউড়া উপজেলায় সুমন আহমেদ (১২) নামে এক কিশোর মারা যায় বন্য হাতির আক্রমণে। ২২ এপ্রিল ঈদের দিন হালুয়াঘাট উপজেলার গাবরাখালী গ্রামে ফসল রক্ষা করতে গিয়ে হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা যান কৃষক ফরজুল ইসলাম (৩০)। ২৫ এপ্রিল হাতির আক্রমণে গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৭ এপ্রিল মারা যান নালিতাবাড়ী উপজেলার পূর্ব সমশ্চুড়া গ্রামের কৃষক বিজয় সাংমা (৫২)। ১ মে শ্রীবরদী উপজেলার মালাকোচা গ্রামে ফসল রক্ষা করতে গিয়ে হাতির আক্রমণে মারা যান কৃষক আবদুল হামিদ (৫৫)। ২ মে রাতে হালুয়াঘাট উপজেলার বরাক গ্রামের হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা যান কৃষক ইদ্রিস আলী (৬০)। অন্যদিকে ৬ মে ঝিনাইগাতী উপজেলার বাঁকাকুড়া গ্রামের একটি ধানক্ষেত থেকে উদ্ধার করা হয় বন্য হাতির মরদেহ। সবমিলিয়ে এক মাসে ছয় কৃষকের মৃত্যুর ঘটনায় সীমান্তবর্তী এলাকায় বন্য হাতির আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। হাতি প্রতিরোধে বন বিভাগের কার্যকরী কোনো ভূমিকা না থাকায় হতাশা ও শঙ্কা প্রকাশ করছেন এলাকাবাসী। বন বিভাগ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, সীমান্তে শতাধিক বন্য হাতির পাল ৪-৫টি ভাগে ভাগ হয়ে গভীর জঙ্গলে অবস্থান করে। দিনে-রাতে যেকোনো সময় খাদ্যের সন্ধানে লোকালয়ে নেমে তাণ্ডব চালাচ্ছে এরা। এ ছাড়াও ৬০-৭০টি বন্য হাতির পাল দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া টপকে অবস্থান করছে ভারতের গভীর জঙ্গলে। ক্ষোভ প্রকাশ করে হালুয়াঘাটের গাজিরভিটা ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান জানান, সীমান্তবর্তী মানুষ বন্য হাতি আতঙ্কে রয়েছে। কয়েক দিনের ব্যবধানে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এখানে হাতি প্রতিরোধে বন বিভাগের কোনো নজরদারি নেই।

এ ব্যাপারে ময়মনসিংহ বন বিভাগের গোপালপুর বিট কর্মকর্তা মাজাহারুল হক জানান, হাতি প্রতিরোধে এলাকাবাসীকে সচেতনতা সৃষ্টি করতে বন বিভাগের পক্ষ থেকে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এ ছাড়াও বন বিভাগ থেকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রয়েছে।

মধুটিলা রেঞ্জ কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম জানান, কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বন্য হাতির দলটি খাদ্যের সন্ধানে শ্রীবরদী, ঝিনাইগাতী, নালিতাবাড়ী, হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া উপজেলার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে সারা বছর ঘুরে বেড়ায়। সীমান্তবর্তী এলাকায় বন্য হাতি প্রতিরোধে এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম (ইআরটি) স্বেচ্ছাসেবক দল রয়েছে। এদের হ্যান্ডমাইক ও টর্চ লাইটসহ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বন্য হাতি এলাকায় নামার সঙ্গে সঙ্গে মাইকে গ্রামবাসীকে অবহিত করা হয়। এ ছাড়াও হাতির আক্রমণে নিহত, আহত ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া শেরপুরের সহকারী বন সংরক্ষক আবু ইউসুফ বলেন, 'বন্য হাতি প্রতিরোধে বায়োফ্যান্সিং (কাঁটাযুক্ত বেত ও লেবু গাছ রোপণ) প্রকল্প, সোলার ফ্যান্সিং (সৌর শক্তিচালিত বৈদ্যুতিক বেড়া) প্রকল্প, ইআরটি (এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম) গঠন ও খাদ্য উপযোগী গাছ রোপণসহ নানা উদ্যোগ সরকার হাতে নিয়েছে। এ ছাড়াও আমরা মানুষ এবং বন্য হাতি সহাবস্থানে রাখতে সচেতনতাসহ নানা উদ্যোগ হাতে নিয়েছি।'

তবে এসব উদ্যোগ কাজে আসছে না উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টরা জানান, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বায়োফ্যান্সিং এবং সোলার ফ্যান্সিং প্রকল্প দুটোই ব্যর্থ হয়েছে। অনেক স্থানে এসব উদ্যোগ অকেজো হয়ে পড়েছে। কোথাও বা বন্য হাতি বড় বড় গাছ উপ্রড়ে ফেলে এসব প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে দিয়েছে। তারা পাহাড়ি এলাকা থেকে পরিবেশ ধ্বংসী সামাজিক বনায়ন বন্ধ করে হাতির খাদ্য উপযোগী প্রাকৃতিক বন তৈরির পরামর্শ দিয়েছেন।

সম্প্রতি প্রধান বন সংরক্ষক আমীর হোসাইন চৌধুরী সীমান্তের হাতি উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন শেষে নালিতাবাড়ীর মধুটিলায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের জানান, সমীক্ষার মাধ্যমে হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসণে কার্যকর উদ্যোগ হাতে নেওয়া হবে। এ সময় তিনি সুফল বাগানের কথা উল্লেখ করে জানান, প্রাকৃতিক এ বাগান সৃষ্টির ফলে যেমনি অংশীদাররা লাভবান হবেন, তেমনি প্রকৃতি ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় ভূমিকা রাখবে। আমরা পর্যায়ক্রমে প্রাকৃতিক বনায়ন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১২ মে ২০২৩

আট জেলায় সড়কে প্রাণহানি ১০

প্রতিদিন ডেস্ক

হবিগঞ্জে দুই গাড়ির সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন আরও সাতজন। বুধবার রাত থেকে গতকাল দুপুর পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর- **হবিগঞ্জ :** নবীগঞ্জ উপজেলার ফুলতলী বাজারে বুধবার সন্ধ্যায় প্রাইভেট কারের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন অটোরিকশা যাত্রী নবীগঞ্জের মুরাউড়া গ্রামের মানিক মিয়া (৮০) ও চুনারুঘাটের সোহেল মিয়া এবং অটোচালক বাহুবল উপজেলার আবদাল মিয়া (৪৫)। **নীলফামারী :** বুধবার রাতে নীলফামারী-সৈয়দপুর সড়কের কাচারী এলাকায় নাদের এন্টারপ্রাইজের চাকায় পিষ্ট হয়ে সৈয়দ এজাবুল ফকির (৬২) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। **মানিকগঞ্জ :** শিবালয়ে গতকাল ভোরে অজ্ঞাত গাড়ির চাপায় নিহত হয়েছেন দীনেশ হালদার নামে এক মাছ ব্যবসায়ী। এ দুর্ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছেন। **বরগুনা :** তালতলীর তারিকাঁটা স্কুল এলাকায় ট্রলি উল্টে নিহত হয়েছেন চালক সুলতান মুন্সি (৫০)। **মেহেরপুর :** গতকাল সকালে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের চাঁদপুর এলাকায় রয়েল পরিবহনের চাকায় পিষ্ট হয়ে নিহত হন শামীম হোসেন (৩০) নামে এক পশু চিকিৎসক। **লালমনিরহাট :** গতকাল দুপুরে সদর উপজেলার কুলাঘাটে ট্রলির ধাক্কায় নাহিদ হোসেন (৩) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। নিহত নাহিদ একই এলাকার বেলাল হোসেনের ছেলে। **দিনাজপুর :** দিনাজপুর-পঞ্চগড় মহাসড়কের বীরগঞ্জে বুধবার সন্ধ্যায় বাসের ধাক্কায় রাশেদুল ইসলাম (৪০) নামে এক ভ্যানযাত্রী নিহত হয়েছেন। **শ্রীপুর (গাজীপুর) :** গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ডাম্প ট্রাকচাপায় নয়ন মিয়া (১৭) নামে এক কিশোর মারা গেছে।

হবিগঞ্জে অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষে বিধ্বস্ত প্রাইভেট কার

প্রথম আলো • শুক্রবার, ১২ মে ২০২৩,

ঢাকা

প্রাইভেট কার চালকের লাশ উদ্ধার

রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় দুর্ঘটনার পর একটি প্রাইভেট কারের কাচ ভেঙে চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে তাজমহল রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, গতকাল সকাল পৌনে আটটার দিকে একটি প্রাইভেট কার তাজমহল রোড পার হওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে গাড়ির হেডলাইটের একটি অংশ ভেঙে যায়। স্থানীয় লোকজন ডাকাডাকি করে চালকের সাড়া না পেয়ে পুলিশে খবর দেন। আবুল কালাম আজাদ বলেন, স্থানীয় ব্যক্তিদের ফোন পেয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয় পুলিশ। ফায়ার সার্ভিস এসে জানালার কাচ ও দরজার লক ভেঙে অচেতন অবস্থায় চালককে উদ্ধার করে। পরে তাঁকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। এ সময় চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। চালকের আসনের পাশ থেকে একটি মুঠোফান নম্বর পেয়ে সেই নম্বরে ফোন দেয় পুলিশ। অপর প্রান্ত থেকে এবি ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা কল রিসিভ করে চালক মোহাম্মদ শাহজাহানকে শনাক্ত করেন। তিনি এবি ব্যাংকের গাড়িচালক বলে নিশ্চিত করেন ওই কর্মকর্তা। পরে স্বজনেরা এসে শাহজাহানকে শনাক্ত করেন। মোহাম্মদপুর থানার ওসি আরও বলেন, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়া গেলে শাহজাহানের মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ১২ মে ২০২৩।

কীর্তনখোলায় তেলের জাহাজে আগুনে দুজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল ▷

বরিশালে কীর্তনখোলা নদীর চাঁদমারী এলাকায় এমটি এবাদী-১ নামের একটি তেলবাহী জাহাজে আগুন লেগে দুজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরো তিনজন দগ্ধ হয়েছেন এবং নিখোঁজ রয়েছেন একজন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে বরিশালের মেঘনা অয়েল কম্পানির সামনে কীর্তনখোলা নদীতে নোঙর করা তেলবাহী জাহাজে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ও নৌ পুলিশের সদস্যরা জানান, নিহত শ্রমিক স্বাধীন (২২) ও বাবুল দাসের (৬৪) বাড়ি চট্টগ্রামে। আহতরা হলেন কুতুবউদ্দিন (৬০), রুবেল (৩০) ও কামাল হোসেন (৬০)। তাঁদের বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। নিখোঁজ ব্যক্তির নাম আবুল কাশেম (৫০)।

জাহাজের কর্মীরা জানান, চট্টগ্রামের মেঘনা পেট্রোলিয়াম করপোরেশন থেকে প্রায় সাড়ে ১৩ লাখ লিটার পেট্রল ও ডিজেল নিয়ে এমটি এবাদী-১ জাহাজটি বরিশালের উদ্দেশে রওনা হয়। জাহাজটিকে বরিশালের মেঘনা অয়েল কম্পানির সামনে কীর্তনখোলা নদীতে নোঙর করা হয়। বিকেলে ইঞ্জিনরুমে সমস্যা দেখা দিলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।

বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক সাইফুল ইসলাম বলেন, আহতদের শরীরের ২০-৪০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

বরিশাল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপপরিচালক বেলাল হোসেন জানান, এমটি এবাদী-১ জাহাজে আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। জাহাজে মোট ১৬ জন স্টাফ ছিলেন। স্টাফদের দাবি, তাঁদের আরো একজন শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁকে উদ্ধারে কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৩০ বৈশাখ ১৪৩০
Dhaka : Saturday 13 May 2023

তিন জেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু স্কুলছাত্র, সাংবাদিক ও যুবকের

সংবাদ ডেস্ক

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে স্কুলছাত্র এবং কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে এক সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ব্যাপারে চুনারুঘাট ও কুমারখালি থেকে প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে বিস্তারিত-

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) : হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শাহ্ তানজিম নামে এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। মৃত শাহ্ তানজিম উপজেলার ৯ নম্বর রাণীগাঁও ইউনিয়নের চাঁপাড়া ফকির বাড়ির বাসিন্দা শাহ্ ইকবাল মিয়ার ছোট ছেলে। সে চাঁপাড়া আইডিয়াল একাডেমির নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১১টায় শাহ্ তানজিম বাড়িতে ডিপ টিউবওয়েল বসানোর সময় বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়।

তখন স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক শাহ্ তানজিমকে মৃত ঘোষণা করেন। চুনারুঘাট থানার ওসি মো. রাশেদুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কুমারখালি (কুষ্টিয়া) : কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে এক সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে। জানা যায়, সাংবাদিক কেএমআর ছিদ্দিকুর রহমান কুমারখালি পৌর এলাকার এলঙ্গী পাড়ায় নিজ বাসভবনে গত বুধবার সকাল ৯টায় বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান।

সাংবাদিক কেএমআর ছিদ্দিকুর রহমান কুমারখালি রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি এবং বিজনেস ফাইল পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বে পালন করতেন।

সাংবাদিক ছিদ্দিকুর রহমানের মৃত্যুতে কুমারখালি প্রেসক্লাবের সভাপতি কবি বাবলু জোয়ারদার, সাধারণ সম্পাদক সোহেল হাবিব, দৈনিক সংবাদের প্রতিনিধি রওশন জোয়ারদার ও একুশে সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি তুষার আহম্মেদ রেজা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

পাঁচবিবি (জয়পুরহাট) : জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. ইসমাইল হোসেন (৩২) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সে উপজেলার হরেন্দা গ্রামের মো. রুহুল আমিনের ছেলে। গ্রামবাসী ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার কুসুম্বা ইউনিয়নের হরেন্দা গ্রামের যুবক ইসমাইল হোসেন ঘরের বৈদত্যুতিক বোর্ড স্থানান্তর করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে গ্রামবাসী ও পরিবারের লোকজন উপজেলা মহিপুর স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন মন্ডল বলেন, সে পেশায় ইলেক্ট্রিশিয়ান।

দেশ রূপান্তর
শনিবার
১৩ মে ২০২৩, ৩০ বৈশাখ

ট্যাংকার বিস্ফোরণে নিখোঁজ কর্মচারীর মরদেহ উদ্ধার

বরিশাল সংবাদদাতা

বরিশালের কীর্তনখোলা নদীতে নোঙর করা তেলভর্তি ট্যাংকার বিস্ফোরণের ঘটনায় নিখোঁজ কর্মচারী আবুল কাশেমের মরহেদ উদ্ধার করেছে বরিশাল ফায়ার সার্ভিস। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে কীর্তনখোলা নদীতে দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজের পূর্বপাশ থেকে ভাসমান অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বরিশালের সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বেলাল উদ্দিন বলেন, স্পিডবোটে নদীতে টহল দিচ্ছিলাম। তখন তার লাশ ভেসে উঠলে উদ্ধার করা হয়।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে নগরীর বান্দরোডের মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের ডিপোসংলগ্ন কীর্তনখোলা নদীতে নোঙর করা জাহাজে ১৩ লাখ লিটার অকটেন, পেট্রল ও ডিজেল ছিল। তেল উত্তোলনের জন্য ইঞ্জিন চালু করলে এ বিস্ফোরণ ঘটে বলে জানিয়েছেন কর্মচারীরা। এ সময় নিহত হন দুই কর্মচারী। বরিশাল ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের প্রাথমিক ধারণা, জাহাজের ইঞ্জিন রুমের এয়ারকম্প্রেশার বিস্ফোরণে আগুনের সূত্রপাত।

NEW AGE
FRIDAY, MAY 12, 2023,

Worker dies falling off roof in Gopalganj

Bangladesh Sangbad Sangstha · Gopalganj

A CONSTRUCTION and electrical worker died after falling off the rooftop of an under-construction building at Kashiani upazila in Gopalganj on Thursday. The deceased was Bayjid Sheikh, 30, son of late Jalil Sheikh, of Shukurhata village of Alfadanga upazila of Faridpur. Witnesses said that Bayjid Sheikh suddenly fell down from the second floor of the under-construction building of Syed Morad Hossain in the area, while he was doing electrical work at about 1:30pm, leaving him injured, officer-in-charge of the Kashiani police station Muhammad Feroz Alam said. Locals rescued him and took him to Kashiani Upazila Health Complex, where the on-duty doctor declared him dead.

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ৩০ বৈ
১৩ মে ২০২৩

ঝিনাইদহে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩

■ ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই নারীসহ তিন জন নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে শুক্রবার ভোরে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা সড়কের ডাকবাংলা বাজারে আলমসাধুর ধাক্কায় এক নারী নিহত হয়েছেন। তার পরিচয় জানা যায়নি। ঝিনাইদহ হাইওয়ে থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, ভোর সাড়ে ৫টার দিকে অজ্ঞাত নারী রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এ সময় একটি আলমসাধু তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলে তিনি মারা যান।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার আটলিয়া বাজারে ট্রাকচাপায় ভ্যান যাত্রী ও চালক নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন ভ্যানযাত্রী সদর উপজেলার চান্দুয়ালী গ্রামের রুবেল হোসেনের স্ত্রী পিংকী খাতুন (২৮) ও চালক হাজীডাঙ্গা গ্রামের আবতাব মণ্ডলের ছেলে সাদেকুল ইসলাম (৫৫)। ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা জানান, লাশ দুটি উদ্ধার করে সদর হাসপাতাল মর্গে আনা হয়। ট্রাকটি পুলিশ জব্দ করেছে। চালক পালিয়ে গেছে। থানায় মামলা হয়েছে।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ১২ মে ২০২৩,

অটোরিকশা ও প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে নিহত ৩

সড়ক দুর্ঘটনা

বগুড়ায় এক শিক্ষার্থীর দুই পা বিচ্ছিন্ন। পাঁচ জেলায় নিহত আরও সাতজন।

প্রথম আলো ডেস্ক

হবিগঞ্জে প্রাইভেট কার ও অটোরিকশার সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। গত বুধবার সন্ধ্যায় নবীগঞ্জ উপজেলার ফুলতলী বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া বুধবার থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছেন। আর বগুড়ায় দুর্ঘটনায় এক শিক্ষার্থীর দুই পা বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

এলাকাবাসী, পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রের বরাত দিয়ে *প্রথম আলোর* সংশ্লিষ্ট এলাকার **নিজস্ব প্রতিবেদক, প্রতিনিধিদের** পাঠানো খবর :

হবিগঞ্জের নিহত তিনজন হলেন অটোরিকশার যাত্রী নবীগঞ্জ উপজেলার মুরাউড়া গ্রামের মানিক মিয়া (৮০) ও চুনারুঘাট উপজেলার বাদশারগাঁও গ্রামের সোহেল মিয়া (৪২) এবং অটোরিকশার চালক বাহুবল উপজেলার উত্তর ভবানীপুর গ্রামের আবদাল মিয়া (৪৫)।

বুধবার সন্ধ্যার দিকে ঢাকা থেকে সিলেটগামী একটি প্রাইভেট কার ফুলতলী বাজার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা অটোরিকশার সঙ্গে সেটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে পাঁচজন গুরুতর আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে নবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। নবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান মানিক মিয়া। হাসপাতালে নেওয়ার পর সোহেল মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। রাতে এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান অটোরিকশাচালক আবদাল মিয়া।

গাজীপুরের শ্রীপুরের এমসি বাজার এলাকায় গতকাল বেলা ১১টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ট্রাকচাপায় মো. নয়ন মিয়া (২১) মারা যান। তিনি সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার বৈশারপাড় গ্রামের মো. কামাল খানের ছেলে।

এদিকে কালীগঞ্জ উপজেলার বালীগাঁও ফকিরবাড়ি এলাকার বাইপাস সড়কে গতকাল বেলা দেড়টার দিকে স্বামী মনির খন্দকারের মোটরসাইকেল থেকে পড়ে যান রোকসানা বেগম (৪৫)। এ সময় একটি কাভার্ড ভ্যান তাঁকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই রোকসানা বেগম মারা যান। তাঁরা কালীগঞ্জ উপজেলার চৈতারপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার আটলিয়া বাজারে গতকাল সন্ধ্যায় ট্রাকের ধাক্কায় ভ্যানের যাত্রী পিংকি খাতুন (৩২) ও ভ্যানচালক মোহাম্মদ সাদেক (৪৫) মারা যান। পিংকি সদর উপজেলার চান্দুয়ালী গ্রামের ও সাদেক হাজীডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদপুর এলাকায় গতকাল সকালে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী ও পশুচিকিৎসক শামীম রেজা (৩৫) আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। শামীম রেজা মেহেরপুর সদর উপজেলার সিংহাটি গ্রামের বাসিন্দা।

নোয়াখালীর কবিরহাট পৌরসভার চাপরাশিরহাট-কবিরহাট সড়কে গতকাল দুপুরে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারালে সড়কের পাশে গণশৌচাগারের দেয়ালে ধাক্কা খান এর আরোহী মো. ইব্রাহীম (৪৮)। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি উপজেলার চাপরাশিরহাট উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন।

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডের হাজীপাড়া এলাকায় নীলফামারী-সৈয়দপুর সড়কে বুধবার সন্ধ্যায় বাসের ধাক্কায় রেজওয়ান ফকির (৫৫) নামের এক বাইসাইকেল আরোহী নিহত হন। তিনি সদর উপজেলার পিলারের বাজার এলাকার জসিম উদ্দিনের ছেলে।

শিক্ষার্থীর পা বিচ্ছিন্ন

বগুড়ার শাজাহানপুরে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে গতকাল বিকেলে বাস থেকে নামার সময় কাভার্ড ভ্যানের নিচে চাপা পড়ে বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্রী ফাতেমা জান্নাত। এতে তার দুই পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বর্তমানে সে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি আছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ৩১ বৈশা
১৪ মে ২০২৩

সোনারগাঁওয়ে স্টিল মিলে লোহার নিচে চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

■ সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে মুনতাহা স্টিল মিলে লোহার রড শিপমেন্টের জন্য গাড়িতে তোলার সময় চাপা পড়ে মো. শাকিল (২৬) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সোনারগাঁ থানার ওসি (তদন্ত) আহসান উল্লাহ গতকাল শনিবার বিকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে শনিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শাকিল ঢাকার কেরানীগঞ্জের দ্বীন ইসলামের ছেলে। শাকিল সোনারগাঁওয়ে সাদিপুর ইউনিয়নের নানাখি এলাকায় অবস্থিত কারখানাটির ভেতরে কোয়ার্টারে থাকত।

কারখানাটির তত্ত্বাবধায়ক (সুপারভাইজার) মো. শাহীন বলেন, কারখানায় তৈরি লোহার রড শিপমেন্টের জন্য গতকাল শনিবার সকালে দুই জন শ্রমিক গাড়িতে তুলছিলেন। অসাবধানতাবশত রড গাড়িতে তোলার সময় শাকিলের গায়ে পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার দুপুরের দিকে শাকিল মারা যান।

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) বাচ্চু মিয়া জানান, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আহসান উল্লাহ বলেন, খবর পেয়ে কারখানাটিতে পুলিশ পাঠানো হয়। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ১৩ মে ২০২৩।

দুবাইয়ে অগ্নিকাণ্ডে প্রবাসীর মৃত্যু

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

দুবাইয়ে একটি অগ্নিকাণ্ডে মো. নুর আলম (৩০) নামের এক প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুবাইয়ের একটি তেলের ট্যাংকারে কাজ করার সময় দুর্ঘটনাবশত অগ্নিকাণ্ডে মারা যান তিনি। নুর আলম শহরতলির তেঘরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নিহত নুর আলমের খালাতো ভাই হবিগঞ্জ ২৫০ শয্যা আধুনিক জেলা সদর হাসপাতালের স্টাফ মো. আব্দুল আউয়াল। তিনি জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে তাঁর অন্য প্রবাসী ভাইয়েরা পৌঁছেছেন। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁর মরদেহ দেশে আনার জন্য ব্যবস্থা করা হবে। এদিকে দুর্ঘটনার সংবাদে নুর আলমের স্বজনরা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
১৬ মে ২০২৩

বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে রিকশাচালকের মৃত্যু

■ চট্টগ্রাম অফিস

নগরীতে বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে পড়ে এক রিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার নগরীর অক্সিজেন মোড় এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত জাহেদুলের (২৫) বাড়ি লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলায়। তিনি নগরীর অক্সিজেন এলাকায় থাকতেন। চমেক হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক জানান, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহত রিকশাচালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। তাকে বার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
Dhaka : Monday 15 May 2023

চট্টগ্রামে বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে পড়লো চলন্ত রিকশায়, চালকের মৃত্যু

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম মহানগরীর অক্সিজেন মোড়ে বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে চলন্ত রিকশার ওপর পড়ে চালক দগ্ধ হয়ে মারা গেছে। ওই রিকশাচালক জাহেদ আলী (৩৮) লালমনিরহাট জেলার বাসিন্দা। তিনি বর্তমানে অক্সিজেন এলাকায় বসবাস করেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টায় গাউছিয়া তোরণের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বায়েজিদ থানার ওসি ফেরদৌস জাহান বলেন, সকালে অক্সিজেন মোড়ে গাউছিয়া তোরণের পাশে বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে একটি চলন্ত রিকশার ওপর পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওই রিকশায় আগুন লেগে যায়। এতে চালক জাহেদ আলী অগ্নিদগ্ধ হন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠান।

চমেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক বলেন, আহতাবস্থায় ওই রিকশাচালককে ৩৬ নম্বর বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। বিকেলে তার মৃত্যু হয়।

এসি লাগাতে গিয়ে ৬ তলা থেকে পড়ে মিস্ত্রির মৃত্যু

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর ধানমন্ডিতে এসি লাগানোর সময় পড়ে গিয়ে সুজন দাস (৩০) নামের এক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। সুজন দাস নোয়াখালী জেলার বসুরহাট থানার হারাধন চন্দ্র দাসের ছেলে। তিনি ঢাকার উত্তরা এলাকায় বসবাস করতেন।

ধানমন্ডি থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. সামছুল হক জানান, আমরা সহকর্মীদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি ধানমন্ডি ৬/এ একটি ভবনের ছয়তলায় এসি লাগানোর সময় নিচে পড়ে সুজন দাস (৩০) নামের এক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়। তবুও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। তিনি আরও জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করি। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ৩১ বৈ
১৪ মে ২০২৩

ফের গ্যাস সিলিন্ডার কারখানায় বিস্ফোরণ

সাভারে শিশুসহ দগ্ধ ৫

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় গ্যাস সিলিন্ডার রিফিল কারখানায় বিস্ফোরণের রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও একটি অনুমোদনহীন গ্যাস সিলিন্ডার রিফিল কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে আশুলিয়ার জামগড়া এলাকার ফ্যান্টাসি কিংডম সংলগ্ন তেঁতুলতলা এলাকার একটি কারখানায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে শিশুসহ অন্তত পাঁচ জন দগ্ধ হয়েছে। দগ্ধরা হলেন, অবৈধ রিফিল ব্যবসায়ী বিল্লাল হোসেন, তার কর্মচারী শরিফুল ইসলাম, শরিফুল হোসেনের ছেলে সোহাগ, নুরনবী ও মাহলাম। তবে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় স্থানীয়রা। প্রথমে স্থানীয় নারী ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বিল্লাল নামে এক জন গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবসায়ী অবৈধভাবে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গ্যাসের খালি সিলিন্ডার সংগ্রহ করে কারখানাটিতে মজুদ করতেন। পরে ৪৫ লিটার গ্যাসের বড় সিলিন্ডার থেকে খালি সিলিন্ডারে বালু ও পানি ভরিয়ে গ্যাস রিফিল করতেন। প্রতিদিনের মত শনিবার সকালেও ঐ ব্যবসায়ী গ্যাস রিফিল করার সময় হঠাৎ বিস্ফোরণ হলে চারদিকে আগুন ধরে যায়।

এলাকার মুদি দোকানদার আব্দুস সোবাহান জানান, আবাসিক এলাকায় ভাড়া গুদামে সিলিন্ডার মজুদ করতেন বিল্লাল। এখানে প্রায় ৪০-৫০টি এমন গুদাম রয়েছে, যার কোন অনুমোদন নেই। আবাসিক এলাকায় এমন কারখানা ঝুঁকিপূর্ণ হলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। এর আগেও এমন একটি কারখানায় বিস্ফোরণ হয় এবং এ ঘটনায় মামলাও হয়েছে কিন্তু কোন আসামি গ্রেফতার করার খবর পাওয়া যায়নি। ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর মো. ওয়ালি উল্লাহ জানান, সকাল ১০টার দিকে টিনশেড গুদামে বিস্ফোরণের খবর পেয়ে তাদের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেও বেশ কয়েকি কক্ষ পুড়ে গেছে। এঘটনায় শিশুসহ দগ্ধ পাঁচ জনকে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন স্থানীয়রা।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৩১ বৈশাখ ১৪৩০
Dhaka : Sunday 14 May 2023

পোস্তগোলায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর পোস্তগোলায় একটি নির্মাণাধীন ভবন থেকে নিচে পড়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত দুজনেরই নাম রাব্বি। তাদের বয়স ১৮ থেকে ২২ বছর। শনিবার সকাল ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক একজনকে সঙ্গে সঙ্গে মৃত ঘোষণা করেন। আরেকজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া মো. সোহাগ জানান, তারা পোস্তগোলা এলাকায় খাদিজা টেক্সটাইল মিলের নির্মাণাধীন ভবনে রড মিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। সকালে ৩য় তলায় দাঁড়িয়ে ছাদের সাটারিংয়ের বাঁশ, কাঠ খুলছিল। এ সময় অসাবধানতাবশত দুজনই নিচে পড়ে যায়।

সোহাগ আরও জানান, তাদের গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলায়। রাব্বির (১৮) বাবার নাম আব্বাস আলী ও আরেক রাব্বির (২২) বাবার নাম মো. লিটন; দুজনই পোস্তগোলার ওই নির্মাণাধীন ভবনেই থাকতেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বাচ্চু মিয়া জানান, দুটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে।

সময়ের আলো
রোববার। ১৪ মে ২০২৩

আশুলিয়ায় ফের সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, দগ্ধ শিশুসহ ৫

আশুলিয়া প্রতিনিধি

সাভারের আশুলিয়ায় ১০ দিনের ব্যবধানে ফের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে শিশুসহ দগ্ধ হয়েছে ৫ জন। শনিবার সকাল ১০টার দিকে আশুলিয়ার ফ্যান্টাসি কিংডম-সংলগ্ন তেঁতুলতলায় বেলাল মিয়ার মজুদ ও রিফিল কারখানায় এ বিস্ফোরণ ঘটে। কারখানাটির কোনো বৈধতা ছিল না বলে জানা গেছে।

সিলিন্ডার বিস্ফোরণের এ ঘটনায় দগ্ধ ৫ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় নারী শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরে তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে।

দগ্ধদের নাম বিল্লাল হোসেন (৩০), শরিফুল ইসলাম (২৫), নুরনবী (২৮), মাহলাম (২৬) ও সোহাগ (৯) বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে বিল্লাল কারখানা মালিক ও বাকিরা কর্মচারী। আর শিশু সোহাগ কর্মচারী শরিফুলের ছেলে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দা বলেন, আবাসিক এলাকায় ভাড়া গুদামে সিলিন্ডার মজুদ করতেন বিল্লাল। শনিবার সেখানে হঠাৎ বিস্ফোরণের পর আগুন ধরে যায়। ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় প্রায় ৪০-৫০টি এমন গুদাম রয়েছে, যেখানে অবৈধভাবে সিলিন্ডারে গ্যাস রিফিল করা হয়। এগুলোর কোনো অনুমোদন নেই। আশুলিয়ায় কয়েক দিন আগেও এরকম একটা কারখানায় বিস্ফোরণ হয়েছে। আবাসিক এলাকায় এমন কারখানা ঝুঁকিপূর্ণ।

যোগাযোগ করা হলে ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর ওয়ালিউল্লাহ জানান, সকাল ১০টার দিকে জামগড়া এলাকায় সিলিন্ডারের গুদামে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। বিস্ফোরণে সিলিন্ডার গুদামের মালিক বিল্লাল ও তার দুই কর্মচারীসহ পাঁচজন দগ্ধ হয়েছেন। তাদের প্রথমে স্থানীয় নারী ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে পাঠান।

আর আশুলিয়া থানার এসআই মাসুদ আল মামুন বলেন, 'খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর আগে গত ৪ মে আশুলিয়ার উত্তর কাঠগড়া এলাকায় মিরাজ ও রাজীবের অবৈধ কারখানায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। ওই ঘটনায় দুজন দগ্ধ হয়। প্রায় ১০ দিন পর শনিবার একই ধরনের কারখানায় সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, মে ১৬, ২০২৩।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার বাট্টাজোড় ইউনিয়নের পলাশতলা গ্রামে সেচপাম্পে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গরুসহ সাইফুল ইসলাম (৩০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া সাইফুলের বাড়ি ওই ইউনিয়নের বীরগাঁও গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে গরুকে গোসল করানোর জন্য বাড়ির পাশে একটি সেচ পাম্পে নিয়ে যান। সেচ পাম্পের পানিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে সাইফুল ইসলাম বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। ঘটনাস্থলেই গরুসহ তার মৃত্যু হয়। বকশীগঞ্জ থানার ওসি সোহেল রানা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। **বণিক বার্তা প্রতিনিধি, জামালপুর**

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ২ জ্যৈ
১৬ মে ২০২৩

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জন নিহত হয়েছেন। রবি ও সোমবার এসব সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতার পাঠানো খবর :

নাটোর : নাটোরের নলডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় শাহিন আলম (৭০) নামের এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন। সোমবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার শেরকোল-নলডাঙ্গা সড়কের আঁচড়াখালী এলাকায় গরুবাহী ভটভটির সঙ্গে সংঘর্ষে অটোভ্যান যাত্রী শাহিন আলম গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) : রায়পুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোহাম্মদ (৩২) নামের এক নির্মাণশ্রমিক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো দুজন। রবিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে লক্ষ্মীপুর-রায়পুর আঞ্চলিক মহাসড়কের সোনাপুর সিকদার রাস্তার মাথা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শিপন বড়ুয়া বলেন, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
Dhaka : Monday 15 May 2023

তিন জেলায় তিন শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

টাঙ্গাইলের বাসাইলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ১, সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে বালু ভর্তি দুই নৌকার চাপায় ১ এবং নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে লোহার রড গাড়িতে তোলার সময় চাপা পড়ে ১ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বাসাইল, তাহিরপুর এবং সোনারগাঁ থেকে আমাদের প্রতিনিধিদের রিপোর্ট অনুসারে :

বাসাইল (টাঙ্গাইল) : টাঙ্গাইলের বাসাইলে শ্যালো মেশিনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জাহিদুল ইসলাম নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার দুপুরে উপজেলার সুন্যা বাইশখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জাহিদুল ওই গ্রামের মহেজ উদ্দিনের ছেলে।

এ বিষয়ে বাসাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত চিকিৎসক রমেশ পত্তনদার বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

তাহিরপুর (সুনামগঞ্জ) : সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার সীমান্ত নদী যাদুকাটায় বালু ভর্তি দুই নৌকার চাপায় পড়ে সুজন মিয়া নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার যাদুকাটার নদীর ঘাগটিয়া-লাউড়েরগড় খেয়াঘাট সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিক বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়নের শাহপুর গ্রামের জহির উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় সুজন মিয়াসহ ৫-৬ জনের একটি শ্রমিকদল ৮শ ফুট ধারণকৃত বালু ভর্তি একটি স্টিলবডি নৌকা নিয়ে বারেকটিলা এলাকা থেকে ফেরার পথে ঘাগটিয়া-লাউড়েরগড় খেয়াঘাট সংলগ্ন এলাকায় পৌছলে, মাঝনদীতে অন্য একটি ডুবন্ত স্টিলবডি নৌকা দেখতে পান। এসময় তাদের নৌকার সাথে ডুবন্ত ওই নৌকার সংঘর্ষের আশঙ্কায় সুজন মিয়া নৌকা থেকে নদীতে লাফ দিয়ে সংঘর্ষ ঠেকাতে গেলে, দুই নৌকার মাঝখানে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে বিশ্বম্ভরপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) : নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে স্টীল মিলে লোহার রড গাড়িতে তোলার সময় চাপা পড়ে শাকিল নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার সকালে সাদীপুর এলাকায় মুনতাহা স্টীল মিলে এই ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আহসান উল্লাহ জানান, খবর পেয়ে কারখানাটিতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংবাদ
রোববার ৩১ বৈশাখ ১৪৩০
Sunday 14 May 2023

নারায়ণগঞ্জে স্টিল মিলে রডের চাপায় শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

জেলার সোনারগাঁয়ে মুনতাহা স্টিল মিলে লোহার রডের নিচে চাপা পড়ে মো. শাকিল (২৬) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে নয়টায় উপজেলার সাদিপুর ইউনিয়নের নানাখি এলাকায় অবস্থিত মিলটিতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাকিল ঢাকার কেরানীগঞ্জের দ্বীন ইসলামের ছেলে। সে কারখানাটির ভেতরে কোয়ার্টারে বাস করতো।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন কারখানার তত্ত্বাবধায়ক (সুপারভাইজার) মো. শাহীন। তিনি বলেন, 'কারখানায় তৈরি লোহার রড শিপমেন্টের জন্য দু'জন শ্রমিক গাড়িতে তুলছিলেন। অসাবধানতাবশত রড গাড়িতে তোলার সময় শাকিলের গায়ে পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা এগারোটার দিকে সে মারা যায়।'

জানতে চাইলে সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আহসান উল্লাহ বলেন, 'খবর পেয়ে আমরা কারখানাটিতে পুলিশ পাঠাই। কারখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, লোহার রড গাড়িতে তোলার সময় গায়ে পড়ে যায়। মাথায় ওই শ্রমিকের গুরুতর আঘাত লাগে। হাসপাতালে সে মারা গেছে।'

তিনি আরও বলেন, 'শ্রমিকরা জানিয়েছেন, গাড়িতে যারা রড লোড করার কাজ করছিলেন তাদের মাথায় হেলমেট ছিল না। হেলমেট থাকলে হয়তো এত গুরুতর আঘাত লাগতো না। আমরা এই বিষয়ে তদন্ত করছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে', যোগ করেন এ পুলিশ কর্মকর্তা।

উল্লেখ্য, মুনতাহা স্টিলমিল নামে লোহার রড উৎপাদনকারী এই কারখানাটিতে ২০১৮ সালের ২৩ নভেম্বর বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। ওই সময় লোহা গলানোর চুল্লিতে কাজ করার সময় গলিত লোহা গায়ে পড়ে ১৩ জন শ্রমিক দগ্ধ হন। তাদের মধ্যে দুইজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৬ মে ২০২৩

রাজধানীতে তিনজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীতে পৃথক ঘটনায় তিনজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে মতিঝিলে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় অজ্ঞাত নারী, মহাখালীতে ট্রাকের ধাক্কায় নুরুল ইসলাম (৪০) এবং সবুজবাগে ধ্রুব সরকার (১৯) নামে এক কলেজছাত্রের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশ তিনটি ময়নাতদন্তের জন্য গতকাল ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঢামেক সূত্র জানায়, রবিবার রাত সাড়ে ১২টায় মতিঝিলের উত্তর কমলাপুরে রাস্তা পার হতে গিয়ে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় অজ্ঞাত ওই নারীর মৃত্যু হয়। তার বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। ঘটনার পরই কাভার্ডভ্যানটি পালিয়ে যায়। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে কাভার্ডভ্যানটি শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ। পুলিশ বলছে, সিআইডির ক্রাইমসিন এবং ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে ওই নারীর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। গতকাল সকাল সাড়ে ৬টায় মহাখালী ফ্লাইওভারে ডাম্প ট্রাকের ধাক্কায় নুরুল ইসলাম মারা যান। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। জানা যায়, নুরুল ইসলাম ফ্লাইওভার সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকা আইটিডি কোম্পানির শ্রমিক ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১ জ্যৈ
১৫ মে ২০২৩

সাভারে ট্রাকের চাপায় অটোরিকশাচালক নিহত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে ট্রাকের চাপায় এক অটোরিকশার চালক নিহত হয়েছে। গতাকাল রবিবার সকালে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের নবীনগর এলাকায় জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে মহাসড়কের ঢাকাগামী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত অটোরিকশা চালকের নাম আলমগীর হোসেন (৪২)। তিনি সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার জামতৈল এলাকার শাহানুরের ছেলে। সাভার হাইওয়ে থানা পুলিশ জানায়, রবিবার সকালে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের নবীনগর এলাকায় অটোরিকশা চালাচ্ছিলেন আলমগীর হোসেন। সকাল ৯টার দিকে অটোরিকশা চালিয়ে জাতীয় স্মৃতিসৌধের দ্বিতীয় ফটকসংলগ্ন মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ঢাকাগামী লেনে দ্রুতগতির ট্রাক অটোরিকশাটিকে চাপা দেয়। এতে আলমগীর হোসেন সড়কে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ ঘটনায় ঘাতক ট্রাকের চালক ট্রাকটি রেখেই পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে সাভার হাইওয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহত আলমগীর হোসেনের লাশ উদ্ধার এবং ট্রাকটি জব্দ করে থানায় নিয়ে যায়। সাভার হাইওয়ে থানার ওসি আজিজুল হক বলেন, নিহত আলমগীর হোসেনের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া এ ঘটনায় মামলা দায়েরের পাশাপাশি ট্রাকচালককে আটকের চেষ্টা চলছে।

সময়ের আলো
বুধবার। ১৭ মে ২০২৩

ট্রাক উল্টে নিহত ২, আহত ২০

● সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

সাতক্ষীরায় ধান ও শ্রমিক বহনকারী একটি ট্রাক উল্টে আবুল হোসেন (৪৬) ও সুমন হোসেন (৩৫) নামে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ২০ জন। মঙ্গলবার ভোর ৫টার দিকে তালা উপজেলার পাটকেলঘাটায় কুমিরা মহিলা কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে আরাফাত হোসেন নামে একজন বলেন, আমরা ২৪ জন শ্রমিক সাতক্ষীরা থেকে ধান কাটার জন্য শরীয়তপুর গিয়েছিলাম। সেখান থেকে মজুরি হিসেবে পাওয়া ২৪৫ বস্তা ধান নিয়ে সোমবার রাতে একটি পিকআপ ভ্যান ভাড়া করে সাতক্ষীরা ফিরছিলাম। মঙ্গলবার ভোরে ট্রাকটি কুমিরা মহিলা কলেজের সামনে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে ট্রাকে থাকা ঘুমন্ত শ্রমিকরা ধানের বস্তার নিচে চাপা পড়েন।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৬ মে ২০২৩,

মাঠে কাজে গিয়ে ৩ লবণচাষির মৃত্যু

প্রতিনিধি, *মহেশখালী, কক্সবাজার*

কক্সবাজারের দ্বীপ উপজেলা মহেশখালীতে তিন লবণচাষির মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসক বলেছেন, মাঠে কাজ করার সময় বাতাস ও বৃষ্টিতে ঠান্ডা লাগায় অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন তাঁরা।

মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার হোয়ানক ইউনিয়নের মোহাম্মদ রিদোয়ান (৩৫), একই ইউনিয়নের মোহাম্মদ নেছার (৩২) ও মোহাম্মদ আনছার (২৮)। গত রোববার বিকেলে উপজেলার হোয়ানক ইউনিয়নের বগাচতর ঘোনা, আইল্যার ঘোনা ও কুমারখালীতে লবণের মাঠে কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হন তাঁরা।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৪
১৮ মে ২০২৩

দগ্ধ আরো দুই জনের মৃত্যু

আশুলিয়ায় গ্যাস সিলিন্ডার গুদামে বিস্ফোরণ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় অবৈধভাবে গ্যাস সিলিন্ডার মজুতসহ পানি ও বালু মিশিয়ে সিলিন্ডার রিফিল করা কারখানার গুদামে বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ আরো দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়। এর আগে সোমবার বিকালে বিস্ফোরণে দগ্ধ পাঁচ জনের মধ্যে প্রথমে শরিফুল ইসলাম নামে এক জন মারা যান। তার শরীরের ৯৮ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে তিন জন হলো।

নিহত বাকি দুই জন হলেন—রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার আব্দুর রহমানের ছেলে অবৈধ কারখানাটির মালিক মো. বিল্লাল হোসেন এবং তার কর্মচারী টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলার চরপলি গ্রামের শাহাদাত আলীর ছেলে নূর নবী। দুই জনেরই শ্বাসনালী দগ্ধ হয়েছিল। গত শনিবার আশুলিয়ার ফ্যান্টাসি কিংডম সংলগ্ন তেঁতুলতলা এলাকার বিল্লালের মালিকানাধীন গ্যাস সিলিন্ডার মজুত ও রিফিল কারখানায় এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে

শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক এসএম আইউব হোসেন জানান, মঙ্গলবার রাতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গুদাম মালিক মো. বিল্লাল হোসেন এবং কর্মচারী নূর নবী মারা যান। এদের মধ্যে বিল্লালের শরীরের ৩৬ শতাংশ এবং নূর নবীর ৪৩ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। তিনি আরো বলেন, বিস্ফোরণের ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ পাঁচ জনের মধ্যে শরিফুলের ৯ বছর বয়সি ছেলে সোহাগ এবং মাহবুব নামে আরেক জন এখনো বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে মাহবুবের শরীর ২৬ শতাংশ ও সোহাগের শরীর ২০ শতাংশ পুড়ে গেছে। গত শনিবার সকালে ঐ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

দেশ রূপান্তর
বুধবার
১৭ মে ২০২৩, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

রিকশাচালক জাহেদের মৃত্যুর দায় নেবে কে

মোহাম্মদ রফিক, চট্টগ্রাম

ঘূর্ণিঝড় মোখার বিপদসংকেত উপেক্ষা করে পেটের দায়ে গত রবিবার রিকশা নিয়ে রাস্তায় বের হয়েছিলেন জাহেদ আলী। চট্টগ্রাম নগরীর অক্সিজেন মোড়ে আচমকাই বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে পড়ে তার গায়ের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ভেজা রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকেন জাহেদ আলী। তার আগুনে পুড়তে থাকার দৃশ্যের স্থির ও ভিডিওচিত্র ফেসবুকে দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে যায়। বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান জাহেদ আলী। পেটের দায় মেটাতে গিয়ে প্রাণটাই খোয়ালেন তিনি। তবে শুধু রিকশাচালক জাহেদ আলী নন, চট্টগ্রাম নগরে কেউ ভবন থেকে পড়ে, পাহাড় কাটার মাটি ধসে পড়ে, আবার কেউবা প্রাণ হারাচ্ছেন চলন্ত লরি থেকে দড়ি ছিঁড়ে কনটেইনার চাপা পড়ে। প্রায় বছরখানেক আগে সীতাকুণ্ডে বিএম কনটেইনার ডিপোয় বিস্ফোরণের পর

রিকশাচালক জাহেদের মৃত্যুর

অগ্নিকাণ্ডে মারা যান ৫১ জন। প্রায়ই মর্মান্তিক সব ঘটনার খবরের শিরোনাম হচ্ছে চট্টগ্রাম। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, দুর্ঘটনা ঘটার পর তাৎক্ষণিক জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিসসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর তদন্ত কমিটি গঠন করে বা মামলা করে যেন দায় সারে। কিন্তু তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আর আলোর মুখ দেখে না। মাসের পর মাস মামলার আসামিরাও গ্রেপ্তার হয় না।

রিকশাচালক জাহেদ আলীর এক স্বজন নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'জাহেদ আলী একজন রিকশাচালক। খেটে খাওয়া মানুষ। তার মৃত্যুতে বিধবা হয়েছেন স্ত্রী। তাদের আট মাস বয়সী এক শিশু আছে। ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার তার আছে।' জাহেদ আলীর বাড়ি লালমনিরহাটে। পরিবার নিয়ে থাকতেন চট্টগ্রাম নগরীর কুলগাঁও বটতলা এলাকায়। জাহেদের শ্বশুর আইয়ুব আলী বলেন, 'কারও বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ নেই। তাই মামলা করিনি।'

তবে বৈদ্যুতিক তারটি কেন দুর্বল হলো, কেন ছিঁড়ে পড়ল, সে ব্যাপারে কোনো তদন্তই করেনি পিডিবি কর্তৃপক্ষ। পিডিবি দক্ষিণাঞ্চলীয় জোনের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'হৃদয়বিদারক ঘটনটি তদন্ত হলে দায়িত্বহীনতার দায়ে কারও না কারও শাস্তি হতো।'

জাহেদ আলীর মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন না করার বিষয়টি স্বীকার করে পিডিবি দক্ষিণাঞ্চলীয় জোনের প্রধান প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'ঘটনাটি আমরা পর্যালোচনা করেছি। দাপ্তরিকভাবে কোনো কমিটি করা হয়নি। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।'

রিকশাচালক জাহেদ আলীর মৃত্যু নিয়ে মানবাধিকার আইনজীবী জিয়া হাবীব আহসান বলেন, 'দায়িত্বে অবহেলা, আইনের সঠিক প্রয়োগ না হওয়া এবং দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থার কারণে জাহেদ আলীরা মারা যান। এসব মৃত্যুর দায় নেয় না কেউ। এ ধরনের মৃত্যুতে সরকারি দপ্তরের দায় আছে।'

এর আগে গত বছর ৭ জুন সীতাকুণ্ডে বিএম কনটেইনার ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ৫১ জন নিহত হয়। আহত হয় অসংখ্য শ্রমিক। এ ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ এনে ডিপোর আট কর্মকর্তাকে আসামি করে মামলা করে সীতাকুণ্ড থানা পুলিশ। কিন্তু গত ৫ মে 'তথ্যগত ভুল' উল্লেখ করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয় চট্টগ্রাম জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'এটি দুর্ঘটনা। ডিপো কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে অবহেলা ছিল না, ফলে ডিপোর বিভিন্ন পর্যায়ের আট কর্মকর্তাকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতির সুপারিশ করা হলো।' গত ৮ মে সেই রিপোর্ট গ্রহণ করে মামলার আসামি ডিপোর আট কর্মকর্তাকে অব্যাহতি আদেশ দিয়েছেন চট্টগ্রামের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (৫) আবদুল্লাহ খান। ভয়াবহ এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ। প্রায় এক বছরেও কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করেনি ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ। এ প্রসঙ্গে সংস্থাটির উপপরিচালক আবদুল হালিম গতকাল বিকেলে দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'বিএম ডিপোর ঘটনায় করা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট দুয়েক দিনের মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশ করা হবে।'

চলতি বছর ৮ ফেব্রুয়ারি নগরীর বাকলিয়া থানার কল্পলোক আবাসিক এলাকায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে মারা যান তিন শ্রমিক। এ ঘটনায় ভবন মালিক এবং ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মামলা হলেও আজও তারা গ্রেপ্তার হয়নি। একইভাবে তিন শ্রমিকের প্রাণহানির জন্য ভবনমালিক এবং ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক)। কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি প্রশ্ন করলে চউকের প্রধান প্রকৌশলী হাসান বিন সামস দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'তিন মাস আগের ঘটনা আমার মনে নেই।'

গত ১০ মে নগরের পতেঙ্গা স্টিল মিল বাজার এলাকায় লরি থেকে দড়ি ছিঁড়ে ছিটকে গিয়ে পণ্যবাহী একটি কনটেইনার রিকশার ওপর পড়ে। এতে রিকশাচালক কোনোমতে প্রাণে বাঁচলেও আরোহী বাবা-ছেলের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। সেই কনটেইনারের মালিক কে বা কারা ছিলেন তা জানা যায়নি। দুটি মানুষের মৃত্যুর দায় নিতে হলো না কারও কিংবা কোনো ক্ষতিপূরণও দিতে হলো না। এ ঘটনায় নিহতদের পরিবারের এক সদস্য দিয়ে মামলা করেছে পুলিশ। মামলায় শুধু আসামি করা হয়েছে লরিচালককে। কনটেইনার মালিককে কেন আসামি করা হয়নি জানতে চাইলে সিএমপির উপকমিশনার (বন্দর) শাকিলা সোলতানা গতকাল সন্ধ্যায় দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'মামলার তদন্তে ওই দুর্ঘটনায় যাদের যাদের অবহেলার প্রমাণ মিলবে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ৩ জ্যৈষ্ঠ
১৭ মে ২০২৩

ধানবোঝাই ট্রাক উলটে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত আরো ২

ইত্তেফাক ডেস্ক

তালায় ধানবোঝাই ট্রাক উলটে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এছাড়া পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় আরো দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৩৫ জন। গতকাল মঙ্গল ও গত সোমবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

তালা (সাতক্ষীরা) : সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের তালার কুমিরা এলাকায় ধানবোঝাই ট্রাক উলটে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন—সুমন হোসেন (৩৫) ও আবুল হোসেন (৩৮)। দুর্ঘটনায় নারীসহ ২৪ জন আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার ভোররাতে সড়কের উপজেলার কুমিরা কদমতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পাটকেলঘাটা থানার ওসি মাহমুদুর রহমান জানান, সড়ক দুর্ঘটনার খবর পাওয়ামাত্র ঘটনাস্থল পুলিশ পরিদর্শন করেছে।

চুয়াডাঙ্গা : চুয়াডাঙ্গা থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া যাত্রীবাহী বাস উলটে এক জনের মৃত্যু ও ১১ জন আহত হয়েছেন। সোমবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ আঞ্চলিক মহাসড়কের সাধুহাটি নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হলেন—ঐ বাসের সুপারভাইজার সাগর আলী (২৫)। তিনি দর্শনার ইসলামপাড়ার আহসান ইসলামের ছেলে। ঝিনাইদহের ডাকবাংলো পুলিশ ক্যাম্পের আইসি জাকারিয়া দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত হয়েছেন বাসের সুপারভাইজার সাগর আলী।

গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা) : গোবিন্দগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম সাইফুল ইসলাম (৫০)। সোমবার রাত ১০টার দিকে বালুয়া-বিশুবাড়ী এলাকায় জায়েদ আলীর ইটভাটার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাইফুল দরবস্ত ইউনিয়নের বিশুবাড়ী কাজীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। এ ব্যাপারে গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) বুলবুল ইসলামের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, দুর্ঘটনার ব্যাপারে থানায় কোনো তথ্য নেই।

সমকাল
১৭ মে ২০২৩ । ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

তিন বন্ধুর প্রাণ গেল ট্রাকচাপায়

সড়ক দুর্ঘটনা

দুই শ্রমিকসহ নিহত আরও ৯ জন

সমকাল ডেস্ক

ফরিদপুরের মধুখালীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিন বন্ধুর প্রাণ গেছে। সাতক্ষীরায় ট্রাক উল্টে দুই শ্রমিক নিহত ও ১২ শ্রমিক আহত হয়েছেন। এ ছাড়া নেত্রকোনার দুর্গাপুরে দু'জন এবং গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ, চট্টগ্রাম নগরী, রাজবাড়ী ও মুন্সীগঞ্জ সদর এবং ময়মনসিংহের ভালুকায় একজন করে নিহত হয়েছেন।

ফরিদপুরের মধুখালীতে ট্রাকচাপায় তিন বন্ধু নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার বাগাট ইউনিয়নের ঘোপঘাট এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁরা বাগাট ইউনিয়নের বিশ্বাসপাড়া মহল্লার বাসিন্দা। নিহতরা হলেন– মজিবর সরদারের ছেলে হুসাইন সরদার (২০), ইদ্রিস বিশ্বাসের ছেলে নাহিদ বিশ্বাস (২১) ও বাদশা বিশ্বাসের ছেলে জোবায়ের বিশ্বাস (২০)। ঝড়ে সড়কের পাশে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে ছিল। তিনজন কামারখালী থেকে বাগাট আসার পথে গাছে বাড়ি খেয়ে সড়কে ছিটকে পড়েন। এ সময় মাগুরামুখী একটি ট্রাক তাঁদের চাপা দিয়ে চলে যায়।

সাতক্ষীরার তালা উপজেলার কুমিরায় পিকআপ উল্টে দুই শ্রমিক নিহত ও কমপক্ষে ১২ জন আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকালে সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের কুমিরা মহিলা কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– শ্যামনগর উপজেলার কাশিমাড়ি গ্রামের মন্টু হোসেনের ছেলে সুমন হোসেন (৩৫) ও একই উপজেলার জয়নাগর গ্রামের ওমর আলীর ছেলে আবুল হোসেন (৪৬)। আহত শ্রমিক তাপস কুমার দাশ জানান, তাঁরা ২৪ জন শ্রমিক সাতক্ষীরা থেকে ধান কাটার জন্য শরীয়তপুর গিয়েছিলেন। পরে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় পড়েন।

মুন্সীগঞ্জ-মাকহাটী সড়কের ঘাশিপুকুরপাড় এলাকায় গতকাল দুপুরে সড়কের গর্তে মিশুক উল্টে চালক মো. ইব্রাহিম নিহত হয়েছেন। তিনি বরিশালের হিজলা উপজেলার শ্রীপুরের বাসিন্দা। মুন্সীগঞ্জ সদরের বিনোদপুরে ভাড়া বাসায় থাকতেন। গতকাল সকালে ব্যাটারিচালিত মিশুক নিয়ে বাসা থেকে বের হন মো. ইব্রাহিম। ফেরার পথে ঘাশিপুকুরপাড় এলাকার সেতু থেকে নামার সময় সড়কের গর্তে উল্টে যায় মিশুকটি। এ সময় মিশুকে থাকা গোখাদ্যের বস্তায় চাপা পড়ে মারা যান চালক।

রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া সড়কে রাজবাড়ী শহরের নতুন বাজার এলাকায় কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় রিপন সরদার নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তিনি রাজবাড়ী সদরের বরাট ইউনিয়নের মতিয়াগাছি গ্রামের জলিল সরদারের ছেলে। গত সোমবার রাত ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কাভার্ডভ্যানটি পেছন থেকে ধাক্কা দিলে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলে মারা যান রিপন।

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সাইফুল ইসলাম (৫০) নামে এক সাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। সোমবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার বালুয়া বাজার-বিশুবাড়ী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সাইফুল বিশুবাড়ী কাজীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

চট্টগ্রাম নগরীর বন্দর এলাকার ২ নম্বর গেট এলাকায় গতকাল বাসচাপায় কামাল উদ্দীন নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তিনি দক্ষিণ পতেঙ্গার মাইজপাড়ার নূর আলমের ছেলে। পতেঙ্গা থানার লালদিয়ারচর এলাকায় কনটেইনার টার্মিনালে ইনকন্ট্রাক্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। বন্দর এলাকার ২ নম্বর গেটের সামনে বেপরোয়া বাস তাঁকে চাপা দেয়।

নেত্রকোনার শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি সড়কে দুর্গাপুরের কৃষ্ণেরচর এলাকায় গত সোমবার সন্ধ্যায় ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষের দু'জন নিহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন– দুর্গাপুরের কাকৈরগড়া ইউনিয়নের ইন্দ্রপুর গ্রামের চাঁন মিয়ার স্ত্রী আছিয়া খাতুন (৫০) ও অমর আলীর ছেলে অটোচালক সাদেক মিয়া (৫০)।

ময়মনসিংহের ভালুকায় সিএনজিচালিত অটোচাপায় আলাউদ্দিন (৫৮) নামে এক ধানকাটা শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল উপজেলার কাচিনা ইউনিয়নের বাটাজোর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

[প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট অফিস ও প্রতিনিধিরা]

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১৮ মে ২০২৩

বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু

প্রতিদিন ডেস্ক

মৌলভীবাজারে কুলাউড়ায় পৃথক স্থানে বজ্রপাতে এক চা শ্রমিক নিহত ও এক কিশোর আহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ও মঙ্গলবার বিকালে উপজেলার টিলাগাঁও এবং ভাটেরা ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম মতি (৪০)। তিনি লংলা চা বাগানের মদন কানুর ছেলে। আহত ইমন ভাটেরা ইউনিয়নের দক্ষিণভাগ এলাকার সিপন মিয়ার ছেলে। এদিকে জামালপুর সদর উপজেলার নরুন্দি ইউনিয়নের বীলপাড় গ্রামে বজ্রপাতে উসমান গণি (২৮) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। উসমান ওই গ্রামের শহিদুল্লাহ শহিদের ছেলে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৮ মে ২০২৩
৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

বজ্রপাতে কুলাউড়ায় শ্রমিক ঈশ্বরদীতে যুবকের মৃত্যু

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) ও ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি

কুলাউড়ার টিলাগাঁও ইউনিয়নে বজ্রপাতে মতি কানু নামে এক চা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মতি কানু লংলা চা বাগানের মৃত মদন কানুর ছেলে। জানা যায়, বুধবার সকালে মতি কানু লংলা চা বাগানের লেইক (পানিকুচি) এলাকায় গরুর জন্য ঘাস কাটতে যান। এ সময় বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

এদিকে ঈশ্বরদীর কামালপুর গ্রামের চরে বজ্রপাতে সজিব হোসেন নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় ১৪টি গবাদিপশুও মারা গেছে। সজিব ওই গ্রামের আলহাজ প্রামাণিকের ছেলে। সজিবের মামাতো ভাই শরিফুল ইসলাম জানান, পারিবারিক খামারের ৪১টি গরু নিয়ে প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সকালে সজিব কামালপুরের চরে যান। সন্ধ্যায় বাড়িতে ফেরার পথে হঠাৎ বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হলে ১৪টি গরুসহ ঘটনাস্থলেই সজিব মারা যান।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১৮ মে ২০২৩,

১০ জেলায় নিহত ১২

সড়ক দুর্ঘটনা

গত মঙ্গলবার রাত আটটা থেকে গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রথম আলো ডেস্ক

সড়কে মৃত্যুর মিছিলে যোগ হয়েছে আরও ১২টি প্রাণ। গত মঙ্গলবার রাত আটটা থেকে গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ দেশের ১০ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১২ জন।

সিলেটের জৈন্তাপুরে সিলেট-তামাবিল আঞ্চলিক মহাসড়কের কাটাগাঙ এলাকায় গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ট্রাক ও গরুবোঝাই পিকআপের সংঘর্ষে দুই কৃষক নিহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন জৈন্তাপুরের হেলিরায় গ্রামের নুরুল হক (৪৫) ও সায়েদ আলী (৩৫)। তাঁরা গরু নিয়ে জৈন্তাপুর হাটে যাচ্ছিলেন। এ ঘটনায় পিকআপের চালক আহত হয়েছেন।

গাজীপুরের শ্রীপুর ও কাপাসিয়া উপজেলার সীমান্তবর্তী রাজেন্দ্রপুর-কাপাসিয়া সড়কের ভূতের বাজার এলাকায় গতকাল বিকেলে পিকআপের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। তাৎক্ষণিক ওই দুই নারী যাত্রীর নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় পঞ্চগড়-বাংলাবান্ধা মহাসড়কের চৌরাস্তা-আমতলী এলাকায় মঙ্গলবার রাত নয়টার দিকে তিনটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে আবু বক্কর সিদ্দিক (১৭) নামের এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজের এইচএসসি প্রথম বর্ষের এই ছাত্র তেঁতুলিয়ার নিজবাড়ি এলাকার আবুল কালামের ছেলে। এ ঘটনায় আবদুস তিন মোটরসাইকেল আরোহী আহত হয়েছেন।

বাগেরহাট জেলায় বাগেরহাট-খুলনা মহাসড়কের সিঅ্যান্ডবি বাজার এলাকায় গতকাল সকালে বাসের ধাক্কায় অজয় ভট্টাচার্য (৪২) নামের এক পথচারী নিহত হয়েছেন।

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীর সামচাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে মঙ্গলবার রাত আটটার দিকে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে সাইদুল মল্লিক (২৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তিনি সামচাদ গ্রামের আজাহার মল্লিকের ছেলে। এ ঘটনায় তাঁর বন্ধু সাইদুল হাওলাদার (৩০) আহত হয়েছেন। বাজারে যাওয়ার সময় তাঁদের মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের একটি গাছে ধাক্কা দেয়।

নোয়াখালীর মাইজদী শহরে মাইজদী-সোনাপুর সড়কের দত্তবাড়ির মোড় এলাকায় গতকাল সকাল পৌনে নয়টার দিকে ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক থেকে ছিটকে পড়ে এক নারী এনজিও কর্মী নিহত হয়েছেন। নিহত দিনাজ সুলতানার (২৭) বাড়ি চট্টগ্রাম নগরের খুলশীতে। একটি ইট বোঝাই ট্রাক সড়ক বিভাজকের জন্য নির্ধারিত জায়গা দিয়ে ইজিবাইকটি ওভারটেক করতে গিয়ে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। স্থানীয় বাসিন্দা জহিরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, মাইজদী-চৌমুহনী চার লেন সড়কের কাজ শেষের দিকে। কিন্তু এখনো সড়ক বিভাজকের কাজ সম্পন্ন হয়নি।

মাদারীপুরের ডাসারে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের কর্ণপাড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গতকাল সকাল নয়টার দিকে পিকআপ উল্টে এর চালক শাকিল হাওলাদার (২৫) নিহত হয়েছেন। তিনি ডাসার উপজেলার পূর্ব বোতলা এলাকার মৃত মতিন হাওলাদারের ছেলে।

মেহেরপুরে শোলমারী-মেহেরপুর সড়কের তেরঘরিয়া এলাকায় গতকাল সকাল ১০টার দিকে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত ট্রলির ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে। নিহত শাওন ইসলাম স্থানীয় একটি স্কুলের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। এ ঘটনায় আহত হয়েছে তার বন্ধু সৌরভ হোসেন।

ময়মনসিংহের নান্দাইলে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের পৌরসভার চারিআনিপাড়া মহল্লায় গতকাল সকালে একটি যাত্রীবাহী বাস দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাককে ধাক্কা দিলে সবুজ খান (৩২) নামের এক পথচারী নিহত হন। এ ঘটনায় ট্রাকের চালক আহত হয়েছেন।

সিরাজগঞ্জে সদরের গজারিয়া এলাকায় গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে বালুবাহী ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী উজ্জ্বল চন্দ্র (৪৫) নিহত হয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক | বৃহস্পতিবার, ১৮ মে ২০২৩

চলন্ত ট্রাক থেকে পড়ে চাকায় পিষ্ট হয়ে শ্রমিক নিহত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর বাড্ডায় চলন্ত ট্রাক থেকে পড়ে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ইয়াদ আলী নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দুপুরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বাড্ডা থানার এসআই মো. রাসেল পারভেজ বলেন, সকাল ৬টার দিকে পূর্ব বাড্ডা কৃষি ব্যাংক রোড এলাকায় চলন্ত ট্রাক থেকে পড়ে ঐ ট্রাকের নিচেই চাপা পড়েন ইয়াদ আলী। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। নিহতের চাচাতো ভাই মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, ইয়াদ আলী ট্রাকের শ্রমিক ছিলেন। যতটুকু শুনেছি, তারা আব্দুল্লাহপুর থেকে পাথর বোঝাই করে বাড্ডায় তা নামাতে যাচ্ছিলেন। বাড্ডার কৃষি ব্যাংক রোডে ট্রাকটি মোড় ঘোরানোর সময় ঝাঁকুনিতে ট্রাকের ওপর থেকে ঐ ট্রাকেরই নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে আব্দুল্লাহপুর পশ্চিমপাড়ার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন ইয়াদ আলী। তার বাড়ি শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী থানার হালগড়া গ্রামে। তার বাবার নাম মো. সমেজ আলী।

DHAKA SUNDAY MAY 21, 2023
JAISHTHA 7, 1430 BS
The Daily Star

Shopkeeper dies of electrocution

OUR CORRESPONDENT, *Lalmonirhat*

A vegetable seller died of electrocution at his shop in Patgram upazila of Lalmonirhat yesterday.

Omar Faruk, 36, got electrocuted after he touched a corrugated iron sheet which was in touch with a bare electric wire.

The accident happened in Puratan Kachamaal Bazar area, police said.

যুগান্তর
শুক্রবার ১৯ মে ২০২৩
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

সৌদিতে সড়কে প্রাণ গেল ফরিদগঞ্জের যুবকের

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় বুধবার শাহ আলম মিলন নামের এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি ফরিদগঞ্জের পাইকপাড়া উত্তর ইউনিয়নের ভাওয়াল গাজী বাড়ির বাসিন্দা। জানা গেছে, জীবিকার তাগিদে ২০১৬ সালে সৌদি আরব যান মিলন। বুধবার রিয়াদের আল কাছিম হাইওয়েতে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মিলনের মৃত্যুতে গ্রামের বাড়ি পাইকপাড়া উত্তর ইউনিয়নের ভাওয়াল গাজী বাড়িতে চলছে শোকের মাতম।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
Dhaka : Friday 19 May 2023

কুলাউড়ায় বজ্রপাতে চা শ্রমিকের মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি, মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়ায় ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে এক চা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার সকালে উপজেলার টিলাগাঁও ইউনিয়নে ঘটনাটি ঘটে। নিতহ চা শ্রমিকের নাম মতি কানু। তিনি টিলাগাঁওয়ের লংলা চা বাগানের মৃত মদন কানুর ছেলে। এ বিষয়ে কুলাউড়া থানার ওসি মো. আব্দুস ছালেক বলেন, বজ্রপাতে এক চা শ্রমিক নিহত হওয়ার খবর পেয়েছি।

সময়ের আলো | ১৮ মে ২০২৩

জামালপুরে বজ্রপাত ও গাছচাপায় দুজনের মৃত্যু

● জামালপুর প্রতিনিধি

জামালপুরে বজ্রপাত ও গাছচাপায় দুই ব্যক্তির মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বুধবার সকালে সদর উপজেলার নুরুন্দি ইউনিয়নে ক্ষেতে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে নিহত হন মো. ওসমান গণি (২৫) নামে এক কৃষক। আর এর আগের দিন রাতে মেলান্দহ উপজেলায় ঝড়ের মধ্যে গাছচাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে মো. সুজন মিয়া (৩৫) নামে এক ব্যবসায়ীর।

নুরুন্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. লুৎফর রহমান জানান, বিলপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মো. ওসমান গণি বুধবার সকালে বাড়ির পাশে তার ক্ষেতে ধান কাটতে যান। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে নান্দিনায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন সেখানকার চিকিৎসক। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মৃত্যু হয় ওসমান গণির।

এর আগে মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলায় ঝড়ের সময় গাছের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় মো.সুজন মিয়া নামে এক ব্যবসায়ীর।

মেলান্দহ থানার ওসি দেলোয়ার হোসেন জানান, উপজেলার দুরমুঠ ইউনিয়নের আমবাড়িয়া এলাকায় রাতে প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে একটি বটগাছ সুজনের দোকানের ওপর উপড়ে পড়ে। এ সময় দোকানের ভেতরে অবস্থান করছিলেন তিনি। গাছের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সুজনের। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে রাত ১২টার দিকে তার লাশ উদ্ধার করেন।

শুক্রবার, মে ১৯, ২০২৩ ■ জ্যৈষ্ঠ ৫, ১৪৩০ বণিক বার্তা

সড়ক দুর্ঘটনায় সিরাজগঞ্জ ও ঝিনাইদহে নিহত ৪

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ সিরাজগঞ্জ ও ঝিনাইদহ

সিরাজগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জেলার কাজীপুরে গাজারিয়া নামক স্থানে আঞ্চলিক সড়কে বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বালিবাহী ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন।

নিহতরা হলেন কাজীপুর উপজেলার তারাকান্দি গ্রামের নরেশের ছেলে উজ্জ্বল (২৮) ও সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক আলমপুর গ্রামের মোতাহার হোসেন (৩২)। আহতদের উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জের ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জেনারেল হাসপাতাল ও বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে আহতদের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সিরাজগঞ্জ সদর থানার এসআই সমর চন্দ্র বলেন, 'আহতদের সিরাজগঞ্জ সদর ও বগুড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'

এছাড়া জেলার তাড়াশে বন্ধুর মোটরসাইকেলে চেপে ঘুরতে গিয়ে ছিটকে পড়ে রোখসানা আক্তার হাসি খাতুন (১৬) নামের এক এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার নাদোসৈয়দপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত হাসি পংরৌহালী গ্রামের আব্দুল খালেকের মেয়ে। সে স্থানীয় জলিল নগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিল। তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শহিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বাসের ধাক্কায় লিখন হোসেন (২০) নামের এক কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো একজন। গতকাল দুপুরের উপজেলার মোহাম্মদপুর নামক স্থানে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত লিখন ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর এলাকার লিটন হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল দুপুরে তিনটি মোটরসাইকেলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন ঝিনাইদহ কলেজের ছাত্র লিখন ও তার পাঁচ বন্ধু। ফেরার পথে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শৈলকুপা উপজেলার মোহাম্মদপুর নামক স্থানে পৌঁছলে বিপরীত দিকে থেকে আসা রয়েল পরিবহনের একটি বাস তাদের ধাক্কা দেয়। বাসের ধাক্কায় লিখন ও তার বন্ধু তাসনিম গুরুতর আহত হন। তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যায় লিখন মারা যান।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৮ জ্যৈ
২২ মে ২০২৩

রামগড়ে পাহাড় কাটার সময় চালকের মৃত্যু

■ রামগড় (খাগড়াছড়ি) সংবাদদাতা

খাগড়াছড়ির রামগড়ে পাহাড় কেটে রাস্তা বানানোর সময় পেলোডার উলটে পুকুরে পড়ে চালক মিজানুর রহমান (২৩) নিহত হয়েছেন। শনিবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের চাষীনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মিজান নোয়াখালীর কবিরহাটের মধ্যম সোনাদিয়া গ্রামের নুরুজ্জামানের ছেলে।

স্থানীয় গ্রামবাসী জানান, চাষীনগর গ্রামে ৫০-৬০ ফুট উঁচু একটি পাহাড়ের ঢালু কেটে রাস্তা বানানোর সময় পেলোডারটি উলটে পাহাড়ের নিচে পুকুরে পড়ে যায়। এতে চালক মিজানুর রহমান পেলোডার চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পাহাড় থেকে পেলোডারটি উলটে পড়ার বিকট শব্দে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মিজানের লাশ উদ্ধার করে। পরে রামগড় থানায় খবর দিলে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

রামগড় থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মিজানুর রহমান বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৮ জ্যৈ
২২ মে ২০২৩

গরম পানিতে ঝলসে আহত শ্রমিকের মৃত্যু

■ পাঁচবিবি (জয়পুরহাট) সংবাদদাতা

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে অটো রাইস মিলের গরম পানির ট্যাংকি ফুটো হয়ে ঝলসে আহত হওয়া শ্রমিক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তার নাম আনিছুর রহমান (৫০)। রবিবার তার মৃত্যু হয়। ঐ শ্রমিকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এনবি অটো রাইস মিলের স্বত্বাধিকারী শরিফুল ইসলাম বাবু। গত ১৬ মে দুপুরে উপজেলার এনবি অটো রাইস মিলের গরম পানির ট্যাংকি ফুটো হয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে আনিছুর রহমান মারাত্মক আহত হন। মুমূর্ষু অবস্থায় প্রথমে উপজেলা, জেলা ও পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। আনিছুর উপজেলার রাধাবাড়ি মহব্বতপুর গ্রামের আব্দুল গফুরের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ৬ জ্যৈষ্ঠ
২০ মে ২০২৩

সিংগাইরে মদ পানে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু আরেক জন হাসপাতালে

■ সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) সংবাদদাতা

মদ পান করে নাজির নামে এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আনোয়ার নামে আরেক শ্রমিক সাভার এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। নিহত নাজির সিংগাইর উপজেলার ধল্লা লক্ষ্মীপুর গ্রামের ছামাদ শিকদারের ছেলে। আনোয়ার ধল্লা পূর্ব পাড়ার ফজলু হকের ছেলে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঐ এলাকায় এমনটি ঘটে। এলাকাবাসী জানায়, নাজির ও আনোয়ার পেশায় রাজমিস্ত্রি। তারা এলাকার একটি বাড়িতে নতুন ভবনের সেপটিক ট্যাংকে কাজ করছিলেন। সেখানে বসেই তারা তরল মদ এবং ইয়াবা সেবন করেন। মাদক সেবনকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের উদ্ধার করে এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে নাজিরকে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়া আনোয়ার আগেও বিপুল মদসহ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। গত কয়েক দিন আগেও তিনি মাদক মামলায় জেলে ছিলেন। ময়নাতদন্তের জন্য নাজিরের লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে হোটেল কর্মচারীর মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর শাহজাহানপুর থানার মালিবাগ এলাকার একটি হোটেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে উজ্জ্বল নামে এক কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। মৃত উজ্জ্বলের সহকর্মী মো. সুলতান বলেন, তার ভাতিজা উজ্জ্বল কাজ করার সময় হোটেলের একটি বিদ্যুতের লাইনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অচেতন হয়ে পড়ে। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরো বলেন, তার বাড়ি শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট থানার চরশিমুলিয়া গ্রামে। তার বাবার নাম সেলিম।

বণিক বার্তা রোববার, মে ২১, ২০২৩

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে জেলের মৃত্যু

ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার পানিভাঙ্গা গ্রামে গতকাল সকালে মৎস্য খামারের পাশে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তার সরাতে গিয়ে শামীম মিয়া (৩৮) নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। শামীম মিয়া ওই গ্রামের মৃত হাফেজ আলীর ছেলের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকালে পানিভাঙ্গা গ্রামের আলমের মৎস্য খামারে স্থানীয় কয়েকজন জেলেসহ শামীম মাছ ধরতে যান। পরে খামারের পাশে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তার পড়ে থাকতে দেখে। এ সময় শামীম ওই তার সরাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা যান।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, ভালুকা

সমকাল
সোমবার । ২২ মে ২০২৩ ।

বজ্রপাতে দুই জেলায় চারজনের প্রাণহানি

■ সমকাল ডেস্ক

বজ্রপাতে চার ব্যক্তির প্রাণহানি হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জামালপুরের ইসলামপুরে মোর্শেদা বেগম (৩৮), মাদারগঞ্জে জহুরুল ইসলাম (৩১), ময়মনসিংহের ত্রিশালে জুনায়েদ (৯) এবং গফরগাঁও উপজেলায় মোহাম্মদ আসিফ (১৫)। গতকাল রোববার এসব ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধি ও সংবাদদাতার পাঠানো খবর:

নিহত মোর্শেদা বেগম ইসলামপুর উপজেলার বলিয়াদহ ডেবরাইপ্যাচ এলাকার ফুলু মিয়ার স্ত্রী। তাঁর পরিবার জানায়, রোববার বিকেলে যমুনার শাখা নদীতে গোসল করতে নামেন মোর্শেদা। এ সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত জহুরুল ইসলাম টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার সুরুজ মিয়ার ছেলে। জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার হাওয়ায় রোডের খরকা বিলে বজ্রপাতে তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা জানান, উপজেলা পরিষদ-সংলগ্ন হাওয়ায় রোডের খরকা বিলে ড্রেজার মেশিনে মাটি উত্তোলনের সময় বজ্রপাত হয়। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন শ্রমিক জহুরুল। এ সময় আরও দুই শ্রমিক আহত হন। আহতরা হলেন– ফয়সাল (২৫) ও রুহুল আমীন (৪৭)। তাঁদের বাড়ি ময়মনসিংহে। স্থানীয়রা তাঁদের সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে মাদারগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইলিশায় রিছিল।

নিহত আসিফ গফরগাঁও উপজেলার পাগলা থানার নিগুয়ারী ইউনিয়নের তললী কোনাপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ জহুর উদ্দিনের ছেলে। স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র সে। স্থানীয়রা জানায়, রোববার বিকেলে বাড়ির পাশের মাঠে অন্য ছেলেদের সঙ্গে আসিফ ফুটবল খেলছিল। এ সময় ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বজ্রপাত হয়। এতে আসিফ ঘটনাস্থলেই মারা যায়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম মৃধা।

নিহত জুনায়েদ (৯) ত্রিশালের কানিহারী ইউনিয়নের বিয়ার্তা কোটিপাড়া গ্রামের আবুল ফরাজীর ছেলে। তার স্বজনদের দাবি, রোববার বিকেলে কালবৈশাখী শুরু হলে কোটপাড়া গ্রামে তিন শিশু আম কুড়াতে যায়। এ সময় বজ্রপাতে জুনায়েদের মৃত্যু হয়। আহত হয় তার সঙ্গে থাকা দুই শিশু। তাদের উদ্ধার করে স্বজনরা নিয়ে যান ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। আহত দুই শিশু আশঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল্লাহ মণ্ডল।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
Dhaka : Monday 22 May 2023

রাজধানীতে পৃথক ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার সামাদ নগর এলাকায় ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করার সময় মই ভেঙে পড়ে মাইনুল ইসলাম (৩০) নামে এক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে দুপুর ২টায় চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের সহকর্মী জাকির হোসেন জানান, মাইনুল একটি ওয়ার্কশপের ওয়েল্ডিং মিস্ত্রির কাজ করত। মালেক চেয়ারম্যানের পাইপের গোডাউন তৈরি করার জন্য ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করতে আমরা দুজন যাই। মাইনুল ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করার জন্য মই বেয়ে উপরে উঠলে হঠাৎ মই ভেঙে নিচে পড়ে যায়।

একই দিনে রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর থানার জুবাইদা স্কুলের পাশে একটি খেলনা তৈরির কারখানায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মো. ফাহিম (২১) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুর দেড়টার দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত ফাহিমের সহকর্মী মো. আবদুল কাদের বলেন, আমরা দুজনেই কামরাঙ্গীরচরে কামাল প্লাস্টিকের খেলনা তৈরির কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করি। দুপুরের দিকে মেশিনের ডাইস পরিবর্তন করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে অচেতন হয়ে পড়ে ফাহিম। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে দুপুর আড়াইটার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও জানান, বর্তমানে ফাহিম পরিবার নিয়ে কামরাঙ্গীরচরে ভাড়া থাকতেন। তার বাড়ি বরিশাল জেলায়।

এছাড়া রাজধানীর সবুজবাগ থানার ওহাব কলোনিতে প্রবাসী স্বামী তিতাস চৌধুরীকে ভিডিও কলে রেখে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন স্ত্রী নুপর খাতুন (২৩)। গতকাল সকাল ১১টায় তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায় পুলিশ। সবুজবাগ থানার এসআই আজমিন নাহার কিরণ বলেন, নুপর খাতুন থাইল্যান্ড প্রবাসী তিতাস চৌধুরীর স্ত্রী ছিলেন। ভোররাতে তার স্বামীর সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলা অবস্থায় গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। পরে আমরা সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। সেখান থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়। তিনি আরও বলেন, স্বামী ও পরিবারের অন্য সদস্যদের ওপর অভিমান করে গৃহবধূ গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়। বর্তমানে সে সবুজবাগ থানার ওহাব কলোনির ১৫৮ নম্বর বাসায় থাকতেন। তার বাড়ি বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাট থানার দত্ত ডাঙ্গা গ্রামে। সে ওই এলাকার আবদুল মজিদ মোল্লার মেয়ে ছিলেন। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে জানান তিনি। এ বিষয়ে ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. বাচ্চু মিয়া জানান, মরদেহ তিনটি হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার ৪
১৮ মে ২০২৩

সাগরে ঝড়ে মাছ ধরার ট্রলারডুবি, ১৩ জেলে উদ্ধার, নিহত ১

■ পেকুয়া (কক্সবাজার) সংবাদদাতা

বঙ্গোপসাগরে কালবৈশাখীর কবলে পড়ে কুতুবদিয়া উপকূলের এফবি সাগর নামক ফিশিং ট্রলার ডুবে গেছে। উক্ত ট্রলারে মাঝিসহ ১৪ জন জেলে ছিল। ভাসমান অবস্থায় ৬ ঘণ্টা পর মাছ ধরতে যাওয়া অন্য ফিশিং ট্রলার ১৩ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করে এবং বিশ্বনাথ চন্দ্র দাশ (৩৩) নামের এক জেলেকে মৃত উদ্ধার করে।

ট্রলারের মাঝি হিরামন জলদাশ উপকূলে ফিরে এসে জানান, কুতুবদিয়া উপজেলার আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের জেলে পাড়ার রক্তসেন জলদাশের মালিকানা এফবি সাগর নামক ফিশিং ট্রলার গত মঙ্গলবার রাত ৮টায় জেলেপাড়া এলাকা হতে গভীর বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে উপকূল ছেড়ে যায়। ঐ রাতে আনুমানিক সাড়ে ১২টায় সাগরের গুলির ধার নামক স্থানে পৌঁছলে ট্রলারটি কালবৈশাখী কবলে পড়ে ডুবে যায়। তখন জেলেরা নিজ নিজ লাইফ বয়া নিয়ে সাগরে ভাসতে থাকে। গতকাল বুধবার ভোরে মাছ ধরতে যাওয়া অন্য ট্রলার ভাসমান অবস্থায় ১৩ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করে। তাদের সঙ্গে থাকা জেলে বিশ্বনাথ চন্দ্র দাশকে মৃত উদ্ধার করে।

দেশ রূপান্তর
শনিবার
২০ মে ২০২৩, ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

বজ্রপাতে জেলে নিহত

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে সুমন বর্মণ (৩০) নামে এক জেলে নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় রুবেল বর্মণ নামে আরেক জেলে আহত হন। গতকাল শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার গাগলাজুর ইউনিয়নের বরান্তর গ্রামের সামনের হাওরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সুমন বর্মণ বরান্তর গ্রামের মনমোহন বর্মণের ছেলে। আর আহত রুবেল বর্মণ নিহতের প্রতিবেশী।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৫ মে ২০২৩,

বজ্রপাতে প্রাণ গেল ৪ জনের

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের তিন জেলায় বজ্রপাতে চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে কক্সবাজারে দুজন এবং পটুয়াখালী ও চাঁদপুরে একজন করে মারা যান। গতকাল বুধবার এসব ঘটনা ঘটে।

এর আগে গত মঙ্গলবার বজ্রপাতে ১০ জেলায় ১৫ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। *প্রথম আলোর* সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের পৃথক এলাকায় দুপুরের দিকে মারা যান রহমত উল্লাহ (৪০) ও হেলাল উদ্দিন (২২)। রহমত উল্লাহ সেখানকার হাজমপাড়া এলাকার সোনা আলীর ছেলে ও হেলাল উদ্দিন বাইন্যাপাড়ার বাসিন্দা নুরুল ইসলামের ছেলে।

ঘটনার সময় পানের বরজে কাজ করছিলেন রহমত উল্লাহ। এ সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। আর ঘটনার সময় সাগরপাড়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন হেলাল উদ্দিন। বজ্রপাতে দগ্ধ হলে স্থানীয় লোকজন হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

পটুয়াখালীর সদর উপজেলার গেরাখালী গ্রামে গতকাল সকালে মারা যান কৃষক গোলাম মোস্তফা গাজী (৪৫)। স্থানীয় মানুষের বরাত দিয়ে মাদারবুনিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম বলেন, ঘটনার সময় মোস্তফা গাজী মাঠে মহিষ বেঁধে বাড়ি ফিরছিলেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রসহ বৃষ্টি হয়।

চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলার মাঝিকান্দি এলাকায় বেলা দুইটার দিকে মারা যান মো. সাইফুল ইসলাম সরদার (৩০)। নীলকমল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সৈয়দ আল নাসের বলেন, সকাল থেকেই চাঁদপুরে বজ্রসহ ঝড়, বৃষ্টি হচ্ছিল। এর মধ্যে সাইফুল চর থেকে গরু নিয়ে ফেরার পথে এ ঘটনা ঘটে।

বণিক বার্তা বুধবার, মে ২৪, ২০২৩

রাজধানীতে কালবৈশাখী
নয় জেলায় বজ্রপাতে ১৬ জনের প্রাণহানি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

রাজধানীতে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হেনেছে। একই সঙ্গে বজ্রসহ বৃষ্টিপাত হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় বয়ে যাওয়া এ ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১০২ কিলোমিটার, যা এ মৌসুমের সর্বোচ্চ কালবৈশাখী। আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক এ তথ্য জানান। ঝড়ে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গাছ ভেঙে পড়ে বলে জানান ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের ডিউটি অফিসার রাকিবুল হাসান। এদিকে বজ্রপাতে দেশের নয় জেলায় ১৬ জনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে।

ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের ডিউটি অফিসার রাকিবুল হাসান জানান, রাজধানীতে ঝড়ের সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে গাছ ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। ঝড়ের সময় গুলশান-১ ও গুলশান-২ এলাকার পাশাপাশি মোহাম্মদপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের পেছনে গাছ ভেঙে পড়ার সংবাদ পাওয়া যায়। এসব সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাস্থলে ইউনিট পাঠানো হয়।

এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ (পরিদর্শক) বাচ্চু মিয়া জানান, ঝড়ের সময় রাজধানীর বাড্ডায় একটি ভবন থেকে ইট পড়ে এক রিকশাচালক আহত হন। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক জানান, রাজধানীতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ১০২ কিলোমিটার বেগে কালবৈশাখী ঝড় বয়ে যায়। এ সময় বজ্রপাতের সঙ্গে বৃষ্টিও হয়েছে। বয়ে যাওয়া ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ ১০২ কিলোমিটার রেকর্ড করা হয়েছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায়। এছাড়া রাজধানীর আগারগাঁও এলাকায় ঝড়টি বয়ে গেছে ৭৪ কিলোমিটার বেগে। সঙ্গে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ঢাকায় বৃষ্টিপাত হয়েছে ৬ মিলিমিটার।

এদিকে নরসিংদীর রায়পুরা, শিবপুর ও মনোহরদী উপজেলায় কৃষিজমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে কৃষক, মাঠে গৃহবধূ, খেলতে গিয়ে শিশু ও রাস্তায় প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল পৃথক সময় শিবপুরের সাধারচর, রায়পুরার শ্রীনগর ইউনিয়ন ও নিলক্ষা ইউনিয়ন এবং মনোহরদীর দৌলতপুর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, পটুয়াখালী, নওগাঁ, পাবনা, শরীয়তপুর, নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জে কৃষকসহ আরো ১০ জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে।

বজ্রপাতে নরসিংদীতে মৃত্যু হয়েছে শিবপুরের সাধারচর এলাকার খোরশেদ মিয়ার ছেলে কৃষক খোকন মিয়া (৩০), শ্রীনগর ইউনিয়নের ফকিরের চর গ্রামের মোমরাজ মিয়ার স্ত্রী সামসুন নাহার (৪৫) ও নিলক্ষা ইউনিয়নের গোপীনাথপুর গ্রামের ইসমাইল মিয়ার ছেলে জাবেদ মিয়া (১২) ও দৌলতপুর ইউনিয়নের পাতরদিয়া গ্রামের মৃত বাদল মিয়ার ছেলে প্রবাসী রায়হান মিয়ার (৩০)।

নিহতদের স্বজন ও স্থানীয়রা জানান, দুপুরে বাড়ির অদূরে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন পাতরদিয়া গ্রামের প্রবাসফেরত রায়হান মিয়া। হঠাৎ বজ্রসহ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে বাড়ি ফেরার পথে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এ প্রবাসীর। দুই মাস আগে ছুটিতে দেশে এসেছিলেন কাতারপ্রবাসী রায়হান মিয়া। গতকাল সকালে কৃষিজমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান শিবপুরের সাধারচর এলাকার খোরশেদ মিয়ার ছেলে কৃষক খোকন মিয়া।

রায়পুরা উপজেলায় বেলা ১১টার দিকে বজ্রপাতে প্রাণ হারান শ্রীনগর ইউনিয়নের ফকিরের চর গ্রামের গৃহবধূ সামসুন নাহার। শ্রীনগর ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য জালাল উদ্দিন জানান, ওই গৃহবধূ খড়ের গাদা তৈরির জন্য বাড়ির পাশের একটি জমি থেকে খড় আনতে গিয়েছিলেন। ওই সময় বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে স্বজনরা তার মরদেহ উদ্ধার করেন।

এছাড়া বেলা ২টার দিকে একই উপজেলার নিলক্ষা ইউনিয়নের গোপীনাথপুরে বাড়ির সামনে ফুটবল খেলার সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় কিশোর জাবেদ মিয়া। রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজিজুর রহমান বলেন, 'বেলা ২টার দিকে নিলক্ষা ইউনিয়নের গোপীনাথপুরে বাড়ির সামনে ফুটবল খেলার সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই ওই কিশোর মারা যায়।'

এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি জানিয়েছেন, জেলার নাসিরনগর ও বাঞ্ছারামপুরে গতকাল দুপুরে পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় দুই কৃষকসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। নাসিরনগর উপজেলার বুড়িশ্বর ইউনিয়নের মেদির হাওরে কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে আলী মিয়া নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি আশুরাইল গ্রামের নমিজ উদ্দিনের ছেলে। মোজাম্মেল হক নামে এক ইটভাটা শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে বজ্রপাতে। নিহতের বাড়ি নাসিরনগরের গোয়ালনগর ইউনিয়নের সোনাতলা গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের মতি মিয়ার ছেলে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ফখরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বাঞ্ছারামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) একে মিত্র চাকমা জানান, বজ্রপাতে মনু মিয়া নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে তার উপজেলায়। গতকাল দুপুরে ওই কৃষক উপজেলার মানিকপুরে নিজ জমিতে কাজ করছিলেন। এ সময় বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

চাঁদপুর সদর উপজেলায় গতকাল বিকাল ৩টায় বাড়ির বাগানে কাজ করার সময় বজ্রপাতে প্রাণ হারিয়েছেন মো. হাছান মিজি নামে এক যুবক। নিহত হাছান রামপুর ইউনিয়নের পশ্চিম ছোটসুন্দর মিজিবাড়ীর মো. কলিমুদ্দিন মিজির ছেলে। রামপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আল-মামুন পাটোয়ারী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নওগাঁর রানীনগরে খেত থেকে ভুট্টা ওঠানোর সময় বজ্রপাতে জামিল হোসেন নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার গোনা ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামের মাঠে এ বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। নিহত জামিল হোসেন ওই গ্রামের মৃত আজাদ হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের মাঠে সকাল থেকে নিজের জমি থেকে ভুট্টা ওঠানোর কাজ করছিলেন জামিল হোসেনসহ কয়েক যুবক। বিকালে হঠাৎ বজ্রপাত হলে জামিল গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে রানীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। রানীনগর থানার ওসি আবুল কালাম আজাদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহতের মরদেহ তার স্বজনরা নিয়ে গেছেন বলেও জানান তিনি।

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় বজ্রপাতে মারা গেছেন কাটাখালী গ্রামের মৃত আবদুল আলী হাওলাদারের ছেলে মো. আবদুর রব হাওলাদার (৫৫)। গতকাল সন্ধ্যা ৬টায় কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয়, সঙ্গে বজ্রপাত। এ সময় আবদুর রব হাওলাদার মাঠ থেকে তার গরু আনতে গেলে বজ্রপাতে প্রাণ হারান। এতে তার একটি গরুও মারা গেছে। দশমিনা থানার ওসি মো. মেহেদী হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পাবনার ভাঙ্গুরায় গতকাল ধান কাটার সময় বজ্রপাতে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। রমিজ (৩১) ও শাকিল (২২) নামে ওই দুই শ্রমিক উপজেলার বেতুয়ান গ্রামের মাঠে ধান কাটছিলেন। তারা পার্শ্ববর্তী চাটমোহর উপজেলার ছাইকোলা গ্রামের বাসিন্দা। ওই বজ্রপাতে আরো ১৩ জন আহত হয়েছেন।

শরীয়তপুরে গোসাইরহাটে টিউবওয়েল থেকে পানি আনতে গিয়ে বজ্রপাতে একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ৩টায় উপজেলার কোদালপুর ইউনিয়নের রসিদ সরদারপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মাঈনউদ্দিন পেশায় একজন কৃষক। বিষয়টি নিশ্চিত করেন কোদালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এসএম মিজানুর রহমান সরদার।

নেত্রকোনার মদনে বাড়ির সামনের বিলে মাছ ধরতে গিয়ে জয়নাল আবেদিন (৪০) নামে এক কৃষক বজ্রপাতে মারা গেছেন। তিনি উপজেলার বাগজান গ্রামের মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. শাহ আলম মিয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার বড়ইয়া নদীতে ধানবোঝাই করা ইঞ্জিনচালিত নৌকা থেকে বজ্রপাতের বিকট শব্দে পানিতে পড়ে ওমর ফারুক (১৫) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ওমর ফারুক ওই গ্রামের আলীম উদ্দিনের ছেলে। সে উপজেলার জয়শ্রী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। এ সময় নৌকায় থাকা কৃষক আবুল কাশেম (৫৫) ও তার ছেলে শাহীন মিয়া (১৫) এবং কৃষক কালাচান (৬৫) বজ্রপাতে আহত হন। ধর্মপাশা থানার ওসি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান, হতাহতদের বাড়ি উপজেলার জয়শ্রী ইউনিয়নের বাদে হরিপুর গ্রামে।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার
২৩ মে ২০২৩, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

সিলেটে ছাদ ধসে দুই নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট

সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার কামালবাজারে নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ধসে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– কামালবাজার এলাকার হাজরাই গ্রামের আকমল আলীর ছেলে রুহেল আহমদ (২৫) ও একই এলাকার মোখলেস মিয়ার ছেলে নুরুল ইসলাম (২২)। দক্ষিণ সুরমা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবুল হোসেন জানান, কামালবাজারের বেটুয়ারমুখ গ্রামের আবুল মিয়ার নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় আকস্মিক ছাদ ধসের ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন শ্রমিক মারা গেছেন। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ২৩ মে ২০২৩

বিদ্যুৎস্পর্শে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর উত্তরার আজমপুরে বিলবোর্ড লাগাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হৃদয় সূত্রধর (৩০) নামের এক যুবক মারা গেছেন। গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার দিকে হোসেন মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। হৃদয় টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার সাওয়ালি বাজার মহেরা গ্রামের রামকৃষ্ণের ছেলে। তিনি রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় থাকতেন এবং একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিলবোর্ড লাগানোর কাজ করতেন।

হৃদয়ের সহকর্মী পাপন ও পবিত্র বণিক জানান, হৃদয়সহ কয়েকজন হোসেন মার্কেট এলাকায় একটি বিলবোর্ড লাগাতে যান। হৃদয়সহ দুজন মই বেয়ে ওঠার সময় মইটি পাশে বৈদ্যুতিক তারের ওপর পড়ে। তখন তাঁরা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাঁদের প্রথমে উত্তরার বাংলাদেশ মেডিক্যালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

সমকাল • বুধবার । ২৪ মে ২০২৩

বজ্রপাতে প্রাণ গেল ১২ জনের আহত ২১

সমকাল ডেস্ক

দেশের পাঁচ জেলায় বজ্রপাতে এক দিনে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ২১ জন। গতকাল মঙ্গলবার নরসিংদীতে চারজন, পাবনায় দু'জন, কুড়িগ্রামে দু'জন এবং সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নেত্রকোনা ও নওগাঁয় একজন করে মারা গেছেন।

নরসিংদীতে মৃত চারজন হলেন– মনোহরদী উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের পাতরদিয়া গ্রামের রায়হান মিয়া (৩০), রায়পুরা উপজেলার শ্রীনগর ইউনিয়নের ফকিরের চর গ্রামের মোমরাজ মিয়ার স্ত্রী সামসুন নাহার (৪৫), নিলক্ষা ইউনিয়নের গোপীনাথপুর গ্রামের ইসমাইল মিয়ার ছেলে জাবেদ মিয়া (১২) এবং শিবপুর উপজেলার দক্ষিণ সাধারচর গ্রামের খোরশেদ মিয়ার ছেলে খোকন মিয়া (৩০)।

জানা গেছে, দুই মাস আগে ছুটিতে দেশে আসেন কাতারপ্রবাসী রায়হান মিয়া। গতকাল দুপুরে তিনি বাড়ির অদূরে কয়েকজনের সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি ফেরার পথে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রায়পুরার শ্রীনগর ইউপির সদস্য জালাল উদ্দিন জানান, সকালে বাড়ির পাশের জমিতে খড় আনতে গিয়েছিলেন গৃহবধূ সামসুন নাহার। এ সময় বৃষ্টি হচ্ছিল। হঠাৎ বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দুপুরে একই উপজেলার গোপীনাথপুর গ্রামে কয়েকজন কিশোর ফুটবল খেলছিল। এ সময় বজ্রপাতে জাবেদ, শিমুল (১১), রিয়াজুল (১২) ও হাসান (১১) আহত হয়। গুরুতর আহত জাবেদকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলায় ধান কাটার সময় বজ্রপাতে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন তিনজন। বিকেলে উপজেলার দিলপাশা ইউনিয়নের বেতুয়ান গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ইউপি সদস্য আরজু খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মৃত শ্রমিকরা হলেন– পাবনার চাটমোহর উপজেলার ছাইকোলা গ্রামের কিল হোসেন (১৯) ও রমিজ উদ্দিন (৩০)। আহতদের নাম জানা যায়নি। তাঁদের ভাঙ্গুড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে, সন্ধ্যায় বজ্রপাতে আহত উপজেলার ছোট বিষাকোল ও পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর উপজেলার আল্লাহবাদ গ্রামের আটজনকে ভাঙ্গুড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। কুড়িগ্রামের উলিপুর ও চিলমারী উপজেলায় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত কৃষকরা হলেন উলিপুরের থেতরাই ইউনিয়নের মো. শাহাজালাল (৪৫) ও চিলমারীর রানীগঞ্জ ইউপির অবরু শেখ (৫০)। চিলমারীতে বজ্রপাতে আহত হয়েছেন তিন কৃষক। তাঁরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলায় বজ্রপাতে ওমর ফারুক নামের এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন কালাচাঁন (৬৫) ও কাসেম (৫২) নামের দু'জন। সকালে উপজেলার জয়শ্রী ইউনিয়নের বরইয়া নদীর শীমেরখালে এ ঘটনা ঘটে। ওমর ফারুক ওই ইউনিয়নের বাদেহরিপুর গ্রামের আলীম উদ্দিনের ছেলে এবং জয়শ্রী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র। কালাচাঁন ও কাসেম একই গ্রামের বাসিন্দা। জয়শ্রী ইউপির চেয়ারম্যান

বজ্রপাতে প্রাণ গেল ১২ জনের

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

সঞ্জয় রায় চৌধুরী জানান, সকালে ওমর ফারুকসহ কয়েকজন বাদেহরিপুর থেকে নৌকায় করে ধান বিক্রির জন্য মধ্যনগর বাজারে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সাড়ে ৮টার দিকে নৌকাটি বরইয়া নদীর শীমেরখাল এলাকায় পৌঁছালে বজ্রপাত হয়। এ সময় ওমর ফারুক পানিতে পড়ে যান। আহন হন কালাচাঁন ও কাসেম। বেলা ১১টার দিকে এলাকাবাসী ও পরিবারের লোকজন নদীতে জাল ফেলে ওমর ফারুকের মরদেহ উদ্ধার করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার গোয়ালনগর ইউনিয়নে বজ্রপাতে মোজাম্মেল হক (৩২) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও দুই শ্রমিক। মোজাম্মেল হকের বাড়ি ওই ইউনিয়নের সোনাতলা গ্রামে। আহতদের নাম জানা যায়নি। তাঁরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। গোয়ালনগর ইউপি চেয়ারম্যান বলেন, দুপুর ২টার দিকে তাঁর ইটভাটায় কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন মোজাম্মেল। এ সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এদিকে নাসিরনগরের বুড়িশ্বর ইউনিয়নে বজ্রপাতের শব্দে আতঙ্কিত হয়ে অলি মিয়া (৫০) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যুর খবর দিয়েছেন স্থানীয়রা। তিনি ওই ইউনিয়নের আশুরাইল গ্রামের বাসিন্দা। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক নাইম জানান, অলি মিয়াকে হাসপাতালে এনে কয়েকজন দাবি করেন, তিনি বজ্রপাতে মারা গেছেন। তবে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তাঁর শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

নেত্রকোনার মদন উপজেলায় বজ্রপাতে জয়নাল আবেদিন (৪০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। সকালে উপজেলার তিয়শ্রী ইউনিয়নের বাগজান গ্রামে নিজ বাড়ির সামনের বিলে মাছ ধরার সময় তাঁর মৃত্যু হয়। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জয়নালের পরিবারকে ২০ হাজার টাকা অর্থ সহায়তা দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ আলম মিয়া।

নওগাঁর রানীনগর উপজেলার ভবানীপুর মাঠে বজ্রপাতে জামিল হোসেন (১৯) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ভবানীপুর গ্রামের মৃত আজাদ সরদারের ছেলে। প্রতিবেশী সাহেল হোসেন বলেন, তিনি, জামিল ও আরেকজন শ্রমিক মাঠে ভুট্টা তোলার কাজ করছিলেন। ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে আলাদা আলাদা গাছের নিচে আশ্রয় নেন তাঁরা। এ সময় বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন জামিল। তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

[প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলার প্রতিনিধিরা]

প্রথম আলো • বুধবার, ২৪ মে ২০২৩,

বজ্রপাতে ১০ জেলায় প্রাণ গেল ১৫ জনের

কালবৈশাখী

নরসিংদীতে সবচেয়ে বেশি চারজনের মৃত্যু হয়। দুজন করে মারা যান পাবনা ও কুড়িগ্রামে।

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের ১০ জেলার ওপর দিয়ে গতকাল মঙ্গলবার বয়ে যাওয়া কালবৈশাখীর সময় বজ্রপাতে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নরসিংদীতে সবচেয়ে বেশি চারজনের মৃত্যু হয়। মৃত ব্যক্তিদের স্বজন, জনপ্রতিনিধি, পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বরাতে *প্রথম আলোর* **নিজস্ব প্রতিবেদক** ও **প্রতিনিধি**দের পাঠানো খবর :

নরসিংদীতে বজ্রপাতে মৃত ব্যক্তিরা হলেন রায়পুরা উপজেলার ফকিরের চর গ্রামের মো. মোমরাজ মিয়ার স্ত্রী শামসুন্নাহার বেগম (৪৫), গোপীনাথপুর গ্রামের মো. ইসমাইল মিয়ার ছেলে জাবেদ মিয়া (১২); মনোহরদী উপজেলার পাতরদিয়া গ্রামের মৃত বাদল মিয়ার ছেলে রায়হান মিয়া (৩০) এবং শিবপুর উপজেলার দক্ষিণ সাধারচরে খোরশেদ মিয়ার ছেলে খোকন মিয়া (৩০)।

পাবনার ভাঙ্গুড়ায় দিলপাশার ইউনিয়নের বেতুয়ান গ্রামে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে পার্শ্ববর্তী চাটমোহর উপজেলার ছাইকোলা গ্রামের শাকিল হোসেন (১৯) ও রমিজ উদ্দিন (৩০) নামের দুই শ্রমিক মারা যান। এ ঘটনায় আরও পাঁচ শ্রমিক আহত হয়েছেন।

কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলার রাণীগঞ্জ ইউনিয়নে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে অঘরু শেখ (৫০) এবং উলিপুর উপজেলায় তিস্তা নদীতে জেগে ওঠা চরে বাদামখেতে কাজ করার সময় শাহজালাল আলী (৪৫) নামের দুই কৃষক মারা যান। অঘরু শেখ রাণীগঞ্জ ইউনিয়নের আর শাহজালাল উলিপুরের দলদলিয়া ইউনিয়নের গণকপাড়ার বাসিন্দা। রাণীগঞ্জের ঘটনায় ফুলবাবু মিয়া, আম্বর আলী ও আশরাফুল ইসলাম নামের আরও তিন কৃষক আহত হন।

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলায় বজ্রপাতের সময় ইঞ্জিনচালিত নৌকা থেকে বড়ইয়া নদীতে পড়ে নিখোঁজ ওমর ফারুকের (১৫) লাশ প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টা পর গতকাল দুপুর পৌনে ১২টার দিকে উদ্ধার করেন স্থানীয় জেলেরা। উপজেলার জয়শ্রী ইউনিয়নের বাদে হরিপুর গ্রামের আলীম উদ্দিনের ছেলে ফারুক স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির ছাত্র ছিল। ওই নৌকায় থাকা একই গ্রামের কৃষক আবুল কাশেম (৫৫), তাঁর ছেলে শাহীন মিয়া (১৫) ও কালাচান (৬৫) আহত হন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার সোনাতলা গ্রামে বজ্রপাতে মারা যাওয়া শ্রমিক মোজাম্মেল হক (৩২) একই গ্রামের মতি মিয়ার ছেলে। গ্রামের হাওর এলাকার একটি ইটভাটায় কাজ করার সময় বজ্রপাতের শিকার হন তিনি। এ সময় কাইয়ুম নামের আরেক শ্রমিক আহত হন।

কিশোরগঞ্জের ভৈরবের খলাপাড়া গ্রামে মোটরসাইকেলে করে কর্মস্থলে ফেরার পথে বজ্রপাতে মারা যাওয়া জিল্লুর রহমান (৪৮) ভৈরব পৌর শহরের কমলপুর এলাকার বাসিন্দা। তিনি শহরের একটি খাবার তৈরির কারখানায় চাকরি করতেন।

পটুয়াখালীর দশমিনায় বাড়ির পাশ থেকে গরু নিয়ে ফেরার পথে বজ্রপাতে মারা যাওয়া কৃষক আবদুর রব (৬২) দশমিনা সদর ইউনিয়নের কাটাখালী গ্রামের বাসিন্দা। বজ্রপাতের ঘটনায় গরুটিও মারা যায়।

নওগাঁর রানীনগরে ভুট্টা তোলার সময় বজ্রপাতে জামিল হোসেন (২০) নামে মারা যাওয়া শ্রমিক উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের বাসিন্দা। চাঁদপুর সদরের রামপুর ইউনিয়নে আম কুড়াতে গিয়ে বজ্রপাতে মারা যান হাসান মিজি (৪৫) নামের এক কৃষক।

এ ছাড়া নেত্রকোনার মদনে হাওরে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে মারা যান মো. জয়নাল (২৮) মিয়া।

প্রথম আলো • বুধবার, ২৪ মে ২০২৩

বান্দরবানে পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে এক শ্রমিক নিহত

প্রতিনিধি, *বান্দরবান*

বান্দরবানের থানচিতে সড়কের পাশে পুঁতে রাখা বোমা (ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস-আইইডি) বিস্ফোরণে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও এক শ্রমিক। গতকাল মঙ্গলবার সকালে ১০টার দিকে থানচি উপজেলা সদর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে বক্তুপাড়া এলাকায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

নিহত শ্রমিকের নাম মোহাম্মদ রাশেদ (১৮)। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার মদিনাপাড়ায়। আহত দুলালও (৩৫) একই এলাকার বাসিন্দা। তাঁরা দুজনই নির্মাণাধীন থানচি-রেমাক্রি-লেইক্রি সড়কে শ্রমিকের কাজ করছিলেন।

থানচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এমদাদুল হক বলেন, কুকি-চিন ন্যাশনাল আর্মির (কেএনএ) পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে একজন নিহত ও অপরজন আহত হয়েছেন।

পুলিশ ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সড়কের নির্মাণকাজের জন্য বাঁশখালীর ১৬ জন শ্রমিক বক্তুপাড়া এলাকায় গিয়েছিলেন। সকাল ১০টার দিকে ১৪ জন শ্রমিক বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বাকি দুজন সড়কের ধারে আগাছা পরিষ্কার করার সময় আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটে।

থানচি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও আবদুল্লাহ আল নোমান বলেন, রাশেদকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। আহত দুলাল বাঁ বাহুতে স্প্লিন্টারের মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন।

এর আগে ১৭ মে বক্তুপাড়া এলাকার কাছাকাছি রুমা উপজেলার রেমাক্রিপ্রাংসা ইউনিয়নের সালোপিপাড়া এলাকায় কেএনএর আইইডি বিস্ফোরণে জুয়েল ত্রিপুরা নামের এক ব্যক্তি নিহত ও আব্রাহাম ত্রিপুরা নামের একজন আহত হন। এর আগের দিন ১৬ মে একই ইউনিয়নের লুঙ্গপাহাড়ে কেএনএর আইইডি বিস্ফোরণ ও গুলিবর্ষণে দুই সেনাসদস্য নিহত এবং দুই সেনা কর্মকর্তা আহতের ঘটনা ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২৫ মে ২০২৩

নাটোরে ধানের ভালো ফলনেও দুশ্চিন্তায় কৃষক

■ নাটোর প্রতিনিধি

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের শস্যভান্ডার বলে খ্যাত চলনবিল। এ অঞ্চলে চলতি মৌসুমে ধানের ভালো ফলন হয়েছে। তবে শ্রমিকসংকটের কারণে ধান কাটতে শ্রমিকের মজুরি বেশি হওয়ায় কৃষকেরা পড়েছেন বিপাকে। একদিকে উৎপাদন খরচ বেশি আবার অন্য দিকে সরকার নির্ধারিত দাম না পাওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তারা। চলনবিলের কৃষক মুনছুর রহমান ও চৌগ্রামের কৃষক আব্দুস সামাদসহ অন্যান্য কৃষকেরা জানান, এলাকাভেদে চলতি বোরো মৌসুমে প্রতি বিঘায় ২৪ থেকে ২৭ মণ ধান উৎপাদন হলেও সেচখরচ, সারখরচ ও শ্রমিকখরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতি মণ ধান উৎপাদনে খরচ পড়েছে ১ হাজার থেকে ১ হাজার ১০০ টাকায়। সরকার চলতি বছরের ৭ মে থেকে ৩০ টাকা কেজিতে ধান কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় খুশি তারা। তবে ব্যবসায়ীদের কারণে বর্তমানে নাটোর বাজারে প্রতি মণ ধান ১ হাজার থেকে ১ হাজার ১০০ টাকায় বিক্রি হওয়ায় লাভের মুখ দেখছেন না বলে দাবি করেন তারা। সরকার নির্ধারিত দাম বাজারে পাওয়া গেলে লাভের মুখ দেখবেন বলে জানান কৃষকরা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুল ওয়াদুদ জানান, গত বছর সরকার ২৯ টাকা কেজিতে ধান কিনলেও এবার ৩০ টাকায় কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় কৃষকরা লাভবান হবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২৫ মে ২০২৩

সড়কে ঝরল পাঁচ প্রাণ

শিক্ষিকাসহ আহত ১০

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় শিক্ষিকাসহ আরো ১০ জন আহত হয়েছেন। বুধ ও মঙ্গলবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

কলমাকান্দা (নেত্রকোনা) : কলমাকান্দায় বুধবার ভোর রাতে চলন্ত ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে ঘটনাস্থলেই চালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম ইয়াছিন মিয়া (২০)। কলমাকান্দা উপজেলার নাজিরপুর-সিধলী সড়কের হরিপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কলমাকান্দা থানার ওসি আবুল কালাম বলেন, পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২৫ মে ২০২৩

সিরাজগঞ্জে বজ্রপাতে ধান কাটার শ্রমিকের মৃত্যু

■ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার রূপবাটি ইউনিয়নের বিল্লাদাইর গ্রামে গত মঙ্গলবার বিকালে বজ্রপাতে ধান কাটার এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম পরিমল মালো (৪৫)। নিহত পরিমল জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার ধামাইনগর ইউনিয়নের ধামাইনগর গ্রামের অমল মালোর ছেলে।

রূপবাটি ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মুকুল ব্যাপারী বলেন, রায়গঞ্জ উপজেলার ধামাইনগর গ্রামের একদল ধান কাটার শ্রমিক বিল্লাদাইর গ্রামের বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়কের পাশে কুঁড়েঘর তুলে অস্থায়ীভাবে বসবাস এবং ঐ এলাকায় ধান কাটার শ্রমিকের কাজ করেন। মঙ্গলবার বিকালে মাঠ থেকে ধানের বোঝা নিয়ে মালিকের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে পুকুরে গোসল করতে যাওয়ার সময় বজ্রপাতে পরিমলের মৃত্যু হয়। নিহতের শ্যালোক ভূপেন্দ্রনাথ মালো বলেন, 'খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে সৎকারের ব্যবস্থা করি।'

শাহজাদপুর থানার ওসি নজরুল ইসলাম মৃধা বলেন, 'খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করি। এরপর পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।'

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৫ মে ২০২৩
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

সৌদিতে সড়কে প্রাণ গেল মুরাদনগরের বাছিরের

কুমিল্লা ব্যুরো ও মুরাদনগর প্রতিনিধি

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার বাঙ্গরা বাজার থানার রামচন্দ্রপুরের প্রবাসী বাছির উদ্দিন বাবু। আবহা নগরীর বাদশা আব্দুল্লাহ জুম্মা মসজিদের পাশের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাছির রামচন্দ্রপুরে নাজিম উদ্দিনের ছেলে।

স্বজনরা জানান, মঙ্গলবার বিকালে কর্মস্থল থেকে বাসায় ফেরার পথে সড়ক পারাপারের সময় একটি প্রাইভেটকার তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। বাছির প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে সৌদি আরবে কর্মরত ছিলেন। তার স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়ে রয়েছে।

দেশ রূপান্তর
বুধবার
২৪ মে ২০২৩, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিহত

মাধবপুর (হবিগঞ্জ) সংবাদদাতা

মাধবপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সন্তোষ সরকার নামে এক কারখানা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে আন্দিউড়া ইউনিয়নের চকবাজারে ব্যাটারিচালিত টমটম চার্জ শেষে চার্জিং বোর্ড থেকে সংযোগ খুলতে গিয়ে সন্তোষ ঘটনাস্থলেই বিদুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান। সন্তোষ আন্দিউড়া ইউনিয়নের দুর্গাপুর গ্রামের কুলেন্দ্র সরকারের ছেলে। মাধবপুর থানার এসআই শামসুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
Dhaka : Tuesday 23 May 2023

করিমগঞ্জে বজ্রপাতে খামারির মৃত্যু

প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জের গুজাদিয়ায় বজ্রপাতে হাঁসের খামারী আলমগীর হোসেন (৩০) মারা গেছেন। সে উপজেলার গুজাদিয়া ইউনিয়নের চরকরনশী গ্রামের দুলাল মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশের বিল থেকে হাঁসের দলকে নিয়ে খামারী আলমগীর হোসেন বাড়িতে ফিরছিলেন। বাড়ির কাছাকাছি আসার পর বজ্রপাতের শিকার হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। গুজাদিয়া ইউপি চেয়ারম্যান সৈয়দ মাসুদ জানান, আলমগীর হোসেন হাঁসের খামার দিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে ভালই চলছিলেন। বজ্রপাতে আলমগীরের মৃত্যুতে পরিবারটি একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছে বলে তিনি জানান।

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, মে ৩০, ২০২৩

শিপইয়ার্ডে শ্রমিকের মৃত্যু

চট্টগ্রাম ব্যুরো ■

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে শাহাব উদ্দিন শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে সীতাকুণ্ডের ফোর স্টার শিপ ব্রেকিং অ্যান্ড রি-সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ইয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটেছে। নিহত শাহাব উদ্দিন ফোর স্টার শিপ ইয়ার্ডের কাটার মাস্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

সমকাল ● শুক্রবার । ২৬ মে ২০২৩ ।

সড়কে ঝরল আট প্রাণ

সমকাল ডেস্ক

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় সাংবাদিকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। কুষ্টিয়ার খোকসায় দুই কলেজছাত্র ও মেহেরপুরের গাংনীতে স্কুলছাত্রের প্রাণ গেছে। এ ছাড়া কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী ও পাবনার সাঁথিয়ায় একজন করে নিহত হয়েছেন।

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে সড়কে নিহতদের মধ্যে রয়েছেন উপজেলা প্রেস ক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকসহ তিনজন। তাঁরা হলেন– উপজেলার আলকরা ইউনিয়নের দামারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ও চৌদ্দগ্রাম সংবাদ পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ডা. জানে আলম (৪৬), চৌদ্দগ্রাম বাজারের সেলুন কর্মচারী মুরাদনগরের সন্তোষ চন্দ্র দাসের ছেলে উত্তম চন্দ্র দাস (৪২) এবং চৌধুরী বাজার এলাকার মোটরসাইকেল মেকানিক রফিক (৫৫)।

গত বুধবার রাতে নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে পিকআপের ধাক্কায় জানে আলম নিহত হন। একই রাতে দোকানের কাজ শেষ করে চৌদ্দগ্রাম বাজার থেকে বাসায় আসার পথে অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় প্রাণ যায় উত্তম চন্দ্র দাসের। এ ছাড়া গতকাল বিকেলে উপজেলার জগন্নাথদিঘী ইউনিয়নের ফকিরবাজার-চৌধুরী বাজার সড়কে বেবিট্যাক্সির পেছনে ধাক্কা দিলে মোটরসাইকেলে থাকা মেকানিক রফিক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তিনি খুলনা সদরের খালিশপুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

কুষ্টিয়ার খোকসায় কলেজ শেষে মোটরসাইকেলে ঘুরতে বেরিয়ে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী দুই ছাত্র নিহত হয়েছে। গতকাল দুপুরে খোকসার পাইকপাড়া মির্জাপুর গ্রামের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলো– আবু মুছা (১৮) ও পারভেজ হোসেন (১৮)। তারা উপজেলার শোমসপুর আবু তালেব ডিগ্রি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। মুছা কুমারখালী উপজেলার চর জগন্নাথপুর গ্রামে ইসাহক আলীর ছেলে ও যদুবয়রা গ্রামের আবু বক্করের ছেলে পারভেজ।

মেহেরপুরের গাংনীতে ট্রলি উল্টে স্কুলছাত্র সাজ্জাদ হোসেন (১৪) নিহত ও হাসান আলি (১৫) নামের অপর শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সাজ্জাদ হোসেন চরগোয়াল গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে ও স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। মটমুড়া-মোহাম্মদপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত চালকের নাম আলম বাদশা (৩২)। তিনি কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার আরডিআরএস বাজারের মুদি দোকানি ইউসুফ আলীর ছেলে। গতকাল দুপুরে উপজেলার বড়ভিটা ইউনিয়নের খেঁজুরেরতল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার পাবনা-ঢাকা মহাসড়কের মাধপুরে গতকাল ভোরে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে নিহত হন ট্রাকচালকের সহকারী বাবু (৪০)। তিনি নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার মুলাডুলি গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে।

[প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা]

DHAKA THURSDAY MAY 25, 2023
JAISHTHA 11, 1430 BS
The Daily Star

Two farmers killed, 13 hurt by lightning strike

OUR CORRESPONDENT, *Pabna*

At least two farmers were killed and 13 others injured in a lightning strike in Pabna's Bhangura upazila on Tuesday evening.

The dead are Romij Ali, 35, and Shakil Ahmed, 34, of Chatmohar upazila.

According to locals, some farmers were working at a paddy field. They were hit by a lightning strike when they took shelter at a nearby house.

The duo succumbed to their injuries on the way to Bhangura Upazila Health Complex.

Rashidul Islam, officer-in-charge of Bhangura Police Station, said the bodies were handed over to the victims' family members.

The injured were receiving treatment at Bhangura Upazila Health Complex.

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
Dhaka : Friday 26 May 2023

খুলনায় ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, খুলনা

খুলনায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে নূর আলম (৩২) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় দুলাল (৩৫) নামে অপর এক শ্রমিক গুরুতর অবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। গত বুধবার দুপুরে নগরের বৈকালী এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় মাচা ছিঁড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নূর আলম নীলফামারি জেলার জলঢাকা উপজেলার নেকবক্তা গ্রামের মংলু মাহামুদের ছেলে।

স্থানীয় শ্রমিকদের বরাতে সোনাডাঙ্গা থানার ওসি মোমজাতাজুল হক জানোন, বুধবার দুপুরে নগরের বৈকালী এলাকায় নুর আলম ও দুলাল নির্মাণাধীন হোটেল আইয়ান অ্যান্ড রিসোর্টের ২৯ তলা ভবনের ভবনের ১০ তলায় মাচার ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করছিলেন। বেলা ৩টার দিকে আকস্মিকভাবে মাচা ভেঙে গেলে উভয়ে ভবনের নিচে পড়ে যান।

স্থানীয় লোকজন তাদের দ্রুত উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে নূর আলমকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত দুলালকে হাসপাতালের সার্জারি বিভাগে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

ওসি বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেছে। এ বিষয়ে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। স্থানীয়দের অভিযোগ, নিরাপত্তা নিশ্চিত না করাতেই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
Dhaka : Thursday 25 May 2023

বদলগাছীতে ধান বোঝাই ট্রলি উল্টে চালক নিহত

প্রতিনিধি, বদলগাছী (নওগাঁ)

নওগাঁর বদলগাছীতে ধান বোঝাই একটি ট্রলি উল্টে গিয়ে ট্রলিটির চালক আপেল মাহমুদ নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় উপজেলার গাবনা মাতাজিহাট সড়করের ছোট কাবলা মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চালক আপেল মাহমুদ নওগাঁ সদর উপজেলার কৃত্তিপুর গ্রামের আব্দুল কিয়ামতের ছেলে। তিনি বিগত ১৫ বছর ধরে গাবনা গ্রামের আব্দুল কালামের বাড়িতে কাজ করে আসছিলেন। এ বিষয়ে বদলগাছী থানার ওসি আতিয়ার রহমান বলেন, ধান বোঝায় ট্রলির চাকা ব্লাস্ট হয়ে ট্রলির নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান আপেল মাহমুদ। এ বিষয়ে কেউ কোন অভিযোগ করেননি। অভিযোগ করলে আইনগত সহয়তা দেওয়া হবে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৫ মে ২০২৩
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

ভেড়ামারায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে শিশু শ্রমিকের মৃত্যু

ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি

ভেড়ামারায় ওয়্যারিং গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে একজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও দুজন। ভেড়ামারার দক্ষিণ কেবিন সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত মুন্না ইলেকট্রনিক্সে মঙ্গলবার বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, ওই দোকানে প্রতিদিনের মতো গ্যাস ওয়্যারিংয়ের কাজ করছিল শিশু শ্রমিক সিয়াম (১১) ও সিজান (১২)। বিকালের দিকে একটা নতুন কাজ করার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। এ সময় আগুনে ঝলসে যায় তাদের শরীর। দোকান মালিক মুন্নাও আহত হন। এ সময় তাদের দ্রুত উদ্ধার করে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। মুমূর্ষু অবস্থায় শিশু শ্রমিক সিয়ামকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়ার চেষ্টাকালে রাতেই তার মৃত্যু হয়। সিয়াম ভেড়ামারার কাচারিপাড়া এলাকার তাহাজের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ১২ জ্যৈ
২৬ মে ২০২৩

সড়কে ঝরল চার প্রাণ

ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতি ও বুধবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

ফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম) : ফুলবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আলম বাদশা নামে এক মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার বড়ভিটা এলাকার খেজুরেরতল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফুলবাড়ী থানার ওসি (তদন্ত) সারওয়ার পারভেজ দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় থানায় একটি ইউডি মামলা করা হয়েছে।

সাঁথিয়া (পাবনা) : সাঁথিয়া উপজেলার পাবনা-ঢাকা সড়কের মাধপুর নামক স্থানে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে হেলপারের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো দুই জন। নিহতের নাম বাবু (৪০)। বৃহস্পতিবার ভোর রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মাধপুর হাইওয়ে থানার এএসআই মাসুম জানান, পাবনাগামী রড বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে কাশিনাথপুরগামী ভুসিবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই রডবোঝাই ট্রাকের হেলপার পাবনার মুলাডুলি গ্রামের কাশেমের ছেলে বাবু মারা গেছেন। এ সময় অপর ট্রাকের চালক আ. লতিফ ও হেলপার তুহিন আহত হয়েছে। নিহতের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর ও থানায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান মাধপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ নবির উদ্দিন।

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) : চিরিরবন্দরে ট্রাকের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম নিপন রায় (১৬)। বুধবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিপন চন্দ্র রায় উপজেলার খামার সাতনালা ইয়াকুব চেয়ারম্যান পাড়ার বিরেন চন্দ্র রায়ের ছেলে। পুলিশ কর্মকর্তা বজলুর রশিদ সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সৈয়দপুর (নীলফামারী) : সড়ক দুর্ঘটনায় আহত সৈয়দপুরের বিএনপি নেতা আব্দুল খালেক (৫৬) মারা গেছেন। বুধবার সন্ধ্যায় রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এর আগে বুধবার দুপুরে নীলফামারী-সৈয়দপুর সড়কের জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সামনে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন। ঐ সময় তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে নীলফামারী আধুনিক হাসপাতাল ও পরে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

রোববার, মে ২৮, ২০২৩ ■ জ্যৈষ্ঠ ১৪, ১৪৩০ বণিকবার্তা

বজ্রপাতে তিন জেলায় চারজনের মৃত্যু

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বজ্রপাতে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে দুজন, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে কৃষি শ্রমিক ও বাগেরহাটের মোংলায় ড্রেজার শ্রমিকসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

মুন্সিগঞ্জ : জেলার সিরাজদিখানে বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার কুসুমপুর এলাকার লেবুতলায় এ ঘটনা ঘটে।

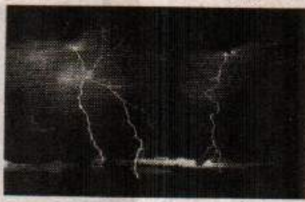

মারা যাওয়া দুজন হলেন লৌহজং উপজেলার মোসলেম সরদারের ছেলে মো. জুম্মন (৪৫) ও মো. শাহজাহান মিয়ার ছেলে মো. কাউসার (৪৬)। জুম্মন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জুম্মনের ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় করে তার বন্ধু কাউসার ও এক নারী যাত্রী কুসুমপুর হয়ে লৌহজং যাচ্ছিলেন। দুপুরে বজ্রপাতসহ বৃষ্টি শুরু হয়। অটোরিকশা থামিয়ে ওই নারী যাত্রী ও দুই বন্ধু কুসুমপুর লেবুতলা এলাকার একটি জ্বালানি কাঠের দোকানে আশ্রয় নেন। পরে ওই নারী বাসে করে তার গন্তব্যে চলে যান। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হয়। এর কিছুক্ষণ পর স্থানীয়রা সেখানে গিয়ে দেখেন জুম্মন ও কাউসার মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন।

উপজেলার ইছাপুরা ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আহসান কবির জানান, বজ্রপাতে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

সিরাজদিখান থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আজগর হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সিরাজগঞ্জ : জেলার শাহজাদপুরে বজ্রপাতে সুলতান প্রামাণিক (৬০) নামের এক কৃষি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল ১০টার উপজেলার কায়েমপুর ইউনিয়নের চর আঙ্গারু গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া সুলতান চর আঙ্গারু গ্রামের মৃত ফয়জাল প্রামাণিকের ছেলে।

কায়েমপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জিয়াউল আলম ঝুনু বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, একদল শ্রমিক চর আঙ্গারু গ্রামের মাঠে ধান কাটার সময় ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। এ সময় সবাই দৌড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলেও সুলতান প্রামাণিক হেঁটে যাচ্ছিলেন। এ সময় বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পরে তাকে হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। শাহজাদপুর থানার ওসি নজরুল ইসলাম মৃধাও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বাগেরহাট : জেলার মোংলায় বজ্রপাতে এনামুল শেখ (৩৫) নামের এক ড্রেজার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে উপজেলার বুড়িরডাঙ্গা ইউনিয়নের বালুর মাঠ এলাকা থেকে ড্রেজার মেশিন দিয়ে বালি উত্তোলন করার সময় বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়। এ সময় মিলন শেখ নামের আরো এক শ্রমিক আহত হন।

মারা যাওয়া এনামুল রামপাল উপজেলার রাজনগর ইউনিয়নের কালেখারবেড় গ্রামের ফজিলত শেখের ছেলে। মোংলা থানার ওসি মোহাম্মাদ সামসুদ্দীন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর
বুধবার ৩১ মে ২০২৩
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

ধনবাড়ীতে কাভার্ডভ্যান ঘরে, মা-মেয়ে নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে কাভার্ডভ্যান উলটে ঘরে ঢুকে যায়। এতে ঘুমন্ত মা-মেয়ে নিহত হয়েছে। এছাড়া চার জেলায় প্রাণ গেছে আরও চারজনের। তাদের মধ্যে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে স্কুলছাত্র, চুয়াডাঙ্গা ও পাবনার চাটমোহরে দুই মোটরসাইকেলচালক, গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে বাসচালক রয়েছেন। ফরিদপুরের সালথা ও নাটোরের বড়াইগ্রামে আহত হয়েছেন সাতজন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

গাইবান্ধা : পলাশবাড়ীতে বাস সড়কের পাশে পড়ে গিয়ে চালক নিহত হয়েছেন। নিহত চালক উত্তম জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ফাঁসিতলা চাঁদপড়া এলাকার বাসিন্দা। সোমবার রাত ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সালথা (ফরিদপুর) : সালথায় ইজিবাইক ও ট্রাকের সংঘর্ষে একই পরিবারের শিশুসহ ছয়জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে সালথা-ফরিদপুর সড়কের মাদসারা গট্টি মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বড়াইগ্রাম (নাটোর) : বড়াইগ্রামে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী ওষুধ কোম্পানির রিপ্রেজেনটেটিভ বজলুর রহমানের ডান পায়ের গোড়ালি থেকে নিচের অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের আগ্রান সুতিরপাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত বজলুর রহমান জেলার লালপুর উপজেলা গোপালপুরের জসীমউদ্দীনের ছেলে। তিনি বড়াইগ্রাম উপজেলায় একমি কোম্পানির ভেটেরিনারি রিপ্রেজেনটেটিভ হিসাবে কর্মরত রয়েছেন।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ৩১ মে ২০২৩ ॥

আবুধাবিতে আগুনে তিন বাংলাদেশির মৃত্যু

নোয়াখালী প্রতিনিধি

সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে একটি দোকানে আগুনে পুড়ে তিন বাংলাদেশি মারা গেছেন। তারা হলেন- নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার পলতি গ্রামের মৃত আবদুল কাদেরের ছেলে ফার্নিচার ব্যবসায়ী মো. ইউছুফ (৪৩), একই গ্রামের মীর আহাম্মদের ছেলে মো. তারেক হোসেন ও মতৈন গ্রামের মৃত আবদুল ওয়াহাবের ছেলে দোকান কর্মচারী মো. রাসেল (৩২)। আবুধাবির স্থানীয় সময় সোমবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যবসায়ী ইউছুফের বড় ভাই মো. রসুল বলেন, তার ছোট ভাই ২৫ বছর ধরে আবুধাবিতে বাস করে আসছিলেন। জানা যায়, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে দোকানে আগুনের সূত্রপাত হয়। তারা তিনজন ওই দোকানে ঘুমিয়ে ছিলেন। সে অবস্থায়ই তারা মারা যান।

প্রথম আলো • শনিবার, ২৭ মে ২০২৩,

রূপগঞ্জ

নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে একটি নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ থেকে পড়ে মো. সোহেল (৩৫) নামের এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের মধ্যপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মো. সোহেল উপজেলার ভুলতা ইউনিয়নের মাসুমাবাদ এলাকার আইয়ুব আলীর ছেলে। তিনি গোলাকান্দাইল মধ্যপাড়া এলাকায় একটি ভাড়া করা বাড়িতে থাকতেন। তাঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলেসন্তান রয়েছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহত ব্যক্তির এক স্বজন জানান, কয়েক দিন ধরে সোহেল একটি দোতলা ভবনের নির্মাণকাজ করছিলেন। গতকাল দুপুরে ভবনটির ছাদে কাজ করার সময় তিনি ছাদ থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান।

সংবাদদাতা, *নারায়ণগঞ্জ*

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৩০ মে ২০২৩
E-mail: anandonag

নাঙ্গলকোটে সেপটিক ট্যাংকে নেমে সুইপারের মৃত্যু

নাঙ্গলকোট (কুমিল্লা) প্রতিনিধি

নাঙ্গলকোটের আটঘরা গ্রামের প্রবাসী ইউসুফ মজুমদারের বাড়িতে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে নেমে লাশ হলেন পার্শ্ববর্তী লালমাই উপজেলার পেরুল দক্ষিণ ইউনিয়নের ছিলোনিয়া গ্রামের সুইপার শাহ জালাল। সোমবার সকাল ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানান স্থানীয়রা। জাতীয় জরুরি সেবার মাধ্যমে খবর পেয়ে লাকসাম ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের একটি ইউনিট এসে তার লাশ উদ্ধার করে। লাকসাম ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে লিডার খোর্শেদ আলম বলেন, একটি ব্যবহৃত সেপটিক ট্যাংক থেকে লাশটি উদ্ধার করে নাঙ্গলকোট থানা পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।

নাঙ্গলকোট থানা পুলিশের উপপরিদর্শক রবিউল জানান, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। পরে লাকসাম ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের একটি ইউনিট এসে সেপটিক ট্যাংক থেকে ওই সুইপারের লাশ উদ্ধার করে আমাদের কাছে হস্তান্তর করে।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৯ মে ২০২৩,

রাজধানীর উত্তরখান

সেপটিক ট্যাংকে নেমে মারা গেলেন ২ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর উত্তরখানের বাবুর্চির মোড়ে একটি নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক ট্যাংক থেকে দুই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। গতকাল রোববার সকালে তাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয়।

মৃত দুই শ্রমিক হলেন মো. আবদুস সামাদ (৫৫) ও মধু মিয়া (৪২)।

উত্তরা থানার ওসি কাজী আবুল কালাম *প্রথম আলোকে* জানান, নির্মাণাধীন একটি ভবনের সেপটিক ট্যাংক দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল। সেটি পরিষ্কার করার জন্য গত শনিবার রাতে দুজন শ্রমিকের সঙ্গে চুক্তি করেন ভবনের মালিক। গতকাল সকাল আটটার দিকে তাঁরা কাজ করতে আসেন। প্রথমে ট্যাংকের ভেতর একজন নেমেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁকে উদ্ধারের আরেকজন নেমে তিনিও অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়।

ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষের কর্তব্যরত কর্মকর্তা রাকিবুল হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের উত্তরা স্টেশনের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে দুজনের লাশ উদ্ধার করে।

যুগান্তর
শনিবার ২৭ মে ২০২৩

রূপগঞ্জে নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

রূপগঞ্জে নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ থেকে পড়ে সোহেল (৩৫) নামের এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের মধ্যপাড়া মাজার সংলগ্ন ৮ তলা ভবনের দ্বিতীয় তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়। নিহত নির্মাণ শ্রমিক সোহেল উপজেলার ভুলতা ইউনিয়নের মাসুমাবাদ এলাকার আইয়ুব আলীর ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা ও নিহতের ফুপু জানান, সোহেল ওই ভবনটিতে কাজ করছিলেন। শুক্রবার ওই ভবনের ছাদের পিলারে কাঠ লাগানোর সময় নিচে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান।

কালের কণ্ঠ
সোমবার । ২৯ মে ২০২৩ ।

নির্মীয়মাণ ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর মুগদা থানার গ্রিন মডেল টাউন এলাকায় নির্মীয়মাণ ভবনের ৯ তলা থেকে পড়ে রুস্তম আলী (৬০) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার রাত ১২টার দিকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। পুলিশ জানায়, রুস্তম আলীর গ্রামের বাড়ি পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানি উপজেলায়। তিনি ঢাকার দক্ষিণ মাণ্ডা মজার স্কুলের পাশে ভাড়া বাসায় থাকতেন। মুগদা থানার এসআই মো. বাহাদুর মিয়া জানান, রুস্তম আলী নির্মাণ শ্রমিক ছিলেন। গ্রিন মডেল টাউন এলাকার একটি ৯ তলা ভবনে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত ওপর থেকে নিচে পড়ে যান তিনি। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৩০ মে ২০২৩ ॥

মার্কেট থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) নির্মাণাধীন মার্কেট থেকে পড়ে আসাদুল (১৮) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে শহরের টানবাজার নাসিকের পদ্ম সিটি প্লাজা-২ মার্কেট থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়। দুপুরে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। নিহত আসাদুল রংপুরের মতিয়ুর রহমানের ছেলে এবং নারায়ণগঞ্জের মাসদাইর ঘোষের বাড়িতে বসবাস করত। নিহতের সহকর্মী আল আমিন বলেন, আমরা কাজ করার সময় সে হঠাৎ করে মাচা থেকে পড়ে যায় আসাদুল।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ১২ জ্যৈ
২৬ মে ২০২৩

বানারীপাড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু

■ বানারীপাড়া (বরিশাল) সংবাদদাতা

বানারীপাড়া উপজেলার উদয়কাঠি ইউনিয়নের তেতলা গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম তপন গাইন (২৮)। বুধবার বিকালে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়রা জানান, বুধবার দুপুরে তেতলা গ্রামের অনিল গাইনের ছেলে তপন গাইন বাড়ির পাশের খালে মাছ শিকার করতে গিয়ে বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে পানিতে ডুবে যায়। বিকালে প্রতিবেশী নির্মল গাইন নৌকায় ঐ স্থানে গেলে তার বৈঠায় পানির তলদেশে তপনের অস্তিত্ব টের পান। প্রতিবেশী নির্মল গাইন ও বিদ্যুৎ অফিসের লাইনম্যানসহ স্থানীয়রা আগের দিন সন্ধ্যায় ঝড়ে পড়ে থাকা বিদ্যুতের ছেঁড়া তারে জড়ানো মৃত অবস্থায় তপনকে সেখান থেকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যায়। বানারীপাড়া থানার ওসি এস এম মাসুদ আলম চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার
৩০ মে ২০২৩, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

সেপটিক ট্যাংকে নেমে মৃত্যু

আঞ্চলিক সংবাদদাতা, কুমিল্লা

কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে নেমে জালাল আহম্মেদ (৬০) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার জোড্ডা পূর্ব ইউপির আটগরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। দুপুরে লাকসাম উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত জালাল লাকসাম পৌরসভার ছিলনিয়া গ্রামের মৃত আলী আশরাফের ছেলে। জানা যায়, ট্যাংকি পরিষ্কার করে লাইন ঠিক আছে কি না দেখার জন্য ভেতরে ঢুকলে বিষাক্ত গ্যাসে তার মৃত্যু হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ১৬ জৈ
৩০ মে ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ নিহত ৫

শ্রীপুর (গাজীপুর) : শ্রীপুরে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেলের আরোহী নিহত হয়েছেন। সকালে পৌরসভাধীন আনসার রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় গুরুতর আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের চালকসহ অপর আরেক আরোহী। শ্রীপুর থানার ওসি এ এফ এম নাসিম বলেন, শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সমকাল

বুধবার । ৩ মে ২০২৩ ।

ছুরিকাঘাতে নিহত দুই চালকের পরিবারের পাশে পুলিশ

■ ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহ নগরীতে ঈদের দিন ভোরে ছিনতাইকারীদের হাতে নিহত হন ইজিবাইক চালক হাবিবুর রহমান ও রিকশাচালক সাদেক মিয়া। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে অথৈ সাগরে পড়ে তাদের পরিবার। অসহায় পরিবার দুটির পাশে দাঁড়িয়েছেন পুলিশ সুপার মাছুম আহাম্মদ ভূঞা।

ঈদের দিন ভোরে নগরীর ডিএন চক্রবর্তী রোডে ইজিবাইক হাবিবুর রহমান এবং গোহাইলকান্দি পশ্চিমপাড়া রিকশাচালক সাদেক মিয়াকে খুন করে ছিনতাইকারীরা। জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তারা হলো– গোহাইলকান্দি এলাকার অনন্ত কুমার দে (১৯), জামতলা এলাকার মোহাম্মদ মামুন (১৯) ও মাহিন বাদশা (১৯)। তাদের মধ্যে অনন্ত নগরীর শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, মামুন কমার্স কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ালেখা করে। এ ঘটনায় নিহত হাবিবুর রহমানের ছেলে শেখ ফরিদ ও সাদেক মিয়ার ভাই মুনতাজ মিয়া বাদী হয়ে পৃথক মামলা করেন।

নিহতদের মধ্যে হাবিবুরের স্ত্রী, এক মেয়ে ও পাঁচ ছেলে এবং সাদেক মিয়ার স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে নিজ কার্যালয়ে অসহায় দুই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা করে সহায়তা দেন পুলিশ সুপার মাছুম আহাম্মদ ভূঞা। তিনি বলেন, 'অসহায় দুই পরিবারকে ব্যক্তিগতভাবে সহযোগিতা করেছি।'

সমকাল

শুক্রবার । ৫ মে ২০২৩

নিখোঁজের ৩ দিন পর ভারত থেকে এলো মনিরের লাশ

■ নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি

শেরপুরের নালিতাবাড়ী সীমান্তবর্তী ভারতের ঢালু এলাকায় নিহত বাংলাদেশি রাজমিস্ত্রি মনিরের মরদেহ ফেরত দিয়েছে দেশটির পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার নাকুগাঁও স্থলবন্দর দিয়ে উভয় দেশের মধ্যে পতাকা বৈঠক শেষে মরদেহ তাঁর ভাই মিজানুর রহমানের কাছে হস্তান্তর করা হয়। মনির জেলার শ্রীবরদী উপজেলার রানীশিমুল ইউনিয়নের পশ্চিম খাড়ামোড়া গ্রামের মৃত মুনসের আলীর ছেলে। লাশটি পরিবারের কাছে হস্তান্তের পর শেরপুর সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে জেলা পুলিশ।

ভারতীয় পুলিশ জানিয়েছে, গুরুতর আহত অবস্থায় মনির ভারতের ঢালু এলাকায় পড়ে ছিল। খবর পেয়ে দেশটির মেঘালয় রাজ্যের তুড়া জেলার ঢালু থানা পুলিশ আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার তাঁর মৃত্যু হয়। তবে তাঁর মৃত্যু কী কারণে হয়েছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ছাড়া এই বিষয়ে ভারতের ঢালু থানায় একটি হত্যা মামলা হয়েছে।

বাংলাদেশের পক্ষে শেরপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাইদুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (নালিতাবাড়ী সার্কেল) রায়হানা ইয়াসমিন, নালিতাবাড়ী থানার ওসি এমদাদুল হক ও শ্রীবরদী থানার ওসি বিপ্লব কুমার বিশ্বাস। এ ছাড়া ভারতীয় মেঘালয় পুলিশের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ঢালু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দীনবন্ধু বর্মণ।

নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মনির সপরিবারে ঢাকায় থাকতেন। তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ এবং তাঁর স্ত্রী গার্মেন্টে চাকরি করতেন। এবার ঈদের ছুটিতে তিনি বাড়িতে বেড়াতে আসেন। ১ মে রাত থেকে মনির নিখোঁজ ছিলেন। পরে পুলিশের মাধ্যমে তাঁরা জানতে পারেন, তাঁর লাশ ভারতের একটি হাসপাতালে রয়েছে।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) সাইদুর রহমান জানান, মনিরের মৃত্যু কী কারণে হয়েছে, ময়নাতদন্তে তা জানা যাবে।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ৫ মে ২০২৩,

বিএসএফের গুলিতে দিনমজুর আহত

কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার বাকশীমুল ইউনিয়নের জামতলা এলাকায় মো. জালাল হোসেন (৩৫) নামের এক দিনমজুর বিএসএফের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গত বুধবার সন্ধ্যা সোয়া ছয়টার দিকে সীমান্ত পিলার ২০৬৫/৭-এর কাছে এ ঘটনা ঘটে। ওই দিনমজুরের কোমরে গুলি লাগে। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বুড়িচং থানার ওসি ইসমাইল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গুলিবিদ্ধ জালাল হোসেনের বাড়ি বুড়িচং উপজেলার কোদালিয়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জালাল বিকেলে জামতলা এলাকায় গরুর জন্য ঘাস কাটতে যান। তিনি ঘাস কাটতে কাটতে নো ম্যানস ল্যান্ড অতিক্রম করেন। বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি চলে আসেন। এ সময় বিএসএফের কলমচৌড়া ক্যাম্পের এক সদস্য তাঁকে পেছন দিক থেকে গুলি করেন। ওই গুলি তাঁর কোমরের দিকে লাগে। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। বিজিবি কুমিল্লা শংকুচাইল বর্ডার অপারেশন পোস্টের নায়েব সুবেদার মনিরুজ্জামান বলেন, জালালকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা

সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার ২২ বৈশাখ ১৪৩০
Dhaka : Friday 5 May 2023

পুলিশ কর্মকর্তার বাসায় গৃহকর্মীর মৃত্যু তদন্ত ও বিচার দাবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর শান্তিনগরে পুলিশের ওয়ারী জোনের এডিসি মোহাম্মদ আলাউদ্দীনের বাসায় আগুনে পুড়ে গৃহকর্মী জান্নানের (১৩) মৃত্যুর ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচার দাবি করেছে গণতন্ত্রী পার্টি। গণতন্ত্রী পার্টির দপ্তর সম্পাদক মিনহাজ সেলিম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল এই দাবি জানানো হয়েছে।

গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, 'জান্নাতের মৃত্যুর ঘটনায় অনেক তথ্য জানতে দেয়া হচ্ছে না। অদৃশ্য চাপে গণমাধ্যমে বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ হচ্ছে না। আমরা মনে করছি, প্রকৃত ঘটনা নিয়ে লুকোচুরি চলছে। কীভাবে একজন গৃহকর্মী ৮৫ শতাংশ দগ্ধ হয়ে মারা গেল সে বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। এতেই ওই ঘটনার বিষয়ে নানা সন্দেহ দানাবাঁধার অবকাশ তৈরি হয়েছে।'

ঢাকা মহানগর গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি অ্যাডভোকেট এমএ গনি বলেন, 'ওই পুলিশ কর্মকর্তার বাসায় কী ঘটেছিল তার উপযুক্ত তদন্ত হতে হবে। এভাবে কোন গৃহকর্মীর মৃত্যু মেনে নেয়া যায় না। গৃহকর্মী জান্নাতের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পেছনে দায়ী সবার দৃষ্টান্ত মূলক সাজা হতে হবে।'

ঢাকায় কাজে আসার ৫০ দিনের মাথায় লাশ হতে হলো গৃহকর্মী জান্নাতকে। ঈদের আগে ১৭ এপ্রিল বিকেল ৫টার দিকে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে জান্নাতের মৃত্যু হয়। তার শ্বাসনালী, কণ্ঠনালীসহ শরীরের ৮৫ শতাংশ পুড়ে যায় আগুনে। ফলে কোন চিকিৎসা আর কাজে লাগেনি।

শান্তিনগরে ওয়ারী জোনের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) মো. আলাউদ্দীনের বাসায় ১৬ এপ্রিল পুড়ে যায় গৃহকর্মী জান্নাত। ওই পুলিশ কর্মকর্তার পরিবার জানিয়েছে, ঘটনার দিন দুপুরে গরম পানি করার সময় ওড়নায় আগুন লাগার ফলে জান্নাত দগ্ধ হয়। কিন্তু কীভাবে আগুন লাগার ঘটনা ঘটল, তপ্ত দুপুরে আদৌও গরম পানির দরকার ছিল কি-না? ওই সময় বাসায় কার কী ভূমিকা ছিল, তা নিয়ে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন।

মৃত্যুর আগে গৃহকর্মী জান্নাত জানিয়েছে, ওই পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রীর হাতে প্রায়ই মারধরের শিকার হতো সে। এমনকি ঘটনার দিন প্লেট ভেঙে যাওয়ার অপরাধে তাকে বেদম মারধর করা হয়। এর আগে, গত সোমবার আন্তর্জাতিক শ্রম অধিকার দিবসে গণতন্ত্রী পার্টির আলোচনা সভার ব্যানারে গৃহকর্মী জান্নাতের পোড়া দেহের ছবি ছাপানো হয়।

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ৪ মে ২০২৩
২১ বৈশাখ ১৪৩০

আদমদীঘিতে মদ ভেবে ডিজেল পানে নৈশপ্রহরীর মৃত্যু

বগুড়া ব্যুরো

বগুড়ার আদমদীঘিতে জ্বালানি তেল ডিজেল খেয়ে আবু বকর সিদ্দিক ওরফে জলিল (৫৫) নামের এক নৈশ প্রহরীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাত ২টায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। আবু বকর সিদ্দিক উপজেলার সদর ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামের মৃত রইচ উদ্দিনের ছেলে। এ ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন। জানা যায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আদমদীঘি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন সংলগ্ন শাপলা পাম্প হাউজ এলাকায় নৈশ প্রহরীর ডিউটি করছিলেন আবু বকর সিদ্দিক। ডিউটিরত অবস্থায় নেশার দ্রব্য মদ ভেবে জ্বালানি তেল ডিজেল খেয়ে অসুস্থ হন তিনি। পরিবারের লোকজন জানতে পেয়ে তাকে বগুড়া শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার রাত ২টায় তিনি মারা যান। আবু বকর সিদ্দিক বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে কয়েক বছর ধরে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন বলে জানায় তার পরিবারের লোকজন। আদমদীঘি থানার অফিসার ইনচার্জ রেজাউল করিম রেজা জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পরিদর্শন করেছেন। ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২১ বৈশাখ ১৪
Dhaka : Thursday 4 May, 2023

ছুরিকাঘাতে নিহত দুই রিকশা চালক পরিবারের পাশে পুলিশ

জেলা বার্তা পরিবেশক, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে ঈদের দিন ভোররাতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে নিহত অটোরিকশা চালক সাদেক আলী ও হাবিবুর রহমানের পরিবারকে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সকালে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে নিহতদের দুই পরিবারের সদস্যদের হাতে এ আর্থিক সহায়তার এক লাখ টাকা করে চেক তুলে দেন পুলিশ সুপার মাছুম আহাম্মদ ভূঞা।

তিনি জানান, ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে নিহত অটোরিকশা চালক সাদেক আলী ও হাবিবুর রহমানের মৃত্যুতে এ দুই পরিবারের আর কোন কর্মক্ষম ব্যক্তি না থাকায় পরিবার দুটি অসহায় ও আর্থিক অভাবে পরেছে। তাই জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে দুটি পরিবারকে এক লাখ টাকা প্রদান করে ব্যাংকে দুটি এফডিআর করে দেয়া হয়েছে। ঈদের দিন ভোরে অটোরিকশা রিকশা চালককে নির্মমভাবে হত্যা করার সাথে জড়িত ছিনতাইকারী তিন কলেজ ছাত্রকে ঘটনার এক দিন পরেই আটক করে আদালতে সোপর্দ করেছে কোতোয়ালি পুলিশ।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৪ মে ২০২৩
২১ বৈশাখ ১৪৩০

চুরির অজুহাতে তারাগঞ্জে দুই জেলেকে নির্যাতন

তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি

তারাগঞ্জে পুকুরের মাছ চুরির অভিযোগে দুই জেলেকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে রেজোয়ান সরকার ও সেজোয়ান সরকারের বিরুদ্ধে। সোমবার সয়ার ইউনিয়নের সামছুল হকের পুকুরপার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, সোমবার বিকালে সয়ার ইউনিয়নের মাছুয়াপাড়া গ্রামের জেলে দীন চন্দ্র রায় ও একই গ্রামের দেবেন্দ্র রায় স্থানীয় বুড়িরহাট বাজারে বসে নাস্তা করছিলেন। এ সময় পুকুরের মালিক খান সাহেবপাড়া গ্রামের রফিকুল সরকারের দুই ছেলে তাদেরকে পুকুর পাড়ে নিয়ে বিদ্যুতের পিলারের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন করে চুরির স্বীকারোক্তি নেওয়ার চেষ্টা করেন। এ ঘটনায় রেজোয়ান ও সেজোয়ানের বক্তব্য নিতে যোগাযোগ করা হলে তারা মোবাইল রিসিভ করেনি।

সময়ের আলো
বুধবার। ৩ মে ২০২৩।

স্ত্রীর সঙ্গে অভিমানে প্রবাসীর আত্মহত্যা

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় স্ত্রীর সঙ্গে অভিমান করে আত্মহত্যা করেছেন শাহীন মিয়া (৪৮) নামে মালেশিয়াফেরত এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার উপজেলার গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নের পুরান চরচাষী গ্রামে আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটে।

জানা যায়, ৭ মাস আগে মালেশিয়া থেকে চলে আসেন শাহীন। ঝগড়া করে গত রোববার তার স্ত্রী বাবার বাড়ি চলে যায়। মঙ্গলবার সকালে শয়ন কক্ষে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন শাহীন মিয়া। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তার লাশ উদ্ধার করে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২২ বৈশাখ ১৪
Dhaka : Friday 5 May 2023

চাটখিলে ভূমিবিরোধে দিনমজুরকে কুপিয়ে হত্যা, গ্রেপ্তার ৩

প্রতিনিধি, চাটখিল, সোনাইমুড়ি (নোয়াখালী)

নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার ৩নং পরকোট ইউনিয়নের পশ্চিম শোশালিয়া দেওয়ান বাড়িতে ভূমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে প্রতিপক্ষের দিনমজুরকে হত্যার ঘটনা ঘটিয়েছে। গত বুধবার দুপুরে হত্যা করা হয়েছে ঐ বাড়ির মুনসুর আহমেদ'এর ছেলে দিনমজুর আবুল বাশার কে। পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে হত্যাকাণ্ড সাথে জড়িত ৩ জনকে বিভিন্ন স্থান থেকে আটক করে। এব্যাপারে বুধবার রাতে দিনমজুর আবুল বাশারের স্ত্রী সেলিনা আক্তার বাদী হয়ে ৯ জনসহ অজ্ঞাতনামা ৩-৪ জনের বিরুদ্ধে চাটখিল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। স্থানীয় ও মামলা সূত্রে জানা যায়, ভূমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে বুধবার দুপুরে আবুল বাশারের জেঠাতো ভাই ফয়েজ আহমেদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন।

DHAKA SATURDAY MAY 6, 2023
BAISHAKH 23, 1430 BS
The Daily Star

Sherpur farmer killed over land dispute

OUR CORRESPONDENT, *Mymensingh*

A farmer was killed and five others were injured over the harvesting of boro paddy on a disputed land in Sherpur's Nakla upazila yesterday morning.

The deceased was identified as Ali Hossain, 50, of Char Basanti village in Nakla, confirmed police.

Quoting locals, Riyad Mahmud, officer-in-charge of Nakla Police Station, said when Ali Hossain went to harvest boro paddy on a disputed piece of land, Idris Ali and his men rushed to the spot and asked Ali Hossain to stop harvesting, leading to an altercation around 8.00am. At one stage, both groups engaged in a clash with sharp weapons, ultimately resulting in the casualty.

Ali died on the spot while the wounded were taken to Nakla Upazila Health Complex. Two critically injured -- Shukkur Ali, 40, and Khokon Mia, 25 -- were later referred to Mymensingh Medical College Hospital, said the OC.

On information, police rushed to the spot and recovered Ali Hossain's body, which has been sent to the Sherpur General Hospital morgue for autopsy.

Police detained Idris Ali, 55, Hanufa Begum, 50, and Sultan Mia, 50, for their alleged involvement in the killing.

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শনিবার। ৬ মে ২০২৩।

শেরপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে কৃষক নিহত

শেরপুর প্রতিনিধি ▷

শেরপুরে নকলা উপজেলার চরবসন্তি গ্রামে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আলী হোসেন (৬০) নামের এক বর্গাচাষি নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলার ৮ নম্বর চর অষ্টধর ইউনিয়নের চরবসন্তি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আলী হোসেন ওই গ্রামের মৃত নবাব আলীর ছেলে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত আটজন আহত হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চরবসন্তি গ্রামের সেলিম মিয়ার বিরোধপূর্ণ জমি বর্গাচাষ করে আসছিলেন কৃষক আলী হোসেন। গতকাল সকাল ৬টার দিকে আলী হোসেন জমির পাকা ধান কাটতে গেলে বাধা দেয় জমির মালিক সেলিম মিয়ার আত্মীয় ইদ্রিস আলী, শওকত আলীসহ কয়েকজন। এতে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষে গুরুতর আহত আলী হোসেনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নকলা থানার ওসি রিয়াদ মাহমুদ জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ৮ মে ২০২৩,

যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার, খোঁজ নেই মা-বাবার

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

গাজীপুরে তালাবদ্ধ ঘর থেকে এক যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত শনিবার রাত সাড়ে ৯টায় গাজীপুর সদর উপজেলার বাঘের বাজার এলাকার হযরত আলীর ভাড়া দেওয়া ঘর থেকে পুলিশ ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করে। নিহত আশরাফুল আলম (৩০) নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার কানুহারী (করাচাপুর) গ্রামের ওমর ফারুকের ছেলে। ঘটনার পর থেকে আশরাফুলের মা-বাবার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রতিবেশীদের বরাত দিয়ে জয়দেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাতাব উদ্দিন জানান, আশরাফুল ইসলামের বাবা ওমর ফারুক স্ত্রীকে নিয়ে গাজীপুর সদর উপজেলার বাঘের বাজার এলাকার হযরত আলীর বাড়িতে ভাড়া থাকেন। তিনি স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় নিরাপত্তাপ্রহরীর চাকরি করেন। তাঁর ছেলে আশরাফুল আলম টঙ্গী এলাকায় থাকতেন। তিনিও একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।

ওসি মাহাতাব উদ্দিন বলেন, আশরাফুল নেশাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি টঙ্গী থেকে প্রায়ই বাঘের বাজার মা-বাবার কাছে এসে নেশার জন্য টাকা চাইতেন।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৯ মে ২০২৩
E-mail: anandona

রিকশাচালককে পেটাচ্ছেন আইনজীবী

যশোরে ভিডিও ভাইরাল

রিকশাচালককে নারী আইনজীবীর মারধর

যশোর ব্যুরো

যশোরে রিকশাচালককে এক নারী আইনজীবীর মারধরের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যশোর আদালতের সামনে শেখ মুজিবুর রহমান সড়কে রোববার সকালে এ মারধরের ঘটনা ঘটে। ওইদিনই ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ওই নারী আইনজীবী আরতি রানি ঘোষ শহরের আম্বিকা বসু লেনের মৃত নীলরতন ঘোষের স্ত্রী।

ছড়িয়ে পড়া ৬ মিনিট ৩৯ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা গেছে, কালো গাউন পরা আইনজীবী আরতি রানি ঘোষ রিকশাচালককে জামার কলার ধরে রিকশা থেকে নামিয়ে একের পর এক চড় মারছেন। মারতে মারতে তাকে রিকশার চাবি নিয়ে পৌরসভায় যেতে বলেন। রিকশাচালককে পৌরসভায় নিয়ে গিয়ে লাইসেন্স বাতিল করার হুমকিও দিতে দেখা যায়। এ সময় রিকশাচালক হাত উঁচু করে মাফ চান। তিনি বারবার মিনতি করলেও ওই আইনজীবীর মন গলতে দেখা যায়নি বরং তিনি আরও চড়াও হয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করতে থাকেন। এ সময় পথচারীরা আইনজীবীকে থামানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ভিডিওতেই অপর এক পথচারীর মুখে শোনা যায়, ওই নারী আইনজীবী রিকশাচালককে জুতাপেটাও করেছেন। তারা এ ঘটনার প্রতিবাদ করলেও ওই আইনজীবী রিকশাচালককে চড়-থাপ্পড় মেরেই যাচ্ছিলেন। একপর্যায়ে এক নারী এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করলে ক্ষান্ত হন তিনি। এ সময় ওই রিকশাচালক তার রিকশা নিয়ে চলে যান।

ঘটনার সময় যশোর প্রেস ক্লাবের অফিস সহকারী রবিউল ইসলাম রবি যাচ্ছিলেন ওই সড়ক দিয়ে। এভাবে মারতে দেখে তিনি এগিয়ে যান রিকশাচালককে বাঁচাতে। তিনি বলেন, ওই আইনজীবীকে বারবার অনুরোধ করার পরও তিনি কারও কথা শোনেননি। একের পর এক মেরেই যাচ্ছিলেন। একপর্যায়ে পথচারীরা প্রতিবাদ করলে তিনি থামেন।

মারধরের বিষয়ে আরতি রানি ঘোষ দাবি করেন, তিনি কোর্ট থেকে ফেরার পথে সড়ক অতিক্রম করতে গেলে ওই রিকশাচালক তাকে ধাক্কা দেন। এতে তিনি পড়ে গিয়ে আহত হন। এ কারণে তিনি তাকে মারধর করেন। উত্তেজিত হয়ে তিনি এ কাজ করেছেন বলে জানান।

এদিকে আইনজীবী হয়ে এক রিকশাচালককে এভাবে মারধর করায় অন্য আইনজীবীরাও বিব্রত। এ ঘটনাকে অনাকাঙ্ক্ষিত উল্লেখ করে ওই আইনজীবীর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়েছেন যশোর আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ ইসহক। এ ঘটনায় আইনজীবীদের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ৬ মে ২০২৩ ।

জমি নিয়ে বিরোধে কৃষক খুন

শেরপুরের নকলা উপজেলায় ৮ নম্বর চরঅষ্টধর ইউনিয়নের জমি সংক্রান্ত বিরোধে আলী হোসেন (৬০) নামে এক কৃষক খুন হয়েছেন। এ ঘটনায় আলী হোসেনের সহোদরসহ আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৬টার দিকে এ খুনের ঘটনা ঘটে। পুলিশ, হাসপাতাল ও স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই এলাকার সেলিম মিয়া ও আলী হোসেনদের মধ্যে জমি নিয়ে দীর্ঘদিন বিরোধ চলে আসছিল। বিরোধপূর্ণ জমির পাকা ধান কাটা নিয়ে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে আলী হোসেন নিহত হন এবং দুই পক্ষের অন্তত ছয়জন আহত হন। আহতদের মধ্যে তিনজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নকলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রিয়াদ মাহমুদ জানান, আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নকলা থানায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে। –শেরপুর প্রতিনিধি

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার
৯ মে ২০২৩, ২৬ বৈশাখ ১৪৩০

বাবাকে সহায়তা করতে ঢাকায় এসে খুন সিজার

নিজস্ব প্রতিবেদক

ছোটবেলা থেকেই চাঁপাইনবাবগঞ্জে নানাবাড়িতে থেকে পড়ালেখা করেছেন সিজার হোসেন (২১)। তার বাবা ঢাকার কামরাঙ্গীরচরে অটোরিকশা চালিয়ে দুই ছেলেকে লেখাপড়া করাচ্ছিলেন। বাবার কষ্ট দেখে তার আয় কিছুটা বাড়াতে মাঝেমধ্যেই ঢাকায় এসে রিকশা চালাতেন সিজার। এইচএসসি পাস করে অনার্সে ভর্তি হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। সেই ফাঁকে গভীর রাত পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন সড়কে বাবার অটোরিকশা চালানো শুরু করেন। গত ২৯ এপ্রিল গভীর রাতে রিকশা ছিনতাইকারীদের হাতে নির্মমভাবে খুন হন। তার লাশ ফেলে রাখা হয় শ্যামপুর শিল্প এলাকার কদমতলী স্টিল মিলস এলাকায়। ঘটনার পর সিজারের বাবা রবিউল ইসলাম কদমতলী থানায় অজ্ঞাত পরিচয়ের আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা করে।

হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে মূল পরিকল্পনাকারীসহ ছয়জনকে গত রবিবার দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) ওয়ারী বিভাগ। গ্রেপ্তারকৃতরা হলো বায়েজিদ, রাসেল, হৃদয় হাওলাদার, হুমায়ুন, সেলিম ও হৃদয়। গ্রেপ্তারের পর ডিবি জানতে পারে, ছিনতাইকারীদের বাধা দেওয়াতেই খুন করা হয় সিজারকে। সিজারের বাবা রবিউল ইসলাম গতকাল সোমবার দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'আমার দুটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ছিল। আমাকে আর্থিক সহায়তার জন্য তার একটি নিয়ে বের হয়েছিল সিজার।'

তিনি আরও বলেন, 'চাঁপাইনবাবগঞ্জ একে ফজলুল হক আদিনা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে অনার্সে ভর্তির জন্য অপেক্ষায় ছিল সিজার। সে ছোটবেলা থেকেই নানাবাড়িতে থেকে পড়ালেখা করেছে। অনেক কষ্টে নিজে রিকশা চালিয়ে দুই ছেলেকে পড়ালেখা করাচ্ছিলাম। এইচএসসি পাস করে বসে থাকার ফাঁকে কিছুটা বাড়তি আয়ের জন্য রিকশা চালাত সে। তার আয়ের সব টাকায় আমাকে দিয়ে দিত।'

ডিবির ভাষ্য, 'রাতের বেলা যারা রিকশা চালান তারা নিশ্চয়ই গরিব পরিবারের সন্তান এবং তাদের ছেলেমেয়ে, বউ-বাচ্চা গ্রামে থাকে– এমন ধারণা রয়েছে ছিনতাইকারীদের। এসব চালকের ঢাকা শহরে খুব একটা আত্মীয়স্বজন থাকেন না। তাদের একমাত্র সম্বল ওই সঙ্গের রিকশাটি। কিছু টাকাও থাকে তাদের কাছে। এই ছিনতাইকারীরা মনে করে যে, যেহেতু আত্মীয়স্বজন ঢাকায় থাকে না, সেহেতু কোনো পুলিশ বা থানা জানবে না। তাদের মেরে ফেলে রাখলেও তাদের পক্ষে মামলা করার কেউ থাকবে না।'

গতকাল রাজধানীর মিন্টো রোডের ডিবি কার্যালয়ে বিস্তারিত জানান ডিএমপির ডিবিপ্রধান অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ। তিনি আরও বলেন, 'ঘটনার রাতে তাদের পরিকল্পনা ছিল যে রিকশা পাবে সেটিই ছিনতাই করবে। এর অংশ হিসেবে তারা নাজিরা বাজার থেকে রিকশা ভাড়া করে কদমতলী আসে। সেখানে বায়েজিদ, রাসেল এবং সনি আগে থেকেই বসে থাকে। সেখানে এলে তারা রিকশাটি ছিনিয়ে নেওয়ার সময় বাধা দিলে সিজারকে পেছন থেকে মাথায় আঘাত করে হত্যা করে। পরে রিকশাটি নিয়ে তারা ১৭ হাজার টাকা বিক্রি করে।'

ক্লুলেস হত্যা মামলার রহস্য উদঘাটন নিয়ে তিনি বলেন, 'প্রথমে সিজারের মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করে এবং হৃদয়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে বরিশাল, হবিগঞ্জ মাধবপুর ও ঢাকা থেকে অন্য আসামিদের গ্রেপ্তার করা হয়। তারা পুরো ঘটনা স্বীকার করেছে।'

তিনি আরও বলেন, 'এ ধরনের ক্লুলেস হত্যাকাণ্ড যখন ঘটে আসলে এর সাক্ষী-প্রমাণ থাকে না। আমরা মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করি। সাধারণত রাত ১২টা বা মাঝরাতে এ ধরনের ঘটনা ঘটে। তখন দ্রুত থানায় অবহিত করতে হবে। অনেক সময় বিশাল ঘটনা ঘটে কিন্তু থানায় কোনো মামলা বা জিডি করা হয় না। আমরা অনুরোধ করব এ ধরনের ঘটনা ঘটলে অবশ্যই যেন ভুক্তভোগী বা তাদের স্বজনরা থানায় যান।'

আমুলিয়া মডেল টাউন, মুগদা ও কদমতলী এলাকায় এর আগেও রাতে তিনটি এমন ঘটনা ঘটেছে। এই তিনটি ঘটনায় কি একই চক্র রয়েছে– এমন প্রশ্নের জবাবে ডিবিপ্রধান বলেন, এখন পর্যন্ত আমরা দুটি চক্রকে শনাক্ত করেছি। অন্যদেরও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত আছে।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ৯ মে ২০২৩
২৬ বৈশাখ ১৪৩০

কেরানীগঞ্জে জমির বিরোধে শ্রমিককে কুপিয়ে হত্যা

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

কেরানীগঞ্জের কলমারচর এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে সজিব (২৮) নামে এক শ্রমিককে কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। সোমবার বেলা ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ৪ জন।

জানা গেছে, ফরিদউদ্দীন, আ. মান্নান, মোনায়েম হোসেন, লিসা আফরিন ও সাবরিনা ইয়াসমিন কলমারচর এলাকায় সাড়ে ১৪ শতাংশ জমি ক্রয় করেন। তারা কেউই ওই এলাকার বাসিন্দা নন। তারা স্থানীয় শাহাবুদ্দিনের কাছ থেকে ওই জমি ক্রয় করে নামজারি ও খাজনা পরিশোধ করেন। এদিকে ওই জমি নিজের বলে দাবি করেন তারানগর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি সামসুল আলম। এ নিয়ে যারা জমিটি ক্রয় করেছেন তাদের সঙ্গে সামসুল আলমের বিরোধ তৈরি হয়।

সোমবার সকালে জমির মালিক ফরিদউদ্দীন, মান্নান, মোনায়েম কয়েকজন শ্রমিক নিয়ে জমিতে মালিকানা সাইনবোর্ড লাগান? খবর পেয়ে বেলা ২টার দিকে সামসুল আলম ও তার ছেলে মামুনের নেতৃত্বে ২০-২৫ জন ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রতিপক্ষের লোকজনের ওপর হামলা চালায়। সাইনবোর্ড ভেঙে ফেলে। এ সময় তারা দা, চাপাতি দিয়ে সজিব নামে এক শ্রমিককে কুপিয়ে হত্যা করে। এছাড়াও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ৪ জন গুরুতর আহত হন। ওই জমিতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ৯ মে ২০২৩

হাত-পা বেঁধে ছিনতাই ওয়ারীতে অটোরিকশা চালক হত্যা চক্রের ৬ সদস্য গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর ওয়ারীতে অটোরিকশা চালককে হত্যা করে রিকশা ছিনিয়ে নেওয়া চক্রের ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রাজধানী ছাড়াও সিলেটের হবিগঞ্জ, বরিশাল ও নারায়ণগঞ্জ থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। চক্রটি নিয়মিত ছিনতাই করত। মূলত গরিব রিকশাচালকদের টার্গেট করে হাত-পা বেঁধে রিকশা ছিনতাই করত। সোমবার নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ। এর আগে গত ২৯ এপ্রিল রাতে রিকশাচালক সিজার হোসেনকে (২১) রড দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে তার রিকশা ও মোবাইল ফোন নিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।

হারুন বলেন, গত ৩০ এপ্রিল কদমতলী থানাধীন শ্যামপুর শিল্প এলাকার কদমতলী স্টিল মিলস (প্রা.) লিমিটেডের সামনে পাকা রাস্তার ওপর থেকে একটি অজ্ঞাতপরিচয় মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে মরদেহ শনাক্ত হলে মৃতের বাবা রবিউল ইসলাম কদমতলী থানায় অভিযোগ করেন। এ ঘটনায় কদমতলী থানায় মামলা হলে ডিবির ওয়ারী বিভাগের ডেমরা জোনাল টিম ছায়া তদন্ত শুরু করে। এক পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের অবস্থান শনাক্ত করা হয়। পরে ডেমরা জোনাল টিমের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার আজহারুল ইসলাম মুকুলের নেতৃত্বে একটি দল হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর থানা ও বরিশাল জেলার কাজিরহাট থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গা এবং ঢাকা শহর ও নারায়ণগঞ্জ জেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করে।

প্রথম আলো • শনিবার, ১৩ মে ২০২৩,

আড়াইহাজার

নৈশপ্রহরীর লাশ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারের একটি বাজারের পাশের ডোবা থেকে ওই বাজারের এক নৈশপ্রহরীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার সকালে আড়াইহাজার থানার পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে। নিহত ওই নৈশপ্রহরীর নাম মকবুল হোসেন (৫০)। তিনি উপজেলার দুপ্তারা ইউনিয়নের ধন্দী গ্রামের তাইজুদ্দিনের ছেলে। পরিবার নিয়ে তিনি উপজেলার বড় বিনাইরচর গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। নিহত ব্যক্তির স্ত্রী রেনু বেগম বলেন, মকবুল দুপ্তারা কালীবাড়ি বাজারের নৈশপ্রহরী হিসেবে কাজ করতেন। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার রাতেও মকবুল কাজের কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। আড়াইহাজার থানার ওসি মুহাম্মদ ইমদাদুল হক বলেন, ঘটনাটি হত্যা, নাকি পানিতে ডুবে মৃত্যুর, তা ময়নাতদন্তের আগে বলা যাচ্ছে না। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আপাতত একটি অপমৃত্যুর মামলা নেওয়া হচ্ছে।

সংবাদদাতা, *নারায়ণগঞ্জ*

দেশ রূপান্তর
শনিবার
১৩ মে ২০২৩, ৩০ বৈশাখ

নাটোর নাগরপুর আড়াইহাজার

ব্যবসায়ী নৈশপ্রহরী ও গৃহবধূর লাশ উদ্ধার

রূপান্তর ডেস্ক

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে নৈশপ্রহরীর, টাঙ্গাইলের নাগরপুরে দোকানির এবং নাটোরে গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) : আড়াইহাজারে কালিবাড়ী বাজার এলাকায় বাজারের পার্শ্ববর্তী ডোবা থেকে নৈশপ্রহরীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার সকালে সংবাদ পেয়ে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়। নিহত মকবুল হোসেন (৫০) উপজেলার ধন্দী গ্রামের তাইজুদ্দিনের ছেলে।

নিহতের স্ত্রী রেনু বেগম জানান, মকবুল তার শ্বশুরবাড়ি উপজেলার বড় বিনাইরচর গ্রামে সপরিবারে বসবাস করতেন এবং পার্শ্ববর্তী কালিবাড়ী বাজারের নৈশপ্রহরী ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে মকবুল ডিউটির কথা বলে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর শুক্রবার সকালে রেনু বেগম লোক মারফত জানতে পারেন তার স্বামীর লাশ বাজারের পার্শ্ববর্তী ডোবায় পড়ে আছে।

আড়াইহাজার থানার ওসি মুহাম্মদ ইমদাদুল হক তৈয়ব বলেন, ঘটনাটি হত্যা কি না তা ময়নাতদন্তের আগে বলা যাচ্ছে না। এটি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আপাতত একটি ইউডি মামলা নেওয়া হয়েছে।

নাটোর : স্বপ্না খাতুন (১৯) নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে শহরের চকরামপুর এলাকা থেকে ওই গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। স্বপ্না নলডাঙ্গা উপজেলার পাটুল হাপানিয়া গ্রামের মোতালেব হোসেনের মেয়ে এবং শহরের চকরামপুর এলাকার রনি সোনারের স্ত্রী।

স্বপ্নার পরিবারের অভিযোগ তাকে হত্যা

নাগরপুরে পংবাইজোড়া বাজারের অদূরে লাউ ঝাংলা থেকে গতকাল পা বাঁধা ও গলায় রশি দেওয়া অবস্থায় ইফসুব মিয়া নামের এক দোকানির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ

করা হয়েছে।

নাটোর সদর থানার ওসি নাছিম আহমেদ জানান, দুই বছর আগে স্বপ্নার সঙ্গে রনি সোনারের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই অর্থনৈতিকসহ নানাবিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া চলে আসছিল।

টাঙ্গাইল : নাগরপুরে পা বাঁধা ও গলায় রশি দেওয়া অবস্থায় ইফসুব মিয়া (৬০) নামের এক দোকানির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলার পংবাইজোড়া বাজারের অদূরে পুষ্টকামরি সালামের স্যালোমেশিন ঘরের পাশে লাউ ঝাংলা থেকে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে। ইফসুব মামুদনগর ইউনিয়নের ভাতশালা গ্রামের ইদ্রিস মিয়ার ছেলে।

এলাকাবাসীর ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয় ইউসুব। সারা দিন পংবাইজোড়া বাজারে তার নিজ দোকানে বেচাকেনা করেন। বিকেল পর্যন্ত দোকানে তাকে দেখা গেছে বলে জানিয়েছে আশপাশের দোকানিরা। পরদিন গতকাল শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে তার লাশ দেখতে পায় স্থানীয়রা।

নাগরপুর থানার ওসি সাজ্জাদ হোসেন বলেন, পা বাঁধা থাকায় এবং লাশের অবস্থা দেখে বিষয়টি সন্দেহ হচ্ছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে বলা যাবে এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১২ মে ২০২৩।

সাহস দেখিয়ে লড়লেন রিকশাচালক

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট

সিলেটে এক মহিলার টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় রিকশাচালককে ছুরিকাঘাত করেছে ছিনতাইকারীরা। ঘটনার পর জনতা ধাওয়া করে তিন ছিনতাইকারীকে আটক করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে। বুধবার রাত ১০টার দিকে

সাহস দেখিয়ে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] সিলেট নগরের শিবগঞ্জ খাঁরপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গতকাল তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, একটি সিএনজি অটোরিকশায় যাত্রীবেশী ছিনতাইকারীরা এক মহিলার সঙ্গে থাকা টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। ঘটনাটি দেখে এক রিকশাচালক এগিয়ে এসে বাধা দিতে গেলে ছিনতাইকারীরা তাকে ছুরিকাঘাত করে। ঘটনাটি দেখে স্থানীয়রা সিএনজি অটোরিকশাসহ তিন ছিনতাইকারীকে ধরে গণধোলাই দেয়। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার সোবহানীঘাট ফাঁড়ি পুলিশ জনতার কবল থেকে তিন ছিনতাইকারীকে উদ্ধার ও আটক করে থানায় নিয়ে যান। অন্যদিকে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত রিকশাচালককে উদ্ধার করে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সিলেট কোতোয়ালি মডেল থানার সোবহানীঘাট ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই শামীম আহমদ বলেন, জনতার কবল থেকে তিন ছিনতাইকারীকে উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। আটক ছিনতাইকারীরা হলো- রিয়ান, শফিক ও সুমন।

সমকাল • বুধবার । ১০ মে ২০২৩ ।

কৃষক হত্যায় ১০ দিনেও গ্রেপ্তার নেই

■ লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুরে কৃষক সেকান্দর আলীকে (৭৫) হত্যা মামলার ১০ দিন পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। মামলা তুলে নিতে আসামিরা বাদীর পরিবারকে হত্যার হুমকি দিচ্ছেও বলে অভিযোগ।

এ বিষয়ে মঙ্গলবার রামগতি চর রমিজ এলাকার চর আফজল গ্রামে ভুক্তভোগীর বাড়িতে সংবাদ সম্মেলন হয়। এতে হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান নিহতের পরিবার ও স্বজনরা।

সংবাদ সম্মেলনে সেকান্দর আলীর বড় মেয়ের স্বামী মোসলেহ উদ্দিন জানান, সয়াবিন কাটা নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে সেকান্দর আলীর ওপর হামলা করে তার ভাই আবদুস সহিদের তিন ছেলে হারুন, খোকন ও রিপন। এ সময় তাদের মারধরে ঘটনাস্থলেই নিহত হন সেকান্দর আলী। তিনি বলেন, হত্যা মামলার আসামিরা এলাকায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ ঘটনার ১০ দিনের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও মামলার কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। আসামিরা মামলা তুলে নিতে বাদী ও ভুক্তভোগীর পরিবারকে হত্যার হুমকি দিয়ে আসছে।

রামগতি থানার ওসি আলমগীর হোসেন জানান, আসামিদের ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১ জ্যৈষ্ঠ
১৫ মে ২০২৩

শ্রীপুরে কারখানায় পুলিশ-শ্রমিক সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিক

■ শ্রীপুর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

উপজেলার রাজাবাড়ী ইউনিয়নে অবস্থিত ডার্ড কম্পোজিট কারখানায় বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে গতকাল পুলিশের তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে। শ্রমিকদের দাবি, পুলিশ তাদের ওপর রাবার বুলেট, টিয়ার শেল নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করেছে এবং এতে ৫০/৬০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। অন্যদিকে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা শিল্প পুলিশের একটি গাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে বলে দাবি পুলিশের। রবিবার সন্ধ্যায় উপজেলার রাজাবাড়ী ইউনিয়নের ডার্ড কম্পোজিট কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে কারখানার শ্রমিকরা গত শনিবার থেকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। শ্রমিকরা জানান, দ্বিতীয় দিনের মতো শান্তিপূর্ণ অবস্থান ও বিক্ষোভ চলাকালে কারখানার মালিক নিজে এসে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির কথা শুনবেন বলে কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে মালিক কারখানায় উপস্থিত না হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তাদের একটাই দাবি—'মালিককেই আসতে হবে এবং আমাদের তিন মাসের বকেয়া বেতনসহ সব বকেয়া পরিশোধ করতেই হবে।' মালিক সাড়ে ৩টার দিকে কারখানায় আসলেও শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান ও পাওনা পরিশোধ করার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। এতে কারখানার সব শ্রমিক আবারও কারখানার ভেতরে অবস্থান করে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময়ই পুলিশ এসে হঠাৎ করে রাবার বুলেট ছুড়তে থাকে। সঙ্গে লাঠিচার্জ ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করতে থাকে শ্রমিকদের ওপর। এতে অর্ধশতাধিক শ্রমিক আহত হন।

কারখানার শ্রমিক নাদিম মাহমুদ, কৈলাসনাথ, ভুপেন, রমজান, শিরিনা বলেন, বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে কারখানা মালিক কারখানায় উপস্থিত হয়ে আমাদের শ্রমিক নেতাদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। দীর্ঘ আলোচনা হলেও আমরা গ্রহণযোগ্য কোনো সমাধানে পৌঁছাতে পারিনি। এরপর আমাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিতে হঠাৎ করেই পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ শুরু করে আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। আমরা ছুটে কারখানা থেকে করে বের হতে গিয়ে এবং রাবার বুলেট ও টিয়ারগ্যাসের কারণে অর্ধশতাধিক শ্রমিক আহত হন।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের শ্রীপুর জোনের ইনচার্জ হুমায়ুন কবির বলেন, আলোচনা চলাকালে হঠাৎ করেই শ্রমিকরা কারখানা থেকে বের হয়ে পুলিশের গাড়িতে আগুন দেয়। এ কারণেই আমরা এলাকাবাসী ও কারখানার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই।

শ্রীপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আল মামুন বলেন, বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে ৪১ জন শ্রমিক প্রতিনিধি, বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতা, শিল্প পুলিশের সদস্য, থানা পুলিশের সদস্য, উপজেলা প্রশাসনের সদস্যদের নিয়ে কারখানার চতুর্থ তলায় আলোচনায় বসলে কারখানার নিচে অবস্থান নেওয়া শ্রমিকরা হঠাৎ করেই কারখানার দরজা-জানালার গ্লাস ভাঙচুর করে। এ সময় পুলিশ নিরাপত্তার জন্য টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এরপর শ্রমিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে বের হয়ে শিল্প পুলিশের একটি গাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ২ জৈ
১৬ মে ২০২৩

ঝিনাইদহে ইজিবাইক চালককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

■ ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার চাপড়ী গ্রামে শাখাওয়াত হোসেন (৪৫) নামের এক ইজিবাইক চালককে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার সকালে চাপড়ী গ্রামের বয়ারগাড়ী বিলের মাঠ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত শাখাওয়াত হোসেন পার্শ্ববর্তী শৈলকুপা উপজেলার দিঘল গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে। তিনি পেশায় ইজিবাইক চালক ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুর রহমান রুবেল বলেন, আমরা রাত ৩টার দিকে চাপড়ী গ্রাম থেকে চার জন ইজিবাইকে দিঘলগ্রাম যাচ্ছিলাম। ঘটনাস্থলে পৌঁছালে দেখতে পাই রাস্তায় রশি টানানো রয়েছে। আমরা রশি দেখে ইজিবাইক থামিয়ে পেছাতে থাকি। সে সময় পাঁচ-ছয় জন লোক এসে আমাদের কাছ থেকে টাকা, মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। আমি ইজিবাইক পেছাতে গিয়ে মাঠের মধ্যে নামিয়ে দিই। আমার কাছ থেকে টাকা আর মোবাইল ফোন নিয়ে নিলে আমি দৌড়ে পালিয়ে যাই। পরে ডাকাডাকি করলে গ্রামের লোক আসা শুরু করে। সে সময় এসে দেখি শাখাওয়াত রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ছিনতাইকারীরা তাকে হত্যা করেছে বলে দাবি তাদের। এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা বলেন, ঘটনাস্থল থেকে একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছি। যার মালিককে খুঁজছি। এটি ছিনতাইকারীদের হাতে হত্যা, নাকি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তা তদন্ত করা হচ্ছে।

প্রথম আলো • বুধবার, ১০ মে ২০২৩,

ঢাকা

সাংবাদিকের লাশ উদ্ধার

রাজধানীর কলাবাগানের একটি বাসা থেকে কুদরত-ই-খুদা (২৫) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। তিনি যমুনা টেলিভিশনের নিউজ রুম এডিটর (ডিজিটাল) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কলাবাগান থানার ওসি সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, কুদরত-ই-খুদা যমুনা টেলিভিশনে চাকরি করতেন। থাকতেন কলাবাগানের লেক সার্কাসের একটি বাসার অষ্টমতলায়। যমুনা টেলিভিশনের পক্ষ থেকে পুলিশকে তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন, এমনটি জানানো হয়। বাসায় গিয়ে দেখা যায়, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করা। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তাঁকে বৈদ্যুতিক পাখার সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ২ জ্যৈষ্ঠ
১৬ মে ২০২৩

নাজিরপুরে এনজিও কর্মীকে কুপিয়ে টাকা ছিনতাই, আটক ১

■ পিরোজপুর অফিস ও নাজিরপুর সংবাদদাতা

পিরোজপুরের নাজিরপুরে এনজিও কর্মীকে কুপিয়ে আহত করে টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় জড়িত এক জনকে নাজিরপুর থানা পুলিশ আটক করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত রবিবার দুপুরে উপজেলার দীর্ঘা ইউনিয়নের নারিকেলবাড়ী এলাকায়। আহত এনজিও কর্মী মো. মুঞ্জুর হোসেন পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার মো. আনোয়ার হোসেনের ছেলে। তিনি রিক নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নাজিরপুর শাখার মাঠকর্মী হিসেবে কর্মরত। হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আটক নির্মল ঘরামী উপজেলার দীর্ঘা ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত কর্ণধর ঘরামীর ছেলে। এবিষয়ে এনজিওর নাজিরপুর শাখা ব্যবস্থাপক মো. সোহেল সরদার জানান, মঞ্জুর হোসেন ঐ এলাকায় কিস্তি সংগ্রহ করে উপজেলা অফিসের দিকে ফিরছিলেন। কয়েক জন যুবক তার পথরোধ করে অতর্কিত হামলা করে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১০ মে ২০২৩ ॥

ফিলাডেলফিয়ায় দুর্বৃত্তের হামলায় বাংলাদেশি উবারচালকের মৃত্যু

যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় দুর্বৃত্তের হামলায় আরিফুল হক জেমস (৩১) নামে এক বাংলাদেশি উবারচালক নিহত হয়েছেন। নিহত আরিফুল পেনসিলভেনিয়া ট্রাই-কাউন্টি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তোজাম্মেল হক তোজার বড় ছেলে। শুক্রবার ওই হামলার ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার বিকালে তিনি মারা যান। চিকিৎসকরা জানান, জেমসের মাথায় গুরুতর আঘাত ছিল। প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। সোমবার রাত পর্যন্ত পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত কাউকে শনাক্ত করতে পারেনি। এ নিয়ে কমিউনিটিতে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। জেমসের বাবার বাড়ি রংপুরে। কয়েক মাস আগে রংপুরে গিয়ে বিবাহ-বন্ধনে

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
Dhaka : Tuesday 16 May 2023

কামারখন্দে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, সিরাজগঞ্জ

পরিবারের সঙ্গে অভিমান করে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে এরশাদ শেখ (২০) নামের এক তাঁত শ্রমিক আত্মহত্যা করেছেন। গত রোববার রাতে উপজেলার জামতৈল স্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত এরশাদ শেখ জেলার বেলকুচি উপজেলার তামাই বুনিয়া পাড়া গ্রামের সেরাজুল ইসলামের ছেলে।

জানা যায়, রোববার রাত ১১টার দিকে ঢাকা থেকে চিত্রা এক্সপ্রেস খুলনা যাওয়ার সময় উপজেলার জামতৈল এলাকায় চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে জিআরপি থানায় নিয়ে আসে।

সিরাজগঞ্জ জিআরপি থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মতিন শেখ বলেন, খুলনাগামী চিত্রা এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে নিহত হয়েছে। খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তে শেষে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ২৭ বৈশাখ ১৪৩০
Dhaka : Wednesday 10 May 2023

বাঁশখালীতে পূর্বশত্রুতার জেরে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা

প্রতিনিধি, বাঁশখালী (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে পূর্বশত্রুতার জের ধরে হামিদ উল্লাহ নামে এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে কতিপয় দুর্বৃত্ত। এ ঘটনায় গুরুতর আহত ওই কৃষকের স্ত্রী মরতুজা বেগমকে আশংকাজনক অবস্থায় চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত সোমবার ভোর সাড়ে ৩টায় উপজেলার সরল ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ সরল হাজিরখীল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে থানা পুলিশের ওসি মো. কামাল উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে অভিযান চালালে হামলাকারীরা দ্রুত পালিয়ে যাওয়ায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে বাঁশখালী থানার ওসি মো. কামাল উদ্দিন জানান, ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। খুনিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তবে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোন মামলা দায়ের করা হয়নি।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার
১৬ মে ২০২৩, ২ জ্যৈষ্ঠ

চালক খুন

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন শাখাওয়াত হোসেন (৩৫) নামের এক ইজিবাইকচালক। গতকাল সোমবার সকালে সদর উপজেলার চাপড়ী গ্রামের বয়ারগাড়ী বিলের মাঠ থেকে ওই চালকের লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত শাখাওয়াত হোসেন শৈলকুপা উপজেলার দীঘল গ্রামের লুৎফর হোসেনের ছেলে। স্থানীয়রা জানায়, রাত ৩টার দিকে শৈলকুপা যাওয়ার পথে চাপড়ী গ্রামের মাঠে ছিনতাইকারীরা গতিরোধ করে শাখাওয়াতকে ছুরি মেরে হত্যা করে যাত্রীদের টাকা ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে পালিয়ে যায়।

প্রথম আলো • বুধবার, ১৭ মে ২০২৩,

গাজীপুরের কালিয়াকৈর এক রশিতে ঝুলে থাকা ২ তরুণের লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় গাছের ডালে এক রশিতে ঝুলে থাকা দুই তরুণের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলার দক্ষিণ মৌচাক আইস মার্কেট এলাকায় একটি কারখানার পাশে লাশ দুটি পাওয়া যায়।

মারা যাওয়া দুজন হলেন জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার পাঁচবাড়িয়া এলাকার মোহাম্মদ রিয়াদ (২৩) ও একই উপজেলার খয়রদিরচর গ্রামের মো. আদিল শাহ ওরফে জসিম মনির (২৩)। তাঁরা দুজন কালিয়াকৈরের দক্ষিণ মৌচাক আইস মার্কেট এলাকায় একটি জুতার কারখানায় চাকরি করতেন।

কালিয়াকৈর থানার মৌচাক পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক শহিদুল ইসলাম জানান, দক্ষিণ মৌচাক আইস মার্কেট এলাকায় এক বাসায় ভাড়া থেকে স্থানীয় জেনিস নামের জুতা তৈরির কারখানায় চাকরি করতেন রিয়াদ ও মনির। ওই কারখানার ৩ নম্বর ফটকের পাশে গাছের ডালে এক রশিতে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁদের দুজনের লাশ ঝুলতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

যুগান্তর
সোমবার ১৫ মে ২০২৩
১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

জমি নিয়ে বিরোধ সখীপুরে কৃষককে গুলি করে হত্যা

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি

সখীপুর উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধে কৃষক ইসমাইল হোসেনকে (৬০) গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। রোববার উপজেলার কালমেঘা সিন্দুরিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আজিজুল মোল্লাকে প্রধান আসামি করে ১০ জনের নামে সখীপুর থানায় হত্যা মামলা হয়েছে। নিহত ইসমাইল উপজেলার কালমেঘা সিন্দুরিয়া গ্রামের খসরু মিয়ার ছেলে। জানা গেছে, ১৪-১৫ বছর আগে বাড়ির পাশের আবাদী জমি কেনেন ইসমাইল। কিন্তু এক বছর ধরে বিএনপি নেতা আজিজ ও তার স্বজনরা ওই জমি নিজেদের বলে দাবি করে আসছেন। রোববার সকালে ১৫-২০ জন লোক নিয়ে আজিজ মোল্লা ও তার অনুসারীরা ওই জমির ধান কাটতে যায়।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
Dhaka : Friday 19 May 2023

উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী কর্মচারীকে চর মারার অভিযোগ

প্রতিনিধি, গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বশেমুরবিপ্রবি) উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী দৈনিক মজুরিভিত্তিক এক কর্মচারীকে চর মারার অভিযোগ উঠেছে। দৈনিক মজুরিভিত্তিক ওই কর্মচারীর নাম মোহাম্মাদ আলী।

গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থান কর্মসূচি স্থলে সংবাদ সম্মেলনে করে ওই অভিযোগ করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন অবস্থান কর্মসূচি পালনকারী কর্মচারী মোহাম্মদ আলী।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আন্দোলনরত দৈনিক মজুরভিত্তিক কোন কর্মচারীকে চড় মারার ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য মোহাম্মদ আলী বলেন, আমরা দৈনিক মজুরীভিত্তিক কর্মরত ১৩৪ জন দীর্ঘদিন যাবৎ চাকরি স্থায়ীকরনের জন্য দাবি জানিয়ে আসছি। আমরা অনেকবার উপাচার্য বরাবর লিখিতভাবে স্মারকলিপি দিয়ে এই দাবি জানিয়ে আসছি। তার ধারাবাহিকতায় গত ১৪ মে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে আমাদের দাবির কথা জানাই। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনসহ কোষাধক্ষ, রেজিস্টার, শিক্ষক সমিতি, অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং কর্মচারী সমিতিকে লিখিতভাবে অবহিত করি।

এরই ধারাবাহিকতায় গত বুধবার বেলা ১১ ঘটিকায় উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করার জন্য উপাচার্যের কক্ষে প্রবেশ করলে কর্মচারী সমিতির সভাপতি আমাদের হুমকি দিতে থাকেন। তিনি উত্তেজিত হয়ে বের হয়ে যান। তখন আমরা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে আমাদের নিরাপত্তার জন্য কলাপসিবল গেট বন্ধ করে দেই। তার কিছু সময় পরে কর্মচারী সমিতির সভাপতি তার লোকজন নিয়ে কলাপসিবল গেটের তালা ভাঙ্গার চেষ্টা করে। তালা না ভাঙতে পেরে ইলেক্ট্রিক্যাল গ্রান্ডিং মেশিন দিয়ে লোহার কেচি গেট কেটে ভিতরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে আরও লোকজন নিয়ে শাবল, হাতুরী এবং মোটা রশি দিয়ে কলাপসিবল গেট ভেঙ্গে ফেলে।

তখন আমরা উপাচার্যের কক্ষের সামনে রুমের লবিতে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করি। উপাচার্য স্যার দুপুর আড়াইটা সময় আমাদের সঙ্গে কোন প্রকার কথা বার্তা ছাড়াই বের হয়ে যায়।

উপাচার্য স্যার বের হওয়ার সময় আমাকে চড় মারেন।

একজন উপাচার্য কীভাবে কর্মচারীর গায়ে হাত তুলে তা আমাদের কারোও বোধগম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি তথা সরকারি সম্পত্তি কলাপসিবল গেট ভাঙ্গা এটা কোন ধরনের কাজ। এটা কে বা কাহার ইন্ধনে হয়েছে তা আমাদের কাহারো বোধগম্য নয়। এ সময় প্রশাসনের লোকজন উপস্থিত ছিলেন এবং নিরব ভূমিকা পালন করেন। আমরা যখনই উপাচার্যের কাছে দাবি নিয়ে যাই তখনই বারবার কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে আমাদের বাধা দেয়। এখানে এমন কী রহস্য লুকিয়ে আছে তা আমাদের জানা নেই। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায় শান্তিপূর্ণভাবে দাবি নিয়ে উপাচার্যর সঙ্গে দেখা করতে গেলে এ ঘটনা ঘটে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ১৭ মে ২০২৩।

দুই ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

সাহায্য চেয়ে ডেকে নিয়ে কর্মচারীকে মারধর, ছিনতাই

রাবি প্রতিনিধি ▷

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মচারীকে আবাসিক হলের কক্ষে আটকে রেখে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে দুই ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলের ৩৬৪ নম্বর কক্ষে ওই কর্মচারী মারধরের শিকার হন। এ ঘটনায় তিনি হল প্রাধ্যক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

মারধরের শিকার রফিকুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অফিস সহায়ক হিসেবে কর্মরত। অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেতারা হলেন রাবি শাখা ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি ও সোহরাওয়ার্দী হল শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি মাজহারুল ইসলাম এবং শহীদ শামসুজ্জোহা হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিন ইসলাম।

লিখিত অভিযোগে রফিকুল উল্লেখ করেন, গতকাল দুপুরে এক শিক্ষার্থীর অসুস্থতার জন্য সাহায্য চেয়ে রফিকুলকে সোহরাওয়ার্দী হলে ডেকে আনেন মাজহারুল ও মোমিন। হলে পৌঁছানোর পর রফিকুলকে ৩৬৪ নম্বর কক্ষে ঢুকিয়েই দরজা বন্ধ করে পাইপ দিয়ে তাঁর পায়ে বেধড়ক পেটানো হয়। তাঁরা রফিকুলের কাছে থাকা নগদ ৩০ হাজার টাকা ও মুঠোফোনও ছিনিয়ে নেন। মারধরের এক পর্যায়ে জ্ঞান হারালে রফিকুলকে হলের ফটকের সামনে রেখে পালিয়ে যান মাজহারুল ও মোমিন।

রফিকুল ইসলাম বলেন, 'আমার পায়ে পাইপ দিয়ে পিটিয়েছে। আমি ঠিকভাবে হাঁটতে পারছি না। ব্যবসার কাজে টাকা নিয়ে সকালে বের হয়েছিলাম। সেই টাকা তারা কেড়ে নিয়েছে।'

সংস্কৃত বিভাগ ও হল সূত্রে জানা গেছে, যে শিক্ষার্থীর নাম করে রফিকুলকে ডেকে আনা হয়েছে তাঁর নাম আরিফুল ইসলাম। তিনি সংস্কৃত বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এবং সোহরাওয়ার্দী হলের ৩৬৯ নম্বর কক্ষের বাসিন্দা। তিনি বলেন, 'আমি কাউকে ফোন করে ডাকিনি। আমি ঘুমাচ্ছিলাম। পরে জানতে পারি রফিকুল ভাইকে মারধর করা হয়েছে।'

অভিযোগের বিষয়ে জানতে মাজহারুলকে একাধিকবার ফোন করলেও তাঁর নম্বরটি বন্ধ পাওয়া গেছে। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মোমিন।

রাবির ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ বলেন, 'অভিযোগের সত্যতা পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সোহরাওয়ার্দী হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, 'সিসি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে তাঁকে (রফিকুল) আঘাত করার সত্যতা পেয়েছি। প্রভোস্ট কাউন্সিলের সভায় বিষয়টি উত্থাপন করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

যুগান্তর
বুধবার ১৭ মে ২০২৩
E-mail: anandona

বড়াইগ্রামে বিল থেকে কৃষকের লাশ উদ্ধার

স্ত্রীর দাবি পরিকল্পিত হত্যা

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি

বড়াইগ্রামে বিল থেকে লিয়াকত সরকার নামে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে উপজেলার নগর ইউনিয়নের মনপিরীত এলাকায় তার লাশ পাওয়া যায়। স্বজনদের দাবি, রাতে মোবাইলে ডেকে নিয়ে তাকে হত্যা করে লাশ ফেলে রাখা হয়েছে। তবে মাছ চুরি করতে গিয়ে ধাওয়া খেয়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি পুলিশের। নিহত লিয়াকত সরকার উপজেলার দোগাছি গ্রামের মৃত চয়েন উদ্দিন সরকারের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সকালে কৃষি শ্রমিকরা মনপিরীত এলাকার বোয়ালিয়া বিলের কাজে গিয়ে স্লুইস গেটের পাশে লিয়াকতের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। পরে স্বজনদের খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি শনাক্ত করেন।

তবে নিহতের স্ত্রী তাসলিমা খাতুন তার স্বামীর মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে দাবি করে বলেন, রাতে কে বা কারা তাকে মোবাইলে কল করে ডেকে নিয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। তিনি কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত নন।

বড়াইগ্রাম থানার ওসি আবু সিদ্দিক জানান, মাছ চুরিকে কেন্দ্র করে এ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলেই জানতে পেরেছি। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে তার মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

দেশ রূপান্তর
বুধবার
১৭ মে ২০২৩, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

বাউফলে সাংবাদিককে কুপিয়ে জখম

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর বাউফলে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ইজাজ ইসলাম নামে এক সাংবাদিককে কুপিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষ। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে বাউফল পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের শের-ই বাংলা সড়ক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ইজাজ ইসলাম বাউফল রিপোর্টার্স ইউনিটির নির্বাহী সদস্য ও দৈনিক খোলা সংবাদের বাউফল উপজেলা প্রতিনিধি।

জানা গেছে, পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ইজাজের নিজ বাড়ির জমিজমা নিয়ে তার চাচাতো ভাই আজিজ হোসেনের সঙ্গে বিরোধ চলে আসছিল। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে বাড়ি ফিরছিলেন ইজাজ। বাড়ির সামনে ওৎ পেতে থাকা আজিজ ধারালো অস্ত্র নিয়ে ইজাজের ওপর হামলা চালায়। এতে তার ঘাড়ের পেছনের অংশে দায়ের কোপে মারাত্মক জখম হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। অভিযুক্ত আজিজ পলাতক থাকায় তার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

যুগান্তর
সোমবার ২২ মে ২০২৩
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

পুঠিয়ায় যাত্রীকে বেঁধে ভ্যানচালককে গলা কেটে হত্যা

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলায় যাত্রীকে বেঁধে রেখে কুদ্দুস আলী ওরফে কালু নামের এক ভ্যানচালককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এরপর চালকের ব্যাটারিচালিত ভ্যানটি নিয়ে যায় তারা। প্রত্যক্ষদর্শী ভ্যানের যাত্রী আবদুল আউয়ালের দাবি, অজ্ঞাতনামা তিন দুর্বৃত্ত রোববার সকালে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। নিহত কালুর বাড়ি রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার নন্দনগাছি গ্রামে। আর ভ্যানের যাত্রী আবদুল আউয়ালের বাড়ি পুঠিয়া উপজেলার কান্দ্রা গ্রামে। তিনি সবজি ব্যবসায়ী। রোববার ভোরে রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের পাশে পুঠিয়া উপজেলার গাঁওপাড়া বাজারসংলগ্ন এলাকায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।

আউয়ালের বক্তব্য, ভ্যানচালক কালুকে নিয়ে ভোরে তিনি নাটোরের তেবাড়িয়া হাটে সবজি আনতে যাচ্ছিলেন। পথে গাঁওপাড়া বাজারের কাছে পৌঁছলে তিনজন অপরিচিত লোক তাদের গতি রোধ করে। এ সময় দুর্বৃত্তরা তাদের দুজনকে ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে সড়কের পাশের একটি ফাঁকা জমিতে নিয়ে যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৮ জৈ
২২ মে ২০২৩

কেরানীগঞ্জে ইজিবাইক চালককে হত্যা

■ কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার মঠবাড়ী এলাকায় কিশোর গ্যাং ব্যাটারিচালিত রিকশাচালককে হত্যা করে রিকশা ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় চার কিশোর গ্যাং সদস্যকে আটক করা হয়। আটককৃতরা হত্যার দায় স্বীকার করেছে। হত্যায় ব্যবহৃত চাকু উদ্ধার করা হয়েছে। ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার আসাদুজ্জান রিপন জানান, রিকশাচালক শাকিলকে (১৭) কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা চাকু দিয়ে গলা কেটে হত্যা করেছে। শনিবার রাতে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার পুলিশ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে জনি, শারাফাত, ইব্রাহিম চাঁন ও সাব্বির হোসেন মেহেদী নামে চার জনকে আটক করে।

দেশ রূপান্তর
রবিবার
২১ মে ২০২৩, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

কুমারখালী কাউনিয়া শিবগঞ্জে ৩ খুন

রূপান্তর ডেস্ক

বগুড়ার শিবগঞ্জে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে তরুণ, রংপুরের কাউনিয়ায় খেলা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে কিশোর এবং কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সহপাঠীর ছুরিকাঘাতে কলেজছাত্র খুন হয়েছেন। প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর:

বগুড়া : শিবগঞ্জে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে সাইদুর রহমান রাজিব (২৭) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার কিচক কেকারপাড়া মোলামগাড়ী এলাকায় রাস্তার পাশ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত রাজিব পেশায় গ্রিল মিস্ত্রি ছিলেন। তিনি উপজেলার কিচক ইউনিয়নের বেলাই গ্রামের শাহাদত হোসেনের ছেলে। শিবগঞ্জ থানার ওসি মনজুরুল আলম বলেন, নিহত যুবকের শরীরে ছুরিকাঘাতের একাধিক চিহ্ন রয়েছে।

রংপুর : কাউনিয়ায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আশিকুর রহমান (১৫) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। এতে আরও অন্তত পাঁচ কিশোর আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। নিহত আশিক কাউনিয়া উপজেলার হরিশ্বর দোলাপাড়ার রেল কলোনির তফেল মিয়ার ছেলে।

গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৭টটার দিকে খেলা-পরবর্তী সময়ে কাউনিয়া বাসস্ট্যান্ডে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মামলা হলে পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কাউনিয়া থানার ওসি মুস্তাছের বিল্লাহ।

কালের কণ্ঠ সোমবার। ২২ মে ২০২৩।

বিএসএফের গুলিতে পাথর শ্রমিক নিহত

পঞ্চগড় প্রতিনিধি ▷

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার ভজনপুর ইউনিয়নের করতোয়া নদীতে পাথর তুলতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে পলাশ হোসেন (৩৫) নামের এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল রবিবার রাতে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

এদিকে পঞ্চগড়ের পাশে ভারতীয় সীমান্তে গরুচোর সন্দেহে পিটিয়ে হত্যার প্রায় ৯ মাস পর বাংলাদেশি যুবক আব্দুস সালামের (৩৪) মরদেহ ফেরত পেয়েছে তাঁর পরিবার। গত শনিবার সন্ধ্যায় পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার বাংলাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে সালামের মরদেহ গ্রহণ করে পরিবারের লোকজন।

এ সময় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং নিহতের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিল।

নিহত পলাশ হোসেন ভজনপুর ইউনিয়নের বগুলাহাটি এলাকার

বিএসএফের গুলিতে পাথর শ্রমিক নিহত

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

আব্দুর রহমানের ছেলে। এদিকে ঘটনার পরপরই বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়েছে।

স্থানীয় লোকজন জানায়, গতকাল দুপুরে ভজনপুরের বগুলাহাটি এলাকায় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের করতোয়া নদীতে অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে পাথর উত্তোলন করছিলেন পলাশ। এ সময় ভারতের গ্রিনগছ ১৯৫ বিএসএফ াটালিয়নের টহলরত কয়েকজন দস্য নদীর পারের ভারতীয় চা-াগান থেকে শ্রমিকদের লক্ষ্য করে লি ছোড়ে। এতে একটি গুলি পটের বাঁ পাশে লাগলে গুরুতর আহত হন পলাশ। পরে তাঁকে পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়।

পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. রাকিবুল হাসান বলেন, আহত পাথর শ্রমিকের পেটের বাঁ পাশে একটি ক্ষত পাওয়া গেছে। ভুঁড়ির কিছু অংশ সেই ক্ষত দিয়ে বের হয়ে এসেছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

রাত সাড়ে ৮টার দিকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পলাশের মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন ভজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মসলিম উদ্দিন।

পঞ্চগড়ে ১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল যুবায়েদ হাসান বলেন, 'ঘটনাস্থল বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের করতোয়া নদীতে, যার এক অংশ বাংলাদেশে, অন্য অংশ ভারতে। ঘটনার পরপরই আমরা বিএসএফের এমন কর্মকাণ্ডের জন্য পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছি। বৈঠকে প্রতিবাদ জানানো হবে।'

৯ মাস পর মরদেহ পেল পরিবার : পরিবার ও বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ২৪ আগস্ট ভোরে পঞ্চগড় সদর উপজেলার অমরখানা সীমান্তের ওপারে ভারতের বড়ুয়াপাড়া এলাকায় গরুচোর সন্দেহে তিন যুবককে ধাওয়া করে স্থানীয় লোকজন। তাঁদের মধ্যে দুজন পালিয়ে এলেও ধরা পড়েন সালাম। এ সময় তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করে স্থানীয় লোকজন।

নিহত সালামের গ্রামের বাড়ি সদর উপজেলার সাতমেরা ইউনিয়নের কাহারপাড়া এলাকায়। পরে বিএসএফ ও ভারতীয় পুলিশ তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে। সালামকে হত্যার বিষয়টি ভারতের ওই এলাকার স্বজনদের মাধ্যমে জানতে পারে তাঁর পরিবারের লোকজন। পরিবারের লোকজন বিষয়টি বিজিবির সদস্যদের জানায়। এরপর পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফকে জানায় বিজিবি। কিন্তু হত্যার বিষয়টি বিএসএফের জানা নেই বলে তারা দাবি করে।

সাতমেরা ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম রবি বলেন, হত্যাকাণ্ডের পর সালামের মরদেহ ভারতের একটি হাসপাতালে বিশেষ ব্যবস্থায় রাখা ছিল। সালামের বড় ভাই আলিম হোসেন পাসপোর্ট বানিয়ে ভারতীয় ভিসা সংগ্রহ করে গত ১৬ মে ওই হাসপাতালে গিয়ে মরদেহ শনাক্ত করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইউপির ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মিন্টু কামাল। শনিবার সন্ধ্যায় মরদেহ আনার পর রাতেই দাফন করা হয়।

যোগাযোগ করা হলে পঞ্চগড় সদর থানার ওসি আব্দুল লতিফ মিঞা বলেন, ওই যুবকের মরদেহ নিয়ে আসার সময় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পুলিশ সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। এ ঘটনায় মরদেহ উদ্ধারের একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

NEWAGE
SATURDAY, MAY 20, 2023

17 fishermen arrested with current nets

United News of Bangladesh · Lakshmipur

LAW enforcement authorities arrested 17 fishermen and confiscated four wooden boats along with 16,20,000 meters of illegal current nets from Lakshmipur on Friday.

The market value of the confiscated nets is estimated to be around Tk 5,67,00,000.

The patrol team from the Bangladesh Coast Guard conducted the operation.

Following the arrest, UNO SM Shantunu Chowdhury, the executive magistrate of Ramgati, Lakshmipur, ordered the release of the detained fishermen, and the return of the seized wooden boats to their owners.

To deter future illegal fishing activities, the confiscated current nets were publicly destroyed in the presence of the local community in the Munsirhat area.

MONDAY MAY 22, 2023
JAISHTHA 8, 1430 BS
The Daily Star

Woman's throat-slit body found

STAFF CORRESPONDENT

The throat-slit body of a woman was recovered from the room of a security guard in the capital's Tejgaon area early yesterday.

Hailing from Mymensingh, 37-year-old Julekha used to work as house-help.

Shah Alam, an inspector (investigation) of Tejgaon Police Station, said Julekha came to see the security guard of "Zaman Tower" in Tejkunipara a couple of days back in search of a job.

Being informed by locals, police recovered the body from Siraj's room yesterday, he said, adding that police detained Siraj in this connection.

The body was sent to Surawardhy Medical College Hospital morgue for autopsy. Legal action will be taken after getting the autopsy report, he added.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২২ মে ২০২৩

ময়মনসিংহে থাপ্পড়ে প্রাণ গেল ইজিবাইক চালকের

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

শরীরের সঙ্গে ইজিবাইকের ঘষা লাগায় ইজিবাইকের চালককে কয়েকটি থাপ্পড় দেন ময়নাল মিয়া নামে এক যুবক। এতে মারা যান চালক সোহেল মিয়া (১৯)। গতকাল সকালে উপজেলার সরিষা ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সোহেল একই ইউনিয়নের গুইলাকান্দা গ্রামের আবু সাঈদের ছেলে। অভিযুক্ত ময়নাল মিয়া সরিষা ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আবুল হাসেমের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সরিষা ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় সোহেলের যাত্রীবাহী ইজিবাইকটির সঙ্গে ময়নাল মিয়ার শরীরে ঘষা লাগে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ময়নাল চালক সোহেলকে থামিয়ে থাপ্পড় দিতে শুরু করে। এতে জ্ঞান হরিয়ে ফেলে সোহেল। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠিয়েছে। আঠারবাড়ি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ইজিবাইকের সামান্য ঘষা লাগায় অভিযুক্তের থাপ্পড়ে মৃত্যু হয় ইজিবাইক চালকের। অভিযুক্তকে আটকের চেষ্টা চলছে। থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার
২৩ মে ২০২৩, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

গোপালগঞ্জ কিশোরগঞ্জ নওগাঁ

অটোরিকশার দুই চালক ও নারী খুন

রূপান্তর ডেস্ক

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ ও নওগাঁয় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার দুই চালককে হত্যা করা হয়েছে। এ ছাড়া গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে এক নারীকে খুন করেছে দুর্বৃত্তরা। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

কিশোরগঞ্জ : করিমগঞ্জে শরীফ মিয়া (২৪) নামে এক চালককে হত্যা করে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার সকালে কিশোরগঞ্জের রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ সড়কের করিমগঞ্জ-নিকলীর সংযোগ বানিয়াজাল সেতুর নিচ থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত শরীফ করিমগঞ্জ উপজেলার গুণধর ইউনিয়নের দিউরাইল গ্রামের মতিউর রহমানের ছেলে।

গুণধর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আবু সায়েম রাসেল জানান, শরীফ রবিবার সকালে একটি নতুন অটোরিকশা কিনে সন্ধ্যায় উপজেলার খয়রত মোড় থেকে ভাড়া নিয়ে রওনা হয়। এরপর রাতে তার আর খোঁজ মেলেনি। পরদিন গতকাল সকালে সেতুর নিচে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

করিমগঞ্জ থানার ওসি শামছুল আলম সিদ্দিকী জানান, নিহতের মাথা থে তলানো ছিল। যাত্রীবেশে দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করে অটোরিকশাটি নিয়ে গেছে বলে ধারণা পুলিশের।

নওগাঁ : ধানখেত থেকে অতুল চন্দ্র সরকার (৩৮) নামে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার সকালে নওগাঁ পৌরসভার নলগড়া এলাকার নওগাঁ-সান্তাহার বাইপাস সড়কের পাশে ধানখেত থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশের ধারণা, অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে অতুল চন্দ্র সরকারকে হত্যা করা হয়েছে।

নিহত অতুল চন্দ্র সরকার নওগাঁ পৌরসভার সুলতানাপুর মঠেরঘাটি এলাকার অভয় চন্দ্র সরকারের ছেলে। নওগাঁ সদর মডেল থানার ওসি ফয়সাল বিন আহসান জানান, স্থানীয়দের সংবাদে লাশটি উদ্ধার করা হয়েছে। অটোরিকশাটি ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে এ হত্যা হয়ে থাকতে পারে।

গোপালগঞ্জ : মুকসুদপুরে স্মৃতি বাছাড় (৪৬) নামে এক নারীকে খুন করে লাশ বাদামখেতে ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা। গত রবিবার রাতে উপজেলার জলিরপাড় ইউনিয়নের শান্তিপুর গুচ্ছগ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্মৃতি বাছাড় ওই গ্রামের মৃত রঞ্জিত বাছাড়ের স্ত্রী।

গোপালগঞ্জের সিন্দিয়াঘাট পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক শওকত হোসেন ও স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, বিরোধপূর্ণ জমির গাছ কাটা নিয়ে প্রতিপক্ষ এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকতে পারে। আগের ঘটনায় মামলা চলমান।

সমকাল
মঙ্গলবার । ২৩ মে ২০২৩

অটোরিকশা ছিনতাই

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে চালককে খুন করে তাঁর অটোরিকশা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার সকালে করিমগঞ্জ-নিকলী সড়কের নলি সেতুর নিচে তাঁর লাশ পাওয়া গেছে। ভুক্তভোগী অটোরিকশা চালকের নাম শরীফ মিয়া। তিনি করিমগঞ্জের নলি সেতুর পার্শ্ববর্তী ইন্দা গ্রামের মতিউর রহমানের ছেলে। নিহতের আত্মীয় বাবুল মিয়া জানান, শরীফ তাঁর নিজের অটোরিকশা নিয়ে রোববার বিকেলে বাড়ি থেকে বের হয়ে ফেরেননি। সোমবার সকালে নলি সেতুর নিচে তাঁর লাশ পাওয়া যায়। তাঁর পরিধেয় শার্টটি রাস্তায় পড়েছিল। থানার ওসি সামছুল আলম সিদ্দিকী জানান, শরীফকে মাথায় আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

■ **কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি**

সময়ের আলো
মঙ্গলবার । ২৩ মে ২০২৩

তেঁতুলিয়ায় বিএসএফের গুলিতে আহত শ্রমিকের মৃত্যু

● **তেঁতুলিয়া (পঞ্চগড়) প্রতিনিধি**

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় করতোয়া নদী থেকে পাথর তুলতে গিয়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে আহত হন পলাশ (৩৫) নামে বাংলাদেশি এক যুবক। রোববার দুপুরে ভারতীয় সীমান্তঘেঁষা বগুলাহাটি এলাকায় মেইন পিলার ৭৩৯-এর ১-আর এবং ২-আর পিলারের মাঝামাঝি স্থানে ঘটে যাওয়া এ ঘটনায় বিএসফের সঙ্গে পতাকা বৈঠকের কথা জানায় বিজিবি। এরই মধ্যে মিলেছে বিএসএফের গুলিতে আহত ওই যুবকের মৃত্যুর খবর।

রোববার রাতে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পলাশের মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন তার চাচা ও সাবেক ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলাম।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পঞ্চগড় ১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. যোবায়েদ হাসান জানান, প্রতিদিনের মতো রোববার সকালে পলাশসহ ১০-১২ জনের একদল পাথর শ্রমিক করতোয়া নদীতে পাথর তুলতে যান। দুপুরে পাথর তোলার সময় ভারতীয় গ্রিনগছ বিএসএফ ক্যাম্পে টহলরত সদস্যরা পাথর শ্রমিকদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে পলাশের পেটে গুলি লাগে। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোববার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় পলাশের।

বিজিবি অধিনায়ক আরও বলেন, এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ভারতীয় বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
Dhaka : Tuesday 23 May 2023

বকেয়া বিল আদায় করতে গিয়ে হামলার শিকার বিদ্যুৎকর্মী

প্রতিনিধি, গাইবান্ধা

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার বোনারপাড়ায় পল্লী বিদ্যুথতের বকেয়া বিল আদায় করতে গিয়ে হামলার শিকার হন মতিন কাজী নামের এক বিদ্যুৎ কর্মী । এতে আহত হন আরও তিন কর্মী । ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার বোনারপাড়া ইউনিয়নের পূর্ব রাঘবপুর গ্রামে । এ ঘটনায় সাঘাটা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিয়োগে জানা যায়, গাইবান্ধা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বোনারপাড়া জোনাল অফিসের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিভাগের একটি টিম বকেয়া বিল আদায়ের জন্য গত রোববার উপজেলার পূর্ব রাঘবপুর গ্রামে যায় । সেখানে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়কালে ঐ গ্রামের শহিদুলের পুত্র পল্লব এর সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে মতিন কাজী নামে বিদ্যুৎ কর্মীর উপর হামলা করে । তাকে উদ্ধার করতে গেলে আরও তিন কর্মী আহত হন । আহতদের উদ্ধার করে সাঘাটা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় । আহত চার কর্মীর মধ্যে মতিন কাজীর অবস্থা আশংকাজনক । তাকে নিবির পর্যবেক্ষণে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে । আহত অপর তিন জন হলেন, আব্দুল আল মামুন, রতন মিয়া ও ওয়ালিউর রহমান । এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আহত বিদ্যুৎ কর্মী মতিন কাজীকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজে প্রেরণ করা হয়েছে। বোনারপাড়া পল্লী বিদ্যুতের এজিএম নাজির হোসাইন সাঘাটা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন ।

দেশ রূপান্তর
বুধবার
২৪ মে ২০২৩, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

চালককে হত্যা করে ভ্যান ছিনতাই

পার্বতীপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি

দিনাজপুরের পার্বতীপুরে চালককে গলা কেটে হত্যা করে ব্যাটারিচালিত ভ্যান ছিনতাই করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। গত সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে পার্বতীপুর-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে একটি ইটভাটার কাছে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানায়, চালক হোসেন আলীর (৫৫) গলা কেটে ভ্যানটি ছিনিয়ে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। রাত ১০টার দিকে ল্যাম্ব হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। হোসেন আলীর বাড়ি উপজেলার কোনাপাড়া গ্রামে। পার্বতীপুর মডেল থানার ওসি আবুল হাসনাত খান জানান, দুর্বৃত্তরা যাত্রীবেশে ভ্যানে ওঠে আলীকে গলা কেটে হত্যা করে।

DHAKA SATURDAY MAY 27, 2023
JAISHTHA 13, 1430 BS
The Daily Star

RMG worker stabbed to death near police box

OUR CORRESPONDENT, *Savar*

A readymade garment worker was stabbed to death by unidentified criminals on the Dhaka-Aricha highway just opposite the police box in Savar on Thursday night.

The deceased identified as Palash Chandra, 37, used to work at an RMG factory in the Khejurbagan area of Savar.

Palash was returning home to Nabinagar after work around 9:30pm when the incident took place.

Unidentified miscreants stabbed him indiscriminately near a footbridge in the C&B area, just opposite the police box there.

Pedestrians rushed him to Enam Medical College Hospital where he was declared dead.

Savar Model Police Station Sub-Inspector (SI) Harun-or Rashid said criminals stabbed Palash as soon as he down from the footbridge.

"Several stab injuries were found on his chest, stomach, face, and hands," he added.

Asked about the reason behind the murder, he said, we're still unclear whether the incident was snatching or a pre-planned murder.

"If it had been snatchers, the criminals would have taken his mobile phone and wallet. But nothing was taken from his pockets," he added.

"We will know more after an investigation into the incident," he also added.

On November 14, 2022, Abu Bakr Siddique, assistant commissioner (land) of Kalapara upazila, Patuakhali was stabbed and injured by the snatchers at the same exact place.

Later, six snatchers were arrested over the incident.

ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ১৬ জ্যৈ
৩০ মে ২০২৩

শ্রীবরদীতে সংঘর্ষে আহত কৃষকের মৃত্যু

■ শ্রীবরদী (শেরপুর) সংবাদদাতা

শেরপুরের শ্রীবরদীতে জমি নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় গুরুতর আহত কৃষক হেলাল মিয়ার (৬০) মৃত্যু হয়েছে। রবিবার উপজেলার আড়াইলাকান্দা গ্রামে নিজ বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে রাজু মিয়া বাদী হয়ে ছয়জনের নাম উল্লেখ করে ও তিন-চার জনকে অজ্ঞাত আসামি করে রাতে হত্যা মামলা দায়ের করেন। শ্রীবরদী থানা ওসি (তদন্ত) নাঈম মোহাম্মদ নাহিদ হাসান বলেন, এ ব্যাপারে হত্যা মামলা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২৬ মে ২০২৩ ॥

টাঙ্গাইলে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা

প্রতিদিন ডেস্ক

টাঙ্গাইলে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। কুমিল্লায় যুবক এবং জামালপুরে গৃহবধূ খুন হয়েছেন। প্রতিনিধিদের খবর–

টাঙ্গাইল : মির্জাপুর উপজেলায় নারায়ণ সরকার (৫০) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল উপজেলার নয়াপাড়া এলাকার খেত থেকে তার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নারায়ণ উপজেলার গোড়াই ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। **কুমিল্লা :** পাওনা টাকা কম দেওয়ায় আবদুল কুদ্দুস (৩৫) নামে এক যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। জেলা সদরের টিক্কারচর ব্রিজের দক্ষিণ পাশে চা দোকানে এ ঘটনা ঘটে। ময়নাতদন্তের লাশ কুমিল্লা মেডিকেলের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের বাড়ি আদর্শ সদর উপজেলায়। কোতোয়ালি মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ত্রিনাথ সাহা বলেন, নিহতের শরীরে ছুরি আঘাত রয়েছে। **জামালপুর :** দেওয়ানগঞ্জে আকলিমা খাতুন (২২) নামে এক গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। উপজেলার নয়াগ্রামে গতকাল ভোররাতে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত স্বামী হেলালকে আটক করেছে পুলিশ।

সংবাদ
[ধবার ১৭ জ্যেষ্ঠ ১৪৩০
Wednesday 31 May 2023

নড়াইলে ইজিভ্যান চালককে হত্যা

প্রতিনিধি, নড়াইল

নড়াইল সদর উপজেলার বিছালী ইউনিয়নের মধুরগাতী গ্রামে ইজিভ্যান চালক দেলোয়ার গাজীকে (৬০) শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাড়ি থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দুরে আটঘরা-বরইতলা শ্মশানের কাছে দেলোয়ারের মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা। নিহত দেলোয়ার মধুরগাতী গ্রামের শুকুর গাজীর ছেলে।

এদিকে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দুরে যশোরের অভয়নগর উপজেলার বুনো গ্রামে ছিনতাইকৃত ভ্যানটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

নিহত দেলোয়ারের ভাই মনিরুল গাজী জানান, গত সোমবার (২৯ মে) বিকেলে ইজিভ্যান নিয়ে দেলোয়ার বাড়ি থেকে বের হন। রাতে বাড়িতে না ফেরায় অনেক খোঁজ করেও ভাইয়ের সন্ধান পাননি। দেলোয়ারের গলায় গামছা পেচিয়ে শ্বাসরোধে হত্যাসহ শরীরে বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

নড়াইল সদর থানার ওসি ওবায়দুর রহমান জানান, দেলোয়ার গাজীকে কে বা কারা শ্বাসরোধে হত্যা করেছে; তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কেউ আটক হয়নি।

যুগান্তর
শনিবার ২৭ মে ২০২৩
১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

সাভারে মহাসড়কের পাশে পোশাক কর্মী খুন

যুগান্তর প্রতিবেদন, *সাভার (ঢাকা)*

সাভারের সিএন্ডবিতে বৃহস্পতিবার রাতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে এক পোশাককর্মী খুন হয়েছেন। তার নাম পলাশ চন্দ্র। তিনি আশুলিয়ার খেজুরবাগান এলাকায় ইপি গ্রুপের আই ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। পলাশ চন্দ্র পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানার বেতমোর গ্রামের মাখন লালের ছেলে। পলাশের পরিবারের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, কারখানা ছুটির পর নবীনগর-জালালাবাদ এলাকায় তার বাসায় ফিরছিলেন। রাত নয়টার দিকে সিএন্ডবি ফুটওভার ব্রিজ দিয়ে উঠে পশ্চিম পাশে সিঁড়িতে নামার পরই অতর্কিতভাবে পলাশ চন্দ্রের বুকে, পেটে, মুখে ও বাম হাতে ছুরিকাঘাত করে দুর্বৃত্তরা। পরে সড়কের পাশে লোকজন এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে দ্রুত এনাম মেডিকেল হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সিএন্ডবি এলাকার স্থানীয় এক ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী সোহেল রানা বলেন, এই এলাকায় গত তিন বছরে তিনি চারবার ছিনতাইকারীর কবলে পড়েছেন। সিএন্ডবি এলাকায় হাইওয়ে পুলিশের যে চেকপোস্ট রয়েছে, এর বিপরীত পাশেই বেশি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১৫ জ্যৈ
২৯ মে ২০২৩

মহেশপুরে ছুরিকাঘাতে ভ্যানচালককে হত্যা

■ ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ও মহেশপুর সংবাদদাতা

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার আজমপুর ইউনিয়নের মদনপুর গ্রামে স্ত্রীকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম পলাশ হোসেন (২৮)। শনিবার রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মহেশপুর থানার ওসি শামীম উদ্দিন জানান, নিহত পলাশের চাচাতো ভাই সুমনের ছোট ভাই পলাশের স্ত্রীকে উত্ত্যক্ত করে। পলাশ বাড়ি ফিরলে তার স্ত্রী এ কথা জানান। এরপর পলাশ তার চাচাতো ভাই সুমনের কাছে বিষয়টির প্রতিবাদ করতে গেলে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এক পর্যায়ে সুমন পলাশের বুকে ছুরিকাঘাত করে। এতে ঘটনাস্থলেই পলাশ মারা যান। ঘটনার পর সুমন পালিয়ে যান।

NEW AGE

WEDNESDAY, MAY 3, 2023

Workers demand safety, Tk 20,000 minimum wage

May Day observed across Bangladesh

Staff Correspondent

PEOPLE on Monday observed International Workers' Day, widely known as May Day, across Bangladesh and elsewhere around the globe.

Political parties, trade unions and different labour rights organisations organised rallies and discussions and brought out processions in Dhaka and elsewhere across the country.

Labour leaders said that workers were passing a hard time to run their families amid price hikes of essential commodities.

They also demanded that the government should set Tk 20,000 as the minimum monthly wage of a worker as prices of essentials had gone up over time.

They urged the government not to cut jobs of any workers and demanded housing facilities, health insurance and pensions as prescribed by the law.

They also demanded an end to oppression on workers.

The Sramik Karmachari Oikya Parishad held a rally in front of the Purana Paltan crossing.

Labour leader Abdul Kader Hawlader chaired the programme.

Labour leaders Razequzzaman Ratan, Saifuzzaman Badsha, Badal Khan and others spoke at the rally.

They demanded safety of workers at their workplaces.

They also demanded to realise a nine-point demand of the organisation for the welfare of the workers.

The SKOP will hold a protest rally on May 13 in Dhaka demanding cancellation of the essential services bill placed in the parliament.

The Jatiya Samajtantrik Dal, JSD held a rally in front of the National Press Club where its president ASM Abdur Rob called on the government to increase wages of the workers immediately.

The Communist Party of Bangladesh held a rally in front of the party's central office.

Party general secretary Ruhin Hossain Prince, former president Mujahidul Islam Selim and others addressed the rally.

The Ganosamhati Andolan held a rally in front of the National Press Club.

Party chief coordinator Zonayed Saki and executive coordinator Abul Hassan Rubel addressed the rally.

The Ganatantra Mancha, a combine of seven political parties, held a discussion at the National Press Club, where convener of Bhashani Onusari Parishad Sheikh Rafiqul Islam Bablu chaired to mark May Day.

The Bangladesh Trade Union Centre held a rally on Topkhana Road. Organisation general secretary Wajedul Islam Khan addressed the programme.

The Garment Workers' Trade Union Centre held a rally at Purana Paltan crossing. Party president Mantu Ghosh chaired the programme.

The National Garment Workers Federation, the Bangladesh Trade Union Sangha, the Socialist Labour Front, the Garment Sramik Oikya Forum, the Textile Garment Workers Federation the Sramik Karmachari Federation, among others rallies and bought out processions in Dhaka marking the day.

Trade union leaders demanded freedom of trade unions and other rights of the workers.

The day was a public holiday.

The Jatiya Samajtranrik Dal, Jasod held a rally in front of its central office on Bangabandhu Avenue.

Party president Hasanul Haq Inu spoke at the programme.

The Garments Sramik Oikya Forum and some other labour rights bodies held rallies at Savar and Ashulia.

The day was also observed by the Bangladesh Nationalist Party, the Workers Party of Bangladesh, the Jatiya Mukti Council, the Jatiya Sramik League, the Bangladesh Sramik Karmachari Federation, the Imarat Nirman Sramik Union Bangladesh, the Tannery Workers Union and the Jatiya Sramik Federation, among others.

Safety and Rights Society, Bangladesh Legal Aid and Services Trust, Bangladesh Institute of Labour Studies and Sramik Nirapatta Forum also observed the day.

International Workers' Day marks the 1886 uprising of workers at Hay Market in Chicago for their rights, including an eight-hour working day. Several workers were killed on the day in police firing.

May 1 was adopted as International Workers' Day by socialist delegates in Paris in 1889.

কালের কণ্ঠ

ঢাকা । বুধবার । ৩ মে ২০২৩ ।

মহান মে দিবস পালিত

জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও গত সোমবার রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন মহান মে দিবস পালিত হয়েছে। শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক নীতি বজায় রেখে কলকারখানায় উৎপাদনব্যবস্থা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করে রাজধানীতে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন নানা কর্মসূচি পালন করে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি'।

এদিন কর্মজীবী নারী সংগঠন থেকে সব শ্রমিকের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করার দাবি জানানো হয়।

এ ছাড়া শ্রমিক সংগঠনের নেতারা শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করাসহ তাঁদের ছাঁটাই, কলকারখানা বন্ধ না করা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা, আইএলও কনভেনশন ১৯০-এর বাস্তবায়ন, গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১৫ বাস্তবায়ন করার দাবি জানান।

দিবসটি উপলক্ষে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আলোচনাসভার আয়োজন করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

খুলনায় শ্রমিক দলের শোভাযাত্রায় পুলিশের বাধা : খুলনায় মহান মে দিবসে শ্রমিক দলের শোভাযাত্রায় পুলিশের বাধা, লাঠিপেটা, টিয়ার শেল নিক্ষেপ ও আটকের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১০ জন আহত এবং দুজন পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন। গত সোমবার সকালে নগরীর বার্মাশীল রোড এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

টাঙ্গাইলে আওয়ামী লীগের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি : সোমবার জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে শহরের পৌর উদ্যানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি।

অন্যদিকে টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে পৌর এলাকার সর্বস্তরের শ্রমিকবৃন্দের ব্যানারে আরেকটি গণজমায়েত ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও শ্রমিক নেতা আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে সমাবেশে অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন টাঙ্গাইল সদর আসনের এমপি ছানোয়ার হোসেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ৩ মে ২০২৩ ॥

ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা করার দাবি ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন করে অবিলম্বে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা ঘোষণা করাসহ ৯ দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি)। মহান মে দিবস উপলক্ষে সোমবার রাজধানীর তোপখানা রোডে বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ ভবন চত্বরে মিছিল পূর্ব সমাবেশ থেকে এসব দাবি জানান সংগঠনের নেতারা। দাবিগুলো পড়ে শোনান সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক সাহিদা পারভীন। ৯ দফা দাবির মধ্যে আরও রয়েছে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা খাতে বেআইনি ধর্মঘট করলে ৬ মাসের কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানার প্রস্তাব করে জাতীয় সংসদে যে বিল উত্থাপন করা হয়েছে, তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সহসভাপতি মাহবুবুল আলমের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ওয়াজেদুল ইসলাম খান, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক মেহেদী হাসান, ঢাকা মহানগর সাধারণ সম্পাদক ইদ্রিস আলী, ইমারত শ্রমিক নির্মাণ ইউনিয়নের নেতা মিজানুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী নেতা মোবারক শিকদার প্রমুখ।

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার
৪ মে ২০২৩, ২১ বৈশাখ ১৪৩০

আনোয়ারায় সার কারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভ

আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় অবস্থিত ডাই অ্যামোনিয়া ফসফেট (ডিএপি) ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেডে অস্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে। তাদের নিয়োগ স্থায়ী ও আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় বেতন কাঠামো নির্ধারণ বন্ধের দাবিতে ফুঁসে উঠেছেন কারখানাটির শ্রমিক-কর্মচারীরা।

রাষ্ট্রায়ত্ত এ সার কারখানার প্রধান ফটকে গতকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত স্থায়ী নিয়োগ বাস্তবায়নের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো মানববন্ধন ও অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছেন তারা। পরে কারখানার ভেতরে ও প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ করে দাবি তুলে ধরেন অস্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারীরা। তারা অস্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণের দাবি জানান। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কঠোর কর্মসূচি পালন করা হবে বলেও ঘোষণা দেন আন্দোলনরত শ্রমিক-কর্মচারীরা। বক্তারা বলেন, কারখানার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিয়োগ বাণিজ্য করে অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য লোক নিয়োগ দিলেও এখানে কর্মরত অস্থায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ স্থায়ী করা হচ্ছে না। বর্তমানে নতুন করে আউটসোর্সিংয়ের নামে বেতন কমানোর পাঁয়তারা শুরু করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় বেতন কাঠামো নির্ধারণ বন্ধ করতে হবে। আউটসোর্সিং প্রক্রিয়া বন্ধ না করলে এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন কারখানার ক্যাজুয়াল শ্রমিক নাসির খান, শাহ্ জালাল চৌধুরী, আরিফ হোসেন, জাবের আহমদ, মানিক কুমার নাথ, মোহাম্মদ শরীফ, জানে আলম প্রমুখ। এ ব্যাপারে ডাই অ্যামোনিয়া ফসফেট (ডিএপি) ফার্টিলাইজার কোম্পানির মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) আলমগীর জলিল বলেন, সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী বিসিআইসির নির্দেশনা মতে চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে অস্থায়ী শ্রমিকদের আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় বেতন নির্ধারণ করা হবে। অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, সরকারি নীতিমালা মেনে কারখানায় শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২০
৩ মে ২০২৩

মে দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীতে বিড়ি শ্রমিক সমাবেশ

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস (মে দিবস) উপলক্ষ্যে রাজধানীতে শোভাযাত্রা ও সমাবেশ করে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন। সোমবার ফেডারেশনের সভাপতি এম কে বাঙ্গালী ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। পরে একই স্থানে সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, কারখানাগুলোতে সপ্তাহে ছয় দিন কাজের ব্যবস্থা, আগামী অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির শুল্ক কমানো ও বিড়ির ওপর অর্পিত অগ্রিম ১০ শতাংশ আয়কর প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক হারিক হোসেনের সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সহসভাপতি নাজিম উদ্দিন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, প্রচার সম্পাদক শামীম ইসলাম, কার্যকরী সদস্য আনোয়ার হোসেন, লুৎফর রহমান প্রমুখ। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সময়ের আলো
শনিবার। ৬ মে ২০২৩।

ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা করার দাবিতে শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের মানববন্ধন ● সময়ের আলো

সমকাল ● শনিবার । ৬ মে ২০২৩

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শুক্রবার বিক্ষোভ মিছিল করে সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন ● সমকাল

ন্যূনতম ২৩ হাজার টাকা মজুরি চান পোশাক শ্রমিকরা

■ সমকাল প্রতিবেদক

ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা করার দাবি জানিয়েছেন তৈরি পোশাক শিল্প খাতের শ্রমিকরা। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে 'সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের' ব্যানারে মানববন্ধন ও সমাবেশে তাঁরা এ দাবি জানান।

সমাবেশে শ্রমিক নেতারা বলেন, দেশে নিত্যপণ্যের দাম প্রতিনিয়ত বেড়ে চললেও মজুরি বাড়েনি। ফলে তাঁদের প্রকৃত মজুরি কমে যাচ্ছে। বিদ্যমান মজুরিতে জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়েছে। মজুরি কম হওয়ায় তাঁরা পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে পারছেন না। পুষ্টিহীনতায় ভুগে বয়স হওয়ার আগেই কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

সভাপতির বক্তব্যে সংগঠনটির সভাপতি নাজমা আক্তার বলেন, দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন পোশাক শ্রমিকরা। কিন্তু এ শিল্পের শ্রমিকরা অত্যন্ত নিম্ন মজুরিতে শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে তাঁদের জীবনযাত্রার মান একেবারেই নিম্নমুখী। এ ছাড়া দেশে 'শ্রম আইন-২০০৬' এর সঠিক বাস্তবায়ন না থাকায় শ্রমিকদের অধিকার প্রায় ক্ষেত্রেই লঙ্ঘিত হচ্ছে। তাঁরা ন্যূনতম ২৩ হাজার টাকা মজুরির দাবি জানান।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বরাত দিয়ে নাজমা আক্তার বলেন, ঢাকার কেন্দ্রস্থলে বসবাসরত এক ব্যক্তির শুধু মাসিক খাবার খরচ ৫ হাজার ৩৩৯ টাকা। চারজনের একটি পরিবারের ক্ষেত্রে এ খরচ হচ্ছে ২১ হাজার ৩৫৮ টাকা। এ খরচের সঙ্গে এক কক্ষের ঘর ভাড়া, গ্যাস-বিদ্যুতের বিল, চিকিৎসা ব্যয়, স্বাস্থ্য সুরক্ষার পণ্য ক্রয়, সন্তানের পড়ালেখার খরচ, যাতায়াত, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের বিল আছে। গণপরিবহনের ভাড়াও বেড়েছে।

সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক খাদিজা আক্তার বলেন, প্রতিনিয়ত দ্রব্যমূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে ৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের পরিবার-পরিজনকে নিয়ে দুর্বিষহ জীবন কাটাতে হচ্ছে। পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনমানের কথা বিবেচনা করে অনতিবিলম্বে ২৩ হাজার টাকা মজুরি নির্ধারণের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।

সমাবেশে সম্মিলিত গার্মেন্টিস শ্রমিক ফেডারেশন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উর্মি আক্তার, প্রচার সম্পাদক ইয়াহিয়া খান, হোপলোন অ্যাপারেলস লিমিটেডের শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হালিমা বেগম, আরএমজি ওয়ার্কার্স ফোরামের চেয়ারম্যান লিলি বেগম, ফাউন্টেন গার্মেন্টিস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেডের শ্রমিক ইউনিয়নের জলি আক্তার, ন্যাচারাল ডেনিমস লিমিটেডের শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি নাজমা আক্তার প্রমুখ বক্তব্য দেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । শুক্রবার । ৫ মে ২০২৩ ।

কারখানায় গার্মেন্ট শ্রমিকদের ভাঙচুর আহত ৫

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি ▷

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের ভান্নারা এলাকায় আফতাব গার্মেন্ট কারখানায় শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। এক পর্যায়ে তাঁরা কারখানায় ভাঙচুর চালিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় কর্মকর্তাসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা লাঠি নিয়ে কারখানায় বিক্ষোভ দেখান। শ্রমিকদের হামলায় কারখানার উৎপাদন কর্মকর্তা রানা, নিরাপত্তা কর্মকর্তা জহিরুল ইসলামসহ অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। কারখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, শ্রমিকদের বকেয়া নেই। আহতদের বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৫ বৈশাখ ১৪৩০
Dhaka : Monday 8 May 2023

না'গঞ্জে স্টিল মিলে বিস্ফোরণের জন্য শ্রমিকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকাই দায়ী

মালিকের গ্রেপ্তার ও হতাহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দাবি

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেড নামে রড তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণে হতাহত শ্রমিকদের আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানিয়েছে শ্রমিক নেতারা। কারখানায় শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারে মালিকপক্ষের অবহেলায় বিস্ফোরণের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে উল্লেখ করে তারা ওই কারখানার মালিকের গ্রেপ্তারের দাবিও জানান।

গতকাল বিকেলে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে রি-রোলিং স্টিল মিলস্ শ্রমিক ফ্রন্টের জেলা কমিটির মানববন্ধনে এই দাবি জানান তারা। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন রি-রোলিং ও স্টিল মিলের কারখানার শ্রমিকরা। কিন্তু এইসব কারখানায় শ্রমিকদের ন্যূনতম নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয় না। মালিকপক্ষ মুনাফার লোভে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার না করেই উৎপাদন কার্যক্রম চালান। এতে প্রায়সময় দুর্ঘটনা ঘটে এবং শ্রমিকরা প্রাণ হারান। এইসব কারখানায় কাজ করা ৯৫ শতাংশ শ্রমিকের কোন না কোন অঙ্গহানি হয়েছে। এমন কোন শ্রমিক নেই যার গায়ে আগুনের ছেঁকা লাগেনি।

'গত ৪ মে রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেড কারখানার চুল্লিতে বিস্ফোরণে সাতজন শ্রমিক দগ্ধ হয়। তাদের মধ্যে ছয়জনই মারা গেছেন। একজন এখনও হাসপাতালে। কারখানাটিতে শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে এতগুলো মানুষের প্রাণহানি হতো না। মালিকপক্ষে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উদাসীনতা ও তদারকির দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলোর অবহেলা এতগুলো মানুষের প্রাণ গেছে। এটি নিছক কোন দুর্ঘটনা না, সরাসরি হত্যাকাণ্ড। আমরা রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেডের মালিক সাইফুর রহমান খোকনের গ্রেপ্তার ও হতাহত শ্রমিকদের আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানাই।'

অবহেলায় শ্রমিকদের মৃত্যু হলে মালিকপক্ষের বিচার না হওয়ায় স্টিল মিলগুলোতে দুর্ঘটনার সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে উল্লেখ করে শ্রমিক নেতারা আরও বলেন, 'মালিকের মুনাফার লোভের কারণে কেউ মারা গেলে নামমাত্র কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে গরীব শ্রমিকের মুখ বন্ধ করে দেয়। আইন মালিকরা কিনে নিয়েছে। শ্রমিকের মতো গরীবদের জন্য কোন আইন নাই। মৃত শ্রমিকদের পরিবারের কান্না ও আর্তচিৎকার মালিকপক্ষ কিংবা তদারকির দায়িত্বে থাকা সরকারি দপ্তরের লোকজনের কান পর্যন্ত যায় না। কোন ঘটনারই সঠিকভাবে বিচার হয় না। সরকার নামমাত্র তদন্ত কমিটি করে কিন্তু বিচার হয় না। বিচার না হওয়াতে শ্রমিকরা প্রাণ হারাচ্ছেন।'

দায় এড়ানোর জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষ রি-রোলিং ও স্টিল মিলগুলোতে শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র দেয় না বলেও উল্লেখ করেন তারা।

তারা আরও বলেন, 'সেফটি নিয়ে মালিকদের অবহেলা তো থাকেই। তার ওপর শ্রমিকদের কোন প্রকার নিয়োগপত্র বা পরিচয়পত্র দেয়া হয় না। কোন শ্রমিক মারা গেলে বা অঙ্গহানি হলে ক্ষতিপূরণও দাবি করতে পারেন না। যেসব শ্রমিক রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়ালে মারা গেছেন তাদেরও কোন পরিচয়পত্র নেই। আমরা বারবার নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্রের দাবি জানালেও সরকার মালিপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করার মতো কোন পদক্ষেপ নেন না। ফলে অবৈধ প্রক্রিয়ায় দিব্যি কারখানা চালিয়ে মুনাফা করে যাচ্ছে মালিকরা।'

সংগঠনের সভাপতি জামাল হোসেনের সভাপতিত্বে এই সময় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক এসএম কাদির, সহসভাপতি আফজাল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম রাব্বানী, কদমতলী শিল্পাঞ্চল শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের জেলা কমিটির সভাপতি আবু নাঈম খান বিপ্লব, সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

এদিকে গত ৪ মে বিকেলে রহিমা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেডের লোহা গলানোর চুল্লিতে বিস্ফোরণে ছয়জনের প্রাণহানির ঘটনার চারদিন পেরিয়ে গেলেও থানায় কোন মামলা হয়নি।

এই বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা পুলিশ সুপার গোলাম মোস্তফা রাসেল বলেন, 'যেকোন ঘটনায় সাধারণত ভুক্তভোগীরা মামলা করেন। আমরা ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর সদস্যদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করছি। কিন্তু ভুক্তভোগী পরিবারগুলোকে মালিকপক্ষ ক্ষতিপূরণ দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন, এই কারণে পরিবারের লোকজন মামলা করতে চাচ্ছেন না।

'ভুক্তভোগী মামলা না করলে পুলিশের পক্ষ থেকে বাদী হয়ে মামলা করার সুযোগ আছে। কিন্তু যেহেতু এটা একটি দুর্ঘটনা, এই ঘটনার পেছনে মালিকপক্ষের কারও ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল কিনা বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিক ছিল কিনা সেই বিষয়ে খোঁজ-খবর করে তারপর মামলা করতে হবে। তাছাড়া বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও ফায়ার সার্ভিসের লোকজন। তাদের ফাইন্ডিংসে কী পাওয়া যায় সেসব পর্যবেক্ষন করে সেই অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নেবো।' যোগ করেন তিনি।

গতকাল নারায়ণগঞ্জে রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্টের মানববন্ধন –সংবাদ

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ৩১ বৈশ
১৪ মে ২০২৩

অবিলম্বে জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়ন চায় সরকারি কর্মচারীরা

ইত্তেফাক রিপোর্ট

অবিলম্বে নবম জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়ন চায় বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী জাতীয় পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি। গতকাল শনিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের আব্দুস সালাম হলে এই দাবি জানায় সংগঠনটি।

সংগঠনের সভাপতি মো. হেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মো. আকতার হোসেন, সহসভাপতি মোহাম্মদ আলী, সহসভাপতি মো. রুহুল আমিন, সহসভাপতি মো. আব্দুর রহিম হাওলাদার রানা, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মো. আবু সায়েম প্রমুখ। সংগঠনের অন্য দাবিগুলো হচ্ছে—প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগদান, নবম জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত ১০-২০তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের ৫০ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান।

সমকাল ● সোমবার । ৮ মে ২০২৩ ।

টঙ্গীতে কারখানায় আগুন দিলেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা

■ টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গীর একটি কারখানায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। গতকাল রোববার রাত ৯টার দিকে গাজীপুরার সাতাইশ এলাকায় অবস্থিত জিজে ক্যাপস অ্যান্ড হেডওয়্যার লিমিটেডের কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিটের চেষ্টা রাত পৌনে ১২টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

বেতন-ভাতা, ওভারটাইমসহ নানা বিষয় নিয়ে কারখানার মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের ঝামেলা চলছিল। এর জেরে রোববার সকালে শ্রমিকদের মারধর করা হয়। বিকেলে মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষ বেঁধে যায়।

সহকারী পুলিশ কমিশনার (টঙ্গী জোন) মেহেদী হাসান জানান, বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠানটিতে ইট-পাটকেল ছুড়ে ভাঙচুর চালান। পুলিশ তাঁদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে তাঁরা পুলিশের ওপর হামলা চালান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করা হয়। এ সময় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানার পঞ্চম তলায় আগুন ধরিয়ে দেন।

টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ইকবাল হাসান জানান, সংবাদ পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় তাঁদের দুটি ইউনিট। আগুনের ভয়াবহতা দেখে আরও আটটি ইউনিট পরে যোগ দেয়।

কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের (এইচআর) ব্যবস্থাপক মনিরুজ্জামান বলেন, শ্রমিকদের নানা বিষয় নিয়ে সকাল থেকে কর্মকর্তাদের সঙ্গে তিনি বৈঠকে ছিলেন। শ্রমিকদের পাঁচজন এতে অংশ নেন। রাতে পঞ্চম তলায় আগুনের সংবাদ পান।

ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেনেন্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, কারখানার নিরাপত্তা সরঞ্জামে সমস্যা ছিল। বিষয়টি তাঁরা খতিয়ে দেখছেন।

শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি মাসুদ আহাম্মেদ বলেন, কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষের বিষয়টি জানতেন। সন্ধ্যার পর আগুনের ঘটনা ঘটে।

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার । ৪ মে ২০২৩ ।

মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে রাজধানীতে বিড়ি শ্রমিক সমাবেশ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস (মে দিবস) উপলক্ষে রাজধানীতে শোভাযাত্রা ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন। সোমবার ফেডারেশনের সভাপতি এমকে বাঙ্গালী ও সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমানের নেতৃত্বে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। পরে একই স্থানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, বিড়ি কারখানাগুলোতে সপ্তাহে ৬ দিন কাজের ব্যবস্থা, আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির শুল্ক ২ টাকা কমিয়ে ১৬ টাকা করা, বিড়ির ওপর অর্পিত অগ্রিম ১০ শতাংশ আয়কর প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক হারিক হোসেনের সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সহ-সভাপতি নাজিম উদ্দিন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন–সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান, প্রচার সম্পাদক শামীম ইসলাম, কার্যকরী সদস্য আনোয়ার হোসেন ও লুৎফর রহমান প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে বিদেশি কোম্পানির দালালরা বিড়ি শিল্পের শুল্ক বৃদ্ধির জন্য ষড়যন্ত্র করে চলেছে। এ ছাড়া কতিপয় সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রীও এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত আছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। আমরা অনুরোধ করছি আপনারা বিদেশি সিগারেট কোম্পানির ফাঁদে পা দিবেন না। তারা দেশের শত্রু, সরকারের শত্রু। বিদেশি সিগারেট কোম্পানি এদেশের মানুষের ফুসফুস পুড়িয়ে বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করে আসছে।

DHAKA TUESDAY MAY 9, 2023
BAISHAKH 26, 1430 BS
The Daily Star

Workers under the banner of "Sommilito Garments Sramik Federation" form a human chain in front of Jatiya Press Club yesterday, demanding exemplary punishment of those responsible for the Rana Plaza tragedy and proper compensation for the victims. Meanwhile, the Supreme Court yesterday extended till July 10 its chamber judge's order that stayed the High Court verdict granting bail to Sohel Rana, owner of Rana Plaza, which collapsed in April 2013 and left at least 1,136 dead. PHOTO: COLLECTED

NEW AGE

SUNDAY, MAY 14, 2023,

The Sramik Karmachari Oikya Parishad holds a rally in front of the National Press Club in Dhaka on Saturday. — New Age photo

SKOP demands withdrawal of Essential Services Bill 2023

It plans to wage tough movement otherwise

Staff Correspondent

LEADERS of Sramik Karmachari Oikya Parishad have called on the ruling Awami League government to withdraw the Essential Services Bill 2023 placed in Jatiya Sangsad on April 6.

They made the call at a rally in the capital on Saturday, stating that the bill would curb the workers' rights to call a strike.

SKOP – a platform of 14 labour rights bodies – organised the event in front of the National Press Club.

Joint convener of the organisation Abdul Kader Hawlader chaired the programme.

In his address, Jatiyatabadi Sramik Dal president Anwar Hossain said that the government had placed the bill in the parliament to stop movements by the labour rights bodies in favour of their demands.

Bangladesh Trade Union Sangha president Chowdhury Ashikul Alam said that according to the labour law workers had rights to call strike in favour of their demands.

Labour leader Abdul Kader Hawlader asked the government to withdraw the bill immediately, or else they would go on a tougher movement including strike to compel the government to withdraw the bill.

The SKOP will hold a view exchange programme with others labour rights organisations on May 27 to finalise its next course of actions, he said.

Labour leaders Mahbubul Alam, Razequzzaman Ratan, Saifuzzaman Badsha, Naimul Ahsan Jewel, Quamrul Ahsan, Badal Khan, Shamim Ara and others spoke at the rally.

The rally was followed by a protest procession that paraded through different city roads.

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৬ মে ২০২৩,

পুলিশের গাড়ি পোড়ানোর ঘটনায় পাঁচজন আটক, কারখানা বন্ধ

প্রতিনিধি, শ্রীপুর, গাজীপুর

গাজীপুরের শ্রীপুরে ডার্ড কম্পোজিট টেক্সটাইল লিমিটেডের কারখানায় পুলিশের গাড়ি পোড়ানোর ঘটনায় পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ। সেই সঙ্গে কারখানাটি ১৮ মে পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করে গতকাল সোমবার সকালে ফটকে নোটিশ সাঁটিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

উপজেলার রাজাবাড়ী ইউনিয়নের ধলাদিয়া গ্রামে কারখানাটির শ্রমিকেরা বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে গত শনিবার সকাল থেকে আন্দোলন শুরু করেন। মালিকপক্ষের আশ্বাসে প্রথম দিন আন্দোলন স্থগিত করেন শ্রমিকেরা। পরদিন বিকেলে বৈঠক হলেও কোনো সমাধানে না আসায় আবার ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন শ্রমিকেরা। একপর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান তাঁরা। এ সময় শিল্প পুলিশের একটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কারখানার মালিকপক্ষের কয়েকটি গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। বেশ কয়েকটি কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।

বণিক বার্তা শুক্রবার, মে ১২, ২০২৩

শ্রমিক বিক্ষোভ

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পুল এলাকার মুনলাক্স অ্যাপারেলস কারখানার শ্রমিকরা পাওনা পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। গতকাল সকাল ৮টায় শ্রমিকরা কারখানার সামনে জড়ো হয়ে এ বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। মুনলাক্স কারখানার শ্রমিক মো. সাকিবের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার আহ্বায়ক এমএ শাহীন, সদস্য সচিব ইকবাল হোসেন, মুনলাক্সের শ্রমিক রানী আক্তার, রাজ্জাক প্রমুখ। **বণিক বার্তা প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ**

কালের কণ্ঠ ঢাকা। মঙ্গলবার। ১৬ মে ২০২৩।

বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ পোশাক শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

চট্টগ্রামে বকেয়া বেতন আদায় করে দেওয়ার দাবিতে প্রায় আট ঘণ্টা সড়কে অবরোধ করেছেন পোশাক শ্রমিকরা। গতকাল সোমবার দুপুরে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর বাসভবনের সামনে সড়কে এই অবরোধ করা হয়।

ডায়নামিক ফাইভ নিটওয়্যার লিমিটেড নামের এই কারখানাটির শ্রমিকদের অভিযোগ, তাঁদের তিন থেকে পাঁচ মাসের বেতন বকেয়া রেখেই ওই গার্মেন্টপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। বকেয়া বেতন পরিশোধ না করলে তাঁরা সড়ক থেকে উঠবেন না। তাঁদের অনেকের ঘরভাড়া বকেয়া, অনেক টাকা ঋণ হয়েছে বেতন না পাওয়ার কারণে। গতকাল তাঁদের বকেয়া বেতন দেওয়া হবে বলে মালিকপক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা না হওয়ায় তাঁরা অবস্থান নিয়েছেন। তাঁরা মেয়রের মাধ্যমে এর সমাধান চান।

রোজিনা আক্তার নামের এক শ্রমিক বলেন, 'আমরা বকেয়া বেতন আদায়ে কয়েক মাস ধরে শিল্প পুলিশ, মালিকসহ বিভিন্ন জায়গায় বলেও কোনো সমাধান পাইনি। মেয়রের সহযোগিতায় গতকাল বেতন পরিশোধ করার কথা থাকলেও মালিকপক্ষ এখন বলছে ২৫ মে দেবে। তাই আমরা মেয়রের কাছে এসেছি।'

চসিক মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, 'ঈদের আগে পোশাককর্মীরা আন্দোলন করেছিল। ওই সময় মালিকপক্ষকে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু শ্রমিকরা বকেয়া বেতন না পেয়ে গতকাল আমার সঙ্গে দেখা করে তাদের পাওনা গার্মেন্টি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদায় করে দেওয়ার দাবি করে। বিষয়টি দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশনা দিয়েছি।'

সময়ের আলো
রোববার। ১৪ মে ২০২৩।

গাজীপুরের শ্রীপুরে ৩ মাসের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসসহ বিভিন্ন দাবিতে শনিবার রাজেন্দ্রপুর-কাপাসিয়া সড়ক অবরোধ করেন ডার্ড কম্পোজিট কারখানার শ্রমিকরা ● সময়ের আলো

বেতন-বোনাসের দাবিতে সড়ক অবরোধ

● শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে ৩ মাসের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসসহ বিভিন্ন দাবিতে শনিবার বেলা ১১টার দিকে রাজেন্দ্রপুর-কাপাসিয়া সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ডার্ড কম্পোজিট কারখানার শ্রমিকরা। পরে কারখানার মালিক আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রতিশ্রুতি দিলে বিকাল ৪টায় অবরোধ তুলে নেন তারা। গাজীপুর শিল্প পুলিশের শ্রীপুর জোনের ইনচার্জ হুমায়ুন কবির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শনিবার বেলা ১১টা থেকে শ্রীপুর উপজেলার ধলাদিয়া এলাকায় কারখানার সামনে ওই সড়কের ওপর অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। ৫ ঘণ্টাব্যাপী এ বিক্ষোভ কর্মসূচির ফলে সড়কের উভয় পাশে ৩ কিলোমিটারজুড়ে সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজটের।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের বকেয়া বেতন-ভাতাসহ ঈদ বোনাস, মাতৃত্বকালীন ভাতা, ওভারটাইম ভাতা, উৎপাদন বোনাস, দুই বছরের ইনসেনটিভ ভাতা, রমজান মাসের ইফতারের টাকা-সবই বকেয়া রেখে দিয়েছে। এ ছাড়া বিনা কারণেই যখন তখন শ্রমিক ছাঁটাই করছে মালিকপক্ষ। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত তাদের সব পাওনা বুঝে পাওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করছেন তারা।

হালিমা আক্তার নামে কারখানার এক সুইং অপারেটর বলেন, 'বেতন না পাওয়ায় আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলের বেতন ও প্রাইভেট শিক্ষকের বেতন দিতে পারছি না। তিন মাস ধরে বেতন-বোনাসসহ বিভিন্ন পাওনা না পাওয়ায় মানবেতর জীবন কাটছে আমাদের। এসবের প্রতিবাদ করলে কারখানা কর্তৃপক্ষ বিনা নোটিসে পাওনা পরিশোধ না করে চাকরিচ্যুতির হুমকি দেয়। অনেককে চাকরিচ্যুতও করা হয়েছে।'

সবিতা রানী নামে আরেক কর্মচারী বলেন, 'ঈদের আগে অর্ধেক মাসের বেতন দেওয়ার ঘোষণা দিলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ বেতন না দিয়ে ঈদের আগে ছুটি দিয়ে দেয়। ঈদের পর কারখানা খোলার পর বকেয়া বেতনসহ সব পাওনা পরিশোধ করার কথা বলে কর্তৃপক্ষ বারবার সময় দিয়েও আমাদের পাওনা পরিশোধ করছে না। তাই বাধ্য হয়ে আমাদের সড়কে নামতে হয়েছে।'

এ ব্যাপারে জানতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয় ডার্ড কম্পোজিট লিমিটেড কারখানার ব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ ও প্রশাসন) আকাশ মিয়ার সঙ্গে। কিন্তু তার ফোন বন্ধ থাকায় এসব অভিযোগের বিষয়ে তার বক্তব্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

যুগান্তর
শনিবার ২০ মে ২০২৩
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

রাজধানীতে সাভারের পোশাক কারখানা শ্রমিকদের বিক্ষোভ

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর আশুলিয়ার বলিভদ্র বাজারের এলকে কটন স্পিনিং মিলস লিমিটেড চালুসহ তিন দফা দাবি জানিয়েছেন তৈরি পোশাক কারখানাটির চাকরিচ্যুত শ্রমিকরা। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সহযোগিতায় এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ থেকে এ দাবি জানান তারা। শুক্রবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এলকে কটন স্পিনিং মিলস লিমিটেডের শ্রমিক কর্মচারীবৃন্দের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। তাদের বাকি দুই দাবি হলো সরকার ঘোষিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন এবং কারখানাটির শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতা ও পাওনাদি পরিশোধ করা। আগামী দুই দিনের মধ্যে কারখানা চালুর বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে কারখানা ও শ্রম অধিদপ্তর ঘেরাওসহ বৃহত্তর কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তারা। কারখানাটির শ্রমিক মোসাম্মৎ রোজিনার সভাপতিত্বে সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট সৌমিত্র কুমার দাস, শ্রমিক নেতা আহমেদ জীবন, আনিসুর রহমান আনিস, আব্দুল আওয়াল প্রমুখ। সমাবেশে বক্তারা বলেন, ১৫ মে কোনো নোটিশ না দিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ না করে হঠাৎ কারখানা বন্ধের কারণে প্রতিষ্ঠানটির দুই শতাধিক শ্রমিক বর্তমানে চরম অমানবিক জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি থেকে শ্রমিকদের এতদিন বঞ্চিতও করা হয়েছে। তাদের মাসিক ৪-৫ হাজার টাকা বেতন দেওয়া হতো।

NEWAGE
SATURDAY, MAY 20, 2023,

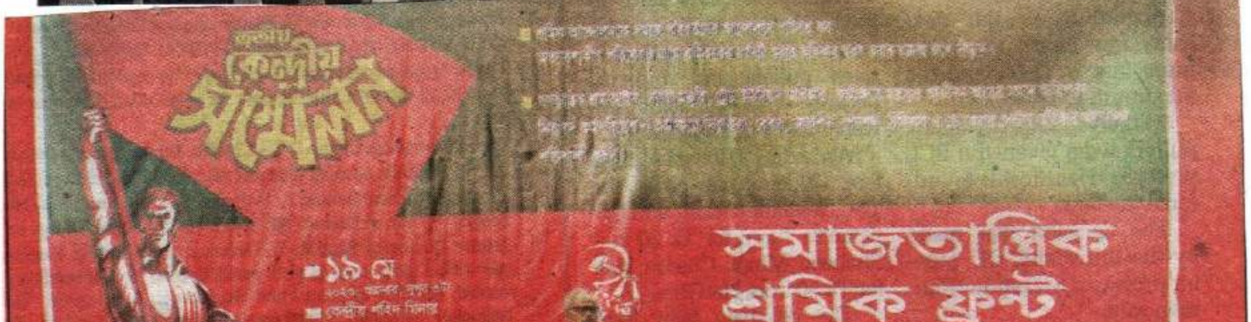

The Samajtantrik Sramik Front holds its 3rd national conference at the Central Shaheed Minar in the capital on Friday. — New Age photo

বণিক বার্তা রোববার, মে ২১, ২০২৩

চার দাবিতে রংপুরে বিড়ি শ্রমিক সমাবেশ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ রংপুর

বিদেশী বহুজাতিক সিগারেট কোম্পানির ষড়যন্ত্র থেকে বিড়ি শিল্পকে বাঁচাতে রংপুরে বিড়ি শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের আয়োজনে গতকাল বেলা ৩টায় রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির শুল্ক ১৮ টাকা থেকে ২ টাকা কমিয়ে ১৬ টাকা করা, বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, বিদেশী বহুজাতিক সিগারেট কোম্পানির ষড়যন্ত্র বন্ধ এবং নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম বাড়ানোর দাবি জানান শ্রমিকরা।

রংপুর (হারাগাছ) বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসনাত লাভলুর সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি আমিন উদ্দিন (বিএসসি)। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর সিটি করপোরেশনের (রসিক) মেয়র মোস্তাফিজার রহমান। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান। জনসভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক হারিক হোসেন, লুৎফর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল গফুর, প্রচার সম্পাদক শামীম ইসলাম, সহসম্পাদক জামিল আকতার, সদস্য আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, 'বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে প্রায় ২০০টি বিড়ি কারখানা রয়েছে। এসব বিড়ি কারখানায় লাখ লাখ শ্রমিক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অথচ বিদেশী বহুজাতিক সিগারেট কোম্পানির ষড়যন্ত্রে দেশের প্রাচীন শ্রমঘন এ শিল্পটি আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।'

সমাবেশে বক্তারা বলেন, 'দেশের প্রাচীন শ্রমঘন বিড়ি শিল্পে সমাজের অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত লাখ লাখ শ্রমিক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। স্বাধীনতার পর এ অসহায় শ্রমিকদের কথা বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিড়ি শিল্পকে শুল্কমুক্ত ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে বাজেট বক্তৃতায় বিড়িতে শুল্ক কমিয়ে সিগারেটে শুল্ক বৃদ্ধির নির্দেশনা দেন। কিন্তু বিদেশী বহুজাতিক সিগারেট কোম্পানির ষড়যন্ত্রে বিড়ির ওপর মাত্রাতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা। ফলে করের চাপে বিড়ি মালিকরা কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ছেন বিড়ি শ্রমিকরা।'

যুগান্তর
বুধবার ১৭ মে ২০২৩
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

আশুলিয়ায় বকেয়া বেতন ও বন্ধ কারখানা খোলার দাবিতে বিক্ষোভ

আশুলিয়া (ঢাকা) প্রতিনিধি

আশুলিয়ায় এলকে কটন অ্যান্ড স্পিনিং মিলস লিমিটেড কারখানা খুলে দিয়ে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে সমাবেশ ও প্রতীকী অনশন করেছেন শ্রমিকরা।

মঙ্গলবার দুপুরে আশুলিয়া প্রেস ক্লাবের সামনে ওই কারখানার শ্রমিকরা তাদের কারখানা খুলে দিয়ে বকেয়া বেতনের দাবিতে সমাবেশ করেন। পরে বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত অনশন পালন করেন তারা।

শ্রমিকরা জানান, কারখানা কর্তৃপক্ষ কোনো প্রকার নোটিশ প্রদান না করে সোমবার, ১৫ মে থেকে এলকে কটন অ্যান্ড স্পিনিং মিলস লিমিটেড বন্ধ ঘোষণা করে। কারখানার ২৬৫ জন শ্রমিকের বেতন-ভাতা পরিশোধ না করে কারখানাটি বন্ধ করে দেয়। বন্ধ কারখানা চালু ও শ্রমিকদের বকেয়া পাওনাদি পরিশোধের দাবিতে এ কর্মসূচি পালন করেন ভুক্তভোগী শ্রমিকরা। এ সময় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাভার-আশুলিয়া-ধামরাই শিল্পাঞ্চল নেতা আহমেদ জীবন, আনিসুর রহমান আনিস, বাসদ সাভার উপজেলা নেতা আবু বকর সিদ্দিক লাভলু, গার্মেন্টিস শ্রমিক ফ্রন্টের আলাল মোল্লা আওয়াল, বিপ্লবী গার্মেন্টিস শ্রমিক ফেডারেশনের অরবিন্দু বেপারী বিন্দু, গার্মেন্টিস শ্রমিক ঐক্য লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা সারোয়ার হোসেন ও শাখাওয়াত হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
Dhaka : Monday 22 May 2023

দুই পোশাক শ্রমিককে গ্রেপ্তারের ঘটনায় থানা ঘোরাও

প্রতিনিধি, সাভার (ঢাকা)

শতাধীক পোশাক শ্রমিকের নামে মামলা ও দুই পোশাক শ্রমিকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় কয়েক শতাধীক পোশাক শ্রমিক থানা ঘেরাও করেছে। এসময় ক্ষুব্ধ পোশাক শ্রমিকরা কয়েক দফা দাবিতে থানার সামনে অবস্থান নেয়। গত শনিবার দুপুরে ফ্যাশন নীট গার্মেন্টেসের কয়েক শতাধীক কর্মী থানার সামনে অবস্থান ও গ্রেপ্তারকৃত দুই ব্যক্তিকে মুক্তির দাবি জানান। ঈদের আগে কারখানায় বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে কারখানায় কয়েক শতাধীক কর্মী আন্দোলন করে। পরে কারখানার কর্মকর্তারা বেতন পরিশোধ করে। হঠাৎ আজ ভোর রাতে দুই পোশাক শ্রমিক জাবেদ ও এম ডি দুলালকে আটক করে সাভার মডেল থানা পুলিশ। এসময় ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা গ্রেপ্তারকৃত দুই পোশাক শ্রমিকে মুক্তির দাবি ও নিয়মিত বেতন এবং ছাঁটাই বন্ধের দাবি জানান।

যুগান্তর
শুক্রবার ১৯ মে ২০২৩

কমলগঞ্জের পাত্রখোলা চা বাগানে শ্রমিক ধর্মঘট

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি

কমলগঞ্জে সরকারি মালিকানাধীন পাত্রখোলা চা বাগানে সাপ্তাহিক তলবের (মজুরি) টাকা কাটার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার চা শ্রমিকরা কর্মবিরতি পালন করছেন। চা শ্রমিকরা জানান, কিছুদিন আগে বাগান কর্তৃপক্ষ আমাদের সাপ্তাহিক তলব (মজুরি) থেকে ১০০ টাকা কেটে রাখে। তখন আমরা সাধারণ শ্রমিকরা প্রতিবাদ করলে চলতি মাসের ১৫ তারিখ বাগান কর্তৃপক্ষ আমাদের পাওনা মজুরির টাকা দেবে বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু ওইদিন কেটে রাখা বকেয়া পরিশোধ করা হয়নি। বুধবার শ্রমিকদের তলব (মজুরি) দিতে গিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ জানায় পূর্বের বকেয়া টাকা দেয়া হবে না। ওই টাকার জন্য আরও দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করার কথা জানিয়ে বুধবারেও সাপ্তাহিক তলব (হাজিরা) থেকে ১৫০ টাকা করে কেটে রাখলে শ্রমিকরা সাপ্তাহিক তলবের পুরো টাকা দাবি করেন।

কালের কণ্ঠ সোমবার। ২২ মে ২০২৩।

চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি শেভরন শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক তেল ও গ্যাস উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠান শেভরন বাংলাদেশ ব্লকস ১৩/১৪ লিমিটেডের বিরুদ্ধে 'বেআইনিভাবে' কয়েক শ শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করার অভিযোগ উঠেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত শ্রমিকরা এর প্রতিবাদ জানিয়ে চাকরিচ্যুতদের পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছেন।

গতকাল রবিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা এ দাবি জানান। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত মুসফেক উস সালেহীন খান বলেন, 'কম্পানির অধীনে আমরা মৌলভীবাজার গ্যাস প্লান্ট, বিবিয়ানা গ্যাস প্লান্ট, জালালাবাদ গ্যাস প্লান্ট ও ঢাকা অফিসে কর্মরত আছি। শ্রমিকদের চাকরিকাল ১২ থেকে ২৪ বছর এবং শ্রমিক সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। চাকরি স্থায়ীকরণ না করায় চার শর বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে মামলা করেন।

NEW AGE
THURSDAY, MAY 25, 2023,

Garments Sramik Adhikar Andolan and Garment Sramik Trade Union Kendra hold a rally in front of the Garment Wage Board office in the capital's Segunbagicha on Wednesday. — New Age photo

New wage structure for RMG workers demanded

Staff Correspondent

TWO labour organisations on Wednesday submitted a memorandum to the garment wage board chairman with seven demands including immediate announcement of new wage ceiling for garment workers.

Garments Sramik Adhikar Andolan and Garment Sramik Trade Union Kendra submitted the memorandum after a rally in front of the Wage Board office in the capital's Shegunbagicha.

The organisations also demanded the announcement of Tk 25,000 as minimum wage a month for a RMG worker, said a press release.

The protesting leaders said that it became difficult for the garment workers to make both ends' meet with Tk 8,000 a month especially when the prices of essentials hiked.

Although the country ranked second in RMG exports but the workers have been deprived, the release added.

Garment Sramik Samhati president Taslima Akhter presided over the protest event conducted by Garment Sramik Federation secretary Raju Ahmed.

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৩০ মে ২০২৩
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

ধানমন্ডিতে চালককে ছুরি মেরে রিকশা ছিনতাই

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর ধানমন্ডিতে লালচাঁন চকদার নামে এক রিকশাচালককে ছুরিকাঘাত করে তার ব্যাটারিচালিত রিকশা ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আহত লালচাঁন চকদারকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডে ব্রিজের পাশে এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

আহত লালচাঁন নিজেই জানান, তার বাড়ি শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার মুক্তারেরচর পুরাগাছা গ্রামে। পরিবার নিয়ে হাজারীবাগ বটতলা জানে আলম কমিউনিটি সেন্টারের পাশে থাকেন। বেশিরভাগ সময় রাতে নিজের ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালান তিনি।

সোমবার ভোরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর থেকে দুই ব্যক্তি তার রিকশায় ওঠেন। এর কিছুক্ষণ পরই চাকু বের করে রিকশা থামাতে বলেন তারা। রিকশা থামাতে দেরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড়ে একটি আঘাত করা হয়। লালচাঁন রিকশা থেকে পড়ে গেলে তখন তার দুই হাতে ছুরিকাঘাত করে রিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।

ধানমন্ডি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সাইফুল ইসলাম জানান, ছুরিকাঘাত করে রিকশা ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি আমরা তদন্ত করে দেখছি। রিকশাটি উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে।

প্রথম আলো • বুধবার, ২৪ মে ২০২৩,

আশুলিয়ায় শ্রমিক-পুলিশ পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, আহত ১২

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় একটি তৈরি পোশাক কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন ওই কারখানার শ্রমিকেরা। বিক্ষোভের একপর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এ সময় আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশের তিন সদস্যসহ ১০ থেকে ১২ শ্রমিক আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি কাঁদানে গ্যাসের শেলও নিক্ষেপ করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার সকালে আশুলিয়ার বাইপাইলের জামগড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

শ্রমিক ও শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত সোমবার জামগড়া এলাকার ফ্যাশন ফোরাম লিমিটেডের কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। কারখানা খোলার দাবিতে গতকাল সকালে শ্রমিকেরা বাইপাল-আবদুল্লাহপুর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকেন। এ সময় পুলিশ তাঁদের বাধা দিতে গেলে উভয়ের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় পুলিশসহ ১০ থেকে ১২ শ্রমিক আহত হন। আঘাত গুরুতর না হওয়ায় তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

ফ্যাশন ফোরাম লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক জুলফিকার আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, শ্রমিকদের কারণে একাধিকবার প্রতিষ্ঠানটিতে ধর্মঘট ও বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে। মালিকপক্ষ প্রতিবারই তাঁদের দাবি মেনে কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। ১১ মে শ্রমিকেরা ২৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে তাঁদের চাকরিচ্যুতির দাবি জানান। বারবার এমন ঘটনার কারণে সোমবার বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ ঘোষণা করে নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১ (আশুলিয়া)-এর পুলিশ সুপার মো. সাখাওয়াত হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করতে গেলে তাঁদেরকে নিষেধ করা হয়। পরে তাঁরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। একপর্যায়ে পুলিশের ওপর চড়াও হয়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। এ সময় তাঁদের সরাতে কাঁদানে গ্যাসের কয়েকটি শেল নিক্ষেপ করা হয়। ইটপাটকেলের আঘাতে তিন-চারজন পুলিশ সদস্য সামান্য আহত হন। তবে আঘাত তেমন গুরুতর নয়। পরিস্থিতি দ্রুতই নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

বণিক বার্তা শুক্রবার, মে ২৬, ২০২৩

চার দাবিতে কুষ্টিয়ায় বিড়ি শ্রমিক সমাবেশ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ কুষ্টিয়া

নিম্নস্তরের সিগারেট বন্ধসহ চার দফা দাবিতে কুষ্টিয়ায় বিড়ি শ্রমিক সমাবেশ হয়েছে। বুধবার বেলা ১১টায় কুষ্টিয়া বিড়ি শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের আয়োজনে জেলা পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে আগামী বাজেটে বিড়ির শুল্ক ২ টাকা কমানো, বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানির আগ্রাসন বন্ধ ও নিম্নস্তরের সিগারেট বন্ধ করার দাবি জানান শ্রমিকরা। সমাবেশ শেষে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেন শ্রমিক নেতারা।

বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক হারিক হোসেনের সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের সহসভাপতি নাজিম উদ্দিন। প্রধান অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আজগর আলী। প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আনোয়ারুল হক, বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি আমিন উদ্দিন (বিএসসি), সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল গফুর, প্রচার সম্পাদক শামীম ইসলাম, সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হাসনাত লাবলু প্রমুখ।

সময়ের আলো রোববার। ২৮ মে ২০২৩।

বিক্ষোভের ডাক সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বিদ্যমান ২০টি গ্রেড বিলুপ্ত করে বেতন বৈষম্য নিরসনে ১০ ধাপে বেতন নির্ধারণ, অবিলম্বে নবম বেতন কমিশন গঠনসহ কয়েকটি দাবিতে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ। নেতারা জানান, দাবি পূরণে আগামী ৩ জুন ঢাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। শনিবার সেগুনবাগিচার শিশু কল্যাণ পরিষদ কনফারেন্স হলে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের সমাবেশ থেকে এ ঘোষণা আসে। বক্তারা বলেন, বিদ্যমান দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় গণকর্মচারীদের জন্য ৫০ শতাংশ বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান করতে হবে। তা ছাড়া যুগ যুগ ধরে প্রচলিত প্রতি ৫ বছর পরপর জাতীয় বেতন কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া থেকে সরে আসার কোনো অবকাশ নেই। তাদের দাবি–সচিবালয়ের মতো পদবি পরিবর্তন, টাইমস্কেল সিলেকশন গ্রেড, শতভাগ পেনশন প্রথা পুনর্বহাল এবং আউট সোর্সিং নিয়োগপ্রথা বাতিল করতে হবে। সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ সারোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন–কার্যকরী সভাপতি এমএ ওয়াদুদ, অতিরিক্ত মহাসচিব রোকনুজ্জামান, সহ-সভাপতি রফিকুল আলম, মোফাজ্জল হোসেন, শাহ আলম, মো. আলী, মো. আজাদ, এমএ আউয়াল, মানিক মিয়া, যুগ্ম মহাসচিব লিপি আকতার, সাদেকুর রহমান এবং গঙ্গা রাজু।

সভায় বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন বাংলাদেশ কমিটির প্রধান সমন্বয়ক বাদল খান তার বক্তব্যে ঘোষিত কর্মসূচির প্রতি পূর্ণ সংহতি এবং সমর্থন জানান।

মঙ্গলবার ৩০ মে ২০২৩
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ যুগান্তর

সিলেট প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন

শেভরনের চাকরিচ্যুত ১৩০ শ্রমিককে পুনর্বহালের দাবি

সিলেট ব্যুরো

বিগত ১২ বছর ধরে কাজ করা শ্রমিকরা চাকরি স্থায়ীকরণের আবেদন করায় নেতৃত্ব পর্যায়ের ১৩০ কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করেছে তেল ও গ্যাস উত্তোলনকারী কোম্পানি শেভরন। সিলেট প্রেস ক্লাবে সোমবার সংবাদ সম্মেলন করে এ অভিযোগ করেছেন শেভরন বাংলাদেশ ব্লকস থার্টিন অ্যান্ড ফরটিন লিমিটেডের চাকরিচ্যুত শ্রমিকরা। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মুসফেক উস সালেহীন। তিনি ১৩০ শ্রমিককে পুনর্বহালের দাবি করেছেন।

লিখিত বক্তব্যে মুসফেক উস সালেহীন বলেন, দীর্ঘ সময় চাকরি করার পরও আমাদের বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর অনুযায়ী চাকরিতে স্থায়ী করা হয়নি। আমরা সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা পাইনি। এরকম শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। আমরা আমাদের আইনগত অধিকার আদায়ের জন্য শ্রম আদালত, ঢাকার দ্বারস্থ হয়েছি।

সংবাদ সম্মেলনে চাকরিচ্যুত শ্রমিকরা আরও বলেন, মামলা চলমান থাকা অবস্থায় শ্রম আইনের সুরক্ষা বিধান লঙ্ঘন ও আদালতে চলমান মামলার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মামলার বাদীদের টার্গেট করে ১৩০ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করা হয়।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, কর্মচারীরা কোম্পানির অধীন সিলেট, মৌলভীবাজার, বিবিয়ানা, সিলেট গ্যাসক্ষেত্রে কর্মরত। তাদের চাকরির বয়স নিম্নে ১২ বছর ও কারও কারও সর্বোচ্চ ২৪ বছর। তারা যখন চাকরিতে যোগদান করেন তাখন সরাসরি শেভরন বাংলাদেশ ব্লকস থার্টিন অ্যান্ড ফরটিন লিমিটেড, শেভরন বাংলাদেশ ব্লক টুয়েলভ লিমিটেড কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে এর পূর্বসূরি অক্সিডেন্টাল কিংবা ইউনোকল বাংলাদেশের অধীন ছিল। শেভরনে আসে ২০০৫ সালে। সংবাদ সম্মেলনে চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের পুনর্বহালসহ শেভরনের স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিয়োগপত্র প্রদান এবং অন্য অধিকার বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ১৩ জ্যৈষ্ঠ
২৭ মে ২০২৩

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা ঘোষণার দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন ন্যূনতম ২৩ হাজার টাকা করা এবং প্রতিটি কারখানায় রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিল থেকে এ দাবি জানানো হয়।

কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, বর্তমান ঊর্ধ্বগতির বাজারে স্বল্প বেতনে গার্মেন্টস শ্রমিকরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাদের এই দুঃখ দেখার যেন কেউ নেই। মালিকপক্ষ কখনোই শ্রমিকদের দুঃখ-কষ্ট দেখে না, এই লাগামহীন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগাতর বাজারে শ্রমিকরা যে কীভাবে তাদের সংসার পরিচালনা করছেন, তা অন্য কেউই উপলব্ধি করতে পারছেন না। তাই গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন ন্যূনতম ২৩ হাজার টাকা করার দাবি নিয়ে আমরা রাজপথে এসেছি। সেই সঙ্গে প্রতিটি কারখানায় রেশনিং ব্যবস্থা চালু করারও দাবি জানান সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা আরো বলেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে গার্মেন্টস কর্মীদের বেতন না বাড়লে তারা কীভাবে টিকে থাকবে। তাই সরকার ও গার্মেন্টস মালিকদের প্রতি আমাদের আবেদন, বেতন ন্যূনতম ২৩ হাজার টাকা করে দিন। যেন তারা পরিবার পরিজন নিয়ে ভালো মতো জীবনযাপন করতে পারেন।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আয়োজক সংগঠনের সভাপতি ইদ্রিস আলী, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ওয়াজেদুল ইসলাম খান, আয়োজক সংগঠনের সহ-সভাপতি হাফিজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন প্রমুখ।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন বুধবার ॥ ৩১ মে ২০২৩।

বকেয়া বেতন দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

ভালুকা প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ভালুকায় বকেয়া বেতন দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেছেন অ্যাডভান্স টেক্সটাইল লি. নামক একটি কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে উপজেলার মাস্টারবাড়ি এলাকায় প্রায় ১ ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন তারা। পরে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। শ্রমিক ও শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা যায়, হবিরবাড়ি ইউনিয়নের কাশর গ্রামে অবস্থিত অ্যাডভান্স টেক্সটাইল লিমিটেড নামের কারখানায় ১ হাজার ৬৫০ জন শ্রমিক কর্মরত আছেন। এপ্রিল মাসের বেতন না দিয়ে টালবাহানা করে আসছিল

কর্তৃপক্ষ। সবশেষ গতকাল বেতন দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মিল কর্তৃপক্ষ আরও দুই দিন সময় চেয়ে সোমবার রাতেই মিলগেটে নোটিস টানিয়ে দেয়। এর প্রতিবাদে গতকাল অবরোধ করেন শ্রমিকরা। কারখানা ম্যানেজার (অ্যাডমিন) মোস্তাফিজুর রহমান বিদ্যুৎ জানান, ব্যাংকিং সমস্যার কারণে এপ্রিল মাসের বেতন দেওয়া সম্ভব হয়নি। আগামীকাল ১ জুন (বৃহস্পতিবার) বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হবে।

DHAKA THURSDAY MAY 4, 2023
BAISHAKH 21, 1430 BS
The Daily Star

Who will protect the unprotected?

Immediately implement policy regarding domestic workers

We are appalled by the news of torture of a 12-year-old domestic worker in Jashore. She was reportedly subjected to various forms of verbal and physical abuse at the hands of a couple over a period of nine months. Unfortunately, the case of the 12-year-old is one of countless such incidents that showcase the inhumane conditions under which domestic workers in our country are forced to work, in the absence of a proper policy framework and lack of goodwill from relevant stakeholders to implement concrete changes.

A recent study by the Bangladesh Institute of Labour Studies and Dnet revealed that domestic workers are subjected to various forms of abuse, including sexual abuse (four percent), physical abuse (21 percent), mental abuse (67 percent), and verbal abuse (61 percent). But the sad reality is that an alarming 95 percent workers do not report any case of abuse. Many struggling parents send their children to work as domestic workers in the hopes that at least their meals will be covered, which means many don't have stable households to return to and are forced to tolerate the torture. Additionally, they either don't know who to reach out to for support, or don't believe the justice system can help someone in their economic position.

Domestic workers, constituting mostly women and children, are considered one of the most vulnerable and marginalised groups in our society. It is alarming that we do not have any comprehensive law to protect them, other than the Domestic Servants' Registration Ordinance of 1961 which states that domestic workers in five metropolitan areas of Dhaka must register with the police. Although the Domestic Worker Protection and Welfare Policy was formulated in 2015, it is not legally binding, which may explain why we haven't seen any real results yet. The stakeholders of this policy – domestic workers, employers and law enforcers – are unaware that any such policy exists. It is extremely disheartening to see that the central monitoring cell, which was established three years ago under the labour ministry to oversee implementation of the policy, failed to convene a meeting even once during this time.

Meanwhile, the policy itself is not watertight. In fact, just last year the High Court condemned the policy for being "incomplete" and "vague" as it did not specify the amount of compensation for victims of violations, payment method, number of leave days, and appeal process for domestic workers who were denied leave.

It is high time the government took urgent steps to address the gaps in the policy, as suggested by the High Court, and ensure that it is implemented in collaboration with relevant stakeholders. It must also guarantee that law enforcement and the legal system provide necessary services to domestic workers if they are subjected to abuse. Meanwhile, NGOs and rights activists should focus on raising awareness among domestic workers regarding their rights and compensation. The government should also focus on establishing a minimum wage for domestic workers and sensitise law enforcement to better handle such cases.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৯ মে ২০২৩

বিপদ ঝুলছে মাথার ওপর তবু মাথাব্যথা নেই

● জয়শ্রী ভাদুড়ী

চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া থানার কল্পলোক আবাসিক এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের মো. ইস্রাফিল (২০), ঠাকুরগাঁওয়ের মো. রিপন (২০) এবং রাজশাহীর সাকিম আলী (২০)। ওই ভবনের অষ্টম তলায় কাজ করার সময় মাচা ভেঙে পড়ে মারা যান শ্রমিকরা। ভবনে কাজ চলাকালীন শুধু শ্রমিকদের নয়, পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিধান থাকলেও তার কোনো তোয়াক্কা নেই। ওপর থেকে ইট, রড পড়ে মারা যাচ্ছেন নির্মাণাধীন ভবনের নিচ দিয়ে যাতায়াতকারী পথচারীরা। এর আগে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের প্রেমতলায় নির্মাণাধীন একটি ভবনের পাঁচতলা থেকে ৩৭ কেজি ওজনের লোহার রড পড়ে নাহার বেগম (৩৯) নামে এক নারী মারা গেছেন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) তথ্যমতে, গত বছর ১১৮ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে নির্মাণ খাতে। ২০২১ সালে ১৫৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ২০২০ সালে নির্মাণ খাতে ৮৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ২০১৯ সালে ১৩৪ জন শ্রমিক মারা গেছেন। ২০০২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরে নিহত হয়েছেন ১ হাজার ৩৭৭ জন নির্মাণশ্রমিক। এ মৃত্যুর বাইরে শ্রমিকদের পঙ্গু হওয়ার পরিসংখ্যানও উদ্বেগজনক। আহত হয়েছেন ৫২৫ জন শ্রমিক। এ খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, মালিকদের অবহেলা, শ্রমিকদের সচেতনতার অভাব এবং শ্রম আইনের সঠিক বাস্তবায়ন না হওয়া এবং এ আইনের দুর্বলতার কারণে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু ঘটছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণও পান না ভুক্তভোগী বা তার পরিবারের সদস্যরা। শ্রম আইন অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিয়োগকারীর। শ্রমিকের ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা ছাড়া নিয়োগকারী কাউকে কাজে নিয়োগ করতে পারবেন না।

আইনে এমন বাধ্যবাধকতা থাকলেও রাজধানীর একাধিক নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শন করে দেখা গেছে হেলমেট, গামবুট, নিরাপত্তা বেল্টসহ নিরাপত্তা উপকরণ ছাড়াই কাজ করছেন শ্রমিকরা। খিলক্ষেতে পাঁচতলা ভবনে চলছে নির্মাণকাজ। ছাদ ঢালাইয়ে কাজ করছেন শ্রমিকরা। কোনো নিরাপত্তা বেষ্টনী ছাড়াই এক কোনায় ঢালাই সামগ্রী নিচ থেকে তুলে রাখা হচ্ছে। মাত্র একজন শ্রমিকের পায়ে গামবুট। তাও-তার নিজের টাকায় কেনা। নিরাপত্তা ছাড়া কেন কাজ করছেন জানতে চাইলে শ্রমিক সিরাজুল ইসলাম ও হাজেরা খাতুন বলেন, ‘পেটের দায়ে কাজ করছি। দিন শেষে মজুরি পেলে তাই দিয়ে সংসার চলবে। নিরাপত্তার সামগ্রী চাইলে আমাদের কাজে নেবে না।’

> বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) তথ্যমতে, ২০০২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরে নিহত হয়েছেন ১ হাজার ৩৭৭ জন নির্মাণশ্রমিক।

এ সম্পর্কে ইমারত নির্মাণশ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশের (ইনসাব) সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক বলেন, শ্রম আইনে নিরাপত্তার বিষয় থাকলেও তা মানা হয় না। কর্তৃপক্ষ এগুলো তদারকি করে না। শ্রমিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে শ্রম আইনে মালিক, শ্রমিক ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিদের নিয়ে ‘সেফটি কমিটি’ গঠন করতে বলা হয়েছে। কিন্তু এই কমিটি গঠিত হয়নি। ফলে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মালিকপক্ষকে চাপ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।’

ইনসাবের তথ্য অনুযায়ী, ঝুঁকিপূর্ণ এই পেশার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন প্রায় ৩৫ লাখ শ্রমিক। ২০০৮ সালে কাকরাইলের আইরিশ নুরজাহান টাওয়ারে সংঘটিত দুর্ঘটনায় চার শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় হাই কোর্টের নির্দেশে প্রত্যেক শ্রমিকের পরিবারকে ৮ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। কিন্তু এ রকম প্রতি বছর শত শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটলেও নিরাপত্তা কিংবা ক্ষতিপূরণ কোনোটাই দিচ্ছে না মালিকপক্ষ। শুধু শ্রমিকই নয়, নিরাপত্তা বেষ্টনী ছাড়া কাজ করায় ওপর থেকে ইট, রড পড়ে প্রাণ হারাচ্ছেন পথচারীও।

২০১১ সালের ১৬ জুলাই অসুস্থ মাকে হাসপাতালে দেখে ফেরার পথে পান্থপথে শমরিতা হাসপাতালের সামনে একটি নির্মাণাধীন ১৮তলা ভবন থেকে ইট পড়ে মারা যান তেজগাঁও কলেজের ছাত্র হাবিবুর রহমান। এ ঘটনার পর হাই কোর্ট বিভাগ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না- তা জানতে চেয়ে একটি রিট জারি করে। পরে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ১৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে আদালত নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেশে ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ প্রচলিত আছে। এ ছাড়া ২০০৬ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা। এই আইন ও বিধিমালা অনুসারে ভবন নির্মাণে পথচারীদের নিরাপত্তাসহ অন্যান্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু অহরহ ভবন নির্মাণ হচ্ছে এসব নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করেই।

সংবাদপত্রে বিল্‌স

সময়ের আলো । বুধবার । ৩ মে ২০২৩ ।

মে দিবস পালিত

সব শ্রমিকের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো সোমবার রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মহান মে দিবস পালন করা হয়েছে। শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক নীতি আদর্শ বজায় রেখে বাংলাদেশের কলকারখানায় উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করে রাজধানীতে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন নানা কর্মসূচি পালন করে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি'।

এ দিন সকালে কর্মজীবী নারী মহান মে দিবস ও ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর জিরো পয়েন্টে সমাবেশের আয়োজন করে। এতে সব ক্ষেত্রে অধিকার, মর্যাদায় নারী থাকবে পৃথিবীর বৃহৎ আঙিনায় এবং সব শ্রমিকের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করার দাবি জানানো হয়।

এ সময় কর্মজীবী নারীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শিরীন আখতার বলেন, নারী ও নারী শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে কর্মজীবী নারী পথ চলা শুরু করেছিল আজ থেকে ৩৩ বছর আগে। মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য কাজ করতে হয়। তাই আমরা আবারও বলছি কাজ চাই, তবে তা মর্যাদার সঙ্গে।

তিনি বলেন, মর্যাদার পাশাপাশি বেঁচে থাকার জন্য মজুরিও গুরুত্বপূর্ণ। সব শ্রমিকের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করতে হবে। নারী শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তা, ঝুঁকিমুক্ত কর্মপরিবেশ এবং যৌন হয়রানি থেকে রক্ষা পেতে রাষ্ট্র অনেক নীতিমালা করেছে। সেই নীতিমালার আলোকে আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করতে হবে।

এ ছাড়া শ্রমিক সংগঠনের নেতারা শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করাসহ শ্রমিক ছাঁটাই, কলকারখানা বন্ধ না করা, অতি জরুরি কাজে নিয়োজিত সব শ্রমিকের জন্য কার্যকর পিপিইর ব্যবস্থাকরা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা, আইএলও কনভেনশন ১৯০-এর বাস্তবায়ন, গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১৫ বাস্তবায়ন করার দাবি জানান।

দিবসটি উপলক্ষে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আলোচনা সভার আয়োজন করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন।

ইনসাবের উদ্যোগে মে দিবস পালিত : ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশের (ইনসাব) উদ্যোগে মহান মে দিবস-২০২৩ উপলক্ষে সোমবার সকালে পল্টনস্থ মুক্তাঙ্গনে সমাবেশ, আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

ইনসাবের কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় নেতারা বলেন, দেশের উন্নয়নমূলক কাজ যেমনি হয়েছে, সর্বক্ষেত্রেই নির্মাণ শ্রমিকরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। নির্মাণ শ্রমিকদের কর্মস্থলে নিরাপত্তা, রেশনিং ব্যবস্থা চালু, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন ২০২৩-২৪ সালের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করে মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের দাবি জানান।

বিড়ি শ্রমিকদের র‍্যালি ও সমাবেশ : আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস (মে দিবস) উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাবে র‍্যালি ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন। এ সময় সংগঠনের নেতারা বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, বিড়ি কারখানাগুলোতে সপ্তাহে ৬ দিন কাজের ব্যবস্থা, আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির শুল্ক ১৮ টাকা থেকে ২ টাকা কমিয়ে ১৬ টাকা করা এবং বিড়ির ওপর অর্পিত অগ্রিম ১০ শতাংশ আয়কর প্রত্যাহারের দাবি জানান তারা।

গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক : গৃহশ্রমিকদের শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তি, আইএলও কনভেনশন ১৮৯ ও ১৯০ অনুসমর্থন এবং গৃহশ্রমিকদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ বাস্তবায়নের দাবি–এই স্লোগানকে সামনে রেখে মহান মে দিবস-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের উদ্যোগে সোমবার সকালে পল্টন মোড়ে গৃহশ্রমিক সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

জাগো বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন : সোমবার সকালে জাগো বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে রাজধানীর বিজয়নগর থেকে র‍্যালি শুরু হয়ে পুরানা পল্টন মোড় হয়ে আবারও বিজয়নগরে গিয়ে শেষ হয় এবং র‍্যালি শেষে বিজয়নগরে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের সড়কে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি মো. বাহারানে সুলতান বাহার বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমজীবী মানুষ এবং শ্রমিক সংগঠনগুলো রাজপথে সংগঠিতভাবে মিছিল ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে মে দিবস পালন করে থাকে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে ১ মে জাতীয় ছুটির দিন। আরও অনেক দেশে এটি বেসরকারিভাবে পালন হয়।

File Document

SL.	Headline	Newspaper	File Name
1.	শ্রম অধিকারের উন্নতির তাগিদ	প্রথম আলো ২২ মে ২০২৩	Labor Law
2.	মালিক-শ্রমিক পক্ষের কাছে চাওয়া হয়েছে প্রস্তাব	সময়েরআলো ২৫মে,২০২৩	Labor Law
3.	Bangladeshi Migrant dDeaths in Siggapure:Stronger labour laws and basic human rights still elusive	The Daily Star 27 May, 2023	Migrant Workers
4.	বাজেট ভাবনা নাকি দুর্ভাবনা ?	দেশ রূপান্তর ২ মে, ২০২৩	বাজেট
5.	বেশি অভিযোগ আসে নারী নির্যাতনের	প্রথম আলো ২০৬ মে ২০২৩	GBV
6.	সিএমএসএমই খাত শক্তিশালী হলে প্রবৃদ্ধিও পাশাপাশি কর্মসংস্থানও বাড়বে	বণিক বার্থা ১৮ মে, ২০২৩	কর্মসংস্থান
7.	আর্থনীতি প্রাণবন্ত রাখতে ভূমিকা রাখছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পুন: অর্থায়ন তহবিল	বণিক বার্থা ১৮ মে, ২০২৩	Economy
8.	ঢাকার গরিব মানুষের অর্ধেকই 'নতুন দরিদ্র'	প্রথম আলো ১৮ মে ২০২৩	Poverty
9.	কঠিন সময়ে আসছে চলতি মেয়াদেও শেষ বাজেট	প্রথম আলো ১১ মে ২০২৩	কর্মসংস্থান
10.	Does RTI have a Future in Bangladesh?	The Daily Star 15 May, 2023	RTI
11.	Addressing the risks of Climate Change	The Financial Express 15 May, 2023	Climate Change
12.	দেশের শ্রমশক্তিতে নারির অংশগ্রহণ বাড়েনি	প্রথম আলো ১৬ মে ২০২৩	নারি
13.	শ্রমজীবী মানুষের সংহতির দিন ।মে দিবসের মর্মবাণী ও বাংলারেশের শ্রমিক শেণী ।শিশু নির্যাতন বন্ধে টেকসই পদক্ষেপ নিন ।কৃষি শ্রমিকদেও জীবন সংগ্রাম ।স্মৃতি-বিস্মৃতির মে দিবস	সংবাদ ১ মে ২০২৩ সম্পাদকীয়+উপসম্পাদকীয়	মে দিবস
14.	এহান মে দিবস ২০২৩	বণিক বার্থা ১৮ মে, ২০২৩	মে দিবস
15.	Consensus over energy security, Climate Change and environmental protection	The Financial Express 1 May, 2023	Climate Change
16.	Inequitable, low wages continue to hit workers. May day today. Labour rights,	New age 1 May 2023	মে দিবস

	safety still elusive		
17.	Labor in market and mainstream economics	New Age 1 May 2023	Economics
18.	Making Bangladeshi workers safe for capitalism	The Daily Star 1 May, 2023	মে দিবস
19.	Govt to revisit trade negotiation structure before LDC graduation	The Financial Express 1 May, 2023	LDC
20.	Safety in RMG industry: How are local monitoring agencies faring	The Daily Star 5 May, 2023	RMG
21.	China, America & Why not all growth is equal: The current global trade system is not working but a new narrative is taking shape	The Financial Express 7 May, 2023	RMG
22.	Q1 RMG exports to USA feel pinch of economic slowdown	The Financial Express 7 May, 2023	RMG
23.	Violence against labour: A global exposure	New Age 7 May 2023	GBV
24.	How can green industrialization help achieve SDGs in Bangladesh?	The Financial Express 9 May, 2023	SDG
25.	ব্লু ইকোনমিতে বাধংরাবদেশের সম্ভাবনা	ইত্তেফাক ৮ মে ২০২৩	ব্লু ইকোনমিতে